৪। হে 'অগ্নে' 'যৎ' যস্মাৎ 'তে' তব 'সুরয়ঃ' স্তোতারঃ প্রজায়ন্তে পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ বহুবিধা ভবন্তি ততঃ 'বয়ং' চ 'তে' তব স্তোতারঃ সন্তঃ 'প্রজায়েমহি' পুত্রপৌত্রাদিভিরুপেতা ভবেম।

৪। হে অগ্নি! যে হেতু তোমার স্তোতৃগণ পুত্র পৌত্রাদি প্রজা বিশিষ্ট হয়েন, সেই জন্য আমরা তোমার স্তোতা হইয়া তদ্রূপ প্রজা বিশিষ্ট হই। আমারদিগের পাপ নষ্ট হউক।

১১৪১

৫। প্রযদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ। অপনঃ শোশুচদঘং॥

৫। 'সহস্বতঃ' সহনবতঃ শত্রূনভিভবতঃ 'অগ্নেঃ' 'ভানবঃ' দীপ্তয়ঃ 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্মাদপি প্রদেশাৎ 'প্রযন্তি' প্রকর্ষেণোদ্গচ্ছন্তি। 'যৎ' যস্মাদেবং তস্মাত্তেনাগ্নিতেজসাস্মদীয়মঘং নশ্যতু॥

৫। যে হেতু শত্রু পরাভবকারী অগ্নির তেজ সর্ব্বত্র হইতেই প্রকৃষ্ট রূপে ঊর্দ্ধে গমন করে, সেই জন্য আমারদিগের পাপ নষ্ট হউক।

১১৪২

৬। ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি। অপনঃ শোশুচদঘং॥

৬। হে অগ্নে 'ত্বং হি' ত্বমেব বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোমুখোঽসি তব মুখস্থানীয়া জ্বালাঃ সর্ব্বতঃ প্রসরন্তি, অতো হে 'বিশ্বতোমুখ' অগ্নে 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্মাদপ্যুপদ্রবজাতাৎ 'পরিভূরসি' অস্মাকং পরিভবিতা ভব রক্ষকো ভবেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং॥

৬। হে সর্ব্বমুখ অগ্নি! সকল উপদ্রব হইতে আমারদিগকে রক্ষা কর। আমারদিগের পাপ নষ্ট হউক।

১১৪৩

৭। দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়। অপনঃ শোশুচদঘং॥

৭। হে 'বিশ্বতোমুখ' সর্ব্বতোমুখাগ্নে 'নাবেব' নাবা নদীমিব 'দ্বিষঃ' শত্রূন্ 'নঃ' অস্মান্ 'অতিপারয়' অতিক্রময্য শত্রুরহিতং প্রদেশং প্রাপয়॥

৭। হে সর্ব্ব মুখ অগ্নি! নৌকা দ্বারা নদী উত্তরণের ন্যায় আমারদিগকে শত্রুগণের নিকট হইতে পার করিয়া দেও। আমারদিগের পাপ নষ্ট হউক।

১১৪৪

৮। সনঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে। অপনঃ শোশুচদঘং। ১।৭।৫।

৮। পূর্ব্বোক্তমেবার্থং পুনরপি দার্ঢ্যায় প্রার্থ্যতে। হে অগ্নে 'সঃ' ত্বং 'নঃ' অস্মান্ 'নাবয়া' নাবা 'সিন্ধুমিব' নদীমিব 'স্বস্তয়ে' ক্ষেমার্থং 'অতিপর্ষ' শত্রূনতিক্রময্য পালয় শত্রুরহিতং প্রদেশমস্মান্ প্রাপয়েত্যর্থঃ। ত্বৎপ্রসাদাৎ 'নঃ' অস্মাকং 'অঘং' পাপং চ 'অপশোশুচৎ' অস্মত্তোঽপক্রম্যাস্মচ্ছত্রূন্ শোচয়ৎ ভবতু॥ ১।৭।৫।

৮। হে অগ্নি! সেই তুমি নৌকা দ্বারা নদী উত্তরণের ন্যায় মঙ্গলের জন্য আমারদিগকে শত্রুগণের নিকট হইতে পার করিয়া দেও। আমারদিগের পাপ নষ্ট হউক। ১।৭।৫।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ চৈত্র ১৭৯০ শক।

উদ্বোধন।

যিনি অসীম আকাশে বিরাজমান, যিনি শুক্র অকায় অব্রণ, যিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ, যিনি প্রতি হৃদয়ে রহিয়াছেন, যিনি আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা; তিনি এই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনি এখানেই বর্ত্তমান। অদ্য এক সম্বৎসর পূর্ণ হইল, আমরা সম্বৎসর তাঁহার হস্তে সকল প্রকার প্রসাদ উপভোগ করিয়া অদ্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার নিমিত্ত সম্মিলিত হইয়াছি, সম্বৎসর তাঁহার স্নেহে পরিপালিত হইয়া তাঁহাকে প্রীতি-উপহার দিবার জন্য এখানে

সকলে সমাগত হইয়াছি; অদ্য অন্যমনস্ক না হইয়া হৃদয়থাল ভার ভক্তি-পুষ্প-হার এস আমরা তাঁহার চরণে অর্পণ করি—এস তাঁর উপাসনাতে প্রবৃত্ত হই।

বক্তৃতা।

আজি বর্ষ শেষ হইতেছে; এই জন্য আমরা একত্র সমবেত হইয়া, যাঁহার প্রসাদে সম্বৎসর অতিবাহন করিলাম, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার আরাধনা করিতেছি। তিনি সম্বৎসর যে অন্ন জল পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিয়া শরীর রক্ষা করিয়াছি। তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যে সকল রোগ যন্ত্রণায় পতিত হইয়াছিলাম, তাঁহারই করুণা প্রদত্ত ঔষধে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহারই সূর্য্য আলোক ও উত্তাপ প্রদান করিয়াছে। তাঁহারই বায়ু আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছে। তাঁহারই জল তাঁহারই পৃথিবী সম্বৎসর সমভাবে আমাদের আনুকূল্য করিয়াছে। আত্মার শৈশবাবস্থায় এই শরীর নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া তিনি শরীর রক্ষার উপযোগী নানাবিধ উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার এমনি আশ্চর্য্য করুণা যে, যদি কোন উপায়েই এই দুর্ব্বল শরীর রক্ষা করিতে না পারি, তিনি মৃত্যুরূপ মহৌষধ প্রয়োগ করিয়া আত্মাকে আরোগ্য দান করেন।

আমাদের আত্মা তাঁহার অতি যত্নের ধন। তিনি সমস্ত পৃথিবীকে কেবল আত্মারই পোষণের জন্য নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। আত্মাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি সমস্ত জগৎকে সুখসামগ্রীতে সুসজ্জিত করিয়াছেন, আবার মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে নূতন নূতন শোভায় শোভিত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার আদেশে গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতুগণ বিবিধ ফলপুষ্পে অলঙ্কৃত হইয়া আমাদিগকে নিরন্তর প্রতিপালন করিতেছে। পৃথিবী আমাদের প্রথম শিক্ষার বিদ্যালয় হইয়া বর্ষে বর্ষে আমাদিগকে উন্নত শিক্ষা প্রদান করিতেছে। সেই পিতা, সেই স্নেহময় পিতা আমাদের আত্মাকে যে আশ্চর্য্য প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা কত সুখ, কত আনন্দ, কত উন্নতি, কত শিক্ষা লাভ করিয়া বর্ষে বর্ষে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। জ্ঞান প্রশস্ত হইতেছে, হৃদয় বিশুদ্ধ হইতেছে, আত্মা সেই দিব্য ধামের উপযুক্ত হইতেছে। শোকে সান্ত্বনা, পাপে গ্লানি ও পুণ্যে প্রসাদ বিতরণ করিয়া তিনি নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন এবং আপনার মঙ্গলময় লক্ষ্য সংসাধনের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। যেমন পৃথিবী আপনার বেগশক্তিতে যথেচ্ছ দিকে ধাবমান হইতে উদ্যত হয় এবং সূর্য্য তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নিয়মিত পথে ঘূর্ণমান করে, সেই রূপ মনুষ্য যখন নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বশম্বদ হইয়া যথেচ্ছ পর্য্যটন করিতে যায়, তখন সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গল পুরুষ আশ্চর্য্য কৌশলে তাহাকে নিয়মিত করিয়া কল্যাণময় শিক্ষা দান করেন।

তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য সাধারণ উপায় বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, আবার প্রত্যেকের জন্য বিশেষ বিশেষ উপায় প্রতিক্ষণে সৃষ্টি করিতেছেন। এই এক পৃথিবীতে কত ভিন্ন ভিন্ন আত্মা অবস্থান করিতেছে; আবার এক এক আত্মা কত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নিপতিত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির যে অবস্থায় যাহা বিধান করিলে তাহার যথার্থ মঙ্গল হইবে, তিনি সেই ব্যক্তির সেই অবস্থায় তাহাই বিধান করিতে-

ছেন। তিনি সুখীর জন্য এক রূপ ও দুঃখীর জন্য অন্য রূপ উপায় বিধান করিয়া উভয়কেই আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়েছেন। তিনি এক প্রকারে সম্পন্ন ব্যক্তির ও অন্য প্রকারে বিপন্ন ব্যক্তির মঙ্গল সাধন করিতেছেন। তিনি সুস্থকে এক উপায়ে ও রোগীকে অন্য উপায়ে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি একবিধ উপায়ে পাপীকে ও অন্য বিধ উপায়ে পুণ্যবান্‌কে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার এই সকল অসামান্য অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ ও অবনত হৃদয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিতে আজি সমাগত হইয়াছি।

যদি অকৃতজ্ঞ হৃদয়ে দাতার দান গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অত্যন্ত অন্যায় আচরণ হয়। আমরা সর্ব্ব প্রকারে তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়াও যদি চিরকাল অকৃতজ্ঞ থাকি, তথাপি তিনি এমন পিতা নন যে, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু আমাদেরই হৃদয় ক্রমে ক্রমে কঠোর হইয়া যাইবে। কৃতজ্ঞ হৃদয় কি মনোহর মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়! যখন কোন সাধু কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হইয়া অন্তঃস্ফুরিত ধন্যবাদের সহিত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হন, তখন সেই সাধুর মূর্ত্তি কি শ্রদ্ধেয় কি রমণীয় হয়! তিনি দীনতা সহকারে ঈশ্বরকে যতই ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকেন, ঈশ্বর ততই তাঁহার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করেন।

ঈশ্বর যখন সুখ ও সচ্ছন্দতা বর্ষণ করেন, তখন হৃদয় সহজেই কৃতজ্ঞ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার কোন মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য যদি দুঃখ ও বিপদে নিপাতিত করেন, তাহা হইলে সে কৃতজ্ঞতা শুষ্ক হইয়া যায়, ইহাতে এই প্রকাশ পাইতেছে যে, ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদন অপেক্ষা আপনাদের সুখভোগের অধিক মূল্য জ্ঞান করিয়া থাকি। আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি; কিন্তু ঈশ্বর সমস্ত জগতের পিতা। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী, এই প্রকাণ্ড সৌর জগৎ,এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার একটি গৃহ-স্বরূপ; এই অযুত অগণ্য লোক মণ্ডলের যাবতীয় আত্মা তাঁহার এক পরিবারে বদ্ধ; তিনি সকলের এক মাত্র পিতা। আমার প্রতি তাঁহার যেমন স্নেহ ও করুণা, সকলের প্রতিই সেই রূপ; সকলের পক্ষে যাহা মঙ্গল, তিনি তাহাই বিধান করিবেন। সকলের মঙ্গলের জন্য যদি আমাকে দুঃখ ও বিপদ্ সহ্য করিতে হয়, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে; আমার এক বিন্দু দুঃখে জগতের মঙ্গল বিধান হইল দেখিয়া যখন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে পারিব, তখন জানিব যে আমার কৃতজ্ঞতার বিশুদ্ধতা হইয়াছে। সম্বৎসরের মধ্যে কত রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কত শোক ও দুঃখ সহ্য করিতে হয়, কত বিপদ্ মস্তকে করিয়া বহন করিতে হয়। ঈশ্বরের অখণ্ড মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হইবার জন্য সেই সকল উপস্থিত হইয়া থাকে, তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য আমাকে যে যৎকিঞ্চিৎ সহ্য করিতে হয়, ইহাতে তাঁহার প্রতি অসন্তোষ কখনই কর্ত্তব্য নহে।

বস্তুতঃ সেই সকল দুঃখ ও বিপদ্ আমাদের দোষেই উপস্থিত হয়,—আমাদের দোষ সংশোধন করিবার জন্যই উপস্থিত হয়। আমরা অদূরদর্শী বলিয়া সেই মঙ্গল দেখিতে পাই না। আমাদের প্রধান ভ্রান্তি এই যে, আমরা সুখ ও সম্পদ্‌কে মঙ্গল এবং দুঃখ ও বিপদ্‌কে অমঙ্গল ভাবিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; সুখেতেও মঙ্গল হয়, দুঃখেতেও মঙ্গল হয়; সম্পদেও মঙ্গল হয়, বিপদেও মঙ্গল হয়। যখন কেহ সুখ ও সম্পদে মত্ত হইয়া ক্রমাগত পাপাচরণ করি-

তেছে, তখন দুঃখ ও বিপদই তাহার পক্ষে মঙ্গল। যদি ক্ষুদ্র বিপদে তাহার না চৈতন্য জন্মে, তাহার পক্ষে অধিক বিপদ্ আবশ্যক। এমন অবস্থায় অদূরদর্শিতা নিবন্ধন আমরা হয় তো তাঁহার করুণা উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্তু যখন সংশোধিত হইয়া আপনার জীবনপুস্তক পাঠ করিতে বসিব; যখন তাহার প্রতি পত্রে তাঁহার করুণা স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত দেখিতে পাইব, তখন কৃতজ্ঞতা আপনা হইতে উচ্ছ্বসিত হইবে।

আমরা রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য ও পাপ তাপ নিরীক্ষণ করিয়া কাতর হই, বিলাপ করিতে থাকি এবং সর্ব্বনাশ ভাবিয়া হতচেতন হই। কিন্তু পরিণামে তাঁহার হস্তে সকলই মঙ্গলরূপ ধারণ করিবে জানিয়া তিনি

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।"

সকল পাপী নিস্তার পাইবে; সকল তাপী শীতল হইবে; সকল শোক নির্ব্বাণ হইবে; সকল বিপদ্ প্রশমিত হইবে। পাপ-শোধনের জন্য সন্তাপ; সন্তাপের পর দ্বিগুণ শীতলতা উপস্থিত হইবে। শিক্ষার জন্য দুঃখ; দুঃখের পর দ্বিগুণ সুখ, তাঁহার মঙ্গল রাজ্যের এই রূপ ব্যবস্থা। তাঁহার বিস্তীর্ণ শাসন-প্রণালীর মর্ম্ম আমরা অল্পই বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু তাঁহারই প্রসাদে যাহা কিছু কণামাত্র জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহা দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, সুখ ও দুঃখ, সম্পদ্ ও বিপদ্, জয় ও পরাজয়, জীবন ও মৃত্যু সকলেরই পরিণাম কেবল মঙ্গল। যদি ঘোর দুঃখে নিপতিত হই, যদি শোকানলে অনবরত দগ্ধ হই, যদি দরিদ্রতায় নিপীড়িত হই, যদি অপমানে জীর্ণ হইয়া যাই; কিন্তু যদি এই মাত্র বিশ্বাস হৃদয়ে জাগরূক থাকে— সর্ব্বশক্তিমান্ পিতার মঙ্গল দৃষ্টি আমার উপর নিরন্তর নিপতিত আছে; সেই পূর্ণ জ্ঞান জানিতেছেন, কি প্রকারে আমি মঙ্গল লাভ করিব, তিনি পরিণামে আমাকে মঙ্গলনীরে অভিষিক্ত করিবেন; যদি এই বিশ্বাস আমার এক মাত্র সম্বল থাকে, আর সকলই যায়—আমি নির্ভয় হৃদয়ে সর্ব্বত্র অবস্থান করিব এবং সেই চরম গতির প্রতি লক্ষ্য বন্ধন করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয় তাঁহার নিকট অবনত করিয়া রাখিব। অমঙ্গল তাঁহার মঙ্গল রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না; অমঙ্গল নিবারণের জন্য

"পর্ব্বত পাথার ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যতবাজ।"

আমাদের যে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব আছে, তাহারই অভিমানে মত্ত হইয়া অনেক সময় তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে বিস্মৃত হই এবং আপনাদেরই জয় ঘোষণা করি। তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি না; কিন্তু অভিমানে অন্ধ হইয়া আত্মপ্রভাবকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া রাখি। বাস্তবিক আমাদের কার্য্য অতি অল্প, তাঁহারই কার্য্য অধিক। আমরা একটি বীজ লইয়া ক্ষেত্রের মধ্যে বপন মাত্র করি; কিন্তু তাঁহারই বীজ তাঁহার ক্ষেত্রে পতিত হয়, তাঁহারই মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করে, তাঁহারই সূর্য্য হইতে তেজ প্রাপ্ত হয়, তাঁহারই বায়ু জীবন দান করে, তাঁহারই মেঘ জল দান করিয়া প্রতিপালন করে। আমরা এক সময় যেমন বপন করিয়াছি, তেমনি আর এক সময় তাহার ফল গ্রহণ করি, এই আমাদের কার্য্য; আর সমুদয় তাঁহারই হস্তে নির্ভর করিয়া আছে। এই রূপ সমুদায় কার্য্যই তাঁহার প্রসাদে সম্পন্ন হয়; আমরা তাহার অল্পই সম্পন্ন করি, এবং যাহা কিছু করি, তিনিই তাহার মূল; তিনি শক্তি প্রদান না করিলে তাহাও করিতে পারি না। ধর্ম্মভাবে কহিতেছি, তিনিই সমুদায় মঙ্গল কার্য্যের সম্পাদক। বিজ্ঞান অনুসারে কহিতেছি, আমাদের চেষ্টা যখন

তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হয়, তখনই আমরা কৃতকার্য্য হই; নতুবা আমাদের সমুদায় চেষ্টা কেবল আমাদের পতনের হেতু হয়। এই রূপ কতকগুলি কার্য্যের জন্য যেমন কেবল আপনারই মহিমা ঘোষণা করি, সেই রূপ কতকগুলি কার্য্য মেঘ সূর্য্য বায়ু প্রভৃতি প্রকৃতিগণের উপরেই আরোপ করিয়া সেই মহান্ পুরুষের প্রতি অন্ধ হইয়া থাকি। মনুষ্যের আত্মা ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা দেখিতেছে, শুনিতেছে; কর্ম্ম করিতেছে ও চলিতেছে, শরীর তাহার যন্ত্র; কিন্তু ইহা না জানিয়া যদি বলি চক্ষু দেখিতেছে, কর্ণ শুনিতেছে, হস্ত কর্ম্ম করিতেছে ও পদ চলিতেছে; আর কিছুই নাই; তবে ইহা কেমন অসত্য হয়। সেই রূপ, যদি দেখি, সূর্য্য আলোক দিতেছে, মেঘ জল দিতেছে, বায়ু জীবন দিতেছে; আর কেহই নাই—যদি এই যন্ত্র সকলকেই স্রষ্টা, পাতা ও সুখ-দাতা মনে করিয়া রাখি, যন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করি, তবে ইহা অপেক্ষা "মিথ্যা-দৃষ্টি" আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ বরং আত্মার কিছু কর্ত্তৃত্ব আছে, কিন্তু জড় জগৎ সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই হস্ত দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তিনিই সকলের মূল। আত্মার জীবন ও কর্ত্তৃত্ব তাঁহারই হস্তে পরিস্ফুরিত হইতেছে; জড় জগৎ তাঁহারই হস্তে লম্বমান রহিয়াছে। আমরা যেন অভিমান ও গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহারই হস্ত দর্শন করিতে অভ্যাস করি; যেন তাঁহাকেই ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আনন্দিত হই। তাঁহারই প্রসাদে আমরা কর্ম্ম করিতেছি জানিয়া নিরভিমান-হৃদয়ে তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করি।

হে করুণাময় পিতা! তোমারই আদেশে অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাদের প্রতি কতই করুণা বর্ষণ করিতেছে। আমরা শত সহস্র বার তোমাকে বিস্মৃত হই, তুমি ক্ষণ কালের জন্যও আমাদিগকে বিস্মৃত হও না। শরীর মন আত্মা তোমারই প্রসাদে নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিতেছে। সুখ সম্পদে তোমারই করুণা, দুঃখ বিপদে তোমারই করুণা প্রকাশ পাইতেছে। জীবন ও মৃত্যু তোমারই করুণা কীর্ত্তন করিতেছে। যে সকল ঘটনায় আমরা ভীত ও আকুল হই, তুমি আশ্চর্য্য কৌশলে তাহা হইতে মঙ্গল-রস নিষ্পীড়ন কর। তুমি তোমার সন্তানগণের প্রতিপালনের জন্য কতই উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছ। এক একটি দিবস তোমার কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ।

"কতই করুণা হতেছে বর্ষণ তোমার।
এনে দাও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে,
নাহি নাহি অন্ত তাহার।"

হে পতিতপাবন! আমরা যে তোমার নিকটে কত অপরাধ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই; তুমি অন্তর্যামী, সকলই জানিতেছ। তুমি সময়ে সময়ে যে শাস্তি প্রদান করিয়াছ, তাহা মহৌষধ হইয়া আমাদিগকে পাপবিকার হইতে রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় না। এক বার তোমার দণ্ড ভোগ করিয়া সতর্ক হই, আবার মোহ-কোলাহলে বিস্মৃত হইয়া হৃদয়কে বিকৃত করিয়া রাখি। আমরা জানিয়াছি, তোমার দণ্ড বাস্তবিক দণ্ড নহে; আমাদের পাপবিকারের মহৌষধ। তুমি যদি পাপীকে শাস্তি দিয়া শান্তি দান না কর, তবে তাহার আর পরিত্রাণের কোন উপায়ই নাই। হে পিতা! তোমার হস্তে সমুদায় আত্মা সমর্পণ করিতেছি, তোমার যাহা ইচ্ছা, আমাদের প্রতি তাহাই বিধান কর। তোমার সকল কার্য্যেই আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে শিক্ষা দাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ধর্ম্ম ও নীতি।

ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ আছে, ধর্ম্ম তাহার পরিচর্য্যা করে এবং মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ, নীতি তাহা রক্ষা করিয়া থাকে। ধর্ম্ম ও নীতি উভয়েই যখন প্রকৃতরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন এই উভয়ের মধ্যে তাদৃশ প্রভেদ গ্রহণ করা যায় না; কেন না উভয়েই মিশ্রিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে ঐ উভয় ভাবের বিলক্ষণ ইতর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ব্যক্তিতে ধর্ম্মের ভাব যথেষ্ট, কিন্তু নীতির ভাব অল্প; এবং কোন ব্যক্তিতে ধর্ম্ম ভাব অপেক্ষা নীতির ভাব তীক্ষ্ণ রূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। বঙ্গ ভাষায় ধর্ম্ম ও নীতি শব্দের যে কোন অর্থ থাকুক, এ স্থলে বক্তব্য বিষয় বিশদ-রূপে বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ দুই শব্দ এই অর্থে প্রয়োগ করা যাইতেছে যে, যে বৃত্তি থাকাতে মনুষ্য ঈশ্বরপরায়ণ হন, তাহা ধর্ম্ম এবং যাহা থাকাতে ন্যায়-পরায়ণ হন, তাহার নাম নীতি।

ধর্ম্ম ও নীতি এই দুইটিই মনুষ্যের প্রকৃতিতে নিবদ্ধ হইয়া আছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম-প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রকৃতি প্রতি আত্মাকে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা দিতেছে; এমন কি, সেই নির্ভরের ভাবই এই প্রকৃতির সার অংশ। সহস্র প্রকার উদ্বেগে উদ্বিগ্ন হইয়াও আত্মা যে এক বারে নৈরাশ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, এই প্রকৃতিই তাহার এক মাত্র কারণ। এই প্রকৃতির মধ্য দিয়াই ঈশ্বর আত্মাতে শান্তি ও আশা বর্ষণ করিতে থাকেন। ইহাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে ঈশ্বর ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হইয়াছেন। এই ধর্ম্মপ্রকৃতি প্রতি আত্মাকে ঈশ্বরের সহিত গূঢ় রূপে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার সহিত পরিবারের সম্বন্ধ নাই, প্রতিবাসীর সম্বন্ধ নাই, সমাজের সম্বন্ধ নাই, আর কাহারও সম্বন্ধ নাই; ইহা কেবল ঈশ্বরকেই প্রার্থনা করে। কেবল এই প্রকৃতিকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত মনুষ্য আবশ্যক হইলে আর সমুদায়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন। বস্তুতঃ ঈশ্বর ইহা কেবল প্রতি আত্মার পরিত্রাণের জন্য প্রদান করিয়াছেন; কি পরিবার কি সমাজ, কি সংসার, আর কাহার সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। এমন কি, আত্মা যে শরীরে অবস্থান করিতেছে, তাহার প্রতিও ইহার ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়।

নীতির ভাব অন্য প্রকার। ঈশ্বর জড় জগতে যন্ত্রী হইয়া অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে রাজাসনে আসীন হইয়া আছেন; নীতিপ্রকৃতি তাঁহার সেই রাজরূপের প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার শাসনকার্য্যের সহকারিতা করিতেছে। ঈশ্বর যেমন ধর্ম্মপ্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রতি আত্মাতে সুনির্ম্মলা শান্তি বর্ষণ করেন, সেই রূপ এই প্রকৃতির মধ্য দিয়া সমুদায় মনুষ্য জাতিকে যথাযোগ্যরূপে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রতি আত্মাকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাওয়া ধর্ম্মপ্রকৃতির উদ্দেশ্য, কিন্তু ঈশ্বরের বিশ্বজনীন শাসনপ্রণালীর পোষকতা করা নীতি বৃত্তির একমাত্র অভিসন্ধি। ইহা পরিবার, প্রতিবাসী, সমাজ ও সমুদায় মনুষ্যের সহিত প্রত্যেককে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহা সকলের দোষ গুণের দণ্ড ও পুরস্কার করিতেছে। প্রত্যেক মনুষ্য ইহারই শাসনে আপনাকেও নিয়মিত করিতেছেন। মনুষ্য ইহার সুমধুর উপদেশে সেই রাজাধিরাজের নিয়ম পালনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন এবং ইহারই তীব্র

তৎসনায় তাঁহার বিরুদ্ধ পথ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন।

এই দুই বৃত্তি প্রদান করিয়া ঈশ্বর এক দিকে পিতামাতার ন্যায় আমাদের নির্ভরের স্থান হইয়া আছেন, অন্য দিকে রাজা হইয়া আমাদিগকে স্বর্গীয় শাসনে প্রতিপালন করিতেছেন। এই ধর্ম্ম ও নীতি উভয়ই আমাদিগের সমান শ্রদ্ধা ও গৌরবের বস্তু। ইহার একটির প্রতি উপেক্ষা করিলেই মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ, চরিত্র বৈষম্যদোষে দূষিত ও উন্নতি অঙ্গহীন হইয়া থাকে। এই দুইটি প্রকৃতি যে পরিমাণে তেজস্বিনী হয়, সেই পরিমাণে মনুষ্য ঈশ্বরপরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ হন। এবং যে পরিমাণে ক্ষীণ হইতে থাকে, তিনি সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে থাকেন। মনের সাধারণ অবস্থা স্বাভাবিক থাকিলে এই দুই বৃত্তি সমভাবে পরিবর্দ্ধিত হয়। এবং নানা কারণে তাহার অন্যথা হওয়াতে অনেক স্থলে ধর্ম্ম ও নীতি পৃথক্ ভাবে কার্য্য করে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সকল স্থলে ধর্ম্মও অঙ্গহীন হইয়া থাকে, নীতিও অঙ্গহীন হইয়া থাকে।

কোন কোন ব্যক্তি যে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াও ন্যায়-পরায়ণ হন না এবং কোন কোন ব্যক্তি ন্যায়-পরায়ণ হইয়াও ঈশ্বরের আরাধনা করিতে চান না, তাহার কারণ কেবল এই যে, তাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্ম ও নীতির ভাব সমানরূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই। এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিলক্ষণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, ঈশ্বরের আরাধনাতে তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগ আছে, সময় বিশেষে ঈশ্বরের নামে তাঁহাদের হৃদয়ে ভক্তিরস উচ্ছলিত হয়; কিন্তু সাংসারিক কার্য্যে—অর্থের আদান প্রদানে, ক্রয় বিক্রয়ে এমন কি সামান্য আলাপাদিতেও তাঁহারা অম্লানবদনে ন্যায়পথ অতিক্রম করেন। তাঁহারা ভক্তিতচিত্তে বাস্তবিক হৃদয়ের সহিত আপনার আপনার পদ্ধতি অনুসারে ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ, পরস্বাপহরণ ও পরপীড়ন প্রভৃতি ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিন্মাত্রও সংকুচিত হন না। এক দিকে ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে অকাতরে ধন বিতরণ করেন, অন্য দিকে মিথ্যা ও ধূর্ত্ততা সহকারে ধন উপার্জ্জন করেন। এক দিকে ধর্ম্মের উদ্দেশে হয় তো দুর্ব্বিসহ ক্লেশ-পরম্পরা সহ্য করিতেছেন, অন্য দিকে হয় তো ব্যভিচার-পঙ্কে চির জীবন নিমগ্ন হইয়া আছেন। ইঁহাদের অন্তরে নীতির ভাব যে অত্যন্ত ম্লান ভাবে আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যদিও ইঁহারা ঐ সকল কার্য্যকে নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া জানেন; হৃদয়ের বল না থাকাতে তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। যাঁহারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নরবলি প্রদান, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, চিতানলে তুষানলে বা প্রায়োপবেশনে আত্ম-হত্যা—ইত্যাদি নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যের ব্যবস্থা দান বা অনুষ্ঠান করিতেন, তাঁহাদের নীতিজ্ঞান পর্য্যন্ত অতীব হীনাবস্থায় ছিল। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ অত্যন্ত ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারই ব্যবস্থা ও আচরণে নীতিবিরুদ্ধ অধিবেদনপ্রথা প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাঁহারই হৃদয় হইতে এই নীতিবিরুদ্ধ উপদেশ বিনির্গত হইয়াছিল যে, যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন না করে, তাহাদিগকে করবালমুখে কবলিত করা উচিত। এই স্থলে ধর্ম্ম ও নীতির কতদূর বৈষম্য হইতে পারে, তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে, এমনও অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের আরাধনাতে তাঁহাদের প্রীতি নাই; তাঁহারা

ঈশ্বর ও পর লোকের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; তাঁহাদের চক্ষুতে ধর্ম্মানুষ্ঠান বালকের কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ব্রাহ্মসমাজ, ধর্ম্ম-প্রচার তাঁহাদের মতে নিরর্থক; তাঁহারা ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও স্তুতি প্রার্থনা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করেন; কিন্তু তাঁহারা ন্যায়পথে প্রাণপণে দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁহারা যে কেবল লোকরঞ্জনের জন্য ন্যায় রক্ষার ভান করিয়া বেড়ান, তাহা নহে; এ জগতে সে রূপ লোকও অনেক আছে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু বাস্তবিকই এমন অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা স্বভাবগুণেই ন্যায়ের জন্য ন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন; অন্যায়াচরণ করিতে বাস্তবিকই তাঁহাদের কষ্ট বোধ হয়। ইহাঁদের ন্যায়ের ভাব যে রূপ প্রবল, ধর্ম্মের ভাব সে রূপ প্রবল নহে।

যখন ন্যায়ের ভাব তীক্ষ্ণতর হয়, তখন মনুষ্য লোকের প্রতি অবিচার নিবারণের জন্য রাজনীতির উৎকর্ষ সাধনে অগ্রসর হন; যে সকল কুৎসিত প্রথাতে জনসমাজের অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সংশোধনে প্রাণপণে চেষ্টা করেন; কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ দেখিলেই যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠেন এবং তাহা নিবারণের জন্য যত্নবান্ না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। সত্যবাদিতা, প্রতিজ্ঞা পালন, ঋণ পরিশোধ, লোকের সম্পত্তি ও খ্যাতি রক্ষণে ব্যগ্রতা, মনুষ্য মাত্রের প্রতি সমাদর ও ভ্রাতৃভাব, এবং সাংসারিক কার্য্যে সাধ্যানুসারে পরিশ্রম ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির অন্তঃকরণে জাগরূক হইয়া থাকে। আলস্য, পরনিন্দা, পরপীড়া, কর্কশ ব্যবহার, পরস্বাপহরণ ও ব্যভিচার তাঁহার নিকটে যার পর নাই অবজ্ঞেয় ও ঘৃণিত। কিন্তু যদি তাঁহার ধর্ম্মভাব তাদৃশ প্রবল না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সত্তা তাঁহার নিকটে কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন বৃক্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে; ঈশ্বরের উপাসনা তাঁহার প্রীতিকর হয় না; ঈশ্বর চিন্তাতে তাঁহার অপ্রবৃত্তি হয়; হয় তো তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও সংশয়াপন্ন হইয়া কাল যাপন করেন।

যখন ধর্ম্মের ভাব প্রবল হয়, তখন ঈশ্বরই মনুষ্যের এক মাত্র আরামস্থান হন; তাঁহার ধ্যান ও ধারণাই জীবনের সার কর্ম্ম হয়; তাঁহার প্রেম গান ও গুণ কীর্ত্তনে তিনি যে রূপ আনন্দ অনুভব করেন, তেমন আনন্দ আর কিছুতেই পান না। তাঁহার উপাসনাতে কালাতিপাত করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু যদি তাঁহার ধর্ম্মভাবের সঙ্গে ন্যায়ের ভাব প্রবল না থাকে, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বরকে যে রূপ প্রীতি করিতে পারেন, মনুষ্যকে তেমন প্রীতি করিতে পারেন না। তিনি ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া যে রূপ আনন্দ লাভ করেন, সংসারের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সে রূপ আনন্দ পান না; তিনি ঈশ্বরের জন্য সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন; তিনি ঈশ্বর-চিন্তার অনুরোধে অবশ্যপ্রতিপাল্য পরিবার বর্গের ভরণ পোষণেও উপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহার ন্যায়-গুণ যদি নিতান্ত ম্লান হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্যায়াচারণেও পরাঙ্মুখ হন না। তিনি ইষ্ট দেবতার তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত নর হত্যাও করিতে পারেন।

অতএব ধর্ম্ম ও নীতি আমাদের সমান মাননীয়, সমান শ্রদ্ধার সহিত উভয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। ধর্ম্ম ও নীতি পরস্পর পৃথক্ হইলে উভয়ই গৌরব-হীন ও মুমূর্ষু হইয়া পড়ে। ধর্ম্ম-হীন আত্মা ঈশ্বরের কুপুত্র; নীতি-হীন আত্মা তাঁহার বিদ্রোহী প্রজা। নীতি-হীন ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নহে

এবং ধর্ম্ম-হীন নীতি প্রকৃত নীতি নহে। ধর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের সহিত এবং নীতি দ্বারা মনুষ্যের সহিত পবিত্র সম্বন্ধে মিলিত হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য ও নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য উভয়ই মনুষ্যকে ঈশ্বরের নিকট সমান পরিমাণে অপরাধী করে। ইহার একটির প্রতি অবহেলা করিলেই ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা করা হয়। যেমন তাঁহাতে নির্ভর করিয়া আপনাকে নিরাপদ্ করিতে হইবে, সেই রূপ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নীতির অনুগামী হইয়া তাঁহার নিকট পবিত্র থাকিতে হইবে।

ভারত বর্ষ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম।

মহাত্মা রামমোহন রায় কহিতেন, "ভারত বর্ষের প্রচলিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করা ভস্ম হইতে নরককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার তুল্য।" বস্তুতঃ ইহার কিছুই অসত্য নহে। হিন্দু শাস্ত্রের প্রামাণ্য বাইবলের স্কন্ধে সংস্থাপন, গঙ্গা-জলের পবিত্রতা জর্দ্দনের জলে নিক্ষেপ এবং রাম ও কৃষ্ণের দেবত্ব খৃষ্টের উপর আরোপ ভারত বর্ষে অধঃপতন ব্যতীত উন্নতি বলিয়া গণ্য করা যায় না। ইউরোপীয়েরা মনে করেন, ইউরোপ যেমন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে উপকৃত বোধ করিয়াছিল, সেই রূপ ভারত বর্ষও ইহা দ্বারা উপকৃত হইবে; ইহা তাঁহাদের অত্যন্ত ভ্রান্তি। ইউরোপের যে অবস্থায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম তথায় সমাদর লাভ করে, ভারতবর্ষ এক্ষণে যতই হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকুক, ধর্ম্ম বিষয়ে তদপেক্ষা উন্নততর অবস্থায় অদ্যাপি অবস্থান করিতেছে। পুরাতন কালের উদয়োন্মুখী সভ্যতা ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে অদ্যাপি শোক উৎপন্ন করিতেছে এবং সেই সভ্যতা-দেবীর পদচিহ্ন হিন্দুদিগের চরিত্রে অদ্যাপি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ইউরোপে যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবিষ্ট হয়, তখন তথাকার ধর্ম্ম, নীতি, রাজনিয়ম ও সামাজিক আচার ব্যবহার যে রূপ অবস্থায় ছিল, খৃষ্টীয়ধর্ম্ম তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী প্রদর্শন করাতে ক্রমে ক্রমে সকলের মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। ভারত বর্ষের সে রূপ অবস্থা নহে। ভারত বর্ষে ধর্ম্ম লইয়া বহু প্রকার আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হইলে মনুষ্যের মনে যত প্রকার ধর্ম্মবিষয়ক মত আবির্ভূত হইতে পারে, অল্প বা বহু পরিমাণে তাহা হিন্দুধর্ম্মে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এখানে কোন অপূর্ব্বতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে; প্রত্যুত হিন্দুধর্ম্মে এমন সকল অমূল্য ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, তাহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। মনুষ্যপূজারূপ যে কুসংস্কার অথবা পৌত্তলিকতা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাণ, ভারত বর্ষে তাহাতে সমাদর করিবার কাল বহু দিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।

যে বাইবল ইউরোপীয়দিগের চক্ষুতে অপূর্ব্ব বস্তু বলিয়া পূজিত হইয়াছিল, ভারত বর্ষে তাহার সে রূপ সম্ভ্রম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাইবলে খৃষ্টের জন্ম অবধি যে সমস্ত ব্যাপার অলৌকিক রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ইউরোপীয়দিগের নিকট খৃষ্টকে দেবত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করে; কিন্তু ভারত বর্ষের পুরাণ কর্ত্তারা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে অবতার সকলের অলৌকিক ক্রিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা তাহাতে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, বাইবলের বর্ণিত ঘটনা সকল তাঁহাদের শ্রদ্ধা কেন আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে। হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা করেন দেখিয়া বাইবলকে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে এবং সাধারণের জন্য বাঙ্গালা

তাহার বাইবল সকল প্রচারিত হইতেছে; কিন্তু উভয়ই এদেশে অকিঞ্চিৎকর হইয়া আছে। বাইবলে ধর্ম্ম বিষয়ক মত অত্যন্ত অপরিষ্কৃত। ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ক মতই ধর্ম্মবিষয়ক মতের মধ্যে প্রধান। কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মে সেই দুইটি মতই ইহুদিদিগের ধর্ম্ম হইতে সংগৃহীত হইয়াছে; ইহুদিরা তদ্বিষয়ে যাহা কিছু কল্পনা করিয়াছিল, খৃষ্টীয়দিগের মতও প্রায় সেই রূপই আছে। নূতন বাইবলে তাহার কোন উৎকর্ষই লক্ষিত হয় না। যে হিন্দু জাতি ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণে কত শতাব্দী অতি বাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে বাইবল তদ্বিষয়ে যে অতীব জঘন্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহার কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বাইবলের পরলোক বিষয়ক মত হিন্দুদিগের নিকটে যেমন সম্পূর্ণ নূতন, তেমনি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মৃত ব্যক্তি বহু কাল পরে আবার অবিকল পূর্ব্ব শরীর গ্রহণ করিবে, ভারতবর্ষীয়দিগের বিচার শক্তির এত হীনাবস্থা হয় নাই যে, ইহাতে তাঁহাদিগের বিশ্বাস সংস্থাপিত হইবে। বাইবলের উপদেষ্টারা বুঝিয়া লওয়া অপেক্ষা বিশ্বাস করারই অধিক গৌরব করেন; ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক বিড়ম্বনা কিছুই হইতে পারে না। বাইবলে যে সকল নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাইবলের যাহা কিছু সমাদর কেবল তাহারই জন্য। কিন্তু ইউরোপীয়েরা তাহার প্রতি অক্ষর যে রূপ চক্ষুতে নিরীক্ষণ করেন, হিন্দু জাতির চক্ষু কখনই সেরূপ হইবে না। ইউরোপীয়েরা মুসলমানদিগের ন্যায় যদি হিন্দুদিগের সমুদায় নীতিশাস্ত্রগুলি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, এবং তৎপরে বহু শতাব্দী ইহাঁদিগকে তদ্বিষয়ে আর কোন আলোচনা করিতে না দেন, তাহা হইলে হিন্দুদিগের নিকট উহা অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। বাইবলে যে রীতিতে সেই সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নূতন হইতে পারে, কিন্তু তাহার ভাব কেবল ভারতবর্ষে নয়, অন্যান্য দেশেও অপরিজ্ঞাত নহে। বাইবলে যত গুলি উপদেশ খৃষ্টের বাক্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহার সমুদায়গুলিও গ্রহণযোগ্য নহে; তাহাতে কএকটী নীতি-বিরুদ্ধ উপদেশও দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, সংস্কৃতজ্ঞদিগের নিকট তাহারও মূল্য অতি অল্প।

খৃষ্টের চরিত্রও অত্যন্ত সন্দেহের বিষয় হইয়া আছে; সুতরাং তাহা দ্বারাও ভারতবর্ষকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিবার সম্ভাবনা নাই। খৃষ্টের জীবনচরিত বাস্তবিক কি রূপ, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নূতন বাইবল খৃষ্টের জন্ম অবধি পুনরুত্থান পর্য্যন্ত যে বৃত্তান্ত প্রদর্শন করে, তাহা নানা দেশের নানাবিধ গল্পের মত একটি উপাখ্যান মাত্র; তাহা বাস্তবিক ইতিহাস বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। ভারতবর্ষ যে নানাবিধ পৌরাণিক উপাখ্যানে জলাঞ্জলি দিয়া সেই বিন্দুমাত্র বিজাতীয় উপাখ্যানই সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ইউনিটেরিয়ানেরা অসম্ভাবিত অংশ পরিত্যাগ ও সম্ভাবিত অংশ গ্রহণ করিয়া উপাখ্যানের খৃষ্ট হইতে ইতিহাসের খৃষ্টকে যে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কেবল কল্পনামাত্র। যাঁহারা সত্য দ্বারা তৃপ্ত হইতে চান, তাঁহাদের নিকট সেই কল্পিত খৃষ্টের কোন মূল্যই নাই। আবার সেই কল্পিত খৃষ্টের চরিত্র লইয়াও নানা অনুসন্ধান চলিতেছে। সংপ্রতি ফ্রান্সিস্ নিউম্যান্ বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে খৃষ্টের চরিত্রকে যে রূপ দোষযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, তাহাতে খৃষ্টের

দেবত্বের কথা দূরে যাউক, ইউনিটেরিয়ানেরা খৃষ্টকে যে মহত্ত্ব প্রদান করিয়াছে, তাহাও লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অতএব ভারত বর্ষীয়েরা যে ইউনিটেরিয়ান্‌দিগের ন্যায়ও খৃষ্টকে গ্রহণ করিবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই।

ফলতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ইউরোপে যে রূপ সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিল, ভারত বর্ষে সে রূপ কখনই লাভ করিতে পারিবে না। কি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মত, কি বাইবল, কি খৃষ্টের চরিত্র ইহার একটিও ভারত বর্ষকে চমৎকৃত করিতে সমর্থ নহে। প্রত্যুতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভারতবর্ষীয়দিগের বিরক্তিজনকই হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয়দিগের প্রকৃতি শান্তিপ্রিয়, কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রকৃতি নিতান্ত বিপ্লাবক। ভারত বর্ষ সকল পরিবর্ত্তনই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু যাহা বিপ্লাবকরূপে উপস্থিত হয়, তাহা কিছুতেই ভারত বর্ষের সহনীয় হয় না। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভারত বর্ষের এত দূর বিরক্তিকর যে, ভারত বর্ষীয় সৈন্যদিগের মনে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবার আশঙ্কাই গত বিদ্রোহের অন্যতর কারণ হইয়াছিল। যদিও সেই আশঙ্কার কোন মূল ছিল না, তথাপি তদ্দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, এ দেশের লোক কি রূপ দৃষ্টিতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে নিরীক্ষণ করেন। এই কারণেই, প্রথমে পোর্টুগালের যে সকল মিশনরি এ দেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে গৈরিকবস্ত্র পরিধান ও গাত্রে ভস্ম লেপন প্রভৃতি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রতারণার সচরাচর যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাঁহাদের ভাগ্যেও সেই রূপ ঘটিয়াছিল। এ দেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আধিপত্য লাভের পথে এই একটি অমোঘ বিঘ্ন বিদ্যমান আছে যে, হিন্দুদিগের প্রচলিত ধর্ম্মে ভ্রম প্রদর্শনের নিমিত্ত যে যে যুক্তি উদ্ভাবিত হইবে, অবিকল সেই সকল যুক্তি দ্বারাই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মূল উচ্ছেদ হইবে। যে কারণে হিন্দু শাস্ত্র সকলের প্রামাণ্য লোপ করিবার চেষ্টা করা হইবে, বাইবলে তাহা অপেক্ষা অধিক হেতু বিদ্যমান আছে। যে কারণে ভারত বর্ষীয় অবতারদিগের দেবত্ব অপহরণ করা হইবে, সেই কারণেই খৃষ্টের মহত্ত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। হিন্দুদিগের প্রচলিত ধর্ম্মও যেমন পৌত্তলিকতা, খৃষ্টীয় ধর্ম্মও সেই রূপ পৌত্তলিকতা—হিন্দুধর্ম্মেও শাস্ত্র বিশেষ অভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, খৃষ্টীয় ধর্ম্মেও সেই রূপ; হিন্দুধর্ম্মেও মনুষ্যবিশেষ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মেও সেই রূপ;—কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম আপনার পৌত্তলিকতা পৌত্তলিকতা বলিয়াই জানে এবং উন্নত লোকদিগের নিমিত্ত উন্নত ধর্ম্ম প্রদর্শন করে; খৃষ্টীয় ধর্ম্মে পৌত্তলিকতাই সার ও সর্ব্বস্ব। ইহাতেই বোধ হইতেছে, যে অবস্থাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সমাদৃত হয়, ভারতবর্ষীয়দিগের চিত্ত তদপেক্ষা অধিকতর উন্নত অবস্থায় অধিরূঢ় আছে।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম দ্বারা এ পর্য্যন্ত ভারত বর্ষের কোন উপকারই হয় নাই; প্রত্যুত নানা বিধ অপকারই লক্ষিত হইয়া থাকে; ধর্ম্ম বিষয়ে দেখ—যাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যপূজারূপ নিকৃষ্ট ধর্ম্মের দাস হইয়া রহিল। সামাজিক বিষয়ে দেখ—যেমন মুসলমান ধর্ম্ম কতকগুলি হিন্দুকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া গিয়াছে, সেই রূপ খৃষ্টীয় ধর্ম্মও কতকগুলিকে জাতিভ্রষ্ট করিয়া রাখিল। রাজনীতি বিষয়ে দেখ, খৃষ্টীয় ধর্ম্মই গবর্ণমেণ্টকে প্রজাগণের নিকট এক প্রকার অনাত্মীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, ইউরোপীয় বিজ্ঞান

শাস্ত্রের নিকট ভারতবর্ষ বহুতর উপকার লাভ করিয়াছে। ইউরোপীয়দিগের সমাগমে ভারত বর্ষে যাহা কিছু উন্নতির চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানই তাহার কারণ, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম নহে। যে বিজ্ঞান এক্ষণে খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে অপসারিত করিয়া দিতেছে, সেই বিজ্ঞান ভারত বর্ষের কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিতেছে।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩০৭ সংখ্যক পত্রিকার ১১০ পৃষ্ঠার পর।

হিন্দু ধর্ম্মকে আর্য্য ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম, বৈদান্তিক ধর্ম্ম ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম এই চারি ভাগে বিভক্ত করা গিয়াছে। এক্ষণে আর্য্য ধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

এক্ষণকার ইতিহাসজ্ঞদিগের মতে আর্য্য জাতি ভারত বর্ষের আদিম নিবাসী নহেন, হিমালয়ের উত্তরে তাতারের সীমাতে বেলুরতাঘ ও টেংরিতাঘ নামে যে পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, তাঁহারা সেই স্থানে অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ইউরোপে গমন করেন, আর কতকগুলি পারস্য ও ভারত বর্ষে উপনিবিষ্ট হন। তাঁহাদিগের আদিম বাস ও ভারত বর্ষে উপনিবেশ স্থাপনের বিষয়ে অধুনাতন প্রধান প্রধান ইতিহাসজ্ঞদিগের যে রূপ মত, তাহাই উল্লিখিত হইল। কিন্তু আমাদিগের পুরাতন গ্রন্থ সকলের মধ্যে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। অতি প্রাচীন ঋক্ সকলের মধ্যে যে সমুদায় নদীর নাম উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায়ই ভারত বর্ষের অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমুদায় ঋক্ আর্য্যদিগের ভারত বর্ষে অবস্থানই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশ প্রভৃতির বর্ণনা এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা সকল আলোচনা করিলে, হিন্দুরা যে এ দেশের আদিম নিবাসী নহেন, ইহার প্রমাণ কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না; প্রত্যুত কি পুরাতন কি অধুনাতন সকল হিন্দুর মনে ইহার বিপরীত সংস্কারই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলিঙ্গ দেশের লোক যাবা ও বালি দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করে, এই বৃত্তান্তটি কিংবদন্তীরূপে তথায় পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বঙ্গ দেশীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জ হইতে এ দেশে আসিয়াছেন, ইহা অদ্যাপি সকলের মনে জাগরূক আছে। এই রূপ নানা [illegible] দেশের ইতিহাস মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়া অবস্থান করিলে সেই বৃত্তান্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া থাকে। পুরাতন পারসীকদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থ জেন্দবস্তার মধ্যে এমন সকল দেশের নাম উল্লিখিত আছে, তাহা দেখিয়া ইতিহাসবেত্তা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন তাহারা তাহার [illegible] এক সময় অবস্থান করিত। কিন্তু বেদের মধ্যে সে রূপ ভারত অন্য দেশের নামও দেখিতে পাওয়া যায় না; হিন্দুদিগের মধ্যে সে রূপ কিংবদন্তীও নাই। বিদেশীয় ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া বলিতে হইতেছে যে, হিন্দুরা এ দেশের আদিম নিবাসী নহেন। তাঁহারা ইউরোপের পুরাতন ভাষা, পারসোর জেন্দ [illegible] ও ভারত বর্ষের সংস্কৃত ভাষার পরস্পর তুলনা করিয়া স্থির করিয়াছেন [illegible] ঐ সকল দেশের লোক এক সময়ে [illegible] স্থানে অবস্থান করিতেন; এ বিষয়ে কিছুই সংশয় নাই। কিন্তু কোন্ দেশে তাঁহারা একত্রিত

হইয়া বাস করিতেন, এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার অন্য প্রকার উপপত্তিও হইতে পারে—সেই সকল প্রমাণের এ রূপ দৃঢ়তা নাই যে, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে, ইঁহারা তাহার দেশে অথবা ভারত বর্ষের বাহিরে আর কোন স্থানে একত্র অবস্থান করিতেন। সেই সকল ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরা বহু অনুসন্ধান দ্বারা যাহা স্থির করিয়াছেন, সহসা তাহার উপর আঘাত করিতে ইচ্ছা নাই; কিন্তু এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতেছে যে, তাহা হইলে কি জন্য এ দেশের পুরাতন গ্রন্থে, প্রবাদে বা হিন্দু জাতির সংস্কারে তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত যদি আমাদিগের পুরাতন গ্রন্থ সকল আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে আর এক সিদ্ধান্তেও উপনীত হওয়া যাইতে পারে। বেদেতে যখন অন্য দেশ হইতে আর্য্যদিগের এ দেশে আগমনের কোন কথা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও সংস্কার যখন ভারতকেই আদিম বাস স্থান বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছে, তখন পুরাণে ইক্ষ্বাকু ও যযাতি প্রভৃতির সন্তান সন্ততিগণের যে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইবার উপাখ্যান আছে, তাহা এককালে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল যতই আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন হউক, উহার উপাখ্যান সকল এক বারে অমূলক নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ভারত বর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভারত বর্ষের অন্য অন্য দেশে হিন্দুদিগের বসতি ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হইয়াছে; কিন্তু পুরাতন গ্রন্থ দ্বারা এই রূপ সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান হইতেই ভারত বর্ষের মধ্যে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে হিন্দু-বসতি ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত ও ভারত বর্ষের বাহিরেও আর্য্যদিগের উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল।

তাঁহারা যে সকল ভাষার পরস্পর তুলনা করিয়া সকলকে একস্থানস্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহা দ্বারাও এই সিদ্ধান্তের পোষকতা হইতে পারে। কি ইউরোপের পুরাতন ভাষা, কি জেন্দ ভাষা, সকলের মধ্যেই কিয়ৎ পরিমাণে আর্য্য ভাষা ও কিয়ৎ পরিমাণে সেই সেই দেশের ভাষা মিশ্রিত হইয়া আছে; তদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যেরা যেমন আপনার ভাষা সেই সেই দেশে লইয়া যান, সেই রূপ সেই সেই দেশের ভাষাও আপনারা গ্রহণ করেন, উভয় ভাষা মিশ্রিত হইয়া এক নূতন ভাষা উৎপন্ন হয়, কিন্তু ভারত বর্ষের সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখ, ইহা কেবল এক মাত্র ভাষা ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, ইহাই প্রতীয়মান হইবে। যদি এ রূপ হয় যে, ভারত বর্ষের বাহিরে কোন স্থানে আর্য্যেরা সকলে একত্র ছিলেন, তথা হইতে ইউরোপ, পারস্য ও ভারত বর্ষে গমন করেন; তাহা হইলে অন্যান্য দেশের ভাষা যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, ভারত বর্ষের আর্য্যভাষাও কেন না সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইল? ভাষাগত এই বৈষম্য ভাষাতত্ত্ববিৎ মোক্ষমূলরের চক্ষুতেও নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পুরাতন-সংস্কৃত-সাহিত্যবিষয়ক ইতিহাস-গ্রন্থে এ রূপ হইবার এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে সময়ে আর্য্যগণের এক শাখা ইউরোপে গমন করেন, তাহার বহু কাল পরে অপর শাখা ভারত বর্ষে গমন করেন; এই জন্য ভারত বর্ষের আর্য্যগণের কেবল ভাষাতে নয়, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার প্রভৃতিতেও আর্য্য ভাবের সমধিক শুদ্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত বর্ষের বাহিরে আর্য্যগণ একত্র অবস্থান করিতেন, এই

বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় থাকিলে ঐ বৈষম্যের উক্ত রূপ সমন্বয় ব্যতিরেকে গত্যন্তর নাই। কিন্তু এই বৈষম্যের এ রূপ কারণ না হইবে কেন যে, ভারত বর্ষেই আর্য্যগণ একত্র থাকিতেন, এই স্থান হইতে নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন; যাঁহারা অন্য দেশে যান, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ভাষা প্রভৃতির রূপান্তর হইয়া যায়; এবং যাঁহারা এই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের আপনার ভাবই পরিপুষ্ট হইতে থাকে? এক্ষণে আমরা পুনরায় কহিতেছি যে, প্রধান প্রধান ইতিহাসজ্ঞদিগের সিদ্ধান্তে সহসা আঘাত দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের এই উদ্দেশ্য যে, যদি সেই সকল সিদ্ধান্তে কোন ভ্রান্তি থাকে, ইতিহাস-প্রিয় পাঠকগণ আলোচনা করিয়া দেখুন।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

বিবাহ।

সম্প্রদান।

১। তৎপরে জামাতা মঙ্গল ওষধিলিপ্ত কন্যার দক্ষিণ হস্ত মঙ্গল ওষধিলিপ্ত স্বীয় দক্ষিণ হস্তের উপর রাখিবেক। পরে পতিপুত্রবতী নারী মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক কন্যার হস্তে হরীতক্যাদি প্রদান করিয়া কুশ দ্বারা পাত্রের ও কন্যার হস্ত বন্ধন করিবেক। অনন্তর সম্প্রদাতা কন্যাকে অর্চ্চনা পূর্ব্বক তিল কুশ সহিত জল লইয়া বাম হস্তে কন্যাকে ধারণ করিয়া

এনাং কন্যাং তুভ্যমহং দদানি।

আমি এই কন্যা তোমাকে দান করি।

এই বলিয়া বরের হস্তে জল দিবেক।

জামাতা বলিবেক।

দদস্ব।

দাও।

২। তৎপরে সম্প্রদাতা নিম্ন লিখিত বাক্য বলিয়া কন্যা সম্প্রদান করিবেক—

ওঁ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা (সম্প্রদাতার নাম) মহাভারতোক্ত কন্যা দান ফল প্রাপ্তি কামঃ অথবা স্বর্গকামঃ অথবা বিষ্ণু প্রীতি কামঃ, অমুক গোত্রস্য অমুক প্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় (এই রূপ প্রতিনামে গোত্র ও প্রবর উল্লেখ করিয়া) অমুক দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় বরায় অর্চ্চিতায়, অমুক দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকস্য পৌত্রীং অমুকস্য পুত্রীং শ্রী অমুকী দেবীং (অমুক গোত্রস্য অবধি দেবীং পর্য্যন্ত তিন বার বলিয়া) এনাং কন্যাং সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

অদ্য অমুক মাসে দিবাকর অমুক রাশিস্থ হইলে অমুক পক্ষে অমুক তিথিতে আমি অমুক মহাভারতোক্ত কন্যা দান ফলের (বা স্বর্গের অথবা বিষ্ণু প্রীতির) কামনায়, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুকের প্রপৌত্র অমুকের পৌত্র অমুকের পুত্র তুমি অমুক, অমুক গোত্র অমুক প্রবর অমুকের প্রপৌত্রী, অমুকের পৌত্রী অমুকের পুত্রী শ্রী অমুকী দেবী সালঙ্কারা কন্যা, প্রজাপতি ইহাঁর দেবতা, তোমাকে এই কন্যা দান করিলাম

জামাতা

স্বস্তি।

এই বলিয়া গায়ত্রী পাঠ করিয়া

কন্যেয়ং প্রজাপতি দেবতাকা।

প্রজাপতি এই কন্যার দেবতা।

এই বলিয়া এই কামস্তুতি পাঠ করিয়া কন্যার হৃদয় স্পর্শ করিবেক।

ওঁ কইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায় অদাৎ কামোদাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্লামি কামৈতত্তে।

১। টীকাকার গুণ বিষ্ণু এ মন্ত্র ধরেন নাই।

কে কাহাকে ইহা দান করিলেন? কাম কামকে দান করিলেন, কাম দাতা ও কাম প্রতি গৃহীতা, কাম সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন; আমি কাম দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করিতেছি; হে কাম! ইহা তোমার।

তৎপরে সম্প্রদাতা নিম্ন লিখিত বাক্যে দক্ষিণা দান করিবেক।

অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ কন্যা দান কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং তন্মূল্যং বা অমুক গোত্রায় অমুক প্রবরায় শ্রী অমুক দেবশর্ম্মণে বরায় ব্রাহ্মণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

অর্থ সহজ

জামাতা তাহা লইয়া স্বস্তি বলিয়া পুনর্ব্বার কামস্তুতি পাঠ করিবেক।

৪। তৎপরে পতিপুত্রবতী নারী আচার অনুসারে গ্রন্থি বন্ধন করিবেক। সম্প্রদাতা কুশ গ্রন্থি মোচন ও বস্ত্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক পরস্পর অবলোকন করাইয়া ভর্ত্তার বাম পার্শ্বে বধূকে বসাইবেক।

৫। তৎপরে নাপিত বলিবেক।

গৌর্গৌঃ।

গোরু গোরু।

জামাতা বলিবেক—

প্রজাপতি ঋষিবৃহতীচ্ছন্দো গৌর্দ্দেবতা পূর্ব্ববদ্ধগবীমোক্ষণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্দ্বিষন্তং মে ভিধেহি তং জহ্যমুষ্য চোভয়ো রুৎসৃজ গামত্তু তৃণানি পিবতূদকং।

'গাং' বরুণপাশাৎ' বন্ধনাৎ 'মুঞ্চ' 'উৎসৃজ' বিসর্জ্জয় 'তৃণানি অত্তু' 'উদকং পিবতু' 'তং' গৌ 'মে' মম 'অমুষ্য চ' 'অর্চয়িতুঃ' 'উভয়োঃ' দ্বিষন্তং' 'অভিধেহি' বধ 'জহি।'

গবীকে বন্ধন হইতে মুক্ত কর এবং ছাড়িয়া দাও, এ তৃণ ভক্ষণ ও জল পান করুক: হে গবী আমার ও ইঁহার উভয়ের শত্রুকে বধ ও হনন কর।

৬। অনন্তর নাপিত গবীকে মুক্ত করিলে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গবীকে বিদায় করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গৌর্দ্দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানা মমৃতস্য নাভিঃ। প্রণুবোচং চিকিতুষে জনায় মাগা মনাগা মদিতিং বধিষ্ট।

'রুদ্রাণাং' 'মাতা' 'বসূনাং' 'দুহিতা' 'আদিত্যানাং' 'স্বসা' 'অমৃতস্য' দধিদুগ্ধাদেঃ 'নাভিঃ' কারণং 'অনাগাং' অনপরাধাং 'অদিতিং' অদীনাং 'গাং' 'মা' 'বধিষ্ট' ইতি 'চিকিতুষে' জ্ঞান সম্পন্নায় 'জনায়' যজমানায় 'প্রণুবোচং' গোবধঃ মা কুরু ইতি প্রোক্তবানস্মি।

রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী, অমৃতের হেতু, নিরপরাধা, অদীনা গবীকে বধ করিও না, ইহা জ্ঞানসম্পন্ন যজমানকে বিশেষ রূপে কহিয়াছি।

সম্প্রদান সমাপ্ত।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজের

কার্য্যনির্ব্বাহার্থে

১৭৯১ শকের জন্য নিম্ন লিখিত কর্ম্মচারী সকল নিযুক্ত হইলেন।

অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর মিত্র
শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক

শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৪৯৭০। ২৫বৈশাখ বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে পঞ্চমং সূক্তং।
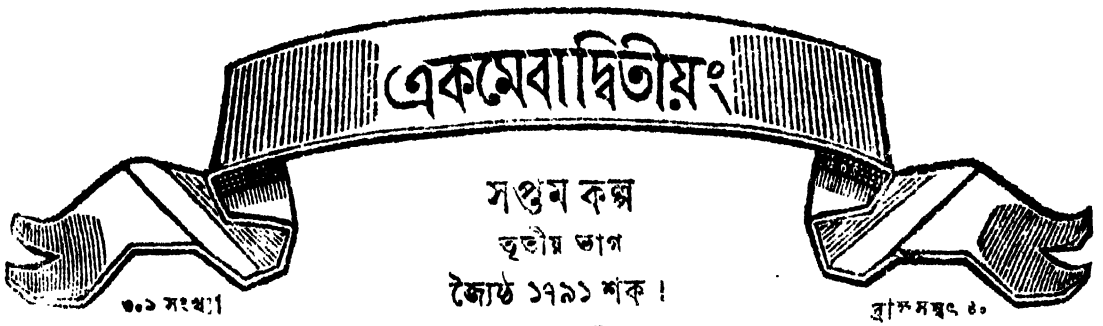
কুৎস ঋষিঃ ত্রৈষ্টুভংছন্দঃ শুদ্ধাগ্নির্দেবতা।

১১৪৫

১। বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ। ইতো জাতো বিশ্বমিদং বিচষ্টে বৈশ্বানরো যততে সূর্য্যেণ।

১। 'বৈশ্বানরস্য' বিশ্বেষাং নরাণাং লোকান্তরনেতৃত্বেন স্বামিত্বেন বা সম্বন্ধিনোঽগ্নেঃ 'সুমতৌ' শোভনায়াং অনুগ্রহাত্মিকায়াং বুদ্ধৌ 'স্যাম' অনুগ্রাহ্যত্বেন বর্ত্তমানা ভবেম। 'হিকং' ইত্যেতদ্ধিশব্দার্থে। সহি বৈশ্বানরঃ 'অভিশ্রীঃ' অভিশ্রয়ণীয়ঃ আভিমুখ্যেন সেবিতব্যঃ সন্ 'ভুবনানাং' সর্ব্বেষাং ভূতজাতানাং 'রাজা' স্বামী ভবতি। যঃ 'বৈশ্বানরঃ' অগ্নিঃ 'ইতঃ' অস্মাদরণিদ্বয়াৎ 'জাতঃ' মাত্রএব 'ইদং' সর্ব্বং 'বিশ্বং' জগৎ 'বিচষ্টে' বিশেষেণ পশ্যতি। প্রাতরুদ্যতা 'সূর্য্যেন' চ 'যততে' সংযতঃ সংগচ্ছতে উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতীতি তৈত্তিরীয়কং। যদ্বা পার্থিবস্যাগ্নেস্তেজাংস্যূদগচ্ছন্তি সূর্য্যকিরণাশ্চাধোমুখং প্রসরন্তি তয়োঃ সঙ্গমনং দৃষ্ট্বা বৈশ্বানরো যততে সূর্য্যেণেতি ঋষির্ব্রূতে। তথাচ যাস্কঃ অস্যতোঽমুষ্যা রশ্ময়ঃ প্রাদুর্ভবন্তীতোঽস্যার্চিষঃ। তয়োর্ভাসোঃ সংসর্গং দৃষ্ট্বৈবমবক্ষ্যৎ ইতি। এবম্ভূতস্য মহানুভাবস্য বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যামেতি সম্বন্ধঃ।

১। আমরা অগ্নির অনুগ্রহে বর্ত্তমান থাকি। তিনি অভিমুখে সেবনীয় রূপে ভুবনের রাজা হয়েন। তিনি অরণি হইতে উৎপন্ন হইয়াই এই বিশ্বকে বিশেষ রূপে দর্শন করেন, এবং সূর্য্যের সহিত সংযত হয়েন।

১১৪৬

২। পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্টো বিশ্বা ওষধীরাবিবেশ। বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্টো অগ্নিঃ সনো দিবা সরিষঃ পাতু নক্তং॥

২। অয়ং 'বৈশ্বানরঃ' 'অগ্নিঃ' 'দিবি' দ্যুলোকে আদিত্যাত্মনা 'পৃষ্টঃ' সংস্পৃষ্টঃ যদ্বা নিষিক্তো নিহিতো বর্ত্ততে। তথা 'পৃথিব্যাং' ভূমৌ গার্হপত্যাদিরূপেণ 'পৃষ্টঃ' সংস্পৃষ্টো নিহিতো বা। তথ 'বিশ্বাঃ' সর্ব্বাঃ 'ওষধীঃ' 'পৃষ্টঃ' সংস্পৃষ্টঃ সোঽগ্নিঃ 'আবিবেশ' পাকার্থমন্তঃপ্রবিষ্টবান্ অন্তঃপ্রবিষ্টেন পার্থিবেনাগ্নিনাহি সর্ব্বা ওষধয়ঃ পচ্যন্তে। 'সহসা' পরেষামভিভবিত্রেণ বলেন 'পৃষ্টঃ' সংস্পৃষ্টঃ 'সঃ' 'অগ্নিঃ' 'নঃ' অস্মান্ 'দিবা' অহনি 'রিষঃ' হিংসকাৎ শত্রোঃ 'পাতু' রক্ষতু। তথা 'সঃ' বৈশ্বানরঃ 'নক্তং' রাত্রাবপ্যস্মান্ হিংসকাৎ পাতু॥

২। বৈশ্বানর অগ্নি দ্যুলোকে সংস্পৃষ্ট আছেন, পৃথিবীতে সংস্পৃষ্ট আছেন, এবং সমুদায় ওষধিতে সংস্পৃষ্ট ও প্রবিষ্ট আ-

ছেন। সেই অগ্নি বলেতে সংস্পৃষ্ট হইয়া দিবা ও রাত্রিকালে শত্রু হইতে আমার দিগকে রক্ষা করুন।

১১৪৭

৩। বৈশ্বানর তব তৎ সত্যমস্তু স্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাং। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১।৭।৬।

৩। হে 'বৈশ্বানর' 'তব' 'তৎ' ত্বদীয়ং তদস্মাভিঃ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম 'সত্যং' 'অস্তু' অবিতথফলং ভবতু। ততঃ 'অস্মান্' 'মঘবানঃ' মঘবন্তো ধনবন্তঃ 'রায়ঃ' ধনবদতিপ্রিয়াঃ পুত্রাঃ 'সচন্তাং' সেবন্তাং। এবং যদস্মাভিঃ প্রার্থিতং 'নঃ' অস্মদীয়ং 'তৎ' 'মিত্রঃ' অহরভিমানী দেবঃ 'বরুণঃ' রাত্র্যভিমানী 'অদিতিঃ' অদীনা দেবমাতা 'সিন্ধুঃ' স্যন্দনশীলোদকাভিমানী দেবঃ, 'উত' শব্দঃ সমুচ্চয়ে. এতে সর্ব্বে মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজয়ন্তাং পালয়ন্ত্বিত্যর্থঃ। ১।৭।৩।

৩। হে বৈশ্বানর অগ্নি! তোমার সেই কর্ম্ম সত্য হউক। ধনের ন্যায় প্রিয় পুত্রেরা আমার দিগের সেবা করুক। এবং মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী, ও স্বর্গ আমার দিগকে পালন করুন। ১।৭।৬।

ষষ্ঠং সূক্তং।

কশ্যপ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শুদ্ধাগ্নির্দেবতা।

১১৪৮

১। জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।১।৭।৭।

১। 'জাতবেদসে' জাতানামুৎপত্তিমতাং সর্ব্বেষাং বেদিত্রে যদ্বা জাতৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্বেদ্যমানায় জাতধনায় জাতপ্রজ্ঞায় বাগ্নয়ে লতারূপং 'সোমং' 'সুনবাম' অভিযুণবাম জাতবেদোহগ্নণকমগ্নিং যষ্টুং সোমাভিষবং করবামেত্যর্থঃ। 'সঃ' 'অগ্নিঃ' 'অরাতীয়তঃ' অরাতিং শত্রু মিবাত্মানাচরতঃ শত্রোঃ 'বেদঃ' ধনং 'নিদহাতি' নিতরাং দহতু ভস্মীকরোতু। অপিচ সোহগ্নিঃ 'নঃ' অস্মান্ 'বিশ্বা' বিশ্বানি সর্ব্বাণি 'দুর্গাণি' দুর্গমাণি ভোক্তু মশক্যানি দুঃখানি 'অতিপর্ষৎ' অতিপারয়তু অতিক্রময্য দুঃখরহিতং সুখং প্রাপয়তু তত্র দৃষ্টান্তঃ 'নাবেব সিন্ধুং' যথা কশ্চিৎ কর্ণধারো গ্রাহাদিভি দুষ্টসত্ত্বৈরাকুলিতাং নদীং নাবা তারয়তি তদ্বৎ তথা 'দুরিতা' দুরিতানি দুঃখ হেতুভূতানি পাপানি অস্মানগ্নিঃ 'অতি' পারয়তু দুঃখনিমিত্তাৎ পাপাদপ্যস্মানুত্তারয়ত্বিত্যর্থঃ। ১।৭।৭।

১। অগ্নির নিমিত্তে আমরা সোম অভিষব করি, সেই অগ্নি আমারদিগের শত্রুর ধন দগ্ধ করুন, এবং নৌকা দ্বারা নদী উত্তরণের ন্যায় আমারদিগকে দুর্গম দুঃখ ও পাপ হইতে পার করিয়া দিন। ১।৭।৭।

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

বক্তৃতা।

"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ"

আজি আমরা আমাদের নব বর্ষে উপনীত হইলাম। জানি না, এই বৎসরে আমাদের জীবন কি প্রকারে অতিবাহিত হইবে। কত বিচিত্র ঘটনা আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হর্ষ ও বিষাদের স্থিরতা নাই; সম্পদ্ ও বিপদের স্থিরতা নাই; জীবন ও মৃত্যুর স্থিরতা নাই। আমরা রোগে রুগ্ন হইতে পারি। শোকে আকুল হইতে পারি। বিপদে ব্যথিত হইতে পারি। দুঃখ-দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতে পারি। আমাদের ধন-সম্পত্তি ও মান-মর্য্যাদা বিলুপ্ত হইতে পারে। হয় তো এই বৎসরের মধ্যেই এই পৃথিবী হইতে অবসৃত হইতেও পারি। এই সকল ঘটনার বিষয় এক্ষণে আমরা কিছুই জানিতেছি না। যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে এই সকল ঘটনা আবদ্ধ হইয়া আছে; তদ্বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতীব অল্প। দুই দণ্ড পরে আমাদিগের উপরে কি ঘটনা আসিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। আমরা

যতই সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাকি, কোন্ দিক্ দিয়া এই সকল ঘটনা উপস্থিত হইবে; হয় তো আমরা তাহার কিছুই প্রতিকার করিতে সমর্থ হইব না। ফলতঃ এই সকল ভবিষ্যৎ ঘটনার উপর আমাদের কিছুই হস্ত নাই। কেবল এই মাত্র নিশ্চয় বলিতে পারি, ঈশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমাদের উপর যে ঘটনা ঘটুক, আমরা যে কোন অবস্থায় নিপতিত হই, তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবেন। যদি সুখ সম্পদে থাকি, তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। যদি দুঃখ বিপদে নিমগ্ন হই, তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। যদি সৌভাগ্য ক্রমে পুণ্যের পর পুণ্য উপার্জ্জন করিয়া পবিত্রতাতে উন্নত হই, তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন; যদি দুর্ভাগ্যক্রমে হতচেতন হইয়া পাপাচারে কদর্য্য হইয়া পড়ি, তথাপি তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। যদি আমাদের সর্ব্বস্ব যায়—কিছুই না থাকে; সেই অক্ষয় ধন আমাদের গৃহে থাকিবেই থাকিবে। যদি রোগ যন্ত্রণায় মুমূর্ষু হইয়া পড়ি; তিনি পরিত্যাগ করিবেন না। যদি শোকানলে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হইতে থাকি; তাঁহার অমৃত-ক্রোড় আমাদের জন্য প্রসারিত থাকিবে। যদি সকলের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হই, তাঁহার স্নেহের আলিঙ্গনেই অবস্থান করিব। যদি আমাদের প্রতি কাহারও মমতা না থাকে, তাঁহার অটল মমতা কখনই অল্প হইয়া যাইবে না। যদি সকলে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করে, তিনি স্নেহের সহিত গ্রহণ করিবেন। যদি সমুদায় বন্ধু বান্ধব পর হইয়া যায়, তিনি আপনার বলিয়া প্রতিপালন করিবেন। অতএব এস, আমরা সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া এই সংকল্প করি যে, তাঁহাকে আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করিব না। আমাদের উপরে যে ঘটনা হউক, তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে যেন প্রাণপণে যত্ন করি; যদি আর কিছুই করিতে না পারি, কেবল যেন সেই পিতার চরণ ধরিয়াই অবস্থান করি।

যদি তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে পারি, রোগের সময়েও আরাম থাকিবে; দুঃখের সময়েও সান্ত্বনা থাকিবে, বিপদের সময়েও ধৈর্য্য থাকিবে, মৃত্যুর সময়েও আনন্দ লাভ হইবে। যদি সেই অভয়দাতাকে সঙ্গে রাখিতে পারি, তাহা হইলে আর কোন ভয়ই আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না; কোন বিপদ্ই আমাদিগকে নষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। সেই প্রেমমুখ দর্শন করিলে দুঃখের মধ্যেও সুখানুভব হইবে, ভয়ের মধ্যেও অভয় লাভ হইবে এবং হৃদয় ভার মন্দীভূত হইবে। যদি এই হৃদয় তাঁহার হস্তে গচ্ছিত করিয়া রাখি, পাপ তাপ নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে, সংসারাসক্তি শিথিল হইয়া পড়িবে এবং প্রলোভনের আর কোন বল থাকিবে না। সেই পিতা যখন সম্মুখে অবস্থান করিবেন, বিবাদ বিষম্বাদ চলিয়া যাইবে, ভ্রাতৃভাব বিস্তারিত হইবে, পরস্পরে প্রণয় সঞ্চার হইবে এবং সমস্ত পৃথিবী এক সাধারণ গৃহ ও সমস্ত মনুষ্য এক পরিবারে বদ্ধ বলিয়া বোধ হইতে থাকিবে। তখন এক জন আর এক জনকে বিদ্বেষ নয়নে দৃষ্টি করিতে লজ্জিত হইবেন। কেহ কাহাকেও পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারিবেন না, কিন্তু স্নেহের সহিত তাঁহাকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন। বিদ্বান্ মূর্খকে ঘৃণা করিতে পারিবেন না, কিন্তু প্রীতির সহিত তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার দুর করিতে চেষ্টা করিবেন। ধনী দরিদ্রকে ঘৃণা করিতে পারিবেন না, কিন্তু স্নেহের সহিত তাহার দুঃখানলে শান্তি বারি সেচন করিবেন। সেই ধর্ম্মাবহ

পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে থাকিলে আমাদের ধর্ম্ম-ভাব জীবন্ত হইয়া থাকিবে। তাঁহার সহবাসে সমুদায় আত্মা পবিত্র হইবে। তখন সংসারের ভার লঘু হইয়া যাইবে; সকল পরিবার শান্ত ভাবে থাকিবে; এবং সকল সম্বন্ধ পবিত্র হইয়া সকলের প্রীতি ও আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।

ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলেই আমাদের সকল দুরবস্থা উপস্থিত হয়। তখন সংসারই আমাদের সর্ব্বস্ব হয়। সংসারে সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, সম্পদ্ বিপদ্, মান অপমান, ও জয় পরাজয় পর্য্যায়-ক্রমে পর্যটন করিতেছে এবং সেই সমুদায় আমাদিগকেও অসহায় পাইয়া বল পূর্ব্বক আক্রমণ করে ও এক বারে অভিভূত করিয়া রাখে। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে সুখ-সম্পদ্ কেবল বিপদের হেতু হইয়া উঠে; দুঃখ ও বিপদ্ নির্দ্দয় রূপে নিপীড়িত করে। হৃদয়ে স্বস্তি থাকে না, শান্তি থাকে না; আরাম থাকে না। অল্প বিপদেই মৃতপ্রায় হইতে হয়। মৃত্যু যার পর নাই ভয়ঙ্কর হইয়া ভয় প্রদর্শন করে। চতুর্দ্দিকের প্রলোভন পাপপথে আকর্ষণ করিয়া নরকানলে নিক্ষিপ্ত করে। স্বার্থই পরম পুরুষার্থ হয়। পশুপ্রবৃত্তি সকলই উপাস্য দেবতা হইয়া উঠে। কথায় কথায় বিবাদ ও বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হয়। মনুষ্যত্ব এক বারে পলায়ন করে। হৃদয় ঈশ্বর-শূন্য হইলেই তাহাতে সমুদায় পাপ সহজেই প্রবেশ করিবার অবকাশ পায়। যাহার হৃদয়ে পাপ প্রবেশ করে, সে একবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এক জন প্রেমার্দ্র হৃদয়ে ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন; আর এক জন পাপ-দূষিত কুটিল চিন্তায় অভিভূত হইয়া আছে; উভয়ের মুখশ্রীর তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে, এক জনের মুখশ্রী হইতে স্বর্গের জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছে, আর এক জনের মুখ নরকের মালিন্যে কদর্য্য-দর্শন হইয়াছে। এক জনের সহবাসে অপবিত্র অসাধুও ঈশ্বরের পথে আকৃষ্ট হইতেছে; আর এক জনের সংসর্গে সাধুশীলও পাপাসক্ত হইয়া পড়িতেছে। যে স্থানে ঈশ্বরের ভাব নাই, সেই স্থান হইতেই মিথ্যা প্রতারণা ও ধূর্ত্ততা প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়া পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ সংসারকে কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। যার গৃহে অক্ষয় ধন নাই, সেই যার পর নাই দীন হীন। যার পিতা নাই, মাতা নাই রক্ষক নাই, সে বাস্তবিক অনাথ নহে; যার হৃদয়ে ঈশ্বর নাই, সেই অত্যন্ত অনাথ। যার গৃহ নাই, সে নিরাশ্রয় নহে; ঈশ্বর-হীন মনুষ্যই বাস্তবিক নিরাশ্রয়। ইহ লোকে তাহার বিশ্রামের স্থান নাই, পর লোকেও তাহার ভরসা নাই; তাহার তুল্য দুঃখী ত্রিভুবনে আর কেহই নহে। এই অকূল সংসার-সাগরে ঈশ্বরই এক মাত্র তরী; তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে আর আমাদের নিস্তার কোথায়! পাপের পরিত্রাণ কোথায়! বিপদের শান্তি কোথায়!

অতএব আমরা যেন সর্ব্ব প্রযত্নে ঈশ্বরকে হৃদয়ে রক্ষা করি, ইহাই প্রধান কার্য্য হউক। তাহা হইলে আর সমুদায় কার্য্য সহজ হইয়া আসিবে। এক্ষণে ঈশ্বরকে হৃদয়ে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এস প্রাণপণে যত্নবান্ হই। ধন যাউক, মান যাউক, সর্ব্বস্ব যাউক, তথাপি যেন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করি। যে ঘটনা সংঘটিত হউক, যে অবস্থা উপস্থিত হউক, যে স্থানেই আমাদের অবস্থান হউক, যেন ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করি। যে স্থানে অবস্থান করিলে ঈশ্বরের ভাব জাগরিত হইবে, সেই স্থানে যেন যাতায়াত করি। যে সংসর্গে থাকিলে ঈশ্বরকে দীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সংসর্গ যেন আমাদের যত্নপূর্ব্বক সেবনীয় হয়। যে সকল

চিন্তাতে ও যে সকল আলাপে হৃদয়স্থ ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইতে হয়, তাহা যেন বিষবৎ পরিত্যাগ করি। সর্ব্বদাই যেন এই লক্ষ্য থাকে, কি প্রকারে তাঁহার সিংহাসন হৃদয়-মন্দিরে চিরস্থায়ী করিব। তাঁহাতেই আমোদ, তাঁহাতেই প্রমোদ, তাঁহাতেই ক্রীড়া ও তাঁহাতেই আমাদের আনন্দ হউক। প্রতিদিন তাঁহাকে ধ্যান করাই প্রধান চিন্তা হউক; তাঁহাকে প্রণাম করাই প্রধান কর্ম্ম হউক।

আমরা যদি তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিতে চাই, তিনি কি সেখানে আসিবেন না? আমরা পরিত্যাগ করিলেও যিনি পরিত্যাগ করেন নাই, আমরা বিস্মৃত হইলেও যিনি বিস্মৃত হন নাই, আমরা তাঁহাকে দেখিতে চাহিলে তিনি কি দেখা দিবেন না? আমরা যদি তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকি, তিনি কি পুত্রের কথায় কর্ণপাত করিবেন না? হৃদয়-দ্বার উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়া দেখ, তিনি অবশ্যই সেখানে আবির্ভূত হইবেন। আমরা হয় তো গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে বলি। তিনি যখন হৃদয়ে আসিতে চান, তখন আমরা হয় তো তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হই না। আমরা সময়ে সময়ে হৃদয়কে শূন্য দেখিয়া হাহাকার করি, কিন্তু তিনি যখন হৃদয়-কুটীরে বিরাজমান থাকেন, তখন হয় তো অন্যমনস্ক হইয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিই। আমাদের এই রূপ অব্যবস্থা ও চঞ্চলতা দূরীভূত না হইলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারিব না। যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় কেবল অনুতপ্ত হইয়া উঠে। এখন অবধি আমরা যেন সতর্ক হই। পৃথিবীর দিন ক্রমেই অবসন্ন হইতেছে। বর্ষা কালের স্রোতস্বতী অপেক্ষাও প্রবলতর বেগে সময়ের স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। জীবনের সার কর্ম্মে অবহেলা করিয়া আর যেন বৃথা কালক্ষয় না করি। সম্মুখে অনন্ত কাল বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সম্বল কেবল এক মাত্র ঈশ্বর। পৃথিবীর ধন-সম্পত্তি, মান-সম্ভ্রম সঙ্গে যাইবে না, পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবে। তাহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া যাহা সারসম্পত্তি, তাহা যেন পরিত্যাগ না করি। ঈশ্বর করুন যেন এই নূতন বৎসরে আমরা নূতন জীবন লাভ করিয়া হৃদয়-মন্দিরে সেই দেব দেবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

নব বৎসরের সূর্য্যোদয়ে পুনর্ব্বার আমরা এখানে তাঁর উপাসনাতে নিযুক্ত হইয়াছি। তিনি আমারদের আত্মাতে অজস্র-ধারে প্রেমামৃত বর্ষণ করিতেছেন। তিনি গুরুর ন্যায় সত্য প্রেরণ করিয়া আমারদের অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন, তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ দান করিয়া দুঃখ ও বিপদ্ হরণ করিতেছেন, তিনি আপনার মহত্ত্ব দেখাইয়া আমারদের আত্মাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতেছেন। তিনিই এক সত্য, আর সকলি তাঁহা হইতে বিনির্গত হইয়াছে। সেই প্রাণ-স্বরূপ এখানে বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছেন—সেই জ্ঞান-স্বরূপ এখানে জ্যোতির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। "জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে; তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে, সেই পায় অভয় শরণ।" তাঁর করুণা পান করিয়া আমারদের আত্মাকে এখন শীতল করিতেছি। এই ক্ষণকালের মধ্যে আমারদের কত মলিনতা কুটিলতা অপসারিত হইয়া গেল; আমরা ক্ষণকালের মধ্যে নূতন জীবন প্রাপ্ত হইলাম। সূর্য্যো-

দয়ের পূর্ব্বে অন্ধকার ছিল, সূর্য্যোদয় হইবা মাত্র আলোক আসিল; তেমনি যখনি ঈশ্বর হৃদয়াকাশে সমুদিত হইলেন, তখনি আত্মা উজ্জ্বল হইল ও মনোহর শোভা ধারণ করিল। জগৎ সংসার এই ক্ষণে দর্পণের ন্যায় ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করিতেছে—যখন বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া হত-চেতন হই, তখন এই সংসার আবার আবরণ হয়। আমরা পবিত্র-ভাবে জগৎ সংসারকে দেখিতেছি—দেখিতেছি যে জগৎ-মন্দিরের মধ্যে তিনি রহিয়াছেন। আত্মার মধ্যে দেখিতেছি—দেখিতেছি যে তিনি আত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন ও মৃত্যু-ভয়কে নিবারণ করিতেছেন। এমন সুহৃদ এমন বন্ধু আর কোথায় পাই? তিনি ভিন্ন, লোকের নিষ্ঠুর নির্যাতন হইতে আর আমারদিগকে কে পরিত্রাণ করিবে? ঈশ্বরের করুণা আমরা অদ্য সর্ব্বত্র দেখিতেছি। সেই ঈশ্বরের মহিমা, ঈশ্বরের করুণা, ঈশ্বরের প্রতাপ এখানে এখনো জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। এই দুর্লভ পবিত্র সময়ে সকলে আপনার আত্মাকে লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধর, তিনি নিজে সত্য প্রকাশ করিবেন—আর কারো সাধ্য নাই যে সত্য প্রকাশ করে। তিনিই আমারদের হৃদয়ে সত্য-ধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন—তিনিই আমারদের জ্ঞান-দাতা গুরু, অভয়-দাতা পিতা, স্নেহ-দাতা মাতা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য।

ঊনচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে গত ১১ মাঘে এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজে তথাকার আচার্য্য উপদেশ দান কালে কহিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম্মের সকল লক্ষণ অদ্য বিশেষ রূপে বর্ণনা করিবার সময় নাই। তাহার একটী লক্ষণ মাত্র অদ্য বিশেষ রূপে বর্ণনা করিব। সে লক্ষণ এই যে—উহা সর্ব্বসমঞ্জসীভূত ধর্ম্ম। উহাতে আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য আছে। উহাতে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে, উহাতে প্রীতি ও প্রিয় কার্য্যের সামঞ্জস্য আছে। উহাতে সংসার ও ঈশ্বরোপাসনার সামঞ্জস্য আছে। উহাতে গুরু-ভক্তি ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য আছে। উহাতে সাংসারিক পরিণামদর্শিতা ও ধর্ম্মসাধনের সামঞ্জস্য আছে। উহাতে ধর্ম্ম সাধন জন্য আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান যে সকল গুণ আবশ্যক তাহার সকলেরই সামঞ্জস্য আছে।" বস্তুতঃ যে ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে সমস্ত জীবনের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যেমন একই বৃক্ষ কখন পত্রহীন, কখন পল্লবিত, কখন পুষ্পিত ও কখন ফলিত হয়, কিন্তু সেই বিচিত্রতার মধ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকে; সেই রূপ একই মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি যতই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের অনুসরণ করুক, সেই সমস্ত প্রকৃতির এমন একটি মধ্য বিন্দু আছে যে, সেই স্থানে মনুষ্য জীবনের সমুদায় বিচিত্রতার সামঞ্জস্য অবশ্যই সংস্থাপিত হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই মধ্য বিন্দুর পথপ্রদর্শক ও নেতা।

ঈশ্বরের সহিত সংসারের বাস্তবিক বিরোধ নাই; তবে সংসারের সহিত মনুষ্যের বিরোধ হইবে কেন? ঈশ্বরের জন্য সংসারকে পরিত্যাগ করিতে হয় না, সাংসারিক কর্ম্মের জন্যও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে হয় না। ঈশ্বরের সহিত আমাদের এক প্রকার সম্বন্ধ আছে, সংসারের সহিতও আমাদের এক প্রকার সম্বন্ধ আছে; সেই উভয় সম্বন্ধ পরস্পর বিরোধী নহে; প্রত্যুত পরস্পর অনু-

কূল। তাহার প্রকৃত সীমা যত ক্ষণ উল্লঙ্ঘিত না হয়, তত ক্ষণ ঈশ্বরের আরাধনা ও সাংসারিক কর্ম্মে পরস্পর কোন বিরোধই উপস্থিত হয় না। পিতার সহিত পুত্রের এক প্রকার সম্বন্ধ আছে, মাতার সহিতও পুত্রের এক প্রকার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু পৌরাণিক উপাখ্যানে পরশুরাম পিতৃভক্তির অনুরোধে মাতৃহত্যা করিলেন; এই স্থলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে পরশুরাম সেই সম্বন্ধের প্রকৃত সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। এই রূপ যাঁহারা মানবপ্রকৃতির মধ্যবিন্দু না দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকটেই ঈশ্বর ও সংসার পরস্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য মোক্ষ উপার্জ্জন ও সাংসারিক কর্ম্মানুষ্ঠানের সামঞ্জস্য না দেখিতে পাইয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। অন্য দিকে কত লোক সেই মধ্য বিন্দু না পাইয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া সংসারের দাসত্ব শৃংখলে বদ্ধ হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদের প্রভু; সংসার তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র; কিন্তু সংসারই তাহাদের প্রভু হইয়া আছে। আপনাকে যে সীমায় রক্ষা করা উচিত, তাহারা তাহা অতিক্রম করিয়াছে; সুতরাং সেই অবস্থায় যাহা আপনার পক্ষে আবশ্যক বোধ করিতেছে, তাহার সহিত ধর্ম্মের মিল দেখিতে পায় না।

পরকালের সহিত ইহ কালের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। যেমন বাল্যের সহিত যৌবনের ও যৌবনের সহিত বার্দ্ধক্যের সম্বন্ধ আছে, সেই রূপ ইহ কালের সহিত পর কালের নিকটতর সম্বন্ধ আছে। বাল্য কালের কর্ত্তব্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইলে যৌবন কালেরই আনুকূল্য হইয়া থাকে, এবং যৌবনের কর্ম্ম সকল সমুচিত রূপে অনুষ্ঠিত হইলে বার্দ্ধক্য অবস্থারই সহায়তা হয়; সেই রূপ ইহ জীবনের কর্ম্ম সকল উপযুক্তরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই পর জীবন সুখের হেতু হইবে। পর কালের জন্য প্রস্তুত হওয়া আর কিছুই নহে, কেবল ইহ কালের কর্ত্তব্য সমুদায় যথাযোগ্য সম্পন্ন করা। তাহা হইলেই পর লোকে যে রূপ চরিত্র আবশ্যক, তাহা আপনা হইতেই প্রস্তুত হইয়া উঠে। পর লোকে জীবনযাত্রার প্রণালী আর এক প্রকার হইবে; কিন্তু কল্পনা করিয়া ইহ কালে তাহার অনুকরণ করিবার প্রয়োজন নাই; বালক যদি আপনার অবস্থোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া বৃদ্ধের অনুকরণ করিয়া চলিতে যায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কখনই কল্যাণ হয় না। উভয় জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে পদে পদে অনর্থ উপস্থিত হয়। সেই সামঞ্জস্য না দেখিতে পাইয়া অনেকে পারত্রিক জীবনই প্রকৃত জীবনের আরম্ভ বোধ করিয়া ঐহিক জীবনকে এক বারে তুচ্ছ বলিয়া স্থির করেন। তাঁহারা সেই ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি অত্যন্ত লুব্ধ হইয়া ইহ জীবনের সমুদায় কর্ত্তব্য কর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন। অন্য দিকে, কেহ কেহ সেই সামঞ্জস্যের স্থানে উপনীত হইতে না পারিয়া ঐহিক জীবনকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া থাকেন, এবং যথেচ্ছাচারী হইয়া আপনাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন।

প্রত্যেকের নিজের কার্য্যের সহিত সমাজের কার্য্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। প্রত্যেক অঙ্গের সহিত সমুদায় শরীরের যে রূপ সম্বন্ধ, প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সমাজের সেই রূপ সম্বন্ধ। প্রত্যেক অঙ্গ যথানির্দ্দিষ্ট আপনার আপনার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তদ্দ্বারা সমুদায় শরীরের সহিত সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হয়। সমুদায় গ্রহ ও উপগ্রহ যথানিয়মে আপনার আপনার কক্ষে পরি-ভ্রমণ করিতেছে; তদ্দ্বারা সমুদায় সৌর জগ-

ন্তের সামঞ্জস্য কিছুমাত্র বিঘ্ন প্রাপ্ত হইতেছে না। সেই রূপ প্রত্যেক মনুষ্য স্বাধীন ভাবে আপনার কার্য্য করিবেন; অথচ তদ্দ্বারা সমুদায় সমাজের এক উদ্দেশ্যই সম্পন্ন হইতে থাকিবে। সমাজের নিপীড়নে ব্যক্তিবিশেষর স্বাতন্ত্র্য উৎসন্ন হইয়া না যায় এবং কোন ব্যক্তি এ রূপ ভাবে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন না করেন যে তাহাতে সমাজের অভ্যন্তর কেবল বিবাদ বিসম্বাদের আলয় হইয়া উঠে। যাহাতে সাধারণ মঙ্গলের ব্যাঘাত না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। সমাজের দাস হওয়াও অত্যন্ত দোষ; সমাজের কণ্টক হওয়াও অত্যন্ত দোষ। একটিতে তৃণের ন্যায় লঘু ও অপার্থ হইতে হয়; আর একটিতে সমাজের শান্তি একে বারে অন্তর্হিত হয়।

আপনার প্রকৃতির মধ্যে যে বিচিত্রতা আছে, তাহার সামঞ্জস্য সম্পাদন করাই সকল সামঞ্জস্যের মূল। ইতর জন্তু সকলের যেরূপ প্রকৃতি, মনুষ্যের সেরূপ নহে। মনুষ্যের কতক গুলি প্রকৃতি ইতর জন্তুর সঙ্গে সমান, কতকগুলি প্রকৃতি অতীব উচ্চ; মনুষ্য যদি কেবল পশুপ্রকৃতির অধীন হইয়া চলেন, তাহা হইলে তাঁহার দুরবস্থার পরিসীমা থাকে না এবং এ পৃথিবীতে থাকিয়া তৎসমুদায়ের উচ্ছেদ করাও মনুষ্যের সাধ্য নহে, ঈশ্বরেরও অভিপ্রেত নহে। অতএব সেই উচ্চ প্রকৃতির সহিত নীচ প্রকৃতির সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হইবে। যিনি এই রূপ পরস্পর বিরুদ্ধ প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তিনি তৎসমুদায়ের সামঞ্জস্য সংস্থাপনেরও উপায় করিয়া দিয়াছেন। তদনুসারে আপনার প্রকৃতিকে নিয়মিত করিতে না পারিলে মনুষ্য কখনই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারেন না। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির মধ্যেও সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হইবে। জ্ঞান ও ভাব পরস্পর সমঞ্জস হইয়া কার্য্য করিলেই মনুষ্যের জীবন যথার্থ পথে উপনীত হইতে পারে; তাহা না হইলে কেবল অনিষ্টই উৎপন্ন হয়। হৃদয়শূন্য জ্ঞান শুষ্ক তরুর ন্যায় নিস্ফল ও জ্ঞানশূন্য হৃদয় কেবল কুসংস্কারের প্রসূতি।

এই সকল বিচিত্রতার মধ্যে সামঞ্জস্য না দেখিতে পাইয়া মনুষ্য এক এক দিকের অত্যন্তে উপস্থিত হন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছে, সমুদায় জীবনের সামঞ্জস্য সংস্থাপন ও তদ্বিষয়ে উপদেশ দান কোন সম্প্রদায়েরই উদ্দেশ্য ছিল না। এক্ষণে মনুষ্যসমাজের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই সেই সমস্ত সম্প্রদায় ক্ষীণবল হইয়া যাইতেছে। তাহাদিগের মতের মধ্যে যে সকল ভ্রম ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হইতেছে, তৎসমুদায়েরই এই অর্থ যে, মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই জন্য আমাদের সমধিক ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুগত হইয়া চলিলে সমুদায় জীবনের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুষ্ঠানের এই ফল যে, শরীর সুস্থ থাকিবে, মন স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে এবং আত্মা পবিত্র হইয়া উঠিবে। উহা দ্বারা প্রতি ব্যক্তি যেমন স্বাধীন থাকিবে, সমাজ সেই রূপ শান্তিপূর্ণ ও শৃংখলাসম্পন্ন হইবে; ঈশ্বর যেমন জীবনের লক্ষ্য হইবেন, সংসার সেই রূপ সেই লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্র হইবে। আমাদের সমুদায় প্রকৃতি যথা যোগ্য পরিতৃপ্ত হইয়া আত্মাকে বলবান্ করিবে, আত্মা ক্রমাগত এক উন্নতি হইতে অন্য উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে। কিন্তু এই সাবধানতা অত্যন্ত আবশ্যক, যেন সামঞ্জস্যের নামে নিম্ন দিকেই অবতরণ করিতে না হয়; কেন না মনুষ্যের মন অত্যন্ত দুর্ব্বল।

মনুষ্য পূজা।

এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসমুদায়ের প্রবর্ত্তকগণই কেহ বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া কেহ বা তাঁহার প্রেরিত বলিয়া আপন আপন সম্প্রদায়ের নিকট ঈশ্বরতুল্য উপাস্য হইয়া আসিতেছেন। এই রূপে সকল সম্প্রদায়ই পুরাতন কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া নূতন কুসংস্কারকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে প্রবর্ত্তকের মনে ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাহাত্ম্য সংস্থাপনও উদ্দেশ্য ছিল; কোন কোন স্থলে সেই সেই সম্প্রদায়ের লোকে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকদিগকে সেই রূপ মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। নানাবিধ কল্পিত রচনাবলির মধ্য হইতে খৃষ্টের জীবনচরিত যত টুকু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, ইহুদি জাতি বহু কালাবধি এই প্রতীক্ষা করিতেছিল যে, "মেসায়া" পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন এবং রাজপদে আরোহণ করিয়া ছিন্নভিন্ন ও পরাধীন ইহুদি জাতিকে একত্রিত করিবেন। খৃষ্ট সেই "মেসায়া" হইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, অথবা আপনাকে "মেসায়া" বলিয়াই তাঁহার মনে সংস্কার জন্মিয়াছিল। চারি খানি "গস্পেলে" খৃষ্টের যে সকল বাক্য সংকলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যেই ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টের উপাসকেরা বলেন, খৃষ্ট নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন; কিন্তু তাহা বাস্তবিক নহে; তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষাতে তিনি নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন, অন্ততঃ তাঁহার পূর্ব্বতন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল তিনি বিলক্ষণ আলোচনা করিয়াছিলেন; খৃষ্টের উপদেশ মধ্যে পুরাতন শাস্ত্র সকল বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত হইয়াছে; তাহা আলোচনা করিলে এ রূপ কখনই বোধ হয় না যে, খৃষ্ট কিছুই শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। বস্তুতঃ খৃষ্টের পূর্ব্বাবধি ইহুদি জাতির মধ্যে অনেক প্রকার ভবিষ্যৎ বাক্য প্রচলিত ছিল। খৃষ্ট সেই গুলি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অনুধাবন করিয়া বাইবল পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, খৃষ্ট অনেক স্থলে আপনাকে সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় করিবার নিমিত্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক অনেক কর্ম্ম করিয়াছেন। খৃষ্ট জীবিতাবস্থায় শিষ্যগণের নিকট বলিয়া রাখিয়াছিলেন, যে তিনি মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিবেন। তিনি কি অভিপ্রায়ে এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানিতেন; কিন্তু বাইবলে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তিনি নির্দ্দিষ্ট তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করিয়াছিলেন। এবং এক খানি "গস্পেলের" মধ্যে ইহুদি সমাজে প্রচলিত একটি কিম্বদন্তীর ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সেই কিম্বদন্তী অনুসারে ইহাই বিশ্বাস করিতে হয় যে, প্রহরীগণের অনুপস্থিতি নিবন্ধন শিষ্যেরা খৃষ্টের মৃত দেহ অপহরণ করিয়া সকলের নিকট, তিনি পুনরুত্থিত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করে। এই কিংবদন্তী প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত বাইবলে লিখিত হইয়াছে যে, প্রহরীরা উৎকোচ পাইয়া লোকের নিকট ঐ রূপ জনরব প্রচারিত করে। এই স্থলে দুই প্রকার সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইতেছে,—হয় তিনি পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন, নয় শিষ্যগণ তাঁহার মৃত দেহ অপহরণ করিয়াছিল। প্রথমটি কুসংস্কার মূলক কে না স্বীকার করিবেন; দ্বিতীয়টি ইতিহাস বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এক্ষণে সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক আপনার চেষ্টায় ও শিষ্য

গণের সাহায্যে কি রূপ করিয়া খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের আরাধ্য হইয়া আসিতেছেন[১]।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদ যে "রসলুল্লা" (ঈশ্বর প্রেরিত) বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন এবং ঈশ্বরের নামের সহিত তাঁহার নাম গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, তাহা মহম্মদ নিজের চেষ্টাতেই সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পুরাতন বাইবলের মুসা যেমন স্বজাতীয়গণকে মিসরীয় লোকদিগের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সকলের নিকট এই রূপ ভান করিয়াছিলেন যে, আমার সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং তিনি এই এই পরামর্শ দিয়াছেন; সেই রূপ মহম্মদ আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, সপ্ত স্বর্গ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার আদেশ অনুসারে মত প্রচার এবং তিনিই শেষ "প্যাগম্বর" তাঁহার পর আর কোন "প্যাগম্বর" পৃথিবীতে আসিবেন না, এই রূপ ভান করিয়া মুসলমান্ ধর্ম্মের হৃদয়ে আপনার মাহাত্ম্য মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। যদিও মুসলমানেরা খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ন্যায় কখনই প্রবর্ত্তককে ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করে না, তথাপি ঈশ্বরের আরাধনার সঙ্গে মনুষ্য-বিশেষের নাম উচ্চারণ করিতে হইবে এ রূপ নির্ব্বন্ধ একেশ্বরপরায়ণদিগের নিকট অসঙ্গত বোধ হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি কুসংস্কারমূলক মত সকল অত্যন্ত অসহ্য হয়।

দিল্লীশ্বর আকবর শাহের মনে ঈশ্বরাবতার অথবা ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিখ্যাত হইবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল; এই জন্য তিনি ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য লাভ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি এক নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং মহম্মদের ন্যায় বীজবাক্যের মধ্যে আপনার নাম নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি এত দূর করিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশেই "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই অসঙ্গত বাক্য অদ্যাপি প্রথিত হইয়া আছে। তিনি নূতন ধর্ম্ম অবলম্বনের এক প্রতিজ্ঞা পত্র প্রস্তুত করেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে "আমি আকবর শাহের ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছি[২]।" যে ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তাহাকে উষ্ণীষ খুলিয়া তাঁহার পদতলে মস্তক নামাইতে হইত, এবং তিনি তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া আপনার প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করিতেন। তিনি খৃষ্টের ন্যায় অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনেও অগ্রসর ছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, তাঁহার নূতন সম্প্রদায় তাঁহার মৃত্যুর কএক বৎসর পরেই অন্তর্হিত হইয়া যায়। যদি তাঁহার শিষ্য ও অনুচরগণ উপযুক্ত হইতেন, তাহা হইলে অদ্যাপি আমরা নানা স্থানে খৃষ্ট বা মহম্মদের ন্যায় আকবর শাহের আরাধনাও দেখিতে পাইতাম।

এবম্বিধ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সম্মুখে বিদ্যমান থাকিতে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিভূমি সংস্থা-

১ বাইবলে যেরূপ আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া খৃষ্টের বিষয় উল্লিখিত হইল। ইউনিটেরিয়ান্ খৃষ্টীয় সম্প্রদায় খৃষ্টকে আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তাহা কেবল কল্পনা মাত্র বোধ হয়। খৃষ্টের বিষয়ে আমাদের যেরূপ মত, যদি তাহা তাঁহাদের নিকট অসহনীয় হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যেন প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে খৃষ্টের জীবনচরিত প্রদর্শন করেন। কেবল আপনাদের মনঃকল্পিত প্রণালী অনুসারে তাহা সংকলন করিলে কাহারও মনঃপূত হইবে না। যেরূপ করিয়া ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হয়, খৃষ্টের চরিত্র সেই রূপ করিয়া সংগৃহীত হইলে আমরা অত্যন্ত উপকৃত হইব।

২ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ৭ কল্প ১ ভাগ ২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

পনের সময় যে রূপ উদারবুদ্ধি লোকের সহায়তা আবশ্যক,আমরা মহাত্মা রামমোহন রায়কে সেই রূপই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের চরিত্র ঐ সকল ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের চরিত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন-প্রকার ছিল। তিনি কোন প্রকার অলৌকিকতার ভান করিয়া আপনার মত প্রচার করেন নাই; ইহা তাঁহার ও আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়। ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে আপনার মাহাত্ম্য প্রচার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না বলিয়াই তিনি কোন প্রকার ভান করিতে যান নাই। নানা কারণে ঈশ্বরোপাসনার পরিবর্ত্তে বা সঙ্গে মনুষ্যপূজাও প্রচলিত হইতে পারে, ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এই জন্য সমাজের অধিকারপত্রে স্পষ্টাক্ষরে তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য মতের বিষয়ে তাঁহার সময়ের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে যদিও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তথাপি উক্ত অধিকারপত্রে তিনি যে উদ্দেশ্য প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকালই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ হইয়া থাকিবে। কালক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে নানাবিধ মত আবির্ভূত হইতে পারে, কিন্তু তৎসমুদায়ের পৌত্তলিক অংশ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই অধিকারপত্র চির কালের জন্য নিকষপ্রস্তর হইয়া থাকিবে। রামমোহন রায় স্বয়ং উপাস্য হইবার কোন চেষ্টা করেন নাই এবং তিনি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উত্তর কালেও সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন অশিক্ষিত সামান্য লোকদিগের হস্তে ইহার রূপান্তর হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। অতএব রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের এই রূপ দৃষ্টি রাখা উচিত, যাহাতে ঘুণাক্ষরেও এমন ভাব প্রকাশ না হয়, যে তাহাতে উত্তর কালে লোকের মনে কুসংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক প্রকৃতি এই রূপ সকলের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া রাখা সকল ব্রাহ্মসমাজেরই কর্ত্তব্য। এ বার আমরা নরপূজা নামে যে এক খানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি বিলক্ষণ অন্যথা হইয়াছে দৃষ্টিগোচর হইল। যদিও বোধ হইতেছে, তাহা আপনা হইতেই সংশোধিত হইয়া যাইবে, তথাপি এ রূপ হওয়াও অত্যন্ত অন্যায়। কিছু দিন হইল কতকগুলি লোক কেশবচন্দ্র সেনের পদধূলি লেহন এবং তাঁহাকে প্রভু ও পরিত্রাতা বলিয়া সম্বোধন করাতে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা নিঃশেষিত হয় নাই; ইতিমধ্যে মুঙ্গেরের ব্রাহ্মগণ আর এক প্রকার চপলতা প্রদর্শন করিতেছেন। পৌত্তলিক হিন্দুরা যেমন জন্মাষ্টমীতে কৃষ্ণের ও রামনবমীতে রামচন্দ্রের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেই রূপ জীসু খৃষ্টের জন্ম দিন ও মৃত্যু দিনে জীসু খৃষ্টের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা প্রথমে যখন এই সংবাদ পাই, তখন বিশ্বাস করিতে পারি নাই, সংপ্রতি নরপূজা নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে এই প্রকার সংগীত দৃষ্টিগোচর হইল; ইহাতে বিস্মিত ও অতীব দুঃখিত হইলাম।

"১। কাঙ্গাল বয়ে যায় হে, তোমার করুণা বিহনে না দেখি উপায়। এ জনম লোকে সাধিয়া না পায়, অপরাধে আমি করিলাম ক্ষয়, হে পুণ্যের চন্দ্রমা কর মোরে ক্ষমা দেখে অসহায় হে।

শতদল পদ্ম চরণ তোমার এ পাপীর বক্ষে রাখ এক বার, প্রভু! তোমার পরশে পাপমহা-

ব্যাধি ছাড়িবে আমায় হে। পাপীর দুঃখে বাকি তোমার দুঃখ হয়, মনের দুঃখ তাই বলিলাম তোমায়,, তুমি দয়ার খাতিরে আপনার প্রাণ দিয়ে রাখিলে ভুবন হে; তোমার অঙ্গেতে শত অস্ত্রাঘাত, বিনা অপরাধে তোমার রক্তপাত, তোমার পিতার ইঙ্গিতে লক্ষ লক্ষ দূত তোমার আগে ধায় হে। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ২৫ ডিসেম্বর ১৮৬৮।

২। ওহে পুণ্যের চাঁদ! কর যোড়ে পাপী ডাকে তোমায়। আমায় কি হে দিবে তুমি দরশন।

প্রভু! পাপে অঙ্গ যেতেছে জ্বলে, ধরি প্রভু তোমার ঐ চরণ কমলে, আমার কপাল যে তেমন নয় তাই মনে হতেছে ভয়, পাছে মহাপাপীর পাপ তাপে ব্যথা পায় হে ও চরণ। যীশু পাপীর বন্ধু বলে হে সবাই, প্রভু ডাকি তাই, আমি মহাপাপী তোমায় ছেড়ে কোথায় আর যাই—আন আন হে অমার জল, আমি স্নান করে হই শীতল, আমার পাপের বন্ধন খুলে দিয়ে নিয়ে যাও হে পিতার ভবন। মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ ২৬ মার্চ ১৮৬৯, গুড ফ্রাইডে।"

এই দুইটী প্রার্থনা পাঠ করিলেই অনেকে মনে করিতে পারেন, মুঙ্গেরের ব্রাহ্মগণ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তাঁহারা হয় তো নিজেরও অজ্ঞাতসারে আর এক পৌত্তলিকতার সৃষ্টি করিতেছেন এবং আপনাদের ব্রাহ্ম-ব্রত তাহার নিকট উদ্‌যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সকল প্রকার দুরবস্থা ও অপমান স্বীকার করিতে হইতেছে, আবার সেই পৌত্তলিকতাকেই স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করা সামান্য দুর্গতি নহে। পতিতপাবন ঈশ্বরের শীতল ক্রোড় সকলের জন্যই প্রসারিত আছে, তথাপি তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও কেন এত দীনতা প্রদর্শন করিতেছেন!

অন্য কথা কি, অপৌত্তলিক বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত খৃষ্টের নাম সংযুক্ত করাও অতীব অসঙ্গত। সক্রেটিস ও কন্‌ফিউসস্ প্রভৃতির ন্যায় খৃষ্ট যদি কেবল মনুষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা লইয়া হয়তো কিছুই আন্দোলন হইত না। কিন্তু খৃষ্ট যখন অনেকের নিকট ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইতেছেন, কেহ বা ঈশ্বরোচিত ভক্তিতে তাঁহার প্রেত আত্মাকে আরাধনা করিতেছেন এবং কেহ বা মনুষ্যের প্রকৃতি অপূর্ণ ইহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকেই ধর্ম্মসাধনের আদর্শ বলিয়া অনুকরণ করা শ্লাঘার বিষয় বোধ করিতেছেন, তখন অপৌত্তলিক সত্য-জীবন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতার মধ্যে সে রূপ খৃষ্টকে আনয়ন করা ব্রাহ্মগণের কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রকৃতি মলিন হইয়া যাইবে, ইহা আমরা চির কাল বলিয়া আসিতেছি। সংপ্রতি অতি দূরদর্শী মহাত্মা নিউম্যান এই বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"কেশবচন্দ্র সেন পৌত্তলিকতা ও জাতি পরিত্যাগ করিয়া তাহার ফল সমুদায় গ্রহণ করিতেছেন। তিনি জীসুর নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা তিনি সম্পূর্ণ-রূপে অবগত আছেন যে খৃষ্টীয় নাম গ্রহণ করিয়া তিনি ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের অসংখ্য অনিষ্ট উৎপন্ন করিবেন। ইহাতে যে সকল দোষ উৎপন্ন হইবে, তাহার মধ্যে আমার মতে এই একটি দোষ যে, খৃষ্টীয় নামের অর্থ কেহ সুন্দর-রূপে অবধারণ করিতে পরিবে না। অশেষ বিবাদ এই নাম ব্যবহার করার প্রথম ফল; খৃষ্টীয় নাম দ্বারা ঐক্য বন্ধন করিতে গেলে যদি এক জন ইহুদি অথবা ব্রাহ্ম যোগ দিতে আইসে, ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও সন্দেহ অবশ্যই উপস্থিত

হইবে। কেবল ইহা নহে, কিন্তু কৃশ্চানেরা আপনার বাদানুবাদের মধ্যে ব্রাহ্মকে জড়িত করিয়া ফেলিবেন। ইহা ভিন্ন, উন্মুক্ত হৃদয় হইতে যে ধর্ম্ম উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে খৃষ্টীয় নাম প্রদান করিলে তাহার স্পষ্টতা অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। যদি যথার্থই এ রূপ মনে করা হয় যে, বিশুদ্ধ কৃশ্চান ও বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ঈশ্বরের সম্মুখে সমানরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, তাহা হইলে আর এক নূতন ব্যাপক ধর্ম্ম প্রকাশ করা হয়, এমত ব্যাপক ধর্ম্মের জন্য কেহ বা উৎসাহান্বিত হইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে প্রচলিত খৃষ্টীয় মতের পতন হইবারই সম্ভাবনা। যদি নূতন মদ পুরাতন বোতলে রাখা হয়, তাহা হইলে অবশ্যই পুরাতন দুর্গন্ধ তাহাতে সংক্রামিত হইবে। সংক্ষেপতঃ এই; যাহা এ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সার বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যখন নামমাত্র খৃষ্টীয় মত রক্ষা করিতে যাইতেছ, তখন তোমার দুই নৌকায় পা দেওয়া হইতেছে। এক দিকে শব্দাড়ম্বর দ্বারা বাইবলের অনুগত কৃশ্চান্‌দিগের মত ও বিশ্বাস উন্মূলন করাতে তাহাদিগের শত্রুতাতে নিপতিত হইতেছ, সে শত্রুতা অন্যায় নহে। আবার অন্য দিকে তুমি চাও যে ইহুদি, মুসলমান ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মেরা তোমার অভিমানে আহুতি দিয়া খৃষ্টীয় নামের প্রতি চিরাভ্যস্ত ও ন্যায়সংগত বিতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিবে ১।"

ভারতবর্ষীয় সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভা।

নিরুদ্যম বঙ্গদেশীয়দিগের উদ্যমশীলতা দর্শন করিলেই দেশহিতৈষীর মন যে আনন্দিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের নামে অনেক গুলি ভদ্র লোক সময়ে সময়ে যে একত্রিত হন, ইহা অতি মনোহর দৃশ্য। যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় সনাতনধর্ম্মরক্ষিণী সভার অঙ্গভূত হইয়াছেন, যদি বঙ্গদেশের চিরপ্রথিত আলস্য ও ঔদাস্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করে, তাহা হইলে

---

১ Keshub Chunder Sen rejects caste as well as idolatry, and takes all the consequences. He writes with honour of Jesus; but he must be fully aware of the numberless mischiefs which he would do to the cause of Theism in India by accepting the Christain name. Among the many evils of it, to my mind, is the uncertainty of its meaning. Endless wrangling is the first result of using it; jealousy, enmity and suspicion must follow, if a Jew or a Theist is to come into a union called Christian: next, the Chrisrian will involve the Theist in his own controversies. Beyond this, it dims the clearness of a free-hearted profession. If it is sincerely meant, that pious Christians and pious Theists stand on an equality before God, this is to proclaim a new comprehensive religion, a religion for which one might be enthusiastic; but it involves the downfull of Christianity *as hitherto understood.* The new wine will infallibly imbibe the old stench, if put into the old bottle. In short, by retaining the pretence of Christianity, when you have got rid of what has hitherto been regarded as essential to it, you fall between two stools. You encounter from the "orthodox" an enmity not unjust, as undermining them by pretentious phraseology; and you claim that Jews, Mohammedans, and Indian Theists shall yield up to your pride their historical and just repugnance to the Christian name.

Thoughts on a Free and Comprehensive Christianity.

তাঁহাদিগের হইতে ভুরি ভুরি সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে। আমরা হৃদয়ের সহিত এই প্রত্যাশা করিতেছি, যাহাতে হিন্দুজাতির মানসম্ভ্রম সমুজ্জ্বলিত হয়, যাহাতে হিন্দুসমাজ পুনর্ব্বার শৃঙ্খলাযুক্ত হয়, যাহাতে হিন্দু যুবকগণ আপনাদের জাতিগত স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন, সভা সর্ব্বাগ্রে সেই উপায় অবলম্বন করিবেন। "যুগ দোষে ধর্ম্ম এক-পাদ-বিশিষ্ট হইয়াছেন" ভাবিয়া তাঁহারা যেন নিরুৎসাহ না হন; মহাভারতের উদ্‌যোগ পর্ব্বে কুন্তী-কৃষ্ণের সংবাদ পাঠ করিয়া দেখিবেন; যুগাত্মক কালের দোষও নাই, গুণও নাই। রাজার অথবা মনুষ্যসমাজের দোষ ও গুণ কালের উপর আরোপ করিয়া কালকে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদান করা হইয়াছে। যদি তাঁহাদের উদ্যম ও উৎসাহ নির্ব্বাণ হইয়া না যায়, এবং যদি তাঁহারা আপনাদের উৎসাহপূর্ণ শব্দে চিরনিদ্রিত হিন্দুসন্তানদিগকে পুনর্ব্বার জাগরিত করিতে পারেন; কেন না হিন্দু জাতি পুনর্ব্বার মহিমান্বিত হইবে? এই রূপ দৃঢ় সংকল্প তাঁহাদের হৃদয়ে যদি অহোরাত্র জাগরূক না থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা এই মুমূর্ষু প্রায় হিন্দুসমাজের অবস্থা সংশোধন করিতে পারিবেন না।

আমরা যে রূপ প্রত্যাশা করিতেছি, সভা কি তদ্বিষয়ে অগ্রসর হইবেন? হিন্দুসমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম ও শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহার সকল রক্ষা করা যদি তাঁহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অসাধ্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সাধনে এক বিন্দুও সহায়তা করিতে প্রস্তুত নহে। রাজা তাঁহাদের পোষকতা করিবেন না; শিক্ষাপ্রণালী তাঁহাদের প্রতিকূলতা করিতেছে; হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অভাব তাঁহাদের বিপক্ষ হইতেছে। হিন্দু ধর্ম্মের সার মর্ম্ম এই যে, শাস্ত্রকারেরা "অজ্ঞদিগের" নিমিত্ত "নিরবয়ব অচিন্তনীয় ও অনন্ত স্বরূপ" ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন, "জ্ঞানীদিগের পক্ষে" ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আরাধনা বিধেয়, ইহা সভাও মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুসমাজের প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন সেই অজ্ঞদিগের ধর্ম্মই সার ও সর্ব্বস্ব হইয়া আছে। সভা কি লোকদিগের সেই অজ্ঞতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত এত আড়ম্বর করিতেছেন? সেই অজ্ঞতা হিন্দুসমাজ হইতে যাহাতে দূরীভূত হয়, এক্ষণে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। সভা বৈদিক যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকে সেই অজ্ঞতা বিনাশের কারণ বলিয়াছেন; ইহা লইয়া বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু সেই সকল লুপ্তপ্রায় যাগ যজ্ঞ পুনঃ প্রচারিত করিয়া তদ্দ্বারা লোকের অজ্ঞতা দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া সভা যদি উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা জনসমাজের অজ্ঞতা বিনাশ করিতে পারেন, তাহাতে অগ্রসর না হইবেন কেন? উপায় তো নানা প্রকার হইতে পারে।

সভা শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা করিবার জন্য যে প্রয়াস পাইতেছেন, তদ্বিষয়ে আর অধিক বলিতে চাই না; কেবল এই মাত্র কহিতেছি, এক্ষণে এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, সভা শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা করিতে গিয়া স্বয়ংই তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইয়াছেন—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তন্মধ্যে উপনিষদ্‌ ও মনুসংহিতা প্রভৃতি উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজা শূদ্র হইয়া কি প্রকারে উপনিষদ্‌ ও স্মৃতি পাঠ করিলেন ও লোকদিগকে শ্রবণ করাইলেন? ঐ মনুসংহিতাতেই

স্পষ্টাক্ষরে ইহার নিষেধ আছে১। ইহার নিমিত্ত আমরা ধর্ম্মরক্ষণী সভাকে এক বারও নিন্দা করি না; আমাদের বক্তব্য এই, আচার ব্যবহার চির কাল এক ভাবে থাকে না। পূর্ব্বে শূদ্রদিগের যে রূপ অবস্থা ছিল, মনু তদনুসারেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষণে শূদ্রজাতির মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা উপার্জ্জন করিয়াছেন। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম; এমন ভুরি ভুরি আচার ব্যবহার আছে যে, হিন্দুজাতির মধ্যে তাহা আপনা হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহারা আপনাদের আচরণের মধ্যেও পদে পদে ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইবেন।

আমাদের আর একটি বক্তব্য আছে; বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি যে বিদ্বেষনয়নে কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহা উচিত হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন অংশ যদি তাঁহার নিকট ভ্রান্তিমূলক বোধ হয়, সেই ভ্রান্তি প্রদর্শন করুন; ব্রাহ্মসমাজ উপকৃত হইবেন। ইহাও তাঁহার মনে করা উচিত যে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানা প্রকার লোক থাকিবার সম্ভাবনা আছে, সভাও তাহা বিলক্ষণ জানেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাহা লইয়া ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় কটূক্তির যোগ্য হইতে পারে না। ব্রাহ্মের মধ্যেও ভাক্ত থাকিতে পারে, তাহার অসম্ভাবনা নাই; কিন্তু সভা কি বলিতে পারিবেন যে, তাঁহার সভ্যগণের মধ্যে একটিও ভাক্ত নাই?

১ নিষেকাদি শ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো বিধিঃ। তস্য শাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়োনান্যস্য কস্যচিৎ ২ অ। ১৬ শ্লো।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩০৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠার পর।

এক্ষণে যাঁহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই আর্য্যগণই আমাদিগের বীজ পুরুষ; তাঁহাদের বাক্যই আমাদের বেদ; তাঁহাদের আচার ব্যবহারই আমাদের স্মৃতি; তাঁহাদের বৃত্তান্তই আমাদের পুরাণ; তাঁহাদের কথোপকথনের ভাষাই আমাদের সংস্কৃত ভাষার প্রথমাবস্থা; এবং তাঁহাদের ভাবই আমাদের জাতীয় ভাবের মূল। যেমন তাঁহাদের রক্ত আমাদের শরীরে সঞ্চারিত হইতেছে, সেই রূপ তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিষয়ক মত সকল সংস্কৃত ভাষার ন্যায় নানা রূপ ধারণ করিয়া হিন্দু-সমাজে ওতপ্রোত হইয়া আছে। যে সকল আর্য্য অন্যান্য দেশ আপনাদের বাস-ভূমি করিলেন, ইতিহাসে তাঁহারা এক এক পার্থিব বিষয়ে উচ্চতর আসন আরোহণ করিয়া আছেন; আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এ জগতের ইতিহাসে সামান্য অবস্থায় থাকিয়া আর এক জগতের ইতিহাস পরিপূর্ণ করিতেছেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মই এ স্থলে আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আর্য্যনাম যেমন হিন্দু জাতির প্রথমাবস্থার নাম, আর্য্যধর্ম্ম সেই রূপ ইহাঁদিগের প্রথমাবস্থার ধর্ম্ম। যে সময়ে ধর্ম্মপ্রণালী পদ্ধতিবদ্ধ হয় নাই; যে সময়ে এক মাত্র কবিগণই সাধারণের নিকট প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; যখন কবিগণই ধর্ম্মশিক্ষার আচার্য্য, ধর্ম্ম কার্য্যে পুরোহিত, সামাজিক কার্য্যে সভাপতি, শাসন কার্য্যে রাজা, যুদ্ধে সেনাপতি ও সর্ব্ব বিষয়ে সাধারণের আশ্রয় স্থান ছিলেন; যখন আচার্য্য, পুরোহিত, সভাপতি, রাজা ও সেনাপতির পদ এক প্রজাপতিপদের অন্তর্ভূত ছিল; আর্য্যধর্ম্ম সেই সময়ের ধর্ম্ম। সেই আর্য্য ধর্ম্মের যুগ

যে কত দিন অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে, কোন ইতিহাসবেত্তাই তাহার পরিমাণ স্থির করিতে পারেন নাই। কোন দেশের কোন গ্রন্থেই ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কেবল এক মাত্র বেদই যাহা কিছু তাঁহাদের বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে পারে

পূর্ব্বে বেদের বিষয় যে রূপ কথিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, ঋগ্বেদসংহিতাই এক মাত্র আদিম বেদ; সাম যজুঃ, ও অথর্ব্ব এবং সমুদায় ব্রাহ্মণ তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যে সময়ে সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদ প্রকাশিত হয়, এবং যে সময়ে প্রত্যেক বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ প্রকটিত হইতে থাকে, তখন আর্য্যধর্ম্মের যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছিল। যাঁহারা প্রত্যেক বেদের কিয়দংশ করিয়া স্বচক্ষে দর্শন ও আলোচনা না করিয়াছেন, ঐ বিষয়টি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত দুষ্কর। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রণালী লক্ষ্য করিয়াই ঐ সকল বেদ সংকলিত হইয়াছিল। অতএব তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই দৃষ্টি-গোচর হইবে, আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। কিন্তু ঋগ্বেদ উক্ত তিন বেদ হইতে বিভিন্নপ্রকার। ঋগ্বেদসংহিতা ব্রাহ্মণদিগের কোন যাগ যজ্ঞের প্রণালী অনুসরণ করিয়া সংগৃহীত হয় নাই। পূর্ব্ব পুরুষগণের ঋক্ সকল একত্র সংগ্রহ করাই ঋগ্বেদ-সংহিতা সংকলনের এক মাত্র উদ্দেশ্য বোধ হয়। উত্তর কালের ব্রাহ্মণেরা যেমন সাম বেদকে উদ্গাতার বেদ ও যজুর্ব্বেদকে অধ্বর্য্যুর বেদ বলিয়া গিয়াছেন, সেই রূপ ঋগ্বেদকেও হোতা নামক পুরোহিতের বেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঋগ্বেদে যে রূপ ক্রম অবলম্বিত হইয়াছে, সে রূপ ক্রম কোন যজ্ঞেই দেখিতে পাওয়া যায় না। সাম ও যজুর্ব্বেদে যে ক্রম আছে, যজ্ঞানুষ্ঠানে সেই ক্রম অবলম্বিত হইয়া থাকে। অতএব সূত্রকারেরা ঋগ্বেদকে যে হোতৃবেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার এ উদ্দেশ্য নহে যে, হোতার কার্য্য-প্রণালী অনুসরণ করিয়া ঋক্ সকল সংকলিত হইয়াছে। অতএব অন্য তিন বেদ অপেক্ষা ঋগ্বেদ সংহিতা যে প্রাচীন, তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দু জাতির সংস্কার এই যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমস্ত বেদকে চারি ভাগে ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিয়া এক এক শিষ্যকে এক এক বেদ অধ্যয়ন করান; এই জন্য তাঁহার নাম বেদব্যাস হইয়াছে। এই সংস্কার কোন্ মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার বিচার করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; আমাদের কেবল এই মাত্র জানা আবশ্যক যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্ত্তৃকই হউক, আর অন্য কর্ত্তৃকই হউক, ঋগ্বেদসংহিতার সংকলন যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালী অনুসারে হয় নাই, কেবল আর্য্যগণের ঋক্ সকল একত্র করাই ইহার উদ্দেশ্য; অতএব ইহাতেই আর্য্য ধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত অধিক অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

যে সকল ঋষি ঋগ্বেদের দ্রষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তাঁহারা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম মণ্ডলে কতগুলি ঋষির ঋক্ একত্রিত আছে; তাঁহাদিগকে শতর্চ্চী বলিয়া থাকে। দ্বিতীয় অবধি সপ্তম পর্য্যন্ত এক এক মণ্ডল এক এক জন ঋষি প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাঁহারা মাধ্যম বলিয়া অভিহিত হন। অষ্টম অবধি শেষ কএক মণ্ডলেও প্রথম মণ্ডলের ন্যায় কতকগুলি ঋষি দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুদ্রসূক্ত ও মহাসূক্ত বলিয়া থাকে। মাধ্যম ঋষিগণ সকল অপেক্ষা প্রাচীন এবং তাঁহাদের মণ্ডল সকলও অন্যান্য মণ্ডল অপেক্ষা পুরাতন।

অতএব ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে দ্বিতীয় অবধি সপ্তম পর্য্যন্ত যে সকল ঋক্ আছে, আর্য্যবর্ম্ম অনুসন্ধানের নিমিত্ত তাহাতেই সমধিক নির্ভর করা যাইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে এক এক বেদ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, সেই সমুদায় শাখার সমুদায় বেদ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব এক মাত্র শাখা দ্বারা আর্য্যদিগের সমুদয় ইতিহাস কি প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে? কি প্রকারে বৈদিক শাখা সকল উৎপন্ন হইল, যাঁহারা তাহার ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহাদের মনে এরূপ সংশয় উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন এক খানি গ্রন্থ যদি কেবল মুখে মুখে দশ জন ছাত্রকে অভ্যাস করান যায়, এবং সেই দশ জন হইতে যদি সেই এক গ্রন্থেরই ভিন্ন ভিন্ন দশটি সম্প্রদায় উৎপন্ন হয়; তাহা হইলে মুখে মুখে শিক্ষা করার নিমিত্ত কিছু কিছু পাঠের ইতর বিশেষ হইতে পারে, মূল গ্রন্থ প্রায় সমানই থাকিবে। বৈদিক শাখা সকলেরও পরস্পর ভিন্নতা এই রূপ। মনে কর মধ্যন্দিন ও কণ্ব এই দুই ঋষি এক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট শুক্ল যজুঃ শিক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন; সেই দুই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে এক শুক্ল যজুঃই অধ্যয়ন হইতে লাগিল এবং সেই দুই সম্প্রদায়ের বেদ মাধ্যন্দিন শাখা ও কাণ্ব শাখা নামে প্রসিদ্ধ হইল। ইহাতে উভয় শাখার পরস্পর ভিন্নতা অধিক হইতে পারে না। শাখা ভেদে ব্রাহ্মণ ভাগের ইতর বিশেষ অধিক হইতে পারে; কিন্তু বেদসংহিতাতে শাখা ভেদে যে পাঠের বৈলক্ষণ্য হয়, তাহা অতি সামান্য। এই রূপ ঋগ্বেদসংহিতা হইতে দুইটী শাখা উৎপন্ন হয়, শাকল্য ও বাস্কল শাখা। তাহার একটি শাখা অধ্যয়ন করিতে পারিলেই সকল শাখার ভাব অবগত হওয়া যাইতে পারে।

পূর্ব্বে আমাদিগের এই সংস্কার ছিল যে, ঋগ্বেদের সমুদায় মন্ত্রই বিশেষ বিশেষ দেবতার স্তোত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে; এই জন্যই তৎসমুদায় "ঋক্" অর্থাৎ স্তোত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে এই সংস্কারের অমূলকতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি, এবং আর্য্যধর্ম্মের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে এই স্থলে তাহার উল্লেখ করাও আবশ্যক বোধ হইতেছে। এই সংস্কার নিবন্ধন উত্তর কালের ব্রাহ্মণেরা যে ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছিলেন, অদ্যাপি হিন্দুসমাজে সেই ভ্রান্তিস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে। আর্য্যেরা যাহাকে দেবতা মনে করেন নাই, ব্রাহ্মণেরা তাহাকে দেবতা করিয়া লইয়াছেন এবং আর্য্যেরা যাহা স্তোত্র ভাবিয়া প্রকাশিত করেন নাই, ব্রাহ্মণেরা তাহাও মন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। ঋগ্বেদ সংহিতার অধিকাংশই স্তোত্র তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সমুদায় ঋক্ই স্তুতিবাচক নহে। আর্য্য কবিগণ কবিত্বরসে আর্দ্র হইয়া নানা বিষয়ের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; তৎসমুদায়ই ঋগ্বেদ সংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে[১]। এমন কি, স্ত্রী পুরুষে পরস্পর

১ ঋগ্বেদসংহিতার সপ্তম মণ্ডলের ষষ্ঠ অনু[illegible] [illegible] সূক্তে [illegible] বলিয়া যে দশটি ঋক্ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে [illegible] শব্দায়মান ভেকগণের বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং ব্রাহ্মণদিগের, বিশেষতঃ পুরোহিতদিগের সহিত ভেকগণের তুলনা করা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয় না যে, আর্য্যেরা ভেকদিগের আরাধনা করিতেন অথবা তাহার নিমিত্ত সেই সকল স্তুতিবাদ রচনা করিয়াছিলেন। প্রত্যুত ভট্ট মোক্ষমূলর যেরূপ বলেন—উহা পুরোহিত প্রতি পরিহাসের নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল—তা

কবিতাচ্ছন্দে যে হাস্য-পরিহাস হইয়াছিল তাহাও ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে[২]। অপক্ষপাত-চিত্তে সেই সমস্ত আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আর্য্যগণের সময়ে দেবতাবিষয়কই হউক, আর অন্যবিষয়কই হউক, যে সকল কবিতা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সমস্তগুলি সংকলন করা সাধ্যায়ত্ত ছিল, তৎসমুদায়ই পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে অভ্যাস করা হইত; কালক্রমে তাহাই ঋগ্বেদসংহিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। এবং ইহাও দৃষ্ট হইবে যে, আর্য্যেরা দেশবিশেষে, কালবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে সকল ঋক্ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, উত্তর কালের আর্য্য সন্তানেরা সেই সকল ঋক্‌কে সেই রূপ দেশে সেই রূপ কালে ও সেই রূপ অবস্থায় অনুষ্ঠানবিশেষের মন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। মনে কর, কোন আর্য্য কবি প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় দেখিয়া কবিজনোচিত বিস্ময়রসে মগ্ন হইয়া সেই উদয়োন্মুখ সূর্য্যের বর্ণনা করিলেন, অমনি তাঁহার সন্তান বা অনুচরগণ সেই বর্ণনাটিকে সেই কালের সূর্য্যোপাসনায় উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহাই প্রাতঃসূর্য্যের আরাধনায় অপরিহার্য্য মন্ত্র হইয়া উঠিল। কোন আর্য্য যজ্ঞ কালে সহসা কোন বিঘ্ন প্রাপ্ত হইয়া উত্তেজিতচিত্তে দেবতার নিকট বিঘ্ন হরণের প্রার্থনা করিলেন, তাহাও অমনি পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রমে ক্রমে, বিঘ্ন হউক আর নাই হউক, সেই যজ্ঞের অপরিহার্য্য মন্ত্র হইয়া গেল। এই রূপ আর্য্যগণ সাংসারিক কার্য্যের নিমিত্তই হউক, শত্রুদলকে দমন করিবার অভিপ্রায়েই হউক, অথবা অন্য কোন প্রয়োজনবশতঃই হউক, তৎকালে আবশ্যক বোধে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন, উত্তর কালের মহর্ষিগণ সেই রূপ অবস্থা না ঘটিলেও এবং সেই রূপ কর্ম্ম আবশ্যক না হইলেও নিয়মিত রূপে তাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া গণনা করিতে লাগিলেন; এই রূপে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী প্রস্তুত হইয়াছিল। অন্যান্য বেদ সকল সেই প্রণালী অনুসারেই সংকলিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অনুসন্ধানের সময় ব্যক্ত করা যাইবে; এ স্থলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে পুরাতন আর্য্য ধর্ম্মকে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল এবং ইহাও সপ্রমাণ হইল যে, আর্য্যধর্ম্মের যাহা কিছু জানিতে পারা যায়, ঋক্‌বেদসংহিতাই তাহার এক মাত্র উপায়।

তাই সঙ্গত বোধ হয়। কিন্তু অনুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়, উহা বৃষ্টিকামনায় জপ করিতে হয়।

২ ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের ষষ্ঠ ও সপ্তম ঋক্ পাঠ করিয়া দেখ। বৃহস্পতির কন্যা ব্রহ্মবাদিনী রোমশাকে ভাবযব্য ঋষি বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি রোমশাকে অল্পবয়স্কা ভাবিয়া অনুষ্টুপ্ ছন্দে পরিহাস করেন; এই পরিহাসটি ষষ্ঠ ঋক্ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। রোমশা স্বামীর পরিহাস শ্রবণে সেই রূপ অনুষ্টুপ ছন্দে উত্তর দান করিয়া স্বামীর ভ্রম প্রদর্শন করেন, তাহাই সপ্তম ঋক্ হইয়াছে।

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি।

ভবদেব ভট্টপ্রণীত।

বিবাহ।

পাণিগ্রহণ।

১। সম্প্রদান কর্ম্ম পরিসমাপ্ত হইলে জামাতা প্রধান গৃহে উপস্থিত হইয়া কুশণ্ডিকার নিয়মানুসারে যোজক নামা অগ্নিকে সংস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিবেক।

২। তৎপরে জামাতার কোন বয়স্য, অশোষ্য জলাশয়ের জলে পরিপূর্ণ এক কলস হস্তে লইয়া, স্বীয় শরীর বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও বাক্য সংযত

করিয়া, পূর্ব্ব দিক্ দিয়া অগ্নিকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক অগ্নির দক্ষিণ দিকে উত্তর মুখ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবেক।

৩। তৎপরে আর এক জন বয়স্য হস্তে পচ্ছলিকা লইয়া পূর্ব্ববৎ গমনপূর্ব্বক কলসধারী বয়স্যের পশ্চাৎ ভাগে উত্তর মুখে দণ্ডায়মান থাকিবেক।

৪। পরে অগ্নির পশ্চিম দিকে শমীপত্র মিশ্রিত, চতুরঞ্জলিপরিমিত লাজ সূর্পের উপর রাখিয়া, তৎসমীপে শিলা ও তাহার পুত্র এবং তাহার সমীপে বীরণপত্র রচিত বস্ত্রবেষ্টিত কট সংস্থাপন পূর্ব্বক, জামাতা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বধূকে অখণ্ড পরিধেয় ও যজ্ঞোপবীতবৎ উত্তরীয় নিম্ন লিখিত দুই মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে পরিধান করাইবেক।

প্রজাপতিঋষি র্জগতীচ্ছন্দঃ পরিধাপয়িত্রো দেবতা অধোবস্ত্রপরিধাপনে বিনিযোগঃ।

ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যা অতন্বত যাশ্চ দেব্যোঽন্তানভিতোঽততন্থ স্ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয়ন্ত্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ।

'যাঃ' স্ত্রিয়ঃ 'ইদং' বস্ত্রং পরিধীয়মানং অকৃন্তন্'কর্ত্তিতবত্যঃ 'যাঃ' চ 'অবয়ন্' উতবত্যঃ 'যাঃ চ 'অতন্বন্' বিস্তারিতবত্যঃ 'দেব্যঃ ক্রীড়াদিগুণযুক্তাঃ যাঃ 'অন্তান্' পটসম্বন্ধিনঃ 'অভিতঃ' উভয়পার্শ্বে অততন্থ গ্রথিতবত্যঃ তাঃ 'দেব্যঃ' তে কন্যকে 'ত্বা' ত্বাং 'জরসা' জরান্তং যাবৎ 'সংব্যয়ন্তু' পরিধাপয়ন্তু হে আয়ুষ্মতি' 'ইদং' 'বাসঃ' পরিধৎস্ব অন্তরীয়ং কুরু।

যে সকল দেবী এই বস্ত্র কর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহারা বয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা বিস্তার করিয়াছেন এবং যাঁহারা ইহার উভয় পার্শ্ব গ্রন্থন করিয়াছেন, তাঁহারা তোমাকে যাবজ্জীবন পরিধান করাইতে থাকুন; হে আয়ুষ্মতী! এই অন্তরীয় বস্ত্র পরিধান কর।

প্রজাপতিঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ পরিধাপয়িত্র্যো দেবতা উত্তরীয় বস্ত্র পরিধাপনে বিনিযোগঃ।

ওঁ পরিধত্ত ধত্ত বাসসৈনাং শতায়ুষীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ শতঞ্চ জীবঃ শরদঃ সুবর্চ্চা বসূনি চার্য্যে বিভজাসি জীবন্।

হে উপাধ্যায়াদয়ঃ 'পরিধত্ত' পরিধাপয়ত 'বাসসা' 'এনাং' 'ধত্ত' ধারয়ত 'শতায়ুষীং' চিরজীবিনীং 'কৃণুত' 'দীর্ঘং' আয়ুঃ' বহুকালং যাবৎ। হে'আর্য্যে' শতং' 'শরদঃ' জীব 'সুবর্চ্চাঃ' অতিশয়কান্তিমতী ত্বং 'বসূনি' ধনানি 'বিভজাসি' 'সেবয়' 'জীবন্' জীবন্তী।

হে উপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ! আপনারা ইঁহাকে পরিধান করাইয়া দিউন; বস্ত্র দ্বারা পোষণ করুন এবং চিরজীবিনী করুন। হে আর্য্যে! তুমি কান্তিমতী হইয়া শত বৎসর জীবিত থাক, জীবিত থাকিয়া ধন সকল ভোগ কর।

৫। তৎপরে জামাতা বধূকে অগ্নির অভিমুখে আনয়ন করত পাঠ করিবেন—

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সোমো দেবতা পত্ন্যুঃ কন্যানয়নজপে বিনিযোগঃ।

ওঁ সোমোঽদদদ্গন্ধর্ব্বায় গন্ধর্ব্বোঽদদদগ্নয়ে রৈংচ পুত্রাংশ্চাদাদগ্নির্ম্মহ্যমথো ইমাং।

'ইমাং' জাতমাত্রামেনাং 'সোমঃ' 'গন্ধর্ব্বায়' আদিত্যায় 'অদদৎ' দত্তবান্ 'গন্ধর্ব্বঃ অগ্নয়ে অদদৎ' 'অথো অগ্নিঃ ইমাং রৈংচ' ধনঞ্চ পুত্রাংশ্চ মহ্যং অদাৎ।

চন্দ্র জাতমাত্র সূর্য্যকে এই কন্যা দান করেন এবং সূর্য্য অগ্নিকে দেন; অগ্নি ধন পুত্র সমন্বিত (ভবিষ্যৎ পুত্র লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে) এই কন্যা আমাকে দান করিলেন।

৬। পরে বধূ অগ্নির পশ্চিম দিকে গমন পূর্ব্বক বীরণপত্র রচিত কট পদ দ্বারা কুশাস্তরণ দেশের সমীপ পর্য্যন্ত সরাইয়া দিবেক এবং সেই সময়ে ভর্ত্তা তাহাকে পাঠ করাইবেক—

প্রজাপতিঋষি র্বিরাড্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দেবতাকটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিযোগঃ।

ওঁ প্র মে পতি যানঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবারিষ্টা পতিলোকং গমেয়ং।

'মে' মম 'পতি' পতিঃ 'নঃ' অস্মাকং 'পন্থাঃ' পন্থানং 'প্রকল্পতাং' প্রকারোতু 'যা' যেন পথা অহং 'শিবা' সুখাবহা 'অরিষ্টা' অহিংসিতা 'পতিলোকং' পতিকুলং 'গমেয়ং' গচ্ছামি।

আমার পতি আমাদের জন্য পথ প্রস্তুত করুন, যাহাতে সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে পারি।

৭। যদি বধূ লজ্জাবশত পাঠ করিতে না পারে,

তবে ভর্ত্তা স্বয়ং নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেক।

প্রজাপতিঋষির্বিরাড্জগতীচ্ছন্দঃ পতির্দেবতা কটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ প্রাস্যাঃ পতিং যা নঃ পন্থাঃ কল্পতাং শিবারিষ্টা পতিলোকং গম্যা।

অস্যাঃ পতিঃ অস্মাকং পন্থানং প্রকল্পতাং যেন ইয়ং শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যা।

ইহাঁর স্বামী পথ প্রস্তুত করুন, যাহাতে ইনি সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে পতিলোকে গমন করিতে পারেন।

৮। পরে কটের পূর্ব্ব প্রান্তে বধূ ও বধূর উত্তরে ভর্ত্তা উপবেশন করিবেক।

নূতন পুস্তক।

কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি

১ Brahmic Questions of the day Answered By an old Brahmo। এই ইংরাজি পুস্তক খানি কোন বৃদ্ধ ব্রাহ্ম কর্ত্তৃক প্রণীত ও এলাহাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে সকল বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছে, তাহারই কয়েকটি বিষয় এই গ্রন্থে বিবেচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রথমে তিনটি পরিশেষে আর পাঁচটি প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রথম প্রশ্ন এই;—ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলা যাইতে পারে কি না। দ্বিতীয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমাদের জাতীয় ভাব সকলকে কত দূর উপায় করা যাইতে পারে। তৃতীয়, সমাজসংস্কারের মধ্যে ধর্ম্ম সংস্কারকেই প্রধান করা উচিত কি না। চতুর্থ, যাহারা পৌত্তলিকতায় শ্রদ্ধা করেন, তাঁহাদের পক্ষে পৌত্তলিকতা পাপ কি না। পঞ্চম, মনুষ্যদিগকে বিশেষতঃ মহৎ লোকদিগকে ঈশ্বরের অংশ অথবা অবতার বলা যাইতে পারে কি না। ষষ্ঠ, কোন অবস্থায় এক প্রকার মত্ততা উপস্থিত হয়, এবং কোন অবস্থায় গভীর শান্ত ভাবে ও সহজে ঈশ্বরের সহিত যোগ করিতে পারা যায়, ইহার কোন্‌টিকে ধর্ম্মের উন্নত অবস্থা বলা যাইতে পারে। সপ্তম, জ্ঞানহীন শ্রদ্ধা অপেক্ষা জ্ঞানসংযুক্ত শ্রদ্ধাকে উৎকৃষ্ট বলা যায় কি না। অষ্টম, ধর্ম্মের উৎসবে অতিমাত্র বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন করা উচিত কি না?

২ Brahmic Advice, Caution and help। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মই এ গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাও এলাহাবাদে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহাতে সার মাত্র লইয়া অতি সংক্ষেপে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত বিবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তক খানি চারিটি শিরোনাম দ্বারা চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম অংশে পাপের জন্য সন্তাপ ও পরিত্রাণের কামনা, দ্বিতীয়ে প্রত্যাদেশ ও মনুষ্যের দেবত্ব, তৃতীয়ে ধর্ম্মশিক্ষক, চতুর্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ প্রকৃতি, এই সকল লইয়া গ্রন্থকার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই দুই খানিই আলোচনা করিয়া দেখা প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য।

৩ সহজানন্দ সদ্‌গুরুসূর্য্যোদয়। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, যন্ত্রের নাম নাই। আচ্ছাদনপত্রের উপরে এক খানি উপরি কাগজে এক স্থানে লিখিত আছে "নির্ব্বাণ তন্ত্রে নির্গুণ যন্ত্রে যন্ত্রির ইচ্ছায় মুদ্রিত হইল।" এ পুস্তক খানি কর্ত্তাভজাদিগের মতকে পোষণ করিতেছে। অধিকন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মদিগকে এক এক বার দংশন করিবার নিমিত্ত মুখ বিস্তার করিতেছে।

৪ আলালের ঘরের দুলাল নাটক। শ্রীহীরালাল মিত্র কর্ত্তৃক বিরচিত; বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত। এই নাটক খানি দশ অঙ্কে বিভক্ত। হাস্য ও করুণ রসই ইহার প্রধান। মনুষ্য ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া কত দূর দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকে; তাহার কিরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হয়; এবং পরিণামে পাপের জন্য অনুতপ্ত হইলে এই পৃথিবীতেই কত দূর শুদ্ধ হইতে পারে; এই গুলি এই গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ আষাঢ় রবিবার প্রাতঃকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৫। কলিগতাব্দ ৬৯। ১৪ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।

সপ্তম কল্প
তৃতীয় ভাগ
৩১০ সংখ্যা। আষাঢ় ১৭৯১ শক। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪০

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং

ঋজ্রাশ্বাদয়ো ঋষয়ঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৪৯

১। সযোবৃষা বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকা মহোদিবঃ পৃথিব্যাশ্চ সম্রাট্। সতীনসত্বা হব্যো ভরেষু মরুত্বান্নোভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥

১। ‘যঃ’ ‘ইন্দ্রঃ’ ‘বৃষা’ কামানাং বর্ষিতা, ‘বৃষ্ণ্যেভিঃ’ বৃষ্ণিভবৈর্বীর্য্যৈঃ ‘সমোকাঃ’ সম্যক্ সমবেতঃ সঙ্গতঃ, ‘মহঃ’ মহতঃ ‘দিবঃ’ দ্যুলোকস্য ‘পৃথিব্যাঃ’ প্রথিতায়াঃ ‘চ’ ভূমেঃ ‘সম্রাট্’ ঈশ্বরঃ, ‘সতীনসত্বা’ সতীনমিত্যুদকনাম, উদকস্য সত্বা সাদয়িতা গময়িতা, ‘ভরেষু’ সংগ্রামেষু ‘হব্যঃ’ সর্ব্বৈঃ স্তোতৃভিরাহ্বাতব্যঃ। এবম্ভূতঃ ‘মরুত্বান্’ মরুদ্ভিঃ যুক্তঃ ‘সঃ’ ইন্দ্রঃ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘ঊতী’ ঊতয়ে রক্ষণায় ‘ভবতু’ ॥

১। যে ইন্দ্র অভিলষিতবর্ষিতা, বৃষ্ণি ভব-বীর্য্য সম্পন্ন, দ্যুলোক ও পৃথিবীর সম্রাট্, জলদাতা, এবং সংগ্রামে আহ্বান যোগ্য হয়েন; মরুদ্গণযুক্ত সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন ॥

১১৫০

২। যস্যানাপ্তঃ সূর্য্যস্যেব যামো ভরেভরে বৃত্রহা শুষ্মো অস্তি। বৃষন্তমঃ সখিভিঃ স্বেভিরেবৈর্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥

২। ‘যস্য’ ইন্দ্রস্য ‘যামঃ’ গতিঃ ‘অনাপ্তঃ’ পরৈরপ্রাপ্তঃ ‘সূর্য্যস্যেব’ যথা সূর্য্যস্য গতিরন্যৈর্ন প্রাপ্তুং শক্যতে তদ্বৎ। ‘স্বেভিঃ’ আত্মীয়ৈঃ ‘এবৈঃ’ গমনশীলৈঃ ‘সখিভিঃ’ মিত্রভূতৈঃ মরুদ্ভিঃ সহ ‘বৃষন্তমঃ’ অতিশয়েন কামানাং বর্ষিতা, ‘ভরেভরে’ সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু ‘বৃত্রহা’ শত্রূণাং হন্তা ‘শুষ্মঃ’ সর্ব্বেষামসুরাণাং শোষকঃ এবম্ভূতঃ যঃ ‘ইন্দ্রঃ’ ‘অস্তি’ বিদ্যতে সঃ ‘মরুত্বান্’ ইন্দ্রঃ ‘নঃ’ অস্মাকং ‘ঊতী’ রক্ষণায় ‘ভবতু’ ॥

২। সূর্য্যের ন্যায় যে ইন্দ্রের গতি অন্য দ্বারা অপ্রাপ্য, যিনি গমনশীল স্বীয় সখা মরুদ্গণের সহিত অভিলষিতার্থ বর্ষণ করেন, ও সকল সংগ্রামে অসুর শত্রুগণকে নাশ করেন; সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন ॥

১১৫১

৩। দিবোন যস্য রেতসো দুঘানাঃ পন্থাসো যন্তি শবসাপরীতাঃ। তরদ্দ্বেষাঃ সাসহিঃ

পৌংস্যেভির্ম্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥

৩। 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'পত্মাসঃ' রশ্ময়ঃ 'রেতসঃ' বৃষ্ট্যুদকানি 'দুঘানাঃ' দুহন্তঃ প্রবর্ষন্তঃ 'যন্তি' নির্গচ্ছন্তি দ্যুলোকাদিতস্ততঃ প্রসরন্তি, তত্র দৃষ্টান্তঃ 'দিবোন' যথা দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য কিরণা বৃষ্টিং কুর্ব্বন্তো নভঃস্থলান্নির্গচ্ছন্তি তদ্বৎ। কীদৃশারশ্ময়ঃ 'শবসা' বলেন সহিতাঃ 'অপরীতাঃ' পরৈরনভিগতাঃ দুষ্প্রাপা ইত্যর্থঃ। সোযং 'ইন্দ্রঃ' 'তরুদ্বেষাঃ' দ্বেষাংসি শত্রূন্ তরন্ জিতশত্রুরিত্যর্থঃ। 'পৌংসোভিঃ' বলৈঃ 'সাসহিঃ' শত্রূণামভিভবিতা এবং ভূতঃ 'মরুত্বান্' ইন্দ্রঃ 'নঃ' অস্মাকং 'ঊতী' রক্ষণায় 'ভবতু'॥

৩। সূর্য্যকিরণের ন্যায় যে ইন্দ্রের রশ্মি সকল জল বর্ষণ করতঃ শত্রুগণের দুষ্প্রাপ্য বলের সহিত নির্গত হয়, সেই জিত শত্রুক ইন্দ্র বলদ্বারা শত্রুগণকে পরাভব করেন; তিনিই আমারদিগের রক্ষক হউন॥

১১৫২

৪। সো অংগিরোভিরঙ্গিরস্তমোভূদ্বৃষা বৃষভিঃ সখিভিঃ সখা সন্। ঋগ্মিভির্ঋগ্মী গাতুভির্জ্যেষ্ঠো মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥

৪। 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'অঙ্গিরোভিঃ' অঙ্গন্তি গচ্ছন্তীত্যঙ্গিরসো গন্তারঃ তেভ্যঃ 'অঙ্গিরস্তমঃ' 'অভূৎ' অতিশয়েন গন্তা ভবতি, 'বৃষভিঃ' 'বৃষা' বর্ষিতৃভ্যোপ্যতিশয়েন বর্ষিতা, 'সখিভিঃ' সমান খ্যানেভ্যোমিত্রভূতেভ্যোপি 'সখা' অতিশয়েন হিতকারী, এবম্ভূতঃ 'সন্' 'ঋগ্মিভিঃ' অর্চ্চণীয়েভ্যোপি 'ঋগ্মী' অর্চ্চণীয়োভবতি, 'গাতুভিঃ' গাতব্যেভ্যঃ স্তোতব্যেভ্যোপি 'জ্যেষ্ঠঃ' অতিশয়েন স্তোতব্যঃ, এবং গুণবিশিষ্টঃ 'মরুত্বান্' 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ঊতী' রক্ষণায় ভবতু॥

৪। সেই ইন্দ্র গন্তাদিগের মধ্যে অতিশয় গমনশীল, বর্ষণ কারি গণের মধ্যে অতিশয় বর্ষিতা, সখাদিগের মধ্যে অতিশয় হিতকারী, অর্চ্চনীয়গণের মধ্যে অতিশয় অর্চ্চনীয়, এবং স্তোতব্যদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হয়েন। মরুদ্গণযুক্ত সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন॥

১১৫৩

৫। সসূনুভির্ন রুদ্রেভির্ঋভ্বা নৃষাহ্যে সাসহ্বাঁ অমিত্রান্। সনীড়েভিঃ শ্রবস্যানি তূর্ব্বন্ মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্র ঊতী। ১।৭।৮।

৫। 'সূনুভির্ন' পুত্রৈরিব পিতা 'রুদ্রেভিঃ' রুদ্রপুত্রৈঃ ভবদ্ভির্যুক্তঃ 'ঋভ্বা' মহান্ এবম্ভূতঃ 'সঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'নৃষাহ্যে' নৃভিঃপুরুষৈঃ সোঢব্যে সংগ্রামে 'অমিত্রান্' শত্রূন্ 'সাসহ্বান্' অভিভূতবান্ অপিচ 'সনীড়েভিঃ' সমাননিলয়ৈর্ম্মরুদ্ভিঃ সহ 'শ্রবস্যানি' শ্রব ইত্যন্ননাম তদ্ধেতুভূতান্যুদকানি 'তূর্ব্বন্' মেঘাৎপ্রচ্যাবয়ন্ 'মরুত্বান্' 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ঊতী' রক্ষণায় ভবতু। ১।৭।৮।

৫। পুত্রগণদ্বারা পিতার ন্যায় রুদ্র পুত্রগণদ্বারা মহান্ ইন্দ্র যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাভব করেন এবং মরুদ্গণের সহিত সংযুক্ত হইয়া মেঘ হইতে জল নিঃসারণ করেন। মরুদ্গণযুক্ত সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন। ১।৭।৮।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে; তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে, সেই পায় অচল শরণ।

এক প্রথম তেজ সেই—একেরি অসংখ্য কিরণ কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি, কান্তি, ছায় ভুবন।

গায় তাঁহারে সপ্ত লোক, মধ্যে সেই বিশ্বালোক, অন্ত কেহ নাহি পায়;

যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ, আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্য-ভঞ্জন।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

হে করুণাকর দীন-সখা তুমি, আগত প্রভু তব দ্বারে।

তুমি বিনা দীনে, কে প্রভু তারে, দুস্তর ভব-সংসারে
সম্পদ বিষময় তোমা বিহীনে, জীবন মৃত্যু-সমান।
বিপদ সম্পদ, তব পদ লাভে, মৃত্যু সে অমৃত-সোপান।

রাগিণী কুকব—তাল ঠুংরি।

গভীর বেদনা অস্থির প্রাণ। করহে আমারে শান্তি দান ॥
মোচন কর হে পাপ তাপ। ঘুচাও রোদন বিলাপ ॥
কেবলি তোমার আশ্রয়ে। তরিব সাগর নির্ভয়ে ॥
যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্। শুনে চলি তোমারি ডাক ॥
তরঙ্গ ঘোর করহে পার। মন-তরীর হরহে ভার ॥
তুমি বিনা কর্ণধার। কেহ নাহি আর আমার ॥

রাগ মঙ্গল-ভৈরব—তাল চৌতাল।

শোভন গাও মনোহর হৃদ-ভূষণ,অজর, অমর, ভূমা, অনন্ত, মন-পাবন।
গাও জগ-জীবন, জগ-পতি, আদি-নাথ, জগত-কারণ; জগত-সুখ, প্রাণ-প্রাণ।
গাও হে মহান্ পুরুষ, গাও হে পুরাণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর কল্যাণ-রূপ,প্রেমানন্দে আনন্দে;
করিছেন যে প্রভু হৃদয়ে বসতি, তিন লোককে জাগায়ে কর তাঁর গান।

রাগিণী শুক্ল-বেলাওল—তাল চৌতাল।

হে প্রাণারাম, নিরঞ্জন, বিশ্বপতি, অধিরাজ, কৃপা-অবতার, সকল-সৃষ্টি-পরম ভূষণ
অতি প্রবীন, সারবান্; নন্দন, বিভু, জগবন্দন, দারিদ্র্য-হরণ, দীন-শরণ, হে রাজন্, মহাজ্ঞান, গুরু-প্রধান, হর দুঃখ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

তুমি বিনা কে প্রভু শঙ্কট নিবারে, কে সহায় ভব-অন্ধকারে।
রয়েছি বন্দি-সম মোহের আগারে, কলুষিত পাপ-বিকারে;
বিষয়-রসে রত, তব প্রেমামৃত ছাড়ি মনো-ভৃঙ্গ বিহারে।
বিতর কৃপা তব, যার গুণে প্রভু, মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে।
পাপ-তিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি, কি আর জানাব তব দ্বারে।

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

শোভা অগণন, আদি-কবি, গভীর রচনার; মিলিয়ে গাব হে মধুর স্বরে।
কনক-খণ্ড তারক অযুত পূরে আকাশ-পাতে জ্বলদক্ষর-রাজি; ছন্দে চন্দ্র-ভাস্কর উদয়াস্ত, পুন সুখ-জনন ছয় ঋতু সম্বৎসরে।
নানা রস-যুত তোমারি কাহিনী সদাই—নব কুসুমে প্রীতি, বারি শান্তি, ভীষণ রুদ্র-রস বজ্রেতে—অতি গূঢ়-ভাব তব কোটি যুগে চির ধ্যান ধরে সবে আনন্দে, তোমারি রচনার ভাব লয়ে করিছে হা হা সব নারী-নরে ॥

ব্রহ্মোপাসনা ও তাহার ফল।

শরীর প্রকৃতিস্থ থাকিলে যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়, সেই রূপ আত্মা স্বাভাবিক অবস্থায় ঈশ্বরের সহবাসে সবিশেষ ব্যগ্র হইয়া থাকে। অন্ন

পান গ্রহণ করিলে শরীরের কি রূপ উপকার হইবে, তাহা না জানিতে পারিলেও কেবল ক্ষুধা তৃষ্ণার উত্তেজনাতেই লোকে অন্ন পান গ্রহণ করিতে যায়; সেই রূপ ঈশ্বরের উপাসনা করিলে কি ফল লাভ হইতে পারে তাহার গণনা করিবার পূর্ব্বেই প্রকৃতিস্থ মনুষ্য কেবল হৃদয়ের উত্তেজনাতেই ঈশ্বরের সহবাস অনুসন্ধান করেন। আমাদের প্রকৃতি যাহা আপনা হইতে প্রার্থনা করে, তাহা কখনই নিষ্ফল নহে; অন্ন পান গ্রহণ করিবার ফল আলোচনা করিলেই ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

কিন্তু যাঁহারা অগ্রে সেই ফল লাভের গণনা করিয়া উপাসনার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে যান, তাঁহারা কখন প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে সমর্থ হন না। তাঁহাদের উপাসনা ঈশ্বরের উপাসনা নহে; তাঁহারা সেই ভবিষ্যৎ ফলেরই উপাসনা করিয়া থাকেন; তাঁহাদের প্রীতি ফলদাতা ঈশ্বরেতে নাই; তাঁহার দাতব্য ফলই তাঁহাদের সমুদায় হৃদয়কে আকর্ষণ করে। অর্থলোভী ভৃত্য প্রভুর অর্থের প্রতি যে রূপ সতৃষ্ণ হইয়া থাকে, প্রভুর প্রতি সেরূপ মমতা করিতে পারে না; উক্ত উপাসকদিগেরও সেই রূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। তাঁহাদের নিজের কামনা পূর্ণ করিয়া লওয়া যে রূপ প্রার্থনীয়, ঈশ্বর সেরূপ প্রার্থনীয় নহেন। ঈশ্বর যদি রিক্ত হস্তে তাঁহাদের নিকট আসেন, তাঁহারা হয় তো তাঁহাকে বিদায় করিয়া দেন, কেননা তাঁহাদের কামনা অন্য প্রকার, তাঁহারা সেরূপ ঈশ্বর লইয়া কি করিবেন।

যাঁহারা হৃদয়গত স্পৃহাতে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহাদের ভাব অন্য প্রকার। কিসের জন্য ঈশ্বরের আরাধনা করিব, এ বিচার তাঁহাদের অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তাঁহারা ঈশ্বরকে চান, ঈশ্বরকে পাইলেই তৃপ্তিসুখের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঈশ্বরই তাঁহাদের লক্ষ্য; উপাসনার সময়ে নিরাপদে ঈশ্বরের সহবাসে অবস্থান করিবেন, এই জন্যই তাঁহারা তাঁহার উপাসনা করেন।

যত ক্ষণ ঈশ্বরের জন্য হৃদয়ে এই রূপ নিঃস্বার্থ স্পৃহা অনুভূত না হয়, তত ক্ষণ ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, আত্মা ঈশ্বরের সেবক হইতে পারে নাই। কিন্তু মন নানা কামনায় আকুল হইয়া সময়ে সময়ে যে ঈশ্বরের নিকট গমন করে, ইহাও অপেক্ষা-কৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা তাহার সন্দেহ নাই। যাহাদের চিন্তা ও কামনা কেবল পৃথিবীতেই বদ্ধ হইয়া থাকে, অহোরাত্র কেবল ধন সম্পত্তি মান মর্য্যাদা ও জয় পরাজয় লইয়া বিব্রত হয়, তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়।

এই রূপ অবস্থাভেদে কেহ বা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহার নিকটে গমন করিয়াও তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই; কেহ বা তদ্গত-প্রাণ হইয়া মনুষ্যজন্ম সফল করিতেছেন। এই বিচিত্র জীবনের বিচিত্র ফল আত্মাতে সঞ্চিত হইতে থাকে। আত্মা যখন লোকান্তরে গমন করে, তখন এখনকার আর কিছুই লইতে পারে না, কেবল আপনাতে যে কর্ম্ম ফল সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাই তাহার সঙ্গে গমন করে।

মনুষ্য যে লোকের সংসর্গে অবস্থান করেন, সেই লোকের প্রকৃতি অনেক পরিমাণে তাঁহাতে সংক্রামিত হয়; এই জন্য নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা সাধু সঙ্গ সেবনের উপদেশ দান করেন। সেই রূপ যিনি যত অধিক কাল ঈশ্বরসহবাসে অতিবাহিত করিতে পারেন, ঈশ্বরের ভাব তাঁহাতে ততই সংক্রামিত হইবে। ঈশ্বরের আরাধনাতে নিযুক্ত

হইলেই মনুষ্য যে দেব ভাবে পরিশোভিত হন, ইহাই তাহার কারণ। এই মর্ত্ত্য লোকে ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রার্থনীয় কি হইতে পারে? দেবলোকেই বা আর অধিক প্রার্থনীয় কি আছে?

চিত্তের শান্তি ও ধর্ম্মবলের বৃদ্ধি ঈশ্বরাধনার অব্যর্থ ফল। যিনি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন, শান্তি ও ধর্ম্মবলের জন্য তাঁহাকে উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। যে সকল ঘটনায় অন্য লোকে কতই বিভীষিকা দর্শন করে, তাহাতে তিনি অকুতোভয়ে আপনার শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। যে বলের অভাবে মনুষ্য জানিয়া শুনিয়াও সৎকর্ম্মে অগ্রসর হইতে পারেন না, ঈশ্বরের উপাসনাতে হৃদয় যদি সমর্পিত হয়, সেই বল উপস্থিত হইয়া কর্ম্মের দুষ্করতা ও কঠোরতা অপসারিত করিয়া দেয়। যাহার সাহস নাই, সে সাহস পায়, নিরুপায়ের উপায় হয়, এবং পথের সমুদায় বিঘ্ন দুরীকৃত হয়; সংক্ষেপে এই, এক মাত্র ঈশ্বরকে পাইলে আর সকল অভাবই অপসারিত হয়।

মনুষ্যের হৃদয়ে যে প্রীতিবৃত্তি আছে, তাহা নির্ব্বিষয় হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। যদি তাহা ঈশ্বরেতে সমর্পণ না কর, অন্য বিষয়ে নিক্ষেপ করিতে হইবে। কেহ ধনের উপর, কেহ কীর্ত্তির উপর, কেহ পাপের উপর সেই প্রীতি সমর্পণ করিয়া তৃপ্তিসুখ অনুসন্ধান করিতেছে। এই জন্য কাহারও নিকট ধনই অত্যন্ত প্রিয়, কাহারও নিকট কীর্ত্তিই অত্যন্ত প্রিয়, কাহারও নিকট মলিন সুখই অত্যন্ত প্রিয় হইয়া আছে। সকলই আপনাদের প্রিয় পদার্থে হৃদয় বন্ধন করিয়া প্রীতির তৃপ্তি অনুসন্ধান করিতেছে না। ধন যাঁহার প্রিয়, তিনি যশোলোভীকে অপব্যয়ী বলিয়া তিরস্কার করেন, কীর্ত্তিপ্রিয় ধনপ্রিয়কে কৃপণ বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। মলিন সুখ যাঁহার প্রিয়, তিনি ঈশ্বরের ভক্তকে বিষদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন। এইরূপে একই প্রীতি পাত্রভেদে নিক্ষিপ্ত হইয়া সংসারে অতি ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহাই সত্য—

"স যোঽন্য মাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ
প্রিয়ং রোৎস্যতীতি ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ।"

ধর্ম্ম শিক্ষালয়ের আবশ্যকতা।

ব্রাহ্মগণ আপনারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই যেন নিশ্চিন্ত না হন; তাঁহাদের পুত্র পৌত্রগণ ধর্ম্মবিষয়ে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, তাহার আলোচনা করা ও তদ্বিষয়ে সদুপায় সংস্থাপন করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা নানাবিধ অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। এ ক্ষণে বিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষার কিছু মাত্র প্রত্যাশা নাই। যদি এরূপ বলা যায় যে, এক্ষণে বিদ্যালয় সকলের মধ্যে স্মৃতিশক্তি ভিন্ন আর সমুদায় উৎকৃষ্ট বৃত্তিই এক প্রকার নিদ্রিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সমুদয় পরিচয় প্রদান করা হয়। যাঁহাদের হস্তে শিক্ষাপ্রণালীর ব্যবস্থাভার সমর্পিত আছে, তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি বালকদিগের অনুরাগ আকৃষ্ট হউক। তদনুসারে যে পুস্তকের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কুসংস্কার প্রবিষ্ট আছে, তাহাই পাঠ্য পুস্তক করিতে পারিলে তাঁহারা আর কিছুই চান না। যে সকল অধ্যাপক তাঁহাদের সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে যত্নশীল হইবেন, তাঁহাদিগকেই ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের মধ্যে

প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছেন। আবার আর এক দিকে, কখন কখন এ রূপ অদ্ভুত সম্বাদও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, কোন কোন অধ্যাপক যে যে স্থানে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের নাম আছে, তাহা এ রূপ ভঙ্গী করিয়া ব্যাখ্যা করেন যে, তাহাতে ধর্ম্মের নামে বালকগণের অরুচি উৎপন্ন হয়। এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, সকলেই জানিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে বালকগণ যে রূপ ধর্ম্ম শিক্ষা করিবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। পুরাতন হিন্দুসমাজের কোন সামর্থ্য নাই; ভবিষ্য পুরাণে যে লিখিত আছে, কলিকালে সমুদায় একাকার হইবে, তাহাই ভাবিয়া তাঁহারা কেবল হাহাকার করিতে আছেন। ব্রাহ্মগণ যদি ঔদাস্য অবলম্বন করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে এক বার পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখুন, কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইবে। তাঁহারা যেন এ রূপ ভাবিয়া নিশ্চিন্ত না হন যে, বালকেরা উত্তর কালে আপনার ধর্ম্ম আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লবে। আমরা পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। অতএব এক্ষণে কেবল ব্রাহ্মগণকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা বালকগণের ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত সবিশেষ যত্নবান্ হউন।

যে হিন্দু জাতি ধর্ম্মের নিমিত্তই অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই হিন্দু জাতির মধ্যে ধর্ম্ম শিক্ষার কি কি উপায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা দেখিতে গেলে অবাক্ হইতে হয়। কোন কোন বর্ণের মধ্যে বালকগণকে উপনয়ন কালে যে কএকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং সাধারণের মধ্যে যে ঐ রূপ তান্ত্রিক দীক্ষা প্রচলিত আছে, তাহাতেই হিন্দু জাতির ধর্ম্মশিক্ষা পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম চির কালের উপজীব্য, তাহার শিক্ষা দারে এই মাত্র অনুষ্ঠান। এ দিকে বালকগণ বিদ্যালয়ে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে উক্তরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান তাহাদের নিকট এক বারে অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। হিন্দু সমাজের তীব্রতর শাসনে কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে মনের ভাব গোপন করিয়া তাহারা যতই ছদ্মবেশ অভ্যাস করিতেছে, ততই তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ নির্ব্বাণ হইয়া যাইতেছে; তাহারা গোপনে যে নানাবিধ অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে,এবং ভবিষ্যতে হিন্দুসমাজের কণ্টক স্বরূপ হইবে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। ব্রাহ্মগণের মধ্যে আবার অদ্যাপি ধর্ম্ম শিক্ষার কোন প্রণালীই প্রবর্ত্তিত হয় নাই; ইহা আরও ভয়ঙ্কর হইয়া আছে। আবার অনেক স্থলে বালকগণ কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্রাহ্মের জ্ঞানবিরুদ্ধ কার্য্য ও লোক রক্ষাই উদ্দেশ্য দেখিতেছে। ইহাতে তাহাদের অন্তঃকরণ ধর্ম্মের প্রতি অবশ্যই বীতরাগ হইবে। আজি কালি এই সকল বিষয় অতি সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে, কিন্তু কোন সেতুর বিন্দুমিত স্থানে যদি ছিদ্র উৎপন্ন হয়, কোন অট্টালিকা যদি কেশ পরিমাণেও ভেদ প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন, তাহা কি রূপ সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া রহিল। মনুষ্য এক বারে উচ্ছৃঙ্খলান্বিত হয় না; বহু কাল পূর্ব্ব অবধি তাহার মন অল্পে অল্পে শিথিল হইতে থাকে। আমরা কত লোককে পুত্র বা পৌত্রগণের অসদাচারের নিমিত্ত বিলাপ করিতে দেখি: কিন্তু সেই বিলাপজনক অসদাচার যে অনেকাংশে তাঁহাদিগের ঔদাস্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অল্প লোকেই বিবেচনা করিয়া থাকেন। সেই সকল বালক যখন অধিকবয়স্ক হইয়া অসৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন

করিতে থাকিবে, তখন সমুদায় পরিবারের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। যে পরিবারের পুরুষগণ অসাধুতাতে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সে পরিবারের স্ত্রীলোকেরা বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে যে সাধুতা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে, ইহার অসম্ভাবনাই অধিক। ইহাতে সমুদায় ভবিষ্যৎ বংশও অতি জঘন্য হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মগণ আপনার, পরিবারের ও ভবিষ্যৎ বংশের মঙ্গলের জন্য বালকগণের ধর্ম্ম শিক্ষার উপায় বিধান করুন। নিভৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেই ইহার আবশ্যকতা স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সত্য বটে, ইউরোপে ধর্ম্ম শিক্ষা ও ধর্ম্মালোচনার নানাবিধ উপায় বিদ্যমান থাকিতেও তথাকার সমাজ সকল ঘোরতর অসদাচারে বিপ্লাবিত হইতেছে। ইহার অন্য কারণ আছে; যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এক সময়ে ইউরোপের বহুবিধ হিত সাধন করিয়াছিল, এক্ষণে সেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মই ইউরোপের অনিষ্ট সাধন করিতেছে! ইউরোপীয়দিগের মন এক্ষণে যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আর তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইতেছে না; এ কথা ইউরোপীয় দিগের নিকট হইতেই আমরা শ্রবণ করিয়াছি [১]। মাসে মাসে ও বর্ষে বর্ষে ইউরোপ হইতে ইহার প্রমাণ-পূর্ণ সংবাদ পত্র ও পুস্তক সকল প্রাপ্ত হইতেছি। তথায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতার ন্যায় কেবল ভয়ে ভয়ে পরিগৃহীত রহিয়াছে। সুতরাং বাল্যাবস্থার পরিচ্ছদ যৌবন কালে যেমন পরিত্যাজ্য হয়, ইউরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সেই অবস্থা হইয়াছে। যে ধর্ম্ম আর কিছুই শিক্ষা দিতে পারে না, তাহা লইয়া লোকদিগকে যতই আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, ততই ধর্ম্মের প্রতি লোকের বিরক্তি উৎপন্ন হইতেছে। সে রূপ ধর্ম্মের সহস্র সহস্র বিদ্যালয় বিদ্যমান থাকিলেও যে কোন উপকার হইবে না, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। এক্ষণে এ দেশে যদি দর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি যাগ যজ্ঞ সকল শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ বিদ্যালয় সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে কি উপকার হইবে? যে ধর্ম্ম লোকের জ্ঞান ও হৃদয় উভয়ই পূর্ণ করিতে পারে, তাহারই প্রতি লোকের আন্তরিক সমাদর উৎপন্ন হয়; নতুবা ধর্ম্ম পরিহাসের বিষয় হইয়া থাকে। এ দেশে যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি কেবল লোক ভয়ে অভিভূত আছেন, স্বয়ং হিন্দুধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠানে বসিয়া কি রূপ চিত্তে তাহা সম্পাদন করেন, ইহা কাহারও অবিদিত নাই।

এ বিষয়ে দীর্ঘ প্রস্তাব প্রকটিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; শুদ্ধ এই অত্যাবশ্যক ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে ব্রাহ্মগণের মনোযোগ উৎপন্ন হয়, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় বালকদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত কি রূপ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, ব্রাহ্মগণের বিবেচনার নিমিত্ত তাহাও উল্লিখিত হইতেছে। প্রতি রবিবার বালকগণ অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া প্রায় আলস্যে অতিবাহিত করে। যদি সেই দিবস কএক ঘণ্টার নিমিত্ত যোগ্যবয়স্ক বালকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের ধর্ম্ম ভাবের এক বারে মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে না। ইহা দ্বারা নানা উপকারের মধ্যে এই

১ কিছু দিন হইল ইংলণ্ডের কোন বিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র বিদ্যালয় হইতে বাইবল পাঠ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রধান আপত্তি এই যে, আমরা অন্যান্য বিষয়ে যেরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছি, বাইবল তাহার উপযোগী ধর্ম্মশাস্ত্র নহে।

একটি বিশেষ উপকার হয় যে, রবিবার বৃথা আমোদেই অতিবাহিত করিতে হইবে, বালকগণের মনে এ সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না। দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা তাহাদিগের অধৈর্য্য উৎপাদন করা আমাদের প্রস্তাবিত শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য নহে; যে রূপ উপায় অবলম্বন করিলে তাহারা প্রীতি সহকারে চরিত্র শোধন, ধর্ম্মনীতির উৎকর্ষ সাধন ও ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে সমর্থ হইবে, সেই রূপে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা উচিত। ধর্ম্মশিক্ষালয় সংস্থাপনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইলে এরূপ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে যে, তাহাতে অল্পবয়স্ক যুবকগণের মনে অসৎ কর্ম্মে ঘৃণা, সৎ কর্ম্মে সাহস ও মনুষ্যত্ব উপার্জ্জনে অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ উৎপন্ন করে।

ব্রাহ্মগণ ও সমাজ বন্ধন।

একেশ্বরের উপাসনা করা ও ঈশ্বর বলিয়া সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা পরিত্যাগ এই দুই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল নিয়মের অনুরোধে ব্রাহ্মদিগকে পুরাতন সমাজ হইতে অগত্যা কিঞ্চিৎ পৃথক্ হইয়া অবস্থান করিতে হইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মগণের সমাজ পুরাতন সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া কোথায় গিয়া দণ্ডায়মান হইবে, তদ্বিষয়ে অনেকের মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। এক্ষণে যিনি যেরূপ ভাল বুঝিতেছেন, তিনি সেই রূপ করিতেছেন, কিন্তু সকলেরই মনে এই প্রশ্ন আন্দোলিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মগণের সমাজবন্ধন কি রূপ আকার পরিগ্রহ করিবে। ঈশ্বরের আরাধনা ও পৌত্তলিকতা পরিত্যাগে অগ্রসর হইয়াও অনেকে শুদ্ধ এই বিষয়ে অস্থিরনিশ্চয় থাকাতে স্থগিত হইয়া আছেন। ব্রাহ্মগণের মধ্যে সামাজিক কার্য্য যে রূপ করিয়া অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ মত ভেদও আছে। ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে যে, রাজশক্তির সহায়তা ব্যতিরেকে প্রায় কোন সমাজই স্থিরতর নিয়মে বদ্ধ হইতে পারে নাই। আমরা যে রাজার অধীনে আছি, তাঁহারা ভিন্ন দেশী, ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, আমাদের ধর্ম্মে ও সমাজ বন্ধনে তাঁহাদের মমতাবুদ্ধি নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের হস্তক্ষেপ রাজা ও প্রজা উভয়েরই অনতিপ্রেত হইতেছে। ইঁহারা যে আমাদের প্রার্থনামত সাহায্য ও ধর্ম্ম ভেদ নিবন্ধন বিদ্বেষবুদ্ধি না করিয়া অন্যের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে উদ্যত আছেন, ইহাই আমাদের যথেষ্ট লাভ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এ রূপ অবস্থায় নূতনবিধ সমাজ বন্ধনের পরিণাম স্থির করা সহজ নহে। সমাজ বন্ধনের তুল্য এখানকার গুরুতর ব্যাপারও আর কিছুই নাই; সংসারের যাবতীয় শুভাশুভ ইহারই উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। অনেকেই ইহার বিষয় আন্দোলন করিয়া থাকেন এবং অনেকে অনেক প্রকার আদর্শও প্রদর্শন করিতেছেন; কিন্তু কথা হইতেছে যে, কোন একটি আদর্শ অনুসারে সাধারণকে নিয়মিত করিবার শক্তি এখন কোথা?

কিন্তু ব্রাহ্মদিগের সামাজিক কার্য্য তাহার নিমিত্ত স্থগিত হইয়া থাকিতেছে না। অনেকেই ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে নির্ভর করিয়া আপনাদের কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আনয়ন করিতেছেন। তাহাতে পুরাতন সমাজ কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন; তাহারাও সহিষ্ণু হইয়া অল্পে অল্পে নূতন সমাজের পত্তনভূমি নির্ম্মাণ করিতেছেন; কিন্তু জানিতেছেন না যে,

তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশ কি রূপ সামাজিক অবস্থায় অবস্থান করিবেন। আবার ব্রাহ্মগণের মধ্যে এরূপ কার্য্যও অনুষ্ঠিত হইতেছে যে,তাহা আপনাদের সমাজে প্রচলিত রাখা সকলে শ্রেয়স্কর বোধ করেন না। সেই সকল কার্য্য যাঁহাদিগের অনভিপ্রেত, তাঁহারা এই ভয় করিতেছেন যে, পাছে পুরাতন সমাজ হইতে পৃথক হইলে তাহার সহিত জড়িত হইতে হয়। অনেকে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করা সুসাধ্য বোধ করিয়াও কেবল এই কারণে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেছেন না। ফলতঃ কেহ বা কেবল পৌত্তলিকতা মাত্র পরিত্যাগ করিয়া পুরাতন আচার ব্যবহার রক্ষা করিতে চান, কেহ বা বিজাতীয় বিবাহ প্রচলিত করিয়া সকলের একজাতিতা সম্পাদন করিতে চান, কেহ কুলটা ও বেশ্যাদিগকেও সংশোধনের নিমিত্ত বিবাহ করিতে চান। এক্ষণে এই সমুদায় কার্য্যই সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। এই কারণে ব্রাহ্মগণের সমাজ বন্ধনের পরিণাম কেহ নির্ধারণ করিতে পারিতেছেন না। যিনি যে দিক্ দেখিতেছেন, তিনি সকলের পক্ষেই সেই রূপ মনে করিয়া লইতেছেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মসমাজের বহির্ভাগ এই রূপ বিশৃঙ্খলতাতে আচ্ছন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

কিন্তু যে সকল পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ সমাজের, সবিশেষ না হউক, সামান্য আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তাহা আলোচনা করিলে ব্রাহ্মগণের পক্ষে অনেক উপকার হইবে। আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় কোন সাধারণ নিয়ম প্রস্তুত করা যাইতে পারে না, এবং মনুসংহিতার ন্যায় সামাজিক সকল বিষয়ে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রস্তুত করাও আমাদের অভিপ্রেত নহে। ব্রাহ্মগণের সমাজ কি রূপ আকারে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আছে, কেবল তাহারই উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য।

স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মগণ সামাজিক বিষয়ে কখনই এক রূপ হইয়া থাকিবেন না। বোধ হয় ব্রাহ্মেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে চলিলেন।

যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণের সহিত যত্নবান্ আছেন, অথচ পুরাতন সমাজ হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হওয়া অনিষ্টকর বিবেচনা করেন, তাঁহাদিগের একটি শ্রেণী হইবে। এই শ্রেণী সামাজিক বিষয়ে প্রায় পুরাতন সমাজের অনুরূপই থাকিবেন। নানা জাতি, ভদ্রতা ও সভ্যতা অনুসারে পরস্পর তুল্য সম্মানে পরিগৃহীত হইবেন; কিন্তু পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইবেন না। যত দূর বুঝিতে পারা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পর সমকক্ষতা লাভ করিলেও এক্ষণে হিন্দু সমাজে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণের এবং এক শ্রেণীর কায়স্থের সহিত অপর শ্রেণীর কায়স্থের যে রূপ সম্বন্ধ আছে, ইহাঁদের মধ্যে পরস্পর সেই রূপ সম্বন্ধ হইবে। হিন্দুসমাজের মধ্যে জাতিভেদ লইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধে যে উচ্চতা ও নীচতা প্রচলিত আছে, তাহা চলিয়া যাইবে। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সহিত জাতিঘটিত প্রচলিত নিয়মে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত হইতে পারিবে। এক্ষণে বৈদিক, বারেন্দ্র ও রাঢ়ীতে যে আদান প্রদান অপ্রচলিত আছে, সে প্রথা উঠিয়া যাইবে। যিনি যে রূপ পদমর্য্যাদা, আভিজাত্য, আত্মাদর ও মানসম্ভ্রম পুরাতন সমাজে ভোগ করিতেছিলেন, এ শ্রেণীর মধ্যে তাহার কোন ব্যাঘাত হইবে না। বিবাহে যে

রূপ গোত্র প্রবর প্রভৃতির নিয়ম আছে, তাহা সেই রূপই থাকিবে। পুরাতন আচার ব্যবহারের পৌত্তলিকতা ও নিতান্ত অসভ্যতা মাত্র পরিত্যক্ত হইবে।

যাঁহারা হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিবেন, অথচ নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে মিশ্রিত হইতে গ্লানি বোধ করিবেন, তাঁহাদিগকে লইয়া আর একটি শ্রেণী নির্ম্মিত হইবে। ইহার মধ্যে বিজাতীয় বিবাহ প্রচলিত থাকিবে, জাতিভেদ এক বারে উঠিয়া যাইবে এবং সমুদায় লোক এক জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে বটে, কিন্তু ইহাঁরা নিতান্ত অসভ্য জাতির সহিত মিশ্রিত হইবেন না। বিবাহ বিষয়ে হিন্দু জাতির মধ্যে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা এ শ্রেণীর মধ্যে না থাকিবার সম্ভাবনা। এই শ্রেণীর মধ্যে পুরাতন বংশমর্য্যাদা পরিবর্ত্তিত হইবে।

আর একটি শ্রেণী এই রূপ বিস্তীর্ণ হইবে যে, নানাবিধ অবস্থার লোক তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে থাকিবে। বোধ হয় হিন্দু ও মুসলমান এই শ্রেণীতে মিশ্রিত হইয়া যাইবে। যে সকল বিধবা ব্যভিচারিণী হইয়া কাল ক্রমে সংশোধিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে, তাহারা এই শ্রেণীতে পরিগৃহীত হইবে। বেশ্যাবিবাহও ইহার মধ্যে প্রচলিত থাকিবার সম্ভাবনা আছে। যাঁহারা জাতিগত অত্যন্ত উচ্চতার সহিত অত্যন্ত নীচতা একত্রিত করিবেন, তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত হইবেন। যাঁহারা স্বস্ব সম্মানবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইবেন, তাঁহারা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ইহার মধ্যে অবান্তর বিভাগ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু সমান্যতঃ সমুদায় এক শ্রেণী বলিয়াই পরিগণিত হইতেছে।

বিবাহই সমাজ বন্ধনের প্রধান সূত্র; সুতরাং তদ্বিষয়ক মতভেদই শ্রেণীভেদের প্রধান কারণ হইতেছে; এই জন্য কেবল তাহারই বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইল; অন্যান্য বিষয়ে যে সকল বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইবে, তাহা সামাজিক বিষয়ে এ রূপ গুরুতর নহে।

সমাজ বন্ধনের বিষয় যে রূপ উল্লিখিত হইল, ইহা নিতান্ত অনুমান-সিদ্ধ নহে। সূত্রপাত ধরিয়া এই রূপ অনুমানই প্রমাণাত্মক বলিয়া বোধ হয়। পরস্পর ভিন্নতার স্পষ্ট চিহ্ন এখনও মধ্যস্থলে নিপতিত হয় নাই বটে, কিন্তু আমরা যত দূর বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই রূপ বিভিন্ন শ্রেণীতেই ব্রাহ্মগণ বিভক্ত হইবেন।

এক্ষণে ব্রাহ্মগণের অত্যন্ত সহিষ্ণুতা আবশ্যক হইতেছে। যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখনও পুরাতন সমাজের কোপকষায়িত দৃষ্টি ইহার উপর নিপতিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন কেবল মত ভেদ লইয়াই বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। কালক্রমে সেই মতভেদ পুরাতন সমাজের সহনীয় হইয়া আসিল। পরে যখন আমাদের প্রধান আচার্য্য মহাশয় পিতার আদ্য শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিক প্রকৃতি কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিলেন, তদবধি পুরাতন সমাজের সহিত কেবল মতভেদ নহে, কার্য্যভেদও উপস্থিত হইতে লাগিল। পরিশেষে সমাজের প্রধান কর্ম্ম বিবাহ যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি উজ্জ্বল অক্ষরে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ইহাতেই ব্রাহ্মগণের নূতন প্রকারে সমাজ বন্ধনের প্রয়োজন হইল। প্রথমাবধি মঙ্গলময় ঈশ্বর যে রূপ করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহা অনুধাবন

পূর্ব্বক দেখিলে কোন উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মগণ এক দিকে ধর্ম্মসাহস ও অন্য দিকে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করুন এবং এক দিকে বহুমানাস্পদ পুরাতন সমাজের অপরাগ অপনোদন করুন, অন্য দিকে এক এক পদ অগ্রসর হউন। অতঃপর এমন সময় উপস্থিত হইতেছে যে, তখন ব্রাহ্মগণের সমাজ অনেকেরই আশ্রয়স্থান হইবে। এ ক্ষণে যাঁহারা নানা কারণে বাধ্য হইয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে অন্তরে আছেন, তাঁহাদের সাধু ইচ্ছাই তাঁহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত করিবে। আমরা বিলক্ষণ জানি, যে সকল প্রতিবন্ধক অনেককে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্রের ন্যায় প্রতিনিয়তই অবসন্ন হইতেছে। এবং ইহাও কহিতেছি, কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত অনিচ্ছুদিগকেও বাধ্য হইতে হইবে।

লর্ড বিশপ ও কথোপকথনের সভা।

কলিকাতার লর্ড বিশপ এ দেশীয় যুবকগণকে লইয়া একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন। পক্ষে এক বার করিয়া উহার অধিবেশন হয়। কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সকল সভ্যই স্বাধীন ভাবে আপনার মত প্রকাশ করিতে পারেন। যিনি যাহা বলেন, সভার সম্পাদক তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। এ পর্য্যন্ত ইহার কএকটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা কি ফল উৎপন্ন হইবে, আমরা তাহা স্থির করিতে পারি নাই। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উপরে এ দেশীয়েরা কে কি রূপ বলেন, কেবল তাহা সংকলন করিয়া রাখাই যে লর্ড বিশপের উদ্দেশ্য, এরূপ বোধ হয় না। ইহা দ্বারা সুশিক্ষিতগণের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে লর্ড বিশপ বৃথা পরিশ্রম করিতেছেন। সুশিক্ষিতগণের মধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে না। এ দেশের কথা কি, ইউরোপীয় সুশিক্ষিতগণও উহার প্রতি ক্রমে ক্রমে বীতরাগ হইয়া উঠিতেছেন। যে ইতিহাসের উপর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের জীবন নির্ভর করিতেছে, তাহা লইয়া যতই আন্দোলন হইতেছে, খৃষ্টীয়ধর্ম্ম ততই নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। আমেরিকাতে খৃষ্টের নাম মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম উদ্বাস্ত হইয়া গিয়াছে। বৃটেনের মধ্যে সময়ে সময়ে যে এক একটি গোলযোগ উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মূল পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া যাইতেছে। মিস্ কব সংপ্রতি এক খানি পুস্তক প্রচার করিয়া তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে কহিতেছেন, খৃষ্টের বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের মত এক্ষণে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জর্ম্মনি প্রভৃতির চর্চ্চ সকলের আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত যাঁহারা অবগত আছেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ইউরোপীয় লোকের যে কি রূপ শ্রদ্ধা, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেছেন। জর্ম্মনির তুল্য খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিপক্ষ বোধ হয় আর কোন দেশই নহে। ফ্রান্স দেশের চর্চ্চে পুরুষের সমাগম প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে। নানা স্থানের রাজশক্তি ইহার পৃষ্ঠগোপ্তা না থাকিলে ইহা এত দিন এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিত; আমেরিকা এ বিষয়ের সাক্ষ্য দান করিতেছে। অতএব লর্ড বিশপ যে ভারতবর্ষে এই ধর্ম্মকে জীবিত রাখিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প।

ভারতবর্ষীয় খৃষ্টানদিগের যে নামসংখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে সুশিক্ষিত লোকের ভাগ অধিক নহে। তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বনের পর শিক্ষা

লাভ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিবার সময় অধিক শিক্ষিত ছিলেন না। সুতরাং পুরাতন মত পরিত্যাগ ও নূতন মত গ্রহণ করিতে গেলে উভয় মতের যেরূপ পরীক্ষা করা আবশ্যক ছিল, তাহা এক জনও করেন নাই। যে কারণে বেদ বা কোরান ভ্রান্তি-মূলক বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়াছে, সেই রূপ কারণ বাইবলেও বিদ্যমান আছে কি না, ক জন ভারতবর্ষীয় খৃষ্টান এরূপ বিচার করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন? ইংলণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক জন ড্রুইড্ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এক খানি দেবপ্রতিমার বক্ষঃস্থলে অস্ত্রাঘাত করিলেন, তদ্দর্শনে লোকে দেবতার কোপে সর্ব্বনাশ হইবে এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; যখন দেখিল, দেবতার আর কোন শক্তি নাই, তখন এক বারে সহস্র সহস্র ব্যক্তি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ইহারা যে রূপ বুঝিয়া খৃষ্টান হইয়াছিল, ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ খৃষ্টান তদপেক্ষা যে অধিক বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। মিশনরিরা এ দেশে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের সফলতা মনে করিয়া যদি সন্তুষ্ট হইতে পারেন, হউন; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহা এক নিমেষেই উন্মূলিত হইয়া যাইবে। বিদ্যার সহিত যে ধর্ম্মের বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা জনসমাজে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। ইউরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বহুকাল আধিপত্য করিয়াছে, এই জন্য তথাকার উন্নত সভ্যতার মধ্যেও অদ্যাপি ত. দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান শাস্ত্রের যাহা কিছু আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মের গতি রুদ্ধপ্রায় হইয়াছে। যে সকল ভারতবর্ষীয় হিন্দু ও মুসলমান খৃষ্টীয় ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যার যতই আলোচনা হইবে, ততই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শ্লথমূল হইবে। লর্ড বিশপ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু আমরা তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধির বিষয়ে যাহা বলিলাম, তাহা কিছুই অসঙ্গত নহে।

এক্ষণে চতুর্দ্দিকে যে সকল লক্ষণ নিরীক্ষিত হইতেছে, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, ধর্ম্ম বিষয়ে পৃথিবীতে মহান্ পরিবর্ত্ত উপস্থিত হইবে। অন্যান্য বিষয়ে পৃথিবী যেমন অসাধারণ উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতেছে, ধর্ম্ম বিষয়ে ইহার মুখশ্রী সেই রূপ সমুজ্জ্বলিত হইবে। ইহা এক জনের ইচ্ছাতেও সম্পন্ন হয় নাই, এক জনের প্রতিবন্ধকতাতেও প্রতিবদ্ধ হইবে না। পৃথিবীর সাধারণ উন্নতির সঙ্গে ইহার পরিবর্ত্তন হইতেছে। এক্ষণে যে আলোক পৃথিবীতে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে পুরাতন বস্তু সকলের স্বরূপ যথার্থ রূপেই প্রকাশিত হইতেছে। রজনীর অন্ধকারে যে খদ্যোতিকা উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়াছিল, সূর্য্যের আলোকে তাহার জ্যোতিঃ তিরস্কৃত হইতেছে। বামনদিগের মধ্যে যাহাকে দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সাধারণের মধ্যে তাহার দীর্ঘতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যেমন "জু" ও "জেণ্টাইল" ধর্ম্ম রাজ্যে এক হইয়া গিয়াছে, তেমনি প্রত্যেক মনুষ্যই মধ্যস্থের সহায়তা ব্যতিরেকে ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

লর্ড বিশপ স্বয়ংই অনুধ্যান করিয়া দেখুন; মনুষ্য এক্ষণে যত দূর জ্ঞানালোক লাভ করিয়াছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস তাহার কত নিম্নে অবস্থান করিতেছে। কতকগুলি লোক ঈসার জীবন-চরিত লিখিয়া প্রদান করিলেন, পরীক্ষকেরা তন্মধ্যে যে চারি খানি মনোনীত করিলেন, তাহাই বাইবল বলিয়া

পরিগৃহীত হইল। সে বাইবল আর কত দিন অভ্রান্ত বলিয়া সমাদৃত থাকিবে?

আধিপত্য করিল, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ঈশ্বর মনুষ্যকে অপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু যেরূপ নিয়ম করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই, কার্য্যে পূর্ণতা প্রদর্শন করিতে না পারিলে অনন্ত নরকে গমন করিতে হইবে। ঈশ্বরের পবিত্র স্বরূপে এরূপ ক্ষুদ্রতার আরোপ করাও অপরাধ জনক বোধ হয়। ঈশ্বর স্বস্বরূপে অবস্থান করিয়া মনুষ্য কুলের পরিত্রাণের কোন উপায় করিতে পারিলেন না; পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া যেন, আপনি নিয়ম সৃষ্টির সময়ে যে অবিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিফলস্বরূপ আপনাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। মনুষ্য জাতির পুনরুত্থানের বিষয়ে থিওডর পার্কর যথার্থই কহিয়াছেন যে, সৃষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত কোটি কোটি আত্মা পৃথিবীতে শরীর পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আবার সেই শরীর মৃত্তিকাসাৎ হইয়া কোটি কোটি নূতন আত্মার শরীরের অন্তর্ভুত হইয়াছে; আবার তাঁহাদের শরীরপাত হইলে সেই শরীরের উপাদানে ভবিষ্যতে কত কোটি কোটি আত্মার শরীর নির্ম্মাণ হইবে; কিন্তু পুনরুত্থানের সময় যদি এক একটি শরীরে দশ দশটি করিয়া আত্মা প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলেও কোটি কোটি আত্মাকে পূর্ব্ব শরীরে বঞ্চিত থাকিতে হইবে; তাঁহাদিগকে সমস্ত পৃথিবী বিভাগ করিয়া নূতন শরীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেও সকলের সংকুলন হইবে না। অতএব আমরা যে কহিলাম, খৃষ্টীয় মত অপেক্ষা মনুষ্যের মন এক্ষণে অধিক উন্নত হইয়াছে, ইহা অন্যায় কথা নহে। অন্যান্য খৃষ্টানুদিগের ন্যায় লর্ড বিশপও যদি মনে করেন যে, তোমাদের পারমার্থিক জীবন নাই, এই জন্য ইহা তোমরা বুঝিতেছ না, তাহা হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হয়।

যুক্তি সমুদায় বলিদান না করিলে তাদৃশ পারমার্থিক জীবন লাভ করা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিতেছে না।

নূতন পুস্তক।

১। চতুর্দ্দশপদী কবিতামালা, প্রথম ভাগ, বহরমপুর নিবাসী শ্রী রামদাস সেন প্রণীত। বাঙ্গলা ভাষায় এই চম্পূ কাব্য খানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহাতে কএকটি বিষয় ধরিয়া চতুর্দ্দশটী করিয়া পয়ার রচিত হইয়াছে।

২। বালাবোধিকা প্রথম ভাগ। উর্ব্বশী নাটক রচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী প্রণীত। ছোট ছোট বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এই পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। এ খানি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রচলিত করিবার উপযোগী হইয়াছে।

৩। সঙ্গীতমালা, শ্রী কালীপ্রসন্ন বসু প্রণীত। ইহাতে ষোলটী গীত একত্রিত আছে, অধিকাংশই ঈশ্বর বিষয়ে এবং দুইটী মাত্র স্ত্রীলোকদিগের পতিভক্তির বিষয়ে রচিত হইয়াছে।

৪। শ্রীযুক্ত কেশচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই।

৫। নরপূজা। ইহাতেও গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। এখানি আমাদেরই যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে।

এই দুই খানি পুস্তক প্রায় সকলের নিকটেই প্রচারিত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত এই দুই খানির বিলক্ষণ সম্বন্ধ থাকিলেও ইহার বিষয়ে বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

৬। অবলাবান্ধব, পাক্ষিক পত্র। এই পত্রিকা প্রতি পক্ষান্তে ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া লোনসিংহ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার নামই ইহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেছি। এখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যেন এইপত্রিকা খানি চিরস্থায়ী হয়

সামবেদীয় কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি।

ভবদেব ভট্টপ্রণীত।

বিবাহ।

পাণি গ্রহণ।

৯। তৎপরে বধূ দক্ষিণ হস্তে ভর্ত্তার দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবেক এবং ভর্ত্তা নিম্ন লিখিত ছয় মন্ত্র পাঠ করিয়া ছয় বার ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি র্জগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিরেতু প্রথমো দেবতানাং সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চতু মৃত্যুপাশাৎ তদয়ং রাজা বরুণো নুমন্যতাং যথেয়ং পৌত্রমঘং ন রোদাৎ স্বাহা। ১

'দেবতানাং' 'প্রথমঃ' প্রধানঃ 'অগ্নি' 'এতু' আগচ্ছতু। 'স' অগ্নিঃ 'অস্যৈ' অস্যাঃ কন্যায়াঃ 'প্রজাং' ভাবিনীং 'মৃত্যুপাশাৎ' 'মুঞ্চতু' মোচয়তু। 'তৎ' 'অয়ং' রাজা বরুণঃ অনুমন্যতাং 'যথা ইয়ং' 'পৌত্রমঘং' পুত্রসম্বন্ধিদুঃখং 'ন' 'রোদাৎ' রুদ্যাৎ। ১

সকল দেবতার প্রধান অগ্নি আগমন করুন; তিনি ইহাঁর পুত্রকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন এবং এই রাজা বরুণ তাহাতে অনুমোদন করুন, যেন এই স্ত্রীকে পুত্রের বিপদে রোদন করিতে না হয়। ১

প্রজাপতি ঋষি র্জগতীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইমামগ্নি স্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু। অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দ মভিবিবুধ্যতামিয়ং স্বাহা। ২

'গার্হপত্যঃ' অগ্নিঃ 'ইমাং' 'ত্রায়তাং' পালয়তু 'অস্যৈ' অস্যাঃ 'প্রজাং' 'জরদষ্টিং' দীর্ঘজীবিনীং 'কৃণোতু' 'ইয়ং' 'অশূন্যোপস্থা' সদা ভর্ত্তৃসংগতা তথা 'জীবতাং' 'মাতা' 'অস্তু' তথা 'পৌত্রং' পুত্রসম্বন্ধিনং আনন্দং 'অভিবিবুধ্যতাং' সম্যক্ অনুভবতু। ২

গার্হপত্য অগ্নি ইহাঁকে প্রতিপালন করুন এবং ইহাঁর সন্তানকে দীর্ঘজীবী করুন। ইনি সর্ব্বদা স্বামীর সহবাসে থাকুন এবং পুত্রজনিত আনন্দ বিশেষরূপে অনুভব করুন। ২

প্রজাপতি ঋষিঃ শর্করীচ্ছন্দো বিশ্বে দেবা দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দ্যৌস্তে পৃষ্ঠং রক্ষতু বায়ুরূরূ অশ্বিনৌচ স্তনন্ধয়ন্তে পুত্রান্ সবিতাভিরক্ষত্বাবাসসঃ পরিধানা দ্বৃহস্পতি র্বিশ্বে দেবাশ্চাভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ স্বাহা। ৩

'দ্যৌঃ' দ্যুলোকঃ 'তে পৃষ্ঠং রক্ষতু' 'বায়ুঃ' 'অশ্বিনৌ চ' 'ঊরূ' ঊরুদ্বয়ং 'সবিতা' 'তে' 'স্তনন্ধয়ঃ' স্তনন্ধয়ান্ 'পুত্রান্' 'বৃহস্পতিঃ' 'আ বাসসঃ পরিধানাৎ' বস্ত্রপরিধানাৎ পূর্ব্বং 'অভিরক্ষতু' 'বিশ্বে দেবাঃ' 'পশ্চাৎ' বাসোধারণাৎ পশ্চাৎ 'অভিরক্ষন্তু'। ৩

দ্যুলোক তোমার পৃষ্ঠ রক্ষা করুন; বায়ু ও অশ্বিনযুগল তোমার দুই উরু রক্ষা করুন; সূর্য্য তোমার স্তনপায়ী পুত্রগণকে রক্ষা করুন; বৃহস্পতি বস্ত্র পরিধানের পূর্ব্বে ও বিশ্ব দেবগণ তাহার পরে তোমাকে রক্ষা করুন। ৩

প্রজাপতি ঋষি রতিজগতীচ্ছন্দো অগ্যাদয়ো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উত্থাদন্যত্র ত্বদ্রুদত্যঃ সংবিশন্তু। মা ত্বং রুদত্যুর আবধিষ্ঠা জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমানাং স্বাহা। ৪

'তে গৃহেষু নিশি' 'ঘোষঃ' আক্রন্দরূপো ঘোষ 'মা' 'উত্থাৎ' উত্তিষ্ঠতু 'ত্বৎ' 'অন্যত্র' ত্বাং ত্যক্ত্বা 'রুদত্যঃ' স্ত্রিয়ঃ 'সংবিশন্তু' স্বপন্তু 'ত্বং' 'রুদতী' সতী 'মা' 'উরঃ' 'আবধিষ্ঠাঃ' মা ত্বং উরোঘাতং রোদিষ্যসি। 'জীবপত্নী' জীবদ্ভর্ত্তৃকা সতী 'পতিলোকে' পতিকুলে 'সুমনস্যমানাং' হৃষ্টচিত্তাং প্রজাং পশ্যন্তী 'বিরাজ' শোভস্ব। ৪

রাত্রিতে তোমার গৃহ সকলের মধ্যে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত না হউক; যে সকল স্ত্রী তোমার অভাবে রোদন করিতেছে, তাহারা নিদ্রিত হউক; তুমি রোদন করত বক্ষঃস্থলে আঘাত করিও না; সধবা থাকিয়া হৃষ্টচিত্ত সন্তানকে দর্শন করত পতিকুলে বিরাজ করিতে থাক। ৪

প্রজাপতি ঋষি রুপরিষ্টাদ্বৃহতীচ্ছন্দোঽগ্যাদয়ো দেবতা আজ্য হোমে বিনিয়োগঃ

ওঁ অপ্রজস্যং পৌত্রমর্ত্ত্যং পাপ্মানমুত বা অঘং। শীর্ষ্ণঃ স্রজমিবোন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা। ৫

'অপ্রজস্যাং' বন্ধ্যাত্বং 'পৌত্রমর্ঘ্যং' পুত্রমরণং 'পাপ্মানং' তব মরণং' উত বা 'অথবা' অঘং' অনিষ্টং এতত্সর্বং' পাশং 'মৃত্যুপাশং' শীর্ষ্ণঃ' শিরসঃ' স্রজং' মালাং' ইব' 'উন্মুচ্য' অবতার্য্য 'দ্বিষদ্ভ্যঃ' বিদ্বৎসু প্রতিমুঞ্চামি। ৫

বন্ধ্যাত্ব দোষ, মৃতবৎসাত্ব দোষ, মৃত্যু ও অনিষ্ট মস্তক হইতে মালার ন্যায় তোমা হইতে উন্মোচন করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করি। ৫

প্রজাপতি ঋষিরত্রুষ্টুপ্‌ ছন্দো বৈবস্বতো দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পরৈতু মৃত্যুরমৃতং ম আগাৎ বৈবস্বতো নোঽভয়ং কৃণোতু। পরং মৃত্যোঽনুপরেহি পন্থা যত্র নোঽন্য ইতরো দেবযানা চক্ষুষ্মতে শৃন্বতে তে ব্রবীমি মা নঃ প্রজাং রীরিষো মোত বীরান্‌। ৫

'মৃত্যুঃ' 'পরৈতু' মত্তঃ পরাঙ্মুখঃ গচ্ছতু 'মে' 'অমৃতং' অমরণং 'আগাৎ' আগচ্ছতু। 'বৈবস্বতঃ' যমঃ' নঃ অভয়ং কৃণোতু' হে 'মৃত্যো' 'পরং' মত্তঃ পরং' পন্থা' পন্থানং' অনুপরেহি' অনুগচ্ছ' যত্র'' নঃ' অস্মৎ' অন্যঃ' দেবযানাৎ, ইতরঃ। 'চক্ষুষ্মতে শৃন্বতে' 'ব্রবীমি' [illegible] '' প্রজাং' 'মা রীরিষঃ' মা হিংসীঃ 'উত' তথা' বীরান্‌ মা' রীরিষঃ।

মৃত্যু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করুন; আমার অমৃত লাভ হউক; যম আমাদিগকে অভয় দান করুন। হে মৃত্যু! আমাদের ও দেবতাদের পথ হইতে অন্য পথে গমন কর; তোমার সমক্ষে কহিতেছি, আমাদের প্রজা ও বীরগণকে হিংসা করিও না।

১০ তৎপরে ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক।

আদি ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৯০ শকের চৈত্র মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১১০॥৶ ০
পুস্তকালয়	৪৪॥৶ ১০
যন্ত্রালয়	৯৩৸/ ০
ডাক মাসুল	১৮৸৶ ১০
গচ্ছিত	২৫।৶ ০
	২৯৩॥/ ০

ব্যয়

মাসিক বেতন	৬৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১৮।৶
পুস্তকালয় ..	৩৬
যন্ত্রালয়	৪৭॥
ডাক মাসুল ..	২৫।/১০
অনিরূপিত ..	১৬
আলোকের ব্যয়	১॥/১
সংগীতাদি মুদ্রাঙ্কন ..	১৭
গচ্ছিত ..	৪০॥৶
	৩৫১॥/

আয়	২৯৩॥/
পূর্ব্বকার স্থিত ..	১৩৮।
	৪৩১৸/
ব্যয়	৩৫১॥/
স্থিত	৭২।

১৭৯০ শকের চৈত্র মাসের দানের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব	১২
" জানকীনাথ ঘোষাল	১০
" শিবচন্দ্র নন্দী	১০
" তারকনাথ দত্ত	২
" নবগোপাল মিত্র	২
" কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ..	২
" হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ..	২
	৪০

ব্যয়

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য ব্যয়।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৫০
সমাজের খাতায় প্রদত্ত ..	৪৫২
	৫০২।১০

আয় ..	৪০
পূর্ব্বকার স্থিত .	৬৩২।১০
ব্যয়	৫০২।১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কলিকতা আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	‖০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (বাঙ্গলা অক্ষরে)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (তাৎপর্য্য সহিত)	‖০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড . ..	৵৹
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত	
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	‖০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান —প্রথম প্রকরণ	‖০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান দ্বিতীয় প্রকরণ	‖০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	‖০
মাঘোৎসব	১
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	‖০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা .. .	‖০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	১‖০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ ..	১
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ..	১
আত্মোৎকর্ষ বিধান	।৵০
তত্ত্বপ্রকাশ	৶০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	৴১০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	।০
ধর্ম্ম শিক্ষা	৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষদ দেবনাগর অক্ষরে	৶০
ভবানীপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। সংখ্যা একত্র	।০
ধর্ম্ম চর্চ্চা	।০
প্রবচন সংগ্রহ	৴১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	৴০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	।০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	।৶০
সংগীত মুক্তাবলী	।০
সুভাব সঙ্গীত	।০
উদ্বোধন গুলি	৴০
গৃহ কর্ম্ম	৶০
স্তোত্রমালা	।০
প্রভাত কুসুম	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৴০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	৴০
হিতোপাখ্যান মালা	।৶০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান .... * ..	৸০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৬।৮৭ শকের	১‖
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৮ শকের ..	৸০
ব্রহ্মসাধন	৴১০
প্রশ্ন মঞ্জরী	‖০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	।১০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০
ব্রাহ্মব্যবহার	৴০
দুর্গোৎসব	৴০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	।১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা .. .	৴০
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা— ১৭৬৯। ৭১। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮২। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০ শকের। প্রতি শকের একত্র বাঁধান প্রতি খণ্ডের মূল্য	৫ টাকা

	Rs.	As.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj		4
Brahmic Advice Caution and Help		3
Brahmic Questions of the Day		6
Selections from Vaidants		2
Hindoo Theism.		1
Theists Prayer Book ..		?
Signs of the Times		
Vaidantic Doctrines Vindicated		
Doctrine of Christian Ressurrection		
Physiology of Idolatry		
Lectures on Pathology of Fever..........		

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ আষাঢ় রবিবার প্রাতঃকাল ৭ ঘন্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ৯ আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৮ ঘন্টার সময়ে ভবানীপুর সপ্তদশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্ম-সমাজ হইবে। .

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৩। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ১ আষাঢ়, সোমবার

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

ঋজ্রাশ্বাদয়ো ঋষয়ঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৫৪

৬। সমন্যুমীঃ সমদনস্য কর্ত্তাস্মাকেভির্নৃভিঃ সূর্য্যং সনৎ। অস্মিন্নহন্ সৎপতিঃপুরুহূতোমরুত্বান্নোভবত্বিন্দ্রঊতী।

৬। শত্রুভিরপহৃতাসু গোষু তৈঃ সহ যুদ্ধার্থং বিনির্গতাঋজ্রাশ্বাদয়োঽনেন সূক্তেনেন্দ্রমস্তুবন্। 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'মন্যুমীঃ' মন্যোঃ ক্রোধস্য নির্ম্মাতা যদ্বা অভিমন্যমানস্য শত্রোর্হিংসকঃ, অপিচ 'সমদনস্য' সংগ্রামস্য কর্ত্তা, 'সৎপতিঃ' সতাং পালয়িতা 'পুরুহূতঃ' বহুভির্যজমানৈরাহূতঃ, এবং গুণবিশিষ্টঃ 'অস্মিন্নহন' অস্মিন্ দিবসে 'অস্মাকেভিঃ' অস্মাকৈরস্মদীয়ৈঃ 'নৃভিঃ' পুরুষৈঃ 'সূর্য্যং' সূর্য্যপ্রকাশং 'সনৎ' সংভজতং করোতু, শত্রুপুরুষৈস্তু দৃষ্টিনিরোধকমন্ধকারং সংযোজয়তু, সচ 'মরুত্বান্' 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ঊতী' রক্ষণায় ভবতু।

৬। ক্রোধ নির্ম্মাতা, সংগ্রামকর্ত্তা, সাধুদিগের পালয়িতা ও যজমান কর্ত্তৃক আহূত ইন্দ্র অদ্য আমারদিগের পক্ষীয় লোকের সহিত সূর্য্য-প্রকাশকে সংযুক্ত করুন, এবং সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন।

১১৫৫

৭। তমূতয়ো রণয়ঞ্ছূরসাতৌ তং ক্ষেমস্য ক্ষিতয়ঃ কৃণ্বত ত্রাং। সবিশ্বস্য করুণস্যেশ একো মরুত্বান্নোভবত্বিন্দ্রঊতী।

৭। 'তং' ইন্দ্রং 'শূরসাতৌ' শূরৈর্ব্বীরপুরুষৈঃ সংভজনীয়ে সংগ্রামে 'ঊতয়ঃ' গন্তারঃ মরুতঃ 'রণয়ন্' রময়ন্তি, যদ্বা প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্বেত্যেবং রূপং শব্দমিন্দ্রমুদ্দিশ্য কুর্ব্বন্তি। অপিচ 'ক্ষিতয়ঃ' মনুষ্যাঃ 'তং' ইন্দ্রং 'ক্ষেমস্য' রক্ষণীয়স্য সর্ব্বস্য ধনস্য 'ত্রাং' ত্রাতারং 'কৃণ্বত' কুর্ব্বন্তি। দেবতান্তরাদস্য কোঽতিশয়ইতিচেদুচ্যতে 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'বিশ্বস্য' সর্ব্বস্য 'করুণস্য' অভিমতফলনিষ্পাদনরূপস্য কর্ম্মণঃ 'একঃ' অসহায়এব 'ঈশে' ইষ্টে অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

৭। মরুদ্গণ সংগ্রামে এই ইন্দ্রের উদ্দেশে শব্দ করেন, ও মনুষ্যেরা এই ইন্দ্রকে সকল ধনের রক্ষক করেন, ইনি সকল কর্ম্মের একমাত্র ঈশিতা, সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন।

১১৫৬

৮। তমপ্সন্ত শবস উৎসবেষু নরোনরমবসে তং ধনায়। সো অন্ধে চিত্তমসি জ্যোতির্ব্বিদন্মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্রঊতী।

৮। 'নরঃ' নেতারঃ স্তোতারঃ 'শবসঃ' বলস্য সম্বন্ধিষু 'নীথেসবেষু' সংগ্রামেষু 'নরং' জয়স্য নেতারং 'তং' ইন্দ্রং রক্ষণায় প্রাপ্নুবন্তি, কিমর্থং 'অবসে' অস্মাৰ্থং রক্ষণাৰ্থংবা তথা 'ধনায়' ধনাৰ্থঞ্চ 'তং' ইন্দ্রং] প্রাপ্নুবন্তি, যস্মাৎ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'তমসি' দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকে 'অপ্রকেতে' জ্ঞানরহিতে চিত্তব্যামোহকরেপি সংগ্রামে 'জ্যোতিঃ' বিজয়লক্ষণং প্রকাশং 'বিদৎ' লম্ভয়তি, তস্মাৎ তমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং।

৮। যেহেতু ইন্দ্র অদৃষ্ট সংগ্রামে জয় লাভ করান, তজ্জন্য স্তোতৃগণ রক্ষার নিমিত্তে ও ধনের নিমিত্তে যুদ্ধোৎসবে ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়েন। সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন।

১১৫৭

৯। স সব্যেন যমতি ব্রাধতশ্চিৎস দক্ষিণে সংগৃভীতা কৃতানি। স কীরিণাচিৎসনিতা ধনানি মরুত্বান্নো ভবত্বিন্দ্রঊতী।

৯। 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'সব্যেন' বামহস্তেনৈকহস্তেন 'ব্রাধতশ্চিৎ' হিংসকানপি শত্রূনপি 'যমতি' নিয়মযতি, তথা 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'দক্ষিণে' দক্ষিণপার্শ্বস্থেন হস্তেনৈকেন যজমানৈঃ 'কৃতানি' হবীংষি 'সংগৃভীতা' সংগৃহ্ণাতি, অপিচ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'কীরিণাচিৎ' কীর্ত্তয়িত্রা স্তোত্রাচ স্তুতঃ সন্ 'ধনানি' 'সনিতা' প্রদানশীলোভবতি, হবিঃপ্রদাতৃণামিব স্তোতৃণামপি ধনং প্রযচ্ছতীত্যর্থঃ। শিষ্টং স্পষ্টং।

৯। ইন্দ্র বাম হস্তে শত্রু সংযম করেন, ও দক্ষিণ হস্তে যজমানের দত্ত হবি গ্রহণ করেন, এবং স্তোতৃগণকেও ধন দান করেন। সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন।

১১৫৮

১০। স গ্রামেভিঃ সনিতা স রথেভির্ব্বিদে বিশ্বাভিঃ কৃষ্টিভির্ন্বদ্য। সপৌংস্যেভিরভিভূরশস্তী র্ম্মরুত্বান্নোভবত্বিন্দ্র-ঊতী। ১। ৭। ৯।

১০। 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'গ্রামেভিঃ' মরুৎসংঘৈঃ সহ 'সনিতা' ফলানাং প্রদাতা ভবতি, 'সঃ' চ 'অদ্য' অস্মিন্নহনি 'নু' ক্ষিপ্রং 'বিশ্বাভিঃ কৃষ্টিভিঃ' সর্ব্বৈর্ম্মনুষ্যৈঃ 'রথেভিঃ' ইন্দ্রসম্বন্ধিভীরথৈঃ কারণভূতৈঃ 'বিদে' বিজ্ঞায়তে, অপিচ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'পৌংস্যেভিঃ' স্বকীয়ৈর্ব্বলৈঃ 'অশস্তীঃ' অশংসনীয়ান্ শত্রূন্ 'অভিভূঃ' অভিভবন্ বর্ত্ততে, 'মরুত্বান্' সঃ 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ঊতী' রক্ষণায় ভবতু। ১। ৭। ৯।

১০। ইন্দ্র মরুদ্‌গণের সহিত ফল দান করেন, অদ্য রথ দ্বারা সেই ইন্দ্র সকল লোকের বিজ্ঞাত হইতেছেন, তিনি স্বকীয় বল দ্বারা শত্রুগণকে পরাভব করেন। সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন। ১। ৭। ৯

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী দেশকার—তাল চৌতাল।

স্বয়ম্ভু, মহাদেব, শঙ্কট-বিমোচন, ভক্তি-ভাজন, ধর্ম্মরাজ, কলুষান্তক, শমন-দমন, ভব-তারণ, করুণাকর।

বিশ্বনাথ, বিশ্বম্ভর, ভুবনাধিপতি, পরা গতি, অনাথ-গতি, দুখ-হর, জগদীশ্বর, ভগবান, পূর্ণ-ব্রহ্ম, অজরামর।

আদি-দেব, শান্তি-সদন, আদীশ অনাদীশ, সত্যরূপ, চিদানন্দ, অমোঘ-সিদ্ধি-কারণ

দয়াধীশ, দীনবন্ধু, নিজানন্দ নিরঞ্জন, শুদ্ধ বুদ্ধ পাবন, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর, চিন্তামণি, শরণাগত-ভবভয়-হর।

রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি

বিষয়-সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।

তব চরণামৃত, পান-পিপাসিত, নাহি চাহি ধন জন মানে ॥ ধ্রু ॥

হৃদয়-পিপাসু সদা পরমেশ্বর-পাদ-কমল-মধু পানে।

না চাহি অপর কিছু, মধুকর ত্যজি মধু চায় কি সে জল পানে ॥

সেই তব সুবিমল প্রেম-মুখ-ছবি, নিরখি নিরখি অনিমেষে।

সফল করিব প্রভু নেত্র-যুগল মম, পাশরিব ভয় দুখ ক্লেশে॥

অনুদিন গাইব ভগবদমল-যশ, কোমল সুমধুর তানে।

মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা, দুঃসহ তপ-জপ-দানে॥

পলভর না ছাড়িব, তোমার সে পদ-যুগ, তুমিও রাখিবে তব দাসে।

তব সহবাস-সুখে রহি নিশি দিন, না গণিব ভব-বন-বাসে॥

পরিহরি বিষময় বিষয়-প্রলোভন, অনুচর রব তব পাশে।

হৃদয়-থাল ভরি প্রীতি-কুসুম লয়ে, পূজিব নিত্য মহেশে॥

পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব, অক্ষত রিপুর প্রহারে।

তব করুণা তরি করি অবলম্বন, যাব ভবার্ণব পারে॥

জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু, নির্ভয় হইব সখা হে।

মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে সহজে ত্যজিব এই দেহে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

১

ওমাচার্য্যোঽন্তেবাসিনমনুশাস্তি॥ ১

'আচার্য্যঃ' 'অন্তেবাসিনং' শিষ্যং 'অনুশাস্তি' কর্ত্তব্যং ধর্ম্মং গ্রাহয়তি॥ ১

আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন॥ ১

জ্ঞান-নেত্রে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাতে প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে। ধর্ম্ম তাঁহার প্রিয়, অধর্ম্ম তাঁহার অপ্রিয়; অতএব ধর্ম্মই মনুষ্যের কর্ত্তব্য ও উপাদেয় এবং অধর্ম্মই মনুষ্যের অকর্ত্তব্য ও পরিত্যাজ্য হইয়াছে। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান নিস্ফল হয় এবং অধর্ম্মের আচরণে আত্মা মলিন হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। তিনি মনুষ্যকে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিবার যে শক্তি দিয়াছেন, তাহাকে ধর্ম্মজ্ঞান কহে; মনুষ্য তাহা দ্বারা উভয়কে পৃথক্ করিয়া অধর্ম্মাচরণ পরিহার পূর্ব্বক নিস্পাপ থাকিয়া ও ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেন। আচার্য্য শিষ্যের সেই ধর্ম্মজ্ঞান প্রস্ফুটিত ও পরিমার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত কোন্ কর্ম্ম বিহিত ও কোন্ কর্ম্ম নিষিদ্ধ তাহা প্রদর্শন করিতেছেন॥ ১

২

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥ ২

'গৃহস্থঃ' ব্রহ্মণ্যের নিষ্ঠা নিষ্পত্তিঃ যস্য সঃ 'ব্রহ্মনিষ্ঠঃ' 'স্যাৎ' ভবেৎ। কিঞ্চ 'তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ' তত্ত্বজ্ঞানং পরং প্রকৃষ্টং অযনং আশ্রয়োযস্যাসৌ। 'যৎ যৎ' লৌকিকং ধর্ম্ম্যং 'কর্ম্ম' 'প্রকুর্ব্বীত' অনুতিষ্ঠেৎ তস্য তস্য ফলাভিসন্ধিং পরিহায় 'তৎ' কর্ম্ম 'ব্রহ্মণি' সকলমঙ্গলাস্পদে পূর্ণে পরমেশ্বরে 'সমর্পয়েৎ'॥ ২

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন॥ ২

মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেক না। সেই সম্বন্ধ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর হইতে সংঘটিত হইয়াছে; তাহার উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে। গৃহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিবেক।

কিন্তু যিনি সেই শুভাবহ সম্বন্ধের যোজয়িতা, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া মোহপাশে আবদ্ধ হইবেক না। তাঁহাতেই যোজিতচিত্ত হইয়া সংসার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎকালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চলিবেক; বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবেক। শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে; কিন্তু আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকিবে। কর্ম্মের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই কর্ম্ম করিবে; বিশ্রামের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই বিশ্রাম করিবে:

অন্তরিন্দ্রিয় আত্মার অধীন হইবে, এবং বহিরিন্দ্রিয় আত্মার অধীন হইবে; আত্মা পরমাত্মার অধীন থাকিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া জানিবে, তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে; যাহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। এই রূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে।

স্বরূপতঃ বস্তু সকলকে অবগত হওয়ার নাম তত্ত্বজ্ঞান। সৃষ্ট বস্তুকে যেন স্রষ্টা বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন না হয়; সত্য ও অসত্য, মঙ্গল ও অমঙ্গল এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যেন পৃথক্ করিতে সামর্থ্য থাকে, এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিবে এবং সেই জ্ঞান অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

ফলের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কেবল প্রেমাস্পদ ঈশ্বরের প্রীতি-কামনায় তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। সুখই হউক, দুঃখই হউক; সম্পদই হউক, বিপদই হউক; সম্মানই হউক; অপমানই হউক; তাঁহার আদেশ প্রতিপালনই সাধকের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে। আমি তাঁহার কর্ম্ম করিবার আদেশ পাইয়াছি; ইহাই আমার পরম লাভ; যদি সেই আদেশ প্রতিপালনে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহাই আমার পরম লাভ; আমি তাঁহার আজ্ঞাকারী, তাঁহার আজ্ঞা পালনই আমার ধর্ম্ম; সুখ হয় হউক, দুঃখ হয় হউক, তাহা গণনা না করিয়া তাহাতেই নিযুক্ত থাকিব; এই রূপে ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যে কোন কর্ম্ম করুন, অভিমান-শূন্য হইয়া তাহা পর ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন ॥ ২

৩

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং। মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ ॥ ৩

'মাতরং পিতরং চ এব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং' 'মত্বা' বিচিন্ত্য 'গৃহী' 'নিষেবেত' শুশ্রূষেত 'সদা' 'সর্ব্বপ্রযত্নতঃ' সর্ব্বপ্রযত্নেন ॥ ৩

গৃহী ব্যক্তি পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ জানিয়া সর্ব্ব প্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন ॥ ৩

ব্রহ্মোপাসক পিতা মাতাকে স্নেহ দানে ও প্রতিপালনে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া মানিবেন এবং সেই আন্তরিক সম্মান তাঁহাদের সেবাতে প্রদর্শন করিবেন। কদাপি তাহাতে যত্নের শৈথিল্য করিবেন না। পিতা মাতার সেবাতে পুণ্য লাভ হয়; তাহা না করিলে প্রত্যবায় জন্মে। বিশ্বপিতা অখিলমাতা পরমেশ্বর পিতা মাতা দ্বারা আপনার পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে পিতৃমাতৃ-সেবা অতি মহৎ ও অতি পবিত্র কর্ম্ম। শরীর দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে; মন দিয়া তাঁহাদের সেবা করিবে; বাক্য দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে এবং উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিবে ॥ ৩

৪

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্ব্বদা প্রিয়মাচরেৎ। পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্যাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥ ৪

'শ্রাবয়েৎ' 'মৃদুলাং' কোমলাং 'বাণীং' বাচং 'সর্ব্বদা' 'প্রিয়ং' হিতং 'আচরেৎ' কুর্য্যাৎ। 'পিত্রোঃ' মাতাপিত্রোঃ 'আজ্ঞানুসারী' আজ্ঞানুবর্ত্তী চ 'স্যাৎ' ভবেৎ 'সৎপুত্রঃ' 'কুলপাবনঃ' কুলপাবিত্র্যজননঃ ॥ ৪

কুল-পাবন সৎপুত্র পিতা মাতাকে মৃদু বাক্য কহিবেক; সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রিয় কার্য্য করিবেক এবং আজ্ঞাবহ থাকিবেক ॥ ৪

কদাপি পিতা মাতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিবেক না। কোমল বচনে তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবেক; বিনীত বেশে তাঁহারদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইবেক, ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিবেক এবং আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগের আদেশ-বাক্যের প্রতীক্ষা করিবেক। অহরহঃ তাঁহাদিগের শুভানুধ্যান ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। তাঁহারা যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবেন, ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহা সম্পাদন করিবে। যদি তাঁহাদের কোন আজ্ঞা অন্যায় বোধ হয়, তাহা অস্বীকার করিবার সময় সমধিক নম্রতা, বিনয় ও সম্মান প্রদর্শন করিবেক। আপনার সুখ ভোগের কামনা খর্ব্ব করি-

য়াও তাঁহাদিগকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইহাই সৎপুত্রের লক্ষণ। এই রূপ পুত্রই পরম পিতা ঈশ্বরের সৎ পুত্র হন। ইহাঁ দ্বারা কুল পবিত্র হয় ॥ ৪

৫

গুরূণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং মাতা পরমকোগুরুঃ। মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা ॥ ৫

যে যে গুরুত্বেন নির্দ্দিষ্টাঃ তেষাং 'সর্ব্বেষাং' 'চ' 'গুরূণাং' মধ্যে 'মাতা' 'এব' 'পরমকঃ' পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ 'গুরুঃ'। 'মাতা গুরুতরা ভূমেঃ' 'তথা' 'খাৎ' অন্তরিক্ষাৎ 'উচ্চতরঃ' 'পিতা' ॥ ৫

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু হয়েন। মাতা পৃথিবী অপেক্ষাও গুরু, আর পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর ॥ ৫

সকল মনুষ্যের মধ্যে পিতামাতাকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেক। পিতামাতা অপেক্ষা বিদ্বান ও ক্ষমতাবান্ অনেক থাকিতে পারেন, কিন্তু এরূপ গুরুতর ও মাননীয় সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত নাই। পুত্র যদি পিতা মাতা অপেক্ষা বিদ্যা ধন ও ক্ষমতাতে শ্রেষ্ঠ হন, তথাপি সেই গুরুতর সম্বন্ধ তাঁহারদিগকে চিরকাল গুরুতর ও পূজ্যতর করিয়া রাখিবেক। বিদ্যামদে বা ধনমদে মত্ত হইয়া কদাপি পিতামাতাকে অবহেলা করিবেক না ॥ ৫

৬

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্। ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৬

'নৃণাং' অপত্যানাং 'সম্ভবে' সতি 'যং' 'ক্লেশং' 'মাতাপিতরৌ' 'সহেতে'। 'তস্য' ক্লেশস্য 'নিষ্কৃতিঃ' আনৃণ্যং 'কর্ত্তুং বর্ষশতৈঃ অপি' 'ন' 'শক্যা' ন শক্যতে ॥ ৬

সন্তান হইলে পিতা মাতা যে রূপ ক্লেশ সহ্য করেন, পুত্র শত বৎসরেও তাহার পরিশোধ করিতে শক্ত হয় না ॥ ৬

পিতা মাতা সন্তানের জন্য যে রূপ শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক উদ্বেগ ভোগ করেন, পুত্র উপযুক্ত হইয়া কায়মনোবাক্যে আমৃত্যু তাঁহাদের সেবা করিলেও তাহার পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করিয়াও কখন এরূপ অভিমান করিবেক না যে, আমি তাঁহাদের যথেষ্ট উপকার করিতেছি, প্রত্যুত তাঁহাদিগের অমায়িক স্নেহ ও অচলা সহিষ্ণুতা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা কৃতজ্ঞচিত্ত থাকিবেক। আমরণ তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য ও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিবেক এবং তাঁহারা পর লোকে গমন করিলে তাঁহাদিগের প্রিয় কামনা সকল পূর্ণ করিতে যত্নশীল থাকিবেক ॥ ৬

৭

ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ। ছায়া স্বদাসবর্গশ্চ দুহিতা কৃপণং পরং। তস্মাদেতৈরধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা ॥ ৭

'জ্যেষ্ঠঃ' 'ভ্রাতা' 'পিত্রা' 'সমঃ' পিতৃতুল্যঃ। 'ভার্য্যা পুত্রঃ' চ 'স্বকা তনুঃ' স্বশরীরমেব। 'স্বদাসবর্গঃ চ' নিত্যানুগতত্বাৎ আত্মনঃ 'ছায়া' ইব। 'দুহিতা' 'পরং' 'কৃপণং' কৃপাপাত্রম্। 'তস্মাৎ' কারণাৎ উক্তৈঃ 'এতৈঃ' 'সদা' 'অধিক্ষিপ্তঃ' আক্রোশিতোঽপি 'অসংজ্বরঃ' অসন্তাপঃ সন্ 'সহেত' ॥ ৭

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাস বর্গ আপনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্র; এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক ॥ ৭

পরম প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের প্রীতি কামনায় পরিবারগণকে প্রতিপালন করিবেক; সমুদায় পরিবারকে তাঁহারই পরিপার বিবেচনা করিবেক। অতএব ভ্রাতা, ভগিনী, ভার্য্যা; পুত্র, কন্যা ও দাস দাসীগণ হইতে যদি ক্রোধ ও বিরক্তির কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ক্রোধ ও বিরাগ সম্বরণ করিয়া, যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তদনুসারে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখিবেক; কণিষ্ঠ ভ্রাতাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিবেক, ভার্য্যা ও সন্তানগণকে আপনার অঙ্গ সদৃশ জানিবেক, এবং দাস দাসীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেক। কাহারও দোষ দেখিলে ক্রোধান্ধ হইয়া নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবেক না; প্রত্যুত ক্ষমাশীল হইয়া সকলকে সং-

শোধন করিবেক। ঈশ্বর যে অটল স্নেহে সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাহার অনুকরণ করিয়া পরিবারগণের ভরণ পোষণ এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিবেক॥ ৭

৮

অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ॥ ৮

'অতিবাদান্' অতিক্রমবাদান্ পরোক্তান্ 'তিতিক্ষেত' সহেত। 'কঞ্চন' কঞ্চিদপি 'ন' 'অবমন্যেত'। 'ন চ ইমং' 'দেহং' ক্ষণভঙ্গুরং 'আশ্রিত্য' অবলম্ব্য তদর্থং 'কেনচিৎ' সহ 'বৈরং' বিরোধং 'কুর্ব্বীত' কুর্য্যাৎ॥ ৮

পরের অত্যুক্তি সকল সহ্য করিবেক; কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানব দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না॥ ৮

সহিষ্ণুতা দ্বারা অন্যের অত্যুক্তিকে পরাজয় করিবেক; অত্যুক্তির পরিবর্ত্তে অত্যুক্তি করিবেক না; কেন না, ধর্ম্মসাধন জীবনের উদ্দেশ্য। বৈরনির্যাতন উদ্দেশ্য নহে। কাহাকেও অবমাননা করিবেক না; ঈশ্বর কোন মনুষ্যকেই অবজ্ঞাত থাকিবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই; সকলেই তাঁহার স্নেহের আস্পদ; অতএব সকলের প্রতি সমাদর করিবে। এই ক্ষণভঙ্গুর মানবদেহ ধারণ করিয়া গর্ব্বিত হইয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করিবেক না; প্রত্যুত যে কএক দিন এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, সকলের হিত সাধনে নিযুক্ত হইয়া থাকিবেক। ঈশ্বর সকলের পিতা, মনুষ্যগণ পরস্পর ভ্রাতা, পরস্পর শত্রুতা দ্বারা এই পবিত্র সম্বন্ধ উল্লঙ্ঘন করিবেক না॥ ৮

ঈশ্বর-ভয় ও কুসংস্কার।

পুত্র যত দিন এত অল্পবয়স্ক থাকে যে, আপনার উপর পিতামাতার নিঃস্বার্থ স্নেহ ও শুভানুধ্যান প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ও মাতাপিতাকেও প্রগাঢ়রূপে প্রীতি করিতে পারে না, তত দিন সে কেবল শাসনভয়েই তাঁহাদিগের বাধ্য হইয়া চলে। যখন সে অবাধ্য হইয়া তাঁহাদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তখন তাহার অন্তঃকরণ ভয়েই আক্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়, সে এই ভয় যে, তাঁহারা তাহাকে শাস্তি দান করিবেন। পরে যখন তাহার শরীরের সঙ্গে মনও উন্নত হয়, যখন মাতা পিতার সহিত আপনার সম্বন্ধ, কেবল স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা নহে, জ্ঞান দ্বারাও বুঝিতে সমর্থ হয়, যখন আপনার চঞ্চল বাসনা পরিতৃপ্ত করা অপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রীতি-কামনা তাহার গুরুতর বোধ হয়, যখন মাতাপিতার সহিত তাহার বন্ধুতা জন্মে, তখন তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে তাহার প্রবৃত্তিই হয় না। যদি কখন চঞ্চলতা-নিবন্ধন তাঁহাদিগের অপ্রিয় কর্ম্ম করে এবং মাতা পিতা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন যে ইহা তোমার উচিত হয় নাই; তখন সেই সৎপুত্রের মনে কি ভাব উপস্থিত হয়? তখন সে শিশুর ন্যায় ভীত হয় না; তাহার মনে তখন লজ্জা উপস্থিত হয় এবং অন্তঃকরণ তাহাকে ধিক্কার করিতে থাকে। মাতা পিতার তুল্য পুত্রের আত্মীয় এ জগতে আর দ্বিতীয় নাই; কিন্তু ঈশ্বর তদপেক্ষা মনুষ্যের অনন্তগুণে আত্মীয়। মনুষ্য যত ক্ষণ সেই আত্মীয়তা অনুভব করিতে না পারে—যত ক্ষণ ঈশ্বরকে সেই রূপ আপনার বলিয়া না বুঝিতে পারে, তত ক্ষণ সে বালকের অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। তাহার চঞ্চল কামনা সকল তাহাকে উত্যক্ত করে, সে কেবল শাস্তিভয়ে তাহা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হয় না। যখন সেই শাস্তির কথা একটু বিস্মৃত হয়, যখন ভয় অপেক্ষা কামনার বল অধিক হইয়া উঠে, তখনই সে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করে; কিন্তু কামনা পরিপূর্ণ হইবামাত্র আবার তাহার মনে ভয় উৎপন্ন হয়। সে তখন যে আত্মগ্লানি ভোগ

করে, তাহাতে ভয়ের ভাগই অধিক; সে ভয় কেবল আপনার ভবিষ্যৎ ক্লেশ ভোগের চিন্তা হইতে উৎপন্ন হয়।

ইহুদিরা এই রূপ ভয়ে অভিভূত; সুতরাং তাহাদিগের দুই শাখাস্বরূপ খৃষ্টান ও মুসলমানেরাও এই রূপ ভয়ে অভিভূত হইয়া আছে এবং এই রূপ ভয়ের প্রাদুর্ভাব হিন্দুদিগের মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হয়; খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত পিউরিটান ও কোয়েকুরদিগের মধ্যে এই রূপ ভয়ের ভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই ভয় হইতে দুই প্রকার কুসংস্কার উৎপন্ন হয়; এক প্রকার কুসংস্কার নানাবিধ অবাস্তবিক নরক নির্ম্মাণ করে; দ্বিতীয় প্রকার হইতে অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত সকল কল্পিত হইতে থাকে। ইহুদিদিগের মধ্যে পরলোক সংক্রান্ত মত অস্পষ্ট। খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে তাহা যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছে। সেই সকল মত ভয়জনিত কুসংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। খৃষ্ট ও মহম্মদ উভয়েই অনন্ত নরকের সত্তায় বিশ্বাস করিতেন; এবং উভয়েই সেই অনন্ত নরকের ভয় প্রদর্শনকে স্বস্ব সত্য প্রচারের প্রধান অস্ত্র করিয়াছিলেন। মহম্মদ পরিশেষে সেই জন্যই খড়্গ ধরিয়াছিলেন; তাঁহার উদ্দেশ্য এই, যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তাহারা পরিত্রাণ পাইবে। যাহারা "কাফের," তাহাদের কুমন্ত্রণায় অন্য লোককেও অনন্ত নরকের যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়; এই জন্য "কাফের"-দিগের প্রাণ সংহারই বিধেয়। খৃষ্টের মতেও পাপীরা অনন্ত নরকে গমন করিবে। উভয় সম্প্রদায়ের মতেই ঈশ্বর কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মনুষ্যের পাপ পুণ্য বিচার করিতে বসিবেন এবং পাপীদিগকে যে খানে "অনির্ব্বাণ" অগ্নি প্রজ্বলিত ও দন্তের ঘর্ষণ-শব্দ উত্থিত হইতেছে, তথায় চির কালের জন্য অবস্থান করিতে হইবে। খৃষ্ট আবার সেই বিচারের দিন অত্যন্ত সন্নিহিত বলিয়া বর্ণনা করিতেন; তিনি কহিতেন যে, উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে অনেকে সেই প্রলয়াবস্থা না দেখিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক না। সুতরাং তৎকালে সরল হৃদয় লোকেরা ভয়ে অভিভূত হইয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত। হিন্দু শাস্ত্রের মত অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট কিন্তু কুসংস্কার-বিবর্জ্জিত নহে। শাস্ত্রকারদিগের কল্পনাতে অনন্ত নরক কখনই আবির্ভূত হয় নাই; কিন্তু তাঁহারদিগের মতে সুখভোগের নিমিত্ত নানাবিধ স্বর্গ ও দুঃখ ভোগের নিমিত্ত নানাবিধ নরক প্রস্তুত আছে। পুণ্য ও পাপ উভয়ই পরিমিত; সুতরাং পুণ্যবান্ ও পাপী স্বর্গে ও নরকে গমন পূর্ব্বক আপন আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া পুনরায় মনুষ্য বা ইতর জন্তুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে; যত দিন না মুক্তি লাভের অধিকারী হইবে, তত দিন এই রূপ যাতায়াত করিতে থাকিবে। যাঁহারা স্বর্গে গমন করিবেন, তাঁহারা যদি তথা হইতে মুক্তি লাভের যোগ্যতা উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে আসিতে হইবে না। ঐ সকল সম্প্রদায় পাপের দণ্ড বিষয়ে যেমন কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়াছেন, সেই রূপ প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও যে সেই রূপ মত কল্পনা করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। খৃষ্টানেরা ঈশ্বরের দয়া ও ন্যায় গুণের সমন্বয় করিবার নিমিত্ত কহিয়া থাকেন, ঈশ্বরের পুত্র খৃষ্ট পাপীগণের প্রতিনিধি হইয়া স্বয়ং যে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বিশ্বাসী মনুষ্যদিগের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ; যাঁহারা তাঁহার আরাধনা করিবেন, তাঁহারা অনন্ত নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবেন; অবশিষ্ট লোককে অনন্ত নরকে গমন করিতে হইবে, তাহাদিগের প্রায়শ্চিত্ত নাই,—অথবা

আর কোন প্রায়শ্চিত্ত অনন্ত নরক হইতে মুক্তি দিবার উপযোগী নহে। মুসলমানদিগের মতে মহম্মদকে "রসুলল্লা" বলিয়া না মানিলে ও কএকটি অসত্য, লজ্জাকর ও জঘন্য অনুষ্ঠান না করিলে মনুষ্যের পরিত্রাণ নাই। হিন্দুরা প্রায়শ্চিত্তের ভাবটি যথার্থ রূপ অনুভব করিয়াছিলেন। সাধারণের নিমিত্ত চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি নানাবিধ কষ্টকর ব্রত ও তাহাতে অপারগ হইলে তাহার অনুকল্পস্বরূপ বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উৎসর্গ পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন বটে; কিন্তু তাহা প্রজাগণের অন্যায় নিবারণের নিমিত্ত রাজনিয়ম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এক্ষণকার "রাজনিয়ম" শব্দের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বকালে "ধর্ম্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইত, এই জন্য উহা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক পাপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি ও পাপ জন্য সন্তাপই যে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত, তাহা হিন্দু শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে। তথাপি সাধারণে তাহাতে যে পরিতৃপ্ত হয় না, পাপের জন্য কুসংস্কার-বিজৃম্ভিত অসঙ্গত ভয়ই তাহার কারণ।

শৈশব কালে পুত্র যেমন মাতা পিতার শাসন ভয়ে অনেক সময়ে অন্যায় কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত থাকে, সেই রূপ ঈশ্বরকে ভয় করিয়াও যে কুসংস্কৃত লোকে পাপ কর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ হয়, ইহাতেও যথেষ্ট উপকার হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাকে ধর্ম্মবিষয়ে আত্মার অনুন্নত অবস্থা বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এ অবস্থাতে মনুষ্য সমুদায় আত্মার সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে পারে না। সে প্রতিক্ষণই আপনাকে তাঁহা হইতে দূরস্থিত বলিয়া বোধ করে। এই রূপ ক্ষুদ্রতা হইতে ঈশ্বরকেও ক্ষুদ্র করিয়া তুলে, এবং মনুষ্যের ন্যায় তাঁহার সন্তোষ সাধনের জন্য নানাবিধ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে।

যখন ঈশ্বরের জন্য হৃদয়-কাননে সুপ্রশস্ত প্রীতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, যখন ঈশ্বরকে যার পর নাই আত্মীয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে—মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র ও হৃদয়বন্ধু অপেক্ষাও আপনার বলিয়া বোধ হয়, তখন শুদ্ধ তাঁহার প্রীতি কামনাতেই তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ কর্ম্ম করিতে অপ্রবৃত্তি হয়। এবং যদি মোহ বশত; পাপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ভয় হয় না, কিন্তু এক প্রকার অকৃত্রিম লজ্জা অন্তরে আবির্ভূত হইয়া আত্মাকে অপ্রতিভ করে; তাহার আঘাত কশাঘাত, খড়্গাঘাত বা অগ্নিদাহের ন্যায় তীব্রতর ও ভয়ঙ্কর নহে, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্রগুণ বলে অথচ কোমল ভাবে আত্মাকে সংশোধন করে। এই রূপ অবস্থাই আত্মার উন্নত অবস্থা। ভয়েতে পরিচালিত হওয়া বাস্তবিক ধর্ম্মের লক্ষণ নহে। যত দিন আত্মা এই রূপ প্রীতিতে উন্নত না হয়, তত দিন মনুষ্য তাঁহার সন্নিহিত হইতে পারে না। ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপ অবগত হইতে না পারিলে এরূপ প্রীতিও উৎপন্ন হইতে পারে না। ঈশ্বর পাপের জন্য যে দণ্ড দেন, তাহা বাস্তবিক পাপ রোগের মহৌষধ। সে দণ্ড তাঁহার পূর্ণ প্রেম হইতে উপস্থিত হয়; কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা হইতে নহে।

ঈশ্বরকে সমুদায় আত্মার সহিত প্রীতি কর। পুত্র যেমন নির্ভয়ে মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই রূপ নির্ভয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হও। পাপই থাকুক, পুণ্যই থাকুক, তাঁহার নিকটে হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেও। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিকরূপে আপনার বলিয়া জান, এবং সেই গূঢ় সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া ভয় উত্তীর্ণ হও।

হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মগণ।

জ্ঞানানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করাই নৈসর্গিক নিয়ম; এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপদেশ দান আবশ্যক হয় না। এই নিয়ম অনুসারেই কৃষি বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি সাংসারিক কর্ম্ম সকল আবহমান কাল অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। জ্ঞান যে পরিমাণে বিশুদ্ধ হয়, তদনুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সেই পরিমাণে বিশুদ্ধ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংসারিক কার্য্যে যেমন এই নিয়মের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে, সেই রূপ ইহাই ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূল নিয়ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। হিন্দুসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রায় সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্মেই "যথাজ্ঞানং করবাণি" এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এক্ষণে যাঁহারা বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব সংস্কার অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা পুরাতন সমাজের অনুরোধে পূর্ব্ব পদ্ধতির অনুযায়ী যে সকল ধর্ম্ম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাহা যে তাঁহাদের জ্ঞানের অনুযায়ী নহে, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাঁহারা এখনকার উন্নত জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াও পূর্ব্ব সংস্কারে বদ্ধ আছেন, এখানে তাঁহাদের কথা হইতেছে না। এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্বতন সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব কর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা দেখিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া আছেন। ধর্ম্মে যাঁহাদের প্রণয় বন্ধন হয় নাই, কেবল অদ্যকার জন্য জীবন যাত্রার সুবিধাই যে তাঁহাদের এক মাত্র লক্ষ্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কতকগুলি লোকে ধর্ম্মবিষয়ক উন্নত জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়া আছেন; জ্ঞানের অনুযায়ী না হইলেও তাঁহারা কর্ম্ম কার্য্যের পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে চলিতে হানি বোধ করেন না। আর কতকগুলি লোক ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, এবং তদনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে যে ধর্ম্ম হানি হয়, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু সে রূপ ব্যবহারে বর্ত্তমান অবস্থায় যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, তাহা বহন করিতে আপনাদিগকে অসমর্থ বোধ করিয়া থাকেন। এই রূপ নানা কারণে এ দেশের সুশিক্ষিতগণ ধর্ম্ম বিষয়ে আপনাদের অভিপ্রায় গোপন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা দ্বারা যে নানাবিধ অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা অনেকে আলোচনা করিয়া দেখেন না, অথবা দেখিয়াও তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চান না। পুরাতন সমাজও ইহাতে সেরূপ হানি বোধ করেন না। তুমি গোপনে যথেচ্ছ আচরণ করিতে পার, কঙ্কালাবশিষ্ট প্রচলিত ধর্ম্মে কৃত্রিম সম্মান প্রদর্শন করিলেই তাঁহারা ধর্ম্মরক্ষা হইল বলিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন; তথাপি উদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সুশিক্ষিতগণকে জ্ঞানানুযায়ী ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনুমোদন করিবেন না। যদি তাঁহারা যুবকগণকে তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে যুবকগণ কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু ভিন্নমত হইয়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে পারেন। নতুবা হয় তাঁহাদের ধর্ম্ম কেবল নাম মাত্র হইবে এবং ভিতরে ভিতরে যথেচ্ছার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; নয় তাহারা পৃথক্ হইয়া কেবল তাঁহাদিগের দুঃখ উৎপন্ন করিবে। যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা প্রচলিত ধর্ম্মে তাহাদিগের শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে পারিবেন না। প্রত্যুত

বলপূর্ব্বক সে রূপ করিতে গিয়া কি রূপ দোষ উৎপন্ন হইতেছে, এক বার তাহা অনুধাবন করিয়া দেখুন।

প্রথমতঃ—যথার্থ সাধুতার অত্যন্ত ব্যতিক্রম হইতেছে। আপনার নিকট বিশ্বস্ত থাকাই সাধুতার প্রধান লক্ষণ। কিন্তু আপনার নিকটে বিশ্বাসঘাতী হওয়াই যেখানে সাধারণ আচার ব্যবহারে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, সেখানে সাধুতা আর কোথা হইতে উৎপন্ন হইবে? বিশেষতঃ ব্রাহ্মগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন, ঈশ্বর আপনার আদেশ কোন পুস্তকে লিখিয়া রাখেন নাই। মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিয়াও কাহাকেও উপদেশ প্রদান করেন না; তিনি মনুষ্যের অন্তরে অবস্থান করিয়া কর্ণের অগোচর মধুর স্বরে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেছেন। মনুষ্য আপনার যোগ্যতা অনুসারে অন্তরে সেই মঙ্গলময় আদেশ উপলব্ধি করেন। জ্ঞান যে সকল সত্য উপলব্ধি করিতেছে, তাহা ঈশ্বরেরই বাক্য, সত্যের বিরুদ্ধাচরণই তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধাচরণ। তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেই সাধুতার মুল উচ্ছেদ করা হইল। দ্বিতীয়তঃ—জ্ঞানানুসারে কার্য্যানুষ্ঠান না করিতে পারিয়া মানসিক তেজস্বিতা মন্দীভূত হইয়া যাইতেছে। ক্ষুধার সময় অন্ন গ্রহণ না করিয়া উপবাসী থাকিলে যেমন শরীর দুর্ব্বল হইয়া যায়, সেই রূপ মন যোগ্যতা উপার্জ্জন করিয়াও তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে না পাইলে তাহা ক্রমে ক্রমে পৌরুষহীন হইয়া পরিশেষে অবস্থা-স্রোতে তৃণের ন্যায় নীয়মান হইতে থাকে। আধ্যাত্মিক তেজস্বিতা বিনয় ও নম্রতার বিরোধী নহে; যাহার গুণে মন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অসংকোচে ও নির্ভয়ে দণ্ডায়মান থাকে; যাহার গুণে শিষ্টাচার ও ভদ্রতা সহকারে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টান্বিত হইয়াও স্বয়ং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না; যাহার গুণে শত শত কুসংসর্গ, কুদৃষ্টান্ত ও কুৎসিত প্রলোভন সকল এক পদও টলিত করিতে পারে না; যাহার গুণে সম্মুখে পর্ব্বতসমান বিঘ্নরাশি বিদ্যমান থাকিলেও অকুতোভয়ে জগতের মঙ্গল সাধনে অগ্রসর হয়; যাহা গর্ব্ব হইতেও নয়, ঔদ্ধত্য হইতেও নয়, কেবল ঈশ্বরাজ্ঞার বাধ্যতা হইতে উৎপন্ন হয়, সে রূপ তেজস্বিতা জ্ঞানকে রুদ্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হইতে থাকে। তৃতীয়তঃ তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অধিকতর অনিষ্ট উৎপন্ন করে। যিনি যে রূপ অবস্থার লোক হউন না কেন, তাঁহার দৃষ্টান্ত অন্ততঃ যে অল্পসংখ্য লোকের উপরেও কর্ত্তৃত্ব করে তাহার সন্দেহ নাই। যাহারা তাঁহাদিগকে প্রমাণ করিয়া চলিতে যায়, তাহাদের ধর্ম্ম বন্ধন আরও শিথিল হইয়া পড়ে। হয় তো কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে সেই রূপ ব্যতিক্রম দেখে, কিন্তু তাহাদের এ রূপ অভ্যাস হইয়া যায় যে, সামান্য ব্যবহার বিষয়েও তাহারা সুবিধা বোধ করিলেই সেই পথ অবলম্বন করে। ইহার দৃষ্টান্তও নিতান্ত দুর্লভ নহে।

এই সকল আলোচনা করিয়া পুরাতন সমাজ যদি উদারতা সহকারে যুবকগণকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনে অনুমোদন করেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাদিগের অন্যান্য অনুরোধের বশম্বদ হইয়া সম্মিলিত থাকিতে পারেন। তাঁহারা একবার আপনাদের সমাজের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন; তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুযায়ী ধর্ম্ম কি পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে। তথাপি তাঁহাদের সহিষ্ণুতা যখন পরাভূত হইতেছে না, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম যে তাঁহাদের অসহ্য হয় ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। ইহাতে পুরাতন সমাজের কোপ ও অভিমানই প্রদর্শিত হইতেছে, ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ পাইতেছে না।

সে যাহা হউক, যাঁহারা সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরেতে প্রাণের সহিত এরূপ হৃদয় বন্ধন করিয়াছেন যে, সে হৃদয় আর অসত্যের নিকট অবনত করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে অবশ্যই দুঃখের সহিত কিঞ্চিৎ পৃথক্ হইতে হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা যেন আপনাদিগকে পুরাতন সমাজের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা না করেন। ভারত বর্ষের প্রকৃতির মধ্যে একটি দোষ প্রবিষ্ট আছে; ভারত বর্ষীয়গণ আপনার আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য এরূপ মত্ত হইয়া উঠেন যে, তাহাতে জাতি সাধারণ মঙ্গল একবারে উন্মূলিত হইয়া যায়। এখানকার পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে কেবল এইরূপ কারণেই এ দেশের মধ্যে কোন কালে একটি অখণ্ড জাতীয় ভাব উৎপন্ন হইতে পারে নাই। এই জন্য ব্রাহ্মগণকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা ধর্ম্মের অনুরোধে নূতন সমাজের পত্তন করিতে গিয়া যেন সমুদায় হিন্দু সমাজকে পর বলিয়া বিবেচনা না করেন।

ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মের জন্য সমাজ বন্ধনে প্রবৃত্ত হইতেছেন; কিন্তু মনে করিবেন না যে, ইহাতে বিবেচনা ও চিন্তার প্রয়োজন নাই। পুরাতন গৃহ ভঙ্গ করা যত সহজ, নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা তত সহজ নহে। এই প্রথম সময়, এক্ষণে যে দোষ প্রবিষ্ট হইবে, তাহা চিরকাল জড়িত হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ এক্ষণে আমাদের যেরূপ অবস্থা, বিবেচনা পূর্ব্বক না চলিলে সমুদায়ই বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে। অতএব আমরা সমাজ বন্ধন বিষয়ে দুটি কথা এই স্থলে উল্লেখ করিয়া রাখিতেছি।

ব্রাহ্মগণ মনে করিয়া রাখিবেন যে, কেবল ধর্ম্মের জন্যই নূতন করিয়া সমাজ বন্ধনের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে; ইহার মধ্যে আর কোন অভিসন্ধি নাই। অতএব যত টুকুতে ধর্ম্মজ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দেশে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের সময়ে যে সকল হিন্দু তাহা অবলম্বন করিয়া পুরাতন সমাজ হইতে যে রূপ পৃথক্ হইয়া গিয়াছে এবং এক্ষণে এ দেশের খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ যে রূপ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, ব্রাহ্মগণ কখনই যেন সে রূপ পৃথক্ হইবার চেষ্টা না করেন। সে রূপ হওয়াতে যে অসৎ ফল উৎপন্ন হইবে, ঐ উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহা যেন হৃদয়ঙ্গম করেন। যাহা শান্তি সহকারে সম্পন্ন হইবে, তাহাতে বিপ্লবের প্রয়োজন নাই; এই মূল নিয়ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মেরা আপনাদের ধর্ম্মজ্ঞান পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করুন. দেখিতে পাইবেন, ইহা হইতে কি শুভ ফল উৎপন্ন হয়। হিন্দুসমাজে অনেক বিরক্তিকর আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন সমাজই নাই যে, তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। অতএব ব্রাহ্মেরা যে আদর্শ গ্রহণ করিয়া সমাজ বন্ধন করুন, তাহা সকল বিষয়ে এক বারে যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে, এমন প্রত্যাশা নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের অপৌত্তলিকতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে সকল আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করা আবশ্যক, তাহা এখনি করুন। সমুদায় অসভ্যতা ও অসুবিধা বল পূর্ব্বক দূর করা যায় না। ব্রাহ্মেরা স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করুন, সকলকে জ্ঞান শিক্ষা দিন, আপনাদের অবস্থাগত দোষগুণ বিচার করিতে শিক্ষা দিন, আলোকের নিকট হইতে অন্ধকারের ন্যায় সমুদায় অভাব অন্তর্হিত হইবে। কেহ কেহ মনে করেন যে পুরাতন সমাজ হইতে একেবারে পৃথক্

হইয়া পড়িলেই ব্রাহ্মগণের মঙ্গল হইবে। এই জন্যই বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইতেছে যে কেহই যেন সে রূপ চেষ্টা না করেন। আমরা যত দুর আলোচনা করিয়া দেখিতেছি, তাহাতে ইহাই স্থির হইতেছে যে হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহারকে পত্তনভূমি করিয়া সমাজবদ্ধ হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায়ই এক্ষণে নিরাপদ্ নহে।

আর একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ব্রাহ্মগণের সমাজ যেন স্বেচ্ছাচারীদিগের সুবিধা স্থান না হইয়া উঠে। পবিত্রতা যত প্রার্থনীয়, দল বৃদ্ধি তত প্রার্থনীয় নহে। যদি পাঁচটি নিষ্কলঙ্ক জীবন একত্রিত হয়, তাঁহাদের আচরণে সমুদায় পৃথিবী পুণ্যবতী হইবে। অতি অল্পলোক শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, কিন্তু সমুদায় ভারতের হৃদয়ে তাঁহারা প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। শত শত লোক কর্ত্তাভজাদের দলে মিশ্রিত হইতেছে; কিন্তু তাহাদিগের প্রতি ভদ্র লোকদিগের মনের ভাব আলোচনা করিয়া দেখ। তাহা দ্বারা এ দেশের অপকার ব্যতীত যে কিছু মাত্র উপকার হইতেছে,ইহা কেহই স্বীকার করেন না। এক্ষণে যে সে পুরুষ ও যে সে স্ত্রী ইচ্ছা করিলেই ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মগণের সমাজ মধ্যে তাহারা হয় তো এমন ঘুণ প্রবিষ্ট করিয়া দিবে যে, তাহা কাল ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভাগ চূর্ণ করিয়া সমুদায়ের উন্মূলন করিবে। কেহ কেহ উৎসাহ প্রভাবে মনে করিতে পারেন,পবিত্রতা প্রভাবে অপবিত্রতা দূরীকৃত হইবে; কিন্তু ইহাও নিতান্ত সম্ভাবিত মনে করা উচিত যে, শীঘ্রই অপবিত্রতার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং তাহার ভারে পবিত্রতা নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইবে। সামজ বন্ধনে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ন্যায় ব্রাহ্মদিগের অতি ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ইহা যেন মনে জাগরূক থাকে যে, ভারত বর্ষে ধর্ম্ম ভেদ অনুসারে নানাপ্রকার সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে; ব্রাহ্মেরা তৎসমুদায় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সমাজ নির্ম্মাণ করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন; যদি তাহা না করিতে পারেন, তবে তাঁহারদিগের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। সকল সমাজই পবিত্রতা ও অপবিত্রতায় মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার চলিতেছে; কেবল তাহার নাম মাত্র পরিবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পৃথিবী এমন স্থান যে, এখানে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া চলিলেও অনেক দোষে নিপতিত হইতে হয়; অসাবধানতার তো কথাই নাই। অতএব এ বিষয়ে যতদুর নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে, তাহাতে ঔদাস্য করা উচিত নহে।

কর্ম্মিষ্ঠতা আবশ্যক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে অনুরোধ করেন, যেমন হৃদয়কে প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত আদেশ দেন, সেই রূপ সকলে যাহাতে কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া এই পৃথিবীতে পরিশেষে লোকান্তরে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে থাকেন, তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ পুরুষ এক দিকে আপনার ইচ্ছাকে অসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার সংকল্প এই যে, তাঁহার প্রেমাস্পদ পুত্রগণ স্বাধীন ভাবে তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তাঁহার সহিত আনন্দ ভোগ করিবেন। তাঁহার ইচ্ছা এই যে, মনুষ্যকে আপন হস্তে তাঁহার জগতের মুখশ্রী দিন দিন সমুজ্জ্বল করিতে হইবে। তিনি ইহার সহিত মনুষ্যের নিজের এই রূপ সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, মনুষ্য যে পরিমাণে তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন,

সেই পরিমাণে তাঁহার নিজের অভাবও পরিপূর্ণ হইবে; এবং মনুষ্য যতই তাহাতে ঔদাস্য করিবেন, তত তিনি স্বয়ং নানা অভাবে নিপীড়িত হইতে থাকিবেন। ইহা দ্বারা মনুষ্য যে কেবল পার্থিব অভাবের হস্ত হইতেই পরিত্রাণ পাইবেন তাহা নহে, তিনি দিন দিন মুক্তিপথেও উন্নত হইতে থাকিবেন। আত্মার উন্নতির নামই মুক্তি; জ্ঞানধর্ম্মে যেমন আত্মাকে উন্নত করিতে হইবে, সেইরূপ আত্মাতে যে কর্ম্ম করিবার শক্তি—ইচ্ছা আছে, তাহারও বলাধান না করিলে প্রকৃত মুক্তি আস্বাদিত হইবে না। জ্ঞান যত উন্নত হইবে, আত্মা অজ্ঞান-অন্ধকার হইতে ততই মুক্তি লাভ করিবে; হৃদয় যত উন্নত হইবে, আত্মা তত মালিন্য হইতে মুক্ত হইবে; সেই রূপ কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা যত উন্নত হইবে, আত্মা তত ক্ষীণতা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অতএব যাহাতে অন্যান্য উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, এবং সেই ক্ষমতা দ্বারা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। যেমন ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ হওয়া উচিত, সেই রূপ কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার আদেশ অনুসারে জগতের হিত সাধন পূর্ব্বক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করা কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের উপাসনা প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য সাধন; অন্তরে উপাসনা প্রীতি, বাহিরে উপাসনা প্রিয় কার্য্য সাধন; উপাসনা-স্থান এক আমাদের হৃদয়, আর আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র। হৃদয়ে তাঁহার ভক্ত হইতে হইবে এবং কর্ম্মে তাঁহার সেবক হইতে হইবে। যিনি ব্রাহ্ম হইতে চান,—ব্রহ্মের উপাসক হইতে চান, তাঁহাকে তাঁহাতে হৃদয় বন্ধন করিবার নিমিত্ত প্রীতির সূত্র দৃঢ়তর করিতে হইবে এবং তাঁহার সেবা করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। তবে তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করিতে উপযুক্ত হইবেন। যখন যে রূপ শক্তি থাকিবে, তখন তদনুসারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে হইবে, ইহা যেমন কর্ত্তব্য, ঈশ্বরের সাহায্য বলে সেই শক্তিকে ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত করা সেই রূপ কর্ত্তব্য। পৌত্তলিকেরা কহিয়া থাকেন, আমাদের যে রূপ জ্ঞান, তদনুসারে আমরা ধর্ম্মানুষ্ঠান করি, ইহাতে আমরা অপরাধী নহি; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদের ত্রুটি এই যে, জ্ঞানের উন্নতি সাধন করা যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যত্নবান্ নহেন; সেই রূপ, যিনি এরূপ বলিবেন, আমি আপনার শক্তি অনুসারে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া নির্দ্দোষী আছি; তাঁহারও এই ত্রুটি যে, তিনি সেই শক্তি বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন না। বস্তুতঃ ঈশ্বর মনুষ্যকে যে কর্ম্ম করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই পৃথিবীতেই যে কত দূর উন্নত হইতে পারে, কেহ তাহার সীমা বলিতে সমর্থ নহেন। যখন মনুষ্য পৃথিবীতে প্রথমে আবির্ভূত হন, তখন এই পৃথিবীর কি অবস্থা ছিল এবং এখন কি অবস্থা হইয়াছে তাহা তুলনা করিলে মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের কি রূপ অনুগ্রহ—তাঁহার প্রদত্ত শক্তির কি আশ্চর্য্য উন্নতিশীলতা, দৃষ্টিগোচর হইবে। এবং যাঁহারা আপনাদের কর্ম্মিষ্ঠতা পরিত্যাগ না করিবেন,—যাঁহারা আলস্যের পদানত না হইবেন, ভবিষ্যতে তাঁহাদের শক্তি যে কত দূর পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

কর্ম্মিষ্ঠতা বিষয়ে হীন বলিয়া হিন্দুজাতির একটি অখ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। পরিশ্রম অপেক্ষা বিশ্রাম-স্পৃহাই হিন্দু জাতির চিত্তে সমধিক প্রবল; কর্ম্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা চিন্তার সেবা করাই হিন্দু-

জাতির সমধিক তৃপ্তিকর। হিন্দু জাতির ইতিহাস যে রূপ অদ্ভুত চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করে, সে রূপ কর্ম্মশীলতার পরিচয় দিতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখ, চরমে সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই প্রশস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; দর্শন শাস্ত্র উদ্ঘাটন কর, কর্ম্ম পরম পুরুষার্থ লাভের অন্তরায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে; অধিক কি, ইহাঁরা কর্ম্মের প্রতি এমনি বিরক্তি অভ্যাস করিয়াছেন যে, তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের কর্ম্মশীলতাও উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে উদাসীন ও স্তব্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভারত বর্ষের ইতিহাস ও কাব্য পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির এরূপ নিরীহতা প্রদর্শন করিতেছে যে, এক্ষণে তাহাও ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। হিন্দু জাতির মধ্যে যখন সভ্যতা দেবী অল্প অল্প উদয় লাভ করিতেছিলেন, তখন যে জাতি বন্য অবস্থায় অবস্থান করিত, আজি সেই জাতি কেবল কর্ম্মিষ্ঠতাগুণে সমস্ত পৃথিবীর অলঙ্কার হইল, কিন্তু ভারতের সেই উদয়োন্মুখী সভ্যতা কেবল কর্ম্মিষ্ঠতার অভাবে অকালমৃত্যুর আলিঙ্গনে নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। পৃথিবীতে আমরা চির কাল থাকিব না; পৃথিবীর সভ্যতা নিত্য কাল আমাদের উপভোগ্য হইবে না; তবে ইহার জন্য সমধিক ব্যস্ততার প্রয়োজন কি, এই রূপ মত আত্মম্ভরিতা ও ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হয়। নিজের ভোগের জন্যই সমুদায় কার্য্য করিতে হইবে, ঈশ্বরের জন্য নয়; লোকের হিতের জন্য নয়? ইহা সামান্য আত্মম্ভরিতা নহে; এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য আত্মা যে উন্নতি লাভ করিবে, তাহা না জানিতে পারা সামান্য ভ্রান্তি নহে।

কর্ম্মশীল মনুষ্যের আত্মাতে কর্ম্মাধ্যক্ষ পরমেশ্বর যে কি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন, তাহা অন্য লোকে পরিমাণ করিতে পারে না; কিন্তু সেই আশীর্ব্বাদ বাহিরে কেমন প্রচুর শুভ ফল উৎপন্ন করে, তাহা আলোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইউরোপীয়দিগের ভাগ্যে পৃথিবীর যে অংশ নিপতিত হইয়াছে, ভারত বর্ষের সহিত তুলনা করিলে নানা বিষয়ে তাহার হীনতা লক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইউরোপীয় পুরুষগণ প্রকৃতির যদৃচ্ছাপ্রদত্ত দানে পরিতৃপ্ত না হইয়া ঘোরতর পরিশ্রমে তাহাকে দোহন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে মৃতপ্রায় প্রকৃতি জীবন্ত হইয়া হাস্য করিতে লাগিল। ইহাতেই যে সেই পরিশ্রমের পুরস্কার পরিসমাপ্ত হইল, তাহা নহে; এই মহোপকারক অভ্যাস তাহাদিগকে শরীর, সমাজ, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য ও রাজনীতি প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ে অদ্ভুত উন্নতি প্রদান করিতে লাগিল। অদ্য তাহাদিগের অভ্যুদয় সমস্ত পৃথিবীর চক্ষুকে আকর্ষণ করিতেছে। আমেরিকার প্রকৃতি ভারত বর্ষের ন্যায় প্রজাগণের সম্পূর্ণ অনুকূল; কিন্তু যত দিন কেবল আদিমবাসীদিগের হস্তে নিপতিত ছিল, তত দিন কোন সৌন্দর্য্যই প্রদর্শন করিতে পারে নাই। কাল ক্রমে ইউরোপীয় কর্ম্মিষ্ঠদিগের সমাগমে তাহাতে অভূতপূর্ব্ব শোভা আবির্ভূত হইল। ভারতবর্ষীয়গণ যদি আপনাদের কর্ম্ম করিবার শক্তি পরিবর্দ্ধিত করিতে পারেন, তাহা হইলে ভারত বর্ষের স্বভাবতঃ অনুকূল প্রকৃতি আমেরিকার ন্যায় প্রচুর সৌভাগ্য বর্ষণ করিতে থাকিবে; অন্যথা, ক্রমে ক্রমে কর্ম্মিষ্ঠতার অভাব হইলে, ইহা অসম্ভব নহে যে, কাল ক্রমে ভারতবাসীদিগকেও আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে। ঈশ্বরের মঙ্গলময় শাসন প্রণালীর অভ্যন্তরে এই রূপ একটি

নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে যে, তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে যাহারা যে রূপ যোগ্যতা লাভ করিবে, তিনি তাহাদিগকে সেই রূপ অবস্থা প্রদান করিবেন। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত পাঠ করিলে ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। রোগী রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির হইলেও যত ক্ষণ চিকিৎসকের সাধ্য থাকে, তত ক্ষণ ঈশ্বর অপেক্ষা করেন, তাহার অসাধ্য হইলেই তিনি রোগীকে পৃথিবী হইতে অবসর দান করেন।

যে সকল কার্য্য মনুষ্যসমাজের পারত্রিক ও ঐহিক উভয়বিধ কল্যাণ উৎপাদন করে, তৎসমুদায়কে এ স্থলে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য ও তাহার অনুষ্ঠানকে উপাসনার দ্বিতীয় অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। ঈদৃশ প্রিয় কার্য্য সংসাধনের জন্য, এবম্প্রকার উপাসনার জন্য কর্ম্মিষ্ঠতা উপার্জ্জন করিতে হইবে। প্রাণের সহিত পরমেশ্বরে প্রীতি করুন; ধ্যান ও প্রার্থনা দ্বারা সেই প্রীতি ও ধর্ম্মবল বর্দ্ধিত করিতে থাকুন; এবং তাহা হইতে মঙ্গল কার্য্য সকল সমুৎপন্ন হউক। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা যুগপৎ সমুন্নত হউক। নিজের ভোগস্পৃহা খর্ব্ব করিতে হইবে; ইহামুত্রফল ভোগে বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে হইবে; কিন্তু যখন যে লোকে অবস্থান হউক; তাঁহার প্রিয় কার্য্যের প্রতি যেন বিরাগ উৎপন্ন না হয়; প্রত্যুত তাহা অনুরাগ সহকারে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহ লোক বা পর লোক কোন লোকের জন্যই ঔৎসুক্য থাকিবে না; কিন্তু যখন যে লোক আমাদের বাসস্থান হইবে, তাহাই ধর্ম্ম সাধনের ক্ষেত্র বলিয়া আমাদের প্রেমাস্পদ হইবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের অর্থ এই যে, জ্ঞান প্রচার দ্বারা পূর্ব্বতন কুসংস্কার সকল অপসারিত করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে; যাহাতে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও মনুষ্যের প্রতি ন্যায় ও হিতৈষণা উদ্দীপ্ত হয়, তাহার উপদেশ দিতে হইবে; এবং যাহাতে ঈশ্বর প্রীতির উদ্দেশে—সমুদায় মনুষ্য জাতির মঙ্গল উদ্দেশে মহৎ মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সামর্থ্য জন্মে,তদ্বিষয়ে সকলকে প্রস্তুত করিতে হইবে। তবে এক একটি আত্মা মুক্তির পথে—পূর্ণতার অভিমুখে দণ্ডায়মান হইবে। সমুদায় ব্রাহ্মসমাজের উচিত যে, যাহাতে জ্ঞানবান ও ভক্তিমান্ সভ্যগণ কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সকলকে মনোযোগ করিতে অনুরোধ করেন। ঈশ্বর দান করিতে মুক্ত হস্ত; গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হও। কৃষক এক মুষ্টি বীজ নিক্ষেপ করে, ঈশ্বর তাহার পরিশ্রম অনুসারে বহু গুণ ফল প্রদান করেন, কিন্তু সেই এক মুষ্টি যত ক্ষণ না নিক্ষিপ্ত হয়, তত ক্ষণ কিছুই দেন না।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩০৯ সংখ্যক পত্রিকার ৩৪ পৃষ্ঠার পর।

আর্য্যগণ যে সকল ঋক্ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহাদিগের অবস্থা ও বৃত্তান্তের যাহা কিছু ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক ইতিহাসের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে; আর কোন উপকরণ নাই; অতএব আর্য্যধর্ম্মের পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যেরূপ বিস্তৃত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর্য্যধর্ম্মের সে রূপ বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত যে পাইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যেরূপ নানাবিধ বিধি ও নিষেধে জটিল,অনৈসর্গিক ও অনর্থক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ, ও যেরূপ শৃঙ্খলা-যুক্ত পদ্ধতিতে বদ্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে, আর্য্য ধর্ম্মের অবস্থা সে রূপ নহে; মনুষ্য জাতির

প্রথমাবস্থায় যেরূপ হওয়া সম্ভব, তদনুসারে আর্য্যধর্ম্মের ভাব অতি সহজ সামান্য ও কেবল হৃদয়ের সহজ ভাবেরই আবির্ভাব মাত্র ছিল এবং তৎকালের আবশ্যকতা অনুসারে তাহা সামান্য রূপে অনুষ্ঠিত হইত, সে অনুষ্ঠানের অধিক আড়ম্বর ছিল না। আমরা আর্য্যধর্ম্মের ইতিহাস যাহা কিছু সংকলন করিতে পারিয়াছি, তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এই যে, আর্য্যেরা প্রথমে হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরিশেষে জ্ঞানরাজ্যে উত্তীর্ণ হইতেছিলেন---প্রথমে নানাবিধ প্রকৃতির আরাধনা করিতেন, সুতরাং প্রথমে বহু দেবের উপাসক ছিলেন; পরিশেষে সৃষ্টির কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া এক সর্ব্বস্রষ্টার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বহু দেবের উপাসনা হইতে এক ঈশ্বরের আরাধনাতে উপনীত হইতেছিলেন,---এমন সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিস্তারিত হইয়া ভারতবর্ষে ধর্ম্মের আর এক অবস্থা উপস্থিত করিয়া দেয়। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে ক্রমে ক্রমে প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি জড় পদার্থের আরাধনাই সকল জাতির প্রথমাবস্থার ধর্ম্ম; আমাদের আর্য্যগণও যে সেই রূপ জড় পদার্থকে সচেতন বোধে আরাধনা করিতেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কালক্রমে আর্য্য সন্তানগণ ঐ সকল পদার্থের স্বরূপ অবগত হইলেন; কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষগণ যে জড়োপাসনা করিতেন, ইহা বিশ্বাস করিতে না পারিয়া সেই সকল জড় পদার্থের এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা করেন[১]। এবং, যখন এক মাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব সুন্দর রূপে তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন আবার সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন[২]। কিন্তু ইহা বাস্তবিক নহে। উত্তর কালের হিন্দুগণ পূর্ব্ব পুরুষগণকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করাতেই তাঁহাদের বাক্যসকলের এই রূপ সমন্বয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ আর্য্যগণ প্রথমাবস্থায় যথার্থই জড় পদার্থের আরাধনা করিতেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে নিন্দার বিষয় বা অসম্ভ্রমকর নহে। তাঁহারা অতি সহজ লোক ছিলেন এবং সহজ ভাবেই ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। তাঁহারা

১ শাখাদীনামচেতনত্বেপি তদভিমানি দেবতাসত্বাং সম্ভ্রাদ্দেবতাত্বং। অভিমানিব্যপদেশস্তুিতি ব্যাসসূত্রোক্তেঃ (সমুদায় সূত্র এই--অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতাভ্যাং। ২অ, ১পা, ৫সূ)। মৃদব্রবীদাপোঽব্রুবন্নিতি শ্রুতেশ্চ। তস্মাচ্ছাখোখাপয়ঃস্রুক্শূর্পাদীনামপি দেবতাত্বং।

শাখা প্রভৃতি পদার্থ সকল অচেতন হইলেও তদভিমানী দেবতা সকল বিদ্যমান থাকাতে উহাদিগের উপর দেবত্বের আরোপ হইতেছে। ব্যাস সূত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দেবত্ব অচেতন পদার্থে আরোপ করা হয়। এবং শ্রুতিতে আছে; মৃত্তিকা বলিলেন, জল বলিলেন (বাস্তবিক তাহা অভিমানী দেবতাদিগের বাক্য জলাদিতে আরোপ করা হইয়াছে) সেই হেতু শাখা, উখা, জল, স্রুক্ ও শূর্প প্রভৃতি সকলেতেই দেবত্ব আরোপিত হইয়া থাকে। মহীধর।

২ তথাচ মন্ত্র বর্ণঃ। ইন্দ্রং মিত্রং বরুণ মগ্নিমাহু রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।

মন্ত্রেতে আছে। মেধাবীরা এক দেবতাকেই ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, গরুড়, যম ও বায়ু, এই রূপ বহু প্রকার করিয়া বলেন।

বাজসনেয়িনশ্চামনন্তি। তদ্যদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবং এতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষউ হ্যেবসর্ব্বে দেবা ইতি।

বাজসনেয়ীরা বলেন। অতএব ইহাঁকে পূজা কর ইহাঁকে পূজা কর এই রূপ যদি এক এক দেবতার উল্লেখ হয়, তাহা এই এক দেবতারই পূজা, এই একই সকল দেবতা। সায়নাচার্য্য।

ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা অব্যক্ত ঈশ্বরকে আবিষ্কার করিতে না পারিয়া তাঁহার সুব্যক্ত মহিমা সকলকেই ঈশ্বর বোধ করিতেন। অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি প্রভাবশালী বস্তু সকল যে সৃষ্ট পদার্থ, ইহাদের স্রষ্টা যে আর এক জন আছেন, এরূপ বিবেচনা বিজ্ঞান বিষয়ের অপেক্ষাকৃত অধিক আলোচনা না হইলে উৎপন্ন হয় না। সকল দেশের আদিম কালের ইতিহাসই এই রূপ সাক্ষ্য দান করিতেছে। নিম্নে দ্বিতীয় মণ্ডলের একটি ঋক্ প্রদর্শিত হইতেছে, তাহা আলোচনা করিলেই অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে, আর্য্যেরা অতি সহজ ভাবে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থকেই আরাধনা করিতেন।

"হে অগ্নি! হে নরগণের প্রতিপালক! তুমি আকাশ হইতে (বিদ্যুৎ-রূপে) উৎপন্ন হইতেছ, জল হইতে (বড়বানলরূপে) উৎপন্ন হইতেছ, প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হইতেছ, বন হইতে (দাবানলরূপে) উৎপন্ন হইতেছ, এবং ওষধি হইতে উৎপন্ন হইতেছ; তুমি সম্যক্ দীপ্যমান, ও পবিত্র [৩]।"

এই ঋকের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা আর্য্যগণের সরল ভাবের পরিচয় দান না করিতেছে, এমন কোন শব্দ নাই, যাহা দৃশ্য পদার্থ ভিন্ন অদৃশ্য দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, এমন কোন ভাব নাই, যাহাতে তাঁহাদের কোন গূঢ় অভিসন্ধি অনুমিত হইতে পারে। অগ্নি দ্বারা তাঁহাদের কি উপকার হইতেছে, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইবা মাত্র অমনি তাঁহারা অগ্নিকে "নৃণাং নৃপতে" (নরগণের প্রতিপালক) বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাঁহারা যেমন দেখিলেন, আকাশ হইতে বিদ্যুৎ, জল হইতে বড়বানল, বন হইতে দাবানল, প্রস্তর হইতে স্ফুলিঙ্গ ও ওষধিবিশেষ হইতে জ্যোতিঃ বিনির্গত হয় ও তৎসমুদায়ই তাঁহাদের সম্মুখস্থ অগ্নির ন্যায় পদার্থ; সুতরাং তাহারই উল্লেখ করিয়া অগ্নির স্তব করিতে লাগিলেন; তখন কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা তাঁহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

এই রূপ যখন তাঁহারা সূর্য্যকে আরাধনা করিতেন, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান সূর্য্যই তাঁহাদের লক্ষ্য হইত। নিম্ন লিখিত ঋক্টি ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

"দেবগণের মণ্ডলস্বরূপ, মিত্র বরুণ ও অগ্নির চক্ষুঃস্বরূপ এবং চরাচর জগতের আত্মাস্বরূপ সূর্য্য স্বর্গ পৃথিবী ও আকাশ (জ্যোতিঃ দ্বারা) পূর্ণ করিয়া আশ্চর্য্য রূপে উদিত হইতেছেন [৪]।"

যে আর্য্য কবির হৃদয় হইতে এই চমৎকারিণী ও হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা বিনির্গত হইয়াছিল, এই দৃশ্যমান প্রাতঃসূর্য্য ব্যতিরেকে তাঁহার আর কোন লক্ষ্য ছিল না। আর্য্যেরা সমুদায় দীপ্তিমান্ বস্তুকে দেব বলিয়া উল্লেখ করিতেন; দীপ্তিরাশি সূর্য্যকে সেই জন্য "দেবানামনীকং" সমুদায় দীপ্তিমান্ বস্তুর সমষ্টি বলিয়া বর্ণনা করিলেন [৫]। সূর্য্যকে মিত্র বরুণ ও অগ্নির চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করাতে স্পষ্টই বোধ

৩ ত্বমগ্নে দ্যুভি স্ত্বমাশুশুক্ষণি স্ত্বমদ্ভ্য স্ত্বমশ্মনস্পরি। ত্বং বনেভ্য স্ত্বমোষধীভ্য স্ত্বং নৃণাং নৃপতে জায়সে শুচিঃ। ২ম, ১অ, ১সূ, ১ঋ।

৪ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতঃ স্তস্থুষশ্চ। ১ ম, ১৬ অ, ১০ সূ, ১ ঋ।

এই ঋক্টি ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবার সময় সূর্য্যের অভিমুখীন হইয়া উচ্চারণ করেন।

৫ আধুনিক পণ্ডিতেরা এই অর্থের অন্যথা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অন্যান্য দেবতা সকল সূর্য্য মণ্ডলে অবস্থান করেন, এই জন্য সূর্য্যকে দেবগণের অনীক (সমূহ) অর্থাৎ দেব সমূহের আশ্রয় বলা হইতেছে।

হইতেছে, আর্য্যেরা এই সকল দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া জানিতেন। সূর্য্যোদয় হইলেই সমুদায় জগৎ যেন জীবিত হয়, এই জন্য সূর্য্যকে জগতের আত্মা অর্থাৎ প্রাণ বলিয়া উল্লিখিত হইল।

এই রূপ ভুরি ভুরি উদাহরণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে আর্য্যগণ প্রথমাবস্থায় দীপ্তিমান্ বস্তু সকলকেই দেব৬ বলিয়া আরাধনা করিতেন, তাঁহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। বাহুল্য ভয়ে দুইটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

সর্ব্ব শুদ্ধ আর্য্যগণের তেত্রিশটি দেবতা ছিলেন; আর্য্যগণ যজ্ঞকার্য্যে তাঁহাদিগের আরাধনা করিতেন, এই জন্য সেই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা যজ্ঞীয় দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। নিম্ন লিখিত দুইটি ঋক্ দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইতেছে।

"ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা কুশাসনে উপবেশন করুন; আমাদিগকে অবগত হউন ও পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে দান করুন৭।"

"হে শত্রুদমন দেবগণ! তোমরা মনুর ত্রয়স্ত্রিংশৎ যজ্ঞীয় দেবতা; তোমরা এই প্রকারে স্তুত হইয়াছিলে৮।"

বৈবস্বত মনু এই ঋক্ গুলির ঋষি বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। বোধ হয় এই ঋকের মধ্যে মনু শব্দের উল্লেখ দেখিয়া উত্তর কালের আর্য্য সন্তানেরা ইহা মনুর নামে প্রচলিত করিয়াছেন। বৈবস্বত মনু ভিন্ন বেদ স্মৃতি ও পুরাণে আরও অনেকগুলি মনু প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা অসঙ্গত নহে যে, মনু ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্যদিগের সাধারণ নাম মনু। ভট্ট মোক্ষমূলর অনুমান করেন যে, অন্যান্য দেশের আর্য্য জাতির ন্যায় ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাও সাধারণ নামকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নাম মনে করিয়াছিলেন। এ অনুমান অযুক্ত বোধ হয় না। উপরোক্ত ঋকের মধ্যে ত্রেত্রিশটী দেবতাকে মনুর দেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; ইহাই ঐ অনুমানের অনেকাংশে পোষকতা করিতেছে; কেন না ঐ ত্রেত্রিশটি দেবতা যে কোন এক ব্যক্তির দেবতা ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা এক সময়ে মানব জাতির সাধারণ দেবতা ছিলেন, ইহাই অধিক সম্ভাবিত বোধ হয়। সে যাহা হউক, ঐ তেত্রিশটি দেবতাই যে এক সময়ে আর্য্যজাতির সমুদায় দেবতা ছিলেন, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; ইহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ঐ তেত্রিশটি দেবতাকে বিশ্ব দেব (বিশ্বে দেবাঃ) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে৯।

কোন্ কোন্ দেবতা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ বিশ্বদেব বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। বেদের মধ্যে যে যে স্থলে বিশ্ব দেবতার উদ্দেশে ঋক্ সকল সংকলিত আছে, তাহাতে প্রায় একবারে বিশ্ব দেব বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে দেবতাগণের পৃথক্ পৃথক্ নাম অতি অল্প স্থলেই দৃষ্টিগোচর হয়। কোন কোন স্থলে যে প্রত্যেকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহা একত্র সংকলন করিলে ত্রয়স্ত্রিংশৎ সংখ্যা পূর্ণ করা যায় না; বিশেষতঃ এক স্থানের নামের সহিত অন্য স্থানের নামের মিল নাই।

৬ দেবশব্দ দিব্ ধাতু হইতে উৎপন্ন; দিব — দ্যুতি. দ্যুতিমান্ বলিয়া দেব।

৭ যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্। বিদন্নহ দ্বিতাসনন্। ৮ম, ৫অ, ৮সূ, ১ঋ।

৮ ইতি স্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ। মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ। ৮ম, ৫অ, ১০সূ, ২ঋ।

৯ বিশ্ব শব্দে সকল।

পৌরাণিক মতে দশটি মাত্র দেবতা বিশ্ব দেব বলিয়া পরিগণিত হন (বিশ্বে দেবা দশ স্মৃতাঃ) এবং কোন কোন গ্রন্থে তাঁহাদের সমুদায় নামও উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বেদে বিশ্ব দেবের যে সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে, তাহার সহিত যখন পৌরাণিক মতের মিল নাই, তখন আর্য্যগণের অভিপ্রেত বিশ্ব দেবতার নিরূপণ সহজ বোধ হইতেছে না।

এ স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে যে, কোন্ ঋক্ কোন্ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ঋক্ সকলের অর্থ দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়। অধিকাংশ ঋক্ পাঠ মাত্রেই তাহার দেবতা স্থির করা যাইতে পারে; কিন্তু এমন অনেক ঋক্ আছে যে, তাহা কোন্ দেবতাকে মনে করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সহজে স্থির করা যায় না। তন্নিমিত্ত দেবতাবিষয়ক অনুক্রমণী অধ্যয়ন করিতে হয়; কিন্তু যে সময়ে ঋক্ সকল প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার বহু কাল পরে তৎসমুদায় সংহিতাকারে সংকলিত হয়। আবার সংকলনের বহু কাল পরে অনুক্রমণী প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহারা অনুক্রমণী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই পরম্পরাগত কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক ঋকের ঋষি ও দেবতা স্থির করিয়া গিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। এই দীর্ঘ-কাল-প্রবাহিত কিম্বদন্তী যে পুরাতন ইতিহাসকে অবিকল বহন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, নিঃসংশয়ে এ রূপ বলিতে পারা যায় না; প্রত্যুত অধস্তন আর্য্যেরা ঊর্দ্ধতন আর্য্যদিগের অনেক বৃত্তান্ত যে বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং কেবল অনুমান ও কল্পনা করিয়া সেই সেই লুপ্ত অংশ পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, অনুক্রমণিকাতেই ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কোন কোন সূক্ত যে কোন্ ঋষি দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, উপক্রমণিকাকার তাহা স্থির করিতে না পারিয়া "অমুক ঋষি অথবা এই ঋষি অমুক সূক্ত প্রকাশ করিয়াছেন" এই রূপ সংশয় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং কোন কোন মন্ত্রের দেবতা নিরূপণেও এই রূপ সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। অধিক কি, ঊর্দ্ধতন আর্য্যগণ কোন্ কোন্ দেবতাকে কি রূপ নাম প্রদান করিয়াছিলেন, অধস্তন আর্য্যগণ তাহাও অবিকল মনে রাখিতে সমর্থ হন নাই। অশ্বিনযুগল যে বাস্তবিক কে, তাহা উত্তর কালের আর্য্যসন্তানেরা স্থির করিতে পারেন নাই, নানা জনে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন;—"কেহ কেহ বলেন, অশ্বিনদ্বয় দ্যুলোক ও ভূলোক; কেহ কেহ বলেন, দিবা ও রাত্রি; কেহ কেহ বলেন, সূর্য্য ও চন্দ্রমা; এবং ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা কহেন, দুই পুণ্যবান্ রাজা অশ্বিনযুগল বলিয়া অভিহিত হন[১০]। বস্তুতঃ আর্য্যগণ কোন্ কোন্ পদার্থকে কি দেবতা বলিয়া আরাধনা করিতেন, তাহা নিঃসংশয়ে নিরূপণ যেমন কঠিন, সেই রূপ কোন্ তেত্রিশটি দেবতাকে বিশ্ব দেব বলিয়া গিয়াছেন, তাহা স্থির করাও সেই রূপ দুষ্কর। কেবল এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এক সময়ে তেত্রিশটি মাত্র দেবতাকে আর্য্যগণ আরাধনা করিতেন; কাল ক্রমে তাঁহাদের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হয়। মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে, সমুদায় দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ; অধুনা সাধারণের এই রূপ সংস্কার যে, দেবগণের সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি। ঐতিহাসিকদিগের দৃষ্টিতে ইহা একটি বিশেষ অবধানের বিষয় যে, আর্য্যেরা যে ত্রেত্রিশ

১০ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেকে অহোরাত্রাবিত্যেকে সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিত্যেকে রাজানৌ পুণ্যকৃতাবিত্যৈতিহাসিকাঃ। যাস্ককৃত নিরুক্ত ১২, ১।

সংখ্যা কহিয়া গিয়াছেন, তাহাই শতগুণ, সহস্রগুণ ও কোটিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, ত্রেত্রিংশের আর অন্যথা হইতেছে না।

সামবেদি-কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি।

বিবাহ—পাণিগ্রহণ।

১১। তৎপরে, জামাতা যদি ভৃগুগোত্র অথবা ভার্গবপ্রবর হয়েন, তাহা হইলে পাঁচ বার নতুবা চারি বার স্রুব দ্বারা ঘৃত লইয়া, যাহা দ্বারা হোম করিবে সেই পাত্রে রাখিয়া,

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।

এই বলিয়া অগ্নির উপরে উত্তর ভাগে ও

ওঁ সোমায় স্বাহা।

এই বলিয়া দক্ষিণ ভাগে পূর্ব্বাভিমুখী ঘৃত-ধারা প্রদান করিবেক।

১২। পরে ভর্ত্তা বধূর সহিত উত্থিত হইয়া বধূর পশ্চাৎ দিয়া তাহার দক্ষিণ দিকে গমন পূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া দক্ষিণ হস্তে বধূর অঞ্জলিরূপ হস্তযুগল ধরিয়া থাকিবেক। পরে বধূর মাতা, ভ্রাতা অথবা কোন ব্রাহ্মণ পূর্ব্ব স্থাপিত লাজ সকল লইয়া সম্মুখে সপুত্র শিলা রাখিয়া বধূকে বধূর দক্ষিণ পদের অগ্রভাগ দ্বারা শিলাকে আক্রমণ করাইবেন এবং জামাতা পাঠ করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দো অশ্মা দেবতা অশ্মাক্রমণে বিনিযোগঃ।

ওঁ ইম মশ্মান মারোহাশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব। দ্বিষন্তং অপরাধ্যস্ব মা চ ত্বং দ্বিষতা-মধঃ।

'ত্বং' 'ইমং অশ্মানম্ আরোহ অশ্মাইব স্থিরা ভব' 'দ্বিষন্তং শত্রুং 'অপরাধ্যস্ব' পীড়য় 'চ' দ্বিষতাম্ অধঃ মা' ভূরিতিশেষঃ।

তুমি এই প্রস্তরে আরোহণ কর, প্রস্তরতুল্য স্থিরপ্রকৃতি হও; শত্রুকে দমন কর; তুমি শত্রু অপেক্ষা হীন হইও না।

১৩। পরে জামাতা যদি ভৃগুগোত্র বা ভার্গব প্রবর হয়েন, তাহা হইলে দুই বার নতুবা এক বার স্রুব দ্বারা বধূর অঞ্জলিতে ঘৃত প্রদান করিলে তদুপরি বধূর মাতা, ভ্রাতা বা কোন ব্রাহ্মণ লাজ প্রদান করিবেন, এবং ভর্ত্তা পুনরায় তদুপরি স্রুব দ্বারা দুই বার ঘৃত প্রদান করিয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্র পাঠ করিলে বধূ অঞ্জলি ভেদ না করিয়া তগ্নিতে লাজাহুতি দিবেক।

প্রজাপতি ঋষিরুপরিষ্টাজ্জ্যোতিষ্মতী ছন্দোঽগ্নির্দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইয়ং নার্য্যুপব্রূতে অগ্নৌ লাজানু বপন্তী দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ শতং বর্ষাণি জীবত্বেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম স্বাহা।

'ইয়ং নারী অগ্নৌ লাজান্ বপন্তী' সতী 'উপ' মৎ-সমীপে 'ব্রূতে' 'মে পতিঃ দীর্ঘায়ুঃ অস্তু শতং বর্ষাণি জীবতু মম জ্ঞাতয়ঃ এধন্তাং।'

এই নারী অগ্নিতে লাজ নিক্ষেপ করত আমার সমীপে কহিতেছে, "আমার পতি দীর্ঘায়ুঃ হউন, শত বৎসর জীবিত থাকুন; আমার জ্ঞাতিগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন।"

১৪। পরে ভর্ত্তা বধূকে অগ্রে করিয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যা পরিণয়নে বিনিযোগঃ।

ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতি লোকং যতীয়-মপদীক্ষা মযষ্ট কন্যা উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইবাতিগাহেমহি দ্বিষঃ।

'ইয়ং' কন্যাএব 'কন্যলা' 'পিতৃভ্যঃ' পিতৃকুলাৎ 'পতি-লোকং' 'যতী' গচ্ছন্তী 'অপদীক্ষাং' দীক্ষাং বৈবাহিকব্রতং বর্জ্জয়িত্বা 'অযষ্ট' ইষ্টবতী। 'কন্যা' হে 'কন্যে' 'উত' অপিচ 'ত্বয়া' সহিতাঃ বয়ং 'দ্বিষঃ' শত্রূন্ 'ধারাঃ' জলধারাঃ 'উদন্যাঃ' তৃষ্ণাঃ ইব 'অতিগাহেমহি' অতিক্রামেমহি।

এই কন্যা পিতৃকুল হইতে পতি কুলে গমন করত বৈবাহিক ব্রত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। হে কন্যে! যেমন জলধারা তৃষ্ণাকে বিনাশ করে, সেই রূপ তোমার সহিত আমরা শত্রুগণকে অতিক্রম করিব

১৫। জামাতা পুনরায় পূর্ব্ববৎ বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিবেন; পূর্ব্ববৎ বধূর হস্তে লাজ দেওয়া হইবেক, পূর্ব্ববৎ শিলা আক্রমণ করাইবেক, এবং পূর্ব্ববৎ শিলাক্রমণের মন্ত্র পাঠ হইবেক এবং পূর্ব্ববৎ নিয়মে বধূ অগ্নিতে লাজ নিক্ষেপ করি-

বেক এবং জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রুপরিষ্টাদ্বৃহতীচ্ছন্দো-হর্য্যমা দেবতা লাজহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ অর্য্যমনং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং দেবো অর্য্যমা প্রেতো মুঞ্চাতু মামুত।

'কন্যা' পূর্ব্বং 'অর্যমনং অগ্নিং' 'নু' চ 'অযক্ষত' ইষ্টবত্যঃ 'সঃ দেবঃ' অর্য্যমা অগ্নিশ্চ 'ইমাং' 'মাম্' 'উত' অপি 'ইতঃ প্রমুঞ্চাতু' মোচযতু।

কন্যাগণ অর্য্যমা ও অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহাঁকে ও আমাকে পিতৃকুল হইতে মোচন করুন।

১৬। জামাতা পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রদক্ষিণের মন্ত্র পাঠ করিবেন এবং পূর্ব্ববৎ অঞ্জলি গ্রহণ প্রভৃতি সমুদায় করিলে বধূ লাজ হোম করিবেক ও জামাতা নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি রুপরিষ্টাদ্বৃহতীচ্ছন্দঃ পূষা দেবতা লাজ হোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ পূষণং নু দেবং কন্যা অগ্নিমযক্ষত স ইমাং পূষা প্রেতো মুঞ্চাতু মা মুত।

'পূষণং' এতন্নামকং 'দেবং' অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

কন্যাগণ পূষা ও অগ্নি দেবতাকে পূজা করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাঁকে ও আমাকে পিতৃকুল হইতে মোচন করুন।

১৭। পতি পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রদক্ষিণাদি সমুদায় করিয়া, ভৃগুগোত্র বা ভার্গবপ্রবর হইলে দুই বার নতুবা এক বার শূর্পের উত্তরার্দ্ধে স্রুব দ্বারা ঘৃত প্রদান করিয়া অবশিষ্ট লাজ তাহাতে রাখিয়া তদুপরি স্রুব দ্বারা দুই বার ঘৃত দিয়া,

ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা।

এই বলিয়া সূর্প দ্বারা আহুতি প্রদান করিবেক।

নূতন পুস্তক।

১ মানব কাব্য, শ্রী চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত, বর্দ্ধমান অর্য্যমা যন্ত্রে মুদ্রিত। অনুষ্ঠান (উপক্রমণিকা) আকৃতি, জীবন ও আত্মা এই পুস্তক খানির বিষয়। ইহার আদ্যোপান্ত পদ্যে বিরচিত। ইহার প্রতি প্রবন্ধ পাঠ মাত্রেই প্রতীয়মান হয় যে, গভীর চিন্তাশক্তি এই পদ্যময় গ্রন্থখানি প্রসব করিয়াছে। আমরা এইরূপ গ্রন্থই সর্ব্বত্র প্রচারিত দেখিতে অভিলাষ করি। মনুষ্য যে ক্ষুদ্র জীব নহে, যথার্থই ঈশ্বরের পুত্র, কেবল আত্মবিস্মৃত হইয়া শোক দুঃখে মুহ্যমান হইতেছে, এইটি সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক।

২ বিশ্বশোভা, হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা ও হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস রচয়িত্রী শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী দেবী কর্ত্তৃক প্রণীত, কলিকাতা গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানি গদ্য ও পদ্যে বিরচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কেবল যে রচয়িত্রীর ঈশ্বরভক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা নহে, তিনি যে অনেক বিষয়ে বিলক্ষণ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাহারও বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি নিরাপদে থাকিয়া হিন্দুরমণীদিগের মানসিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে থাকুন।

৩ গীতমালা, শ্রীবিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, বহরমপুর ধনসিন্ধু যন্ত্রে মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানিতে নানাবিধ সুরে যোগে কতকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত রচিত হইয়াছে, পাঠ করিলেই বোধ হয়, গানগুলি কষ্ট কল্পনা করিয়া রচিত হয় নাই, ইহার শব্দ বিন্যাসেও কৃত্রিম পারিপাট্য অবলম্বিত হয় নাই, যেন হৃদয় হইতে সহজে বিনির্গত হইয়াছে। পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম।

৪ পদ্যমঞ্জরী, উক্ত গীতমালার রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ই ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। বহরমপুর বালিকা বিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে শিখাইবার নিমিত্ত গ্রন্থকার মধ্যে মধ্যে যে সকল পদ্য রচনা করিয়াছিলেন, সেই গুলি একত্র গ্রথিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের মুখ হইতে এই পদ্যের অধিকাংশই আমরা শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি, তদবধি আমাদেরও এই ইচ্ছা ছিল যে, এই পদ্য গুলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়া সমুদায় বালিকা বিদ্যালয়ে প্রচলিত হয়। ইহাতে বালিকাদিগের উপযোগী অতি সহজ ভাষা ও সহজ ভাবে নীতিবিষয়ক উপদেশ সকল গ্রথিত হইয়াছে; তাহা এরূপ কৌশলে রচিত হইয়াছে যে, বালিকারা পাঠকালে প্রীতি ও নীতি শিক্ষা সহজে লাভ করিতে পারে। আমরা বঙ্গ দেশীয় সমুদায় বালিকাবিদ্যালয়ে ইহা প্রচলিত করিতে অনুরোধ করি।

PRECEPTS OF CONFUSCIOUS.

I

Endeavour to imitate the wise and never discourage thyself, how laborious soever it may be. If thou canst arrive at thine end, the pleasure you will enjoy will recompense all thy pains.

II

Always remember that thou art a Man and that it is in thy power to break the bands which join thee to thine offence and to subdue the obsta- hich binder thee from walking in the Paths of Virtue. But if happening to forget what thou art thou chancest to fall be not discouraged; remember that thou mayst rise again.

III

Take heed that thy promises be just, to having once promised it is not lawful to retract; we ought always to keep our promise.

IV

When thou dost homage to any one, see that thy submissions be proportioned to the homage thou owest him. There is stupidity and pride in doing too little, but in overacting it there is objection and hypocrisy.

Labour to purify thy thoughts; If thy thoughts are not ill, neither will thy actions be so.

VI

The wise man has an infinity of pleasures: for Virtue has its delights in the midst of the severities that attend it.

VII

Labour but slight not meditation, meditate but slight not labour.

VIII

It is the Wise man only who is always pleased: Virtue renders his spirit quiet; Nothing troubles him, nothing disquiets him, because he practices not virtue for a Reward. The practice of virtue is the sole recompense he expects.

IX

It is only the good men who can make a right choice.

X

Riches and honours are good: the desire of possesing them is natural to all men: But if these good things agree not with virtue, the wise man ought to contemn and generously torenounce them. On the Contrary poverty and ignominy are evils. Man naturally avoids them. If these evils attack the wise man it is lawful for him to rid himself of them, but it is not lawful to do it by a crime.

XI

It is not credible that he who uses his utmost endeavour to acquire virtue, should not obtain it at last. I never saw the man that wanted strength for that purpose

XII

The good man employs himself only with his virtue, the wicked only with his riches.

XIII

Do unto another as thou wouldst be dealt with thyself.

XIV

The wise man has no sooner cast his eyes upon a good man but he endeavours to imitate his virtues.

XV

The truly wise man speaks little, he is little eloquent. I see not that eloquence can be of very great use to him.

XVI

The way that leads to virtue is long, but it is thy duty to finish this long race. Allege not for thy excuse that thou hast not strength enough; that difficulties discourage thee, and that thou shalt be at last forced to stop in the midst of the course. Thou knowest nothing, begin to run. It is a sign thou hast not as yet begun, thou shouldst not use this language.

XVII

It is not enough to know Virtue, it is necessary to love it, but it is not sufficient to love it, it is necessary to possess it.

XVIII

He that persecutes a good man makes war against heaven: Heaven created Virtue and protects it: he that persecutes it persecutes Heaven.

XIX

Eschew Vanity and pride. Although thou hadst all the prudence and ability of the ancient, if thou hast not humility thou hast nothing; thou art even the man of the world that deserves to be contemned.

XX

Learn what thou knowest already, as if thou hadst never learned it: Things are never so well known but that we may forgot them.

XXI

The wise man blushes at his faults, but is not ashamed to amend them.

XXII

To conquer thyself is only to do what is agreeable to Reason.

XXIII

Acknowledge thy Benefits by the return of other Benefits. But never revenge injuries.

XXIV

In what part of the world soever thou art forced to spend thy life, Correspond with the wisest, associate with the best men.

XXV

To sin and not to repent, is properly to sin.

XXVI

The wise man is taken up with other cares than with the continual cares of his nourishment. The best cultivated Earth frustrates the hopes of the labourer when the seasons are irregular: All the rules of husbandry could not seçure him from death in the time of a hard famine, but virtue is never fruitless

XXVII

There are divers paths that lead to virtue, the wise man ought not to ignore them.

XXVIII

There is nothing more ridiculious than to complain of others' defects when we have the very same.

XXIX

He that applies himself to virtue has three enemies to conflict, which he must subdue. Incontinence when he is as yet on the vigour of his age and the bloods boils in his veins; Contests and disputes when he is arrived at a mature age and covetousness when he is old.

XXX

Heaven speaks but what language does it use? Its motion is its language, it reduces the seasons to their time, it agitates nature, it makes it produce. This silence is Eloquent.

XXXI

He that is arrived at the fortieth year of his age and who has hitherto been a slave to some criminal habit, is not in a condition to subdue it. I hold his malady incurable he will persevere in his crime until death.

XXXII

The men of the first ages applied themselves to learning and knowledge only for themselves that is to say to become virtuous. This was all the praise they expected from their labours. But men at present do only seek praise, they study only out of vanity and to pass for learned in the esteem of men.

XXXIII

The wise man seeks the cause of his defects in himself; but the fool avoiding himself, seeks it in all others besides himself.

আদি ব্রাহ্ম-সমাজের

১৭৯০ শকের বৈশাখ অবধি চৈত্র পর্য্যন্ত

আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১৭৯১
পুস্তকালয়	৪৭৬৸৴ ১৫
যন্ত্রালয়	১৪৬৬৸৶ ৫
ডাক মাসুল	১৯২। ১০
দান প্রাপ্ত	৪১৫(৫
অনিরূপিত	৫৸৵ ১৫
গচ্ছিত	৫১৩।৵১০
	৪৮৬১।৶

ব্যয়

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১২২৬॥ ১৫
পুস্তকালয়	৭৯৭।৵৫
যন্ত্রালয়	৮১১। ১০
ডাক মাসুল	২৪২॥ ১০
মাসিক বেতন	৭৯৮॥
গৃহ সংস্কার	১০০
আলোকের ব্যয়	১০৯।৴১৫
অনিরূপিত ..	১৮৯॥ ৫
কাগজ পত্রাদি ক্রয় ..	৩১ ৴০
সংগীতাদি মুদ্রাঙ্কন ..	৭৭।৵১০
গচ্ছিত ..	৫১১(১০
	৪৮৯৪॥৵ ০

আয়	৪৮৬১।৶ ০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	১০৫।৶ ০
	৪৯৬৬৸৵ ০
ব্যয়	৪৮৯৪॥৵ ০
স্থিত	৭২।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন

আগামী ৪ শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক মহাশয়দিগের মধ্যে যাঁহারদিগের উক্ত পত্রিকার মূল্য ও মাশুল নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রিম মূল্য ও মাশুল পাঠাইয়া দিবেন।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বাদশ মাসের মূল্য অনাদায় রহিয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই মাসের মধ্যে মূল্য পাঠাইবেন।

শব্দকল্পদ্রুম অভিধান বিক্রয়।

সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কৃত, আট কাণ্ডে বিভক্ত, উৎকৃষ্ট রূপে সোনা দিয়া নূতন বাঁধান, তাহার মধ্যে চারি খানি পুস্তকে কয়েকটী পত্র খণ্ডিত আছে, মূল্য ১৫০ টাকা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পুস্তক বিক্রয়।

শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য, আনন্দগিরিটীকা, শ্রীধর-স্বামি কৃত টীকা ও বাঙ্গলা অনুবাদ সহিত একত্র বাঁধান, মূল্য ৭ টাকা।

তত্ত্ববিদ্যা চতুর্থ খণ্ড বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজে তত্ত্ব করিলেই পাইতে পারিবেন। বিদেশে পাঠাইতে হইলে ৴০ ডাক মাশুল লাগিবে।

উহার ১।২।৩ খণ্ড একত্র বাঁধান আছে, মূল্য দেড় টাকা ডাক মাশুল ৶০ আনা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৬। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ১ শ্রাবণ; বৃহস্পতিবার

সপ্তম কল্প
তৃতীয় ভাগ
৩১২ সংখ্যা। ভাদ্র ১৭৯১ শক। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪০

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

ঋজ্রাশ্বাদযো ঋষযঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৫৯
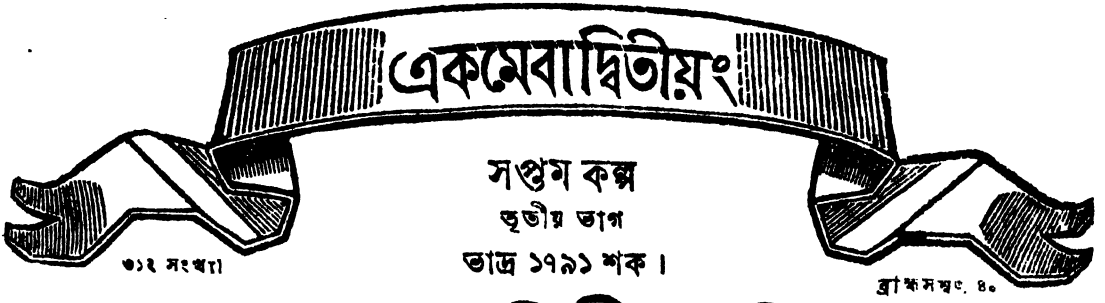
১১। সজামিভির্যৎ সমজাতি মীঢেঽজামিভির্বা। পুরুহূত এবৈঃ। অপাং তোকস্য তনযস্য জেষে মরুত্বান্নোভবত্বিন্দ্র ঊতী।

১১। 'পুরুহূতঃ' বহুভির্যজমানৈরাহূতঃ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'মীঢে' সংগ্রামে, মীঢমিতি ধননাম, তদ্ধেতুত্বাৎ সংগ্রামোপি মীঢশব্দেনোচ্যতে, 'জামিভিঃ' বন্ধুভিঃ 'অজামিভির্ব্বা' বান্ধবরহিতৈর্ব্বা 'এবৈঃ' যুদ্ধার্থং মরুদ্ভিঃ সহ 'যৎ' 'সমজাতি' সঙ্গচ্ছতে, তেষাং উভযবিধানাং 'অপাং' ইন্দ্রং প্রাপ্নুবতাং পুরুষাণাং 'তোকস্য' পুত্রস্য 'তনযস্য' তৎপুত্রস্য চ 'জেষে' জযপ্রাপ্তযে স ইন্দ্রোভবতি, কিমুবক্তব্যমস্মাকং স্তোতৃণামাং জযোভবতীতি, অন্যৎ সমানং।

১১। বহু যজমান কর্ত্তৃক আহূত সেই ইন্দ্র সবান্ধব বা অবান্ধব উভয় প্রকার মরুদ্গণের সহিত সংগ্রামে সমাগত হয়েন, এবং ঐ রূপ উভয় বিধ পুরুষদিগের পুত্র পৌত্রগণকে জয় প্রদান করেন। সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন।

১১৬০

১২। সবজ্রভৃদ্দস্যুহা ভীম উগ্রঃ সহস্রচেতাঃশতনীথ ঋভ্বা। চম্রীষোন শবসা পাঞ্চজন্যোমরুত্বানোভবত্বিন্দ্র ঊতী।

১২। 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'বজ্রভৃৎ' অনেনার্ত্তিমপকাস্য বজ্রস্য ভর্ত্তা 'দস্যুহা' দস্যূনামুপক্ষপযিতৄণামসুরাণাং হন্তা 'ভীমঃ' সর্ব্বেষাং ভযহেতুঃ 'উগ্রঃ' উদ্গূর্ণতেজাঃ 'সহস্রচেতাঃ' বহুবিধজ্ঞানঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ 'শতনীথঃ' বহুস্তুতির্বহুবিধপ্রাপণোবা 'ঋভ্বা' উরুভাসমানোমহান্ বা 'চম্রীষঃ ন' চম্বাং চমসে রসাত্মনাবস্থিতঃ সোমইব 'শবসা' বলেন 'পাঞ্চজন্যঃ' গন্ধর্ব্বা অপ্সরসো দেবা অসুরা রক্ষাংসি পঞ্চজনাঃ, নিষাদ পঞ্চমাশ্চত্বারোবর্ণাবা, তেষু রক্ষকত্বেন ভবতি, এবম্ভূতঃ সঃ 'মরুত্বান্' 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ঊতী' রক্ষণায 'ভবতু'।

১২। বজ্রধারী, দস্যুহন্তা, ভয়ঙ্কর, তেজস্বী, সর্ব্বজ্ঞ, বহু কর্ত্তৃক স্তুত এবং মহান্ ইন্দ্র চমসস্থিত সোমরসের ন্যায় বল দ্বারা দেব অসুর গন্ধর্ব্ব অপ্সর ও রাক্ষসদিগকে রক্ষা করেন, সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন।

১১৬১

১৩। তস্য বজ্রঃ ক্রন্দতি স্মৎ স্বর্ষা দিবোন ত্বেষোরবথঃ শি-

মীবান্। তং সচন্তে সুনয়স্তং ধনানি মরুত্বান্নোভবত্বিন্দ্র উতী।

১৩। 'তস্য' ইন্দ্রস্য …' কুলিশঃ 'স্বৎ' ভৃশং 'ক্রন্দতি' শত্রূনাক্রন্দ… …ত্যর্থঃ যঃ ইন্দ্রঃ 'স্বর্ণাঃ' শোভনস্যোদকস্য … …দবোন' দিবঃ সম্বন্ধী সূর্য্যইব 'ক্ষেষঃ' দীপ… শব্দস্য গর্জ্জনলক্ষণস্য কর্ত্তা 'শিমীবান্' … …র্মনাম, লোকানুগ্রাহকেন কর্ম্মণা যুক্তঃ, 'ত' … 'সনয়ঃ' ধনস্য …নি 'সচন্তে' সেবন্তে. 'ধনানি' চ সেবন্তে …নঃ 'মরু…ান্' 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অ-ঊতী' রক্ষণায় ভবতু'

১৩। সে… …ন্দ্রের … শত্রুগণকে অতিশয় ক্রন্দন… …রায়, … উৎকৃষ্ট জল দাতা, সূর্য্যের … প্রদীপ্ত, গর্জ্জন বিশিষ্ট, এবং … …াহক হয়েন, ধন ও ধনের …ন তাঁ… সেবা করে, সেই ইন্দ্র আমারদিগে… হউন।

১১৬২

১৪। যস্যাজস্রং শবসা মানমুক্থং পরিভুজদ্রোদসী বিশ্বতঃ সীং। সপারিষৎ ক্রতুভির্ম্মন্দসানো মরুত্বানোভবত্বিন্দ্র-উতী।

১৪। 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'উক্থং' …নাং 'শব… …লেন 'মানং' সর্ব্বেষাং পরিচ্ছেদকং, …তাং বলস্যো…মানভূ…ং বা 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যো 'বিশ্বতঃ সীং' 'অজস্রং' …নবরতং 'পরিভুজৎ' পরিতঃ সর্ব্বাতোভুনক্তি পালয়তি, 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'ক্রতুভিঃ' অস্মাভিঃ কৃতৈর্যাগৈঃ 'মন্দসানঃ' মোদমানঃ সন্'পারিষৎ' অস্মান্ দুরিতাৎ পারয়তু। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ

১৪। যে ইন্দ্রের উক্থশস্ত্র বল দ্বারা সকলের পরিচ্ছেদক হয় এবং স্বর্গ ও পৃথিবীকে সর্ব্ব প্রকারে অবিচ্ছেদে পালন করে, সেই ইন্দ্র যজ্ঞ দ্বারা আমোদিত হইয়া পাপ হইতে আমারদিগকে উদ্ধার করুন, এবং আমারদিগের রক্ষক হউন।

১১৬৩

১৫। নযস্য দেবা দেবতা নমর্ত্তা আপশ্চন শবসো অন্তমাপুঃ। স প্ররিক্বা ত্বক্ষসা ক্ষ্মো দিবশ্চ মরুত্বানো ভবত্বিন্দ্র উতী। ১। ৭। ১০।

১৫। 'দেবতা' দেবস্য দানাদিগুণযুক্তস্য 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'শবসঃ' বলস্য 'অন্তং' অবসানং 'দেবাঃ' বস্বাদ্যাঃ দেবগণাঃ 'ন আপুঃ' নানশিরে, তথা 'মর্ত্তাঃ' মনুষ্যাঃ 'আপশ্চ ন' আপোপি ন প্রাপুঃ 'সঃ' তাদৃশঃ ইন্দ্রঃ 'ত্বক্ষসা' শত্রূণাং তনূকর্ত্রা আত্মীযেন বলেন 'ক্ষ্মঃ' পৃথিব্যাঃ 'দিবশ্চ' স্বর্গস্য চ 'প্ররিক্বা' প্রকর্ষেণ রেচকোভবতি, লোকদ্বয়াদপ্যস্য বলমতিরিচ্যত ইত্যর্থঃ। 'মরুত্বান্' সঃ 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'ঊতী' রক্ষণায 'ভবতু'। ১। ৭। ১০।

১৫। দেবতারা যে ইন্দ্রের বলের অন্ত পান না, এবং মনুষ্য ও জল সকলও যে ইন্দ্রের বলের অন্ত পান না, তিনি শত্রুক্ষয় কর বল দ্বারা পৃথিবী ও স্বর্গ অপেক্ষা অতিরিক্ত হয়েন। সেই ইন্দ্র আমারদিগের রক্ষক হউন। ১। ৭। ১০।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

৯

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধোভবেৎ পুমান্। যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্গৃহম্। ১

'যাবৎ' 'পুমান্' পুরুষঃ 'জাযাং' 'ন' বিন্দতে' ন লভতে 'তাবৎ' 'অর্দ্ধঃ' অসর্ব্বঃ'ভবেৎ' ভবতি। 'যৎ' গৃহং 'বালৈঃ' বালকৈঃ গৃহাভরণভূতৈঃ 'ন' 'পরিবৃতং' ন সুসজ্জীকৃতং 'তৎগৃহং' 'শ্মশানং ইব'। ১

পুরুষ যাবৎ স্ত্রী গ্রহণ না করেন, তাবৎ তিনি অর্দ্ধেক থাকেন। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হয়, সে গৃহ শ্মশানসমান। ১

প্রজাকাম পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার শুভ সংকল্প লক্ষ্য করিয়া পবিত্র বিবাহ বন্ধনে পরস্পর সম্মিলিত হইবেক; তাহা তাঁহার অনভিপ্রেত বিবেচনা করিবেক না। বালক বালিকা পিতা মাতার হৃদয়ের আনন্দ ও গৃহের ভূষণ—বিবাহবন্ধনের এই পবিত্র পুরস্কার। ১

১০

পূজার্হাগৃহং

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি ক-শ্চন । ২

'প্রজনার্থং' অপত্যোৎপাদনার্থং এতাঃ স্ত্রিয়ঃ 'মহাভাগাঃ' বহুকল্যাণভাজনভূতাঃ 'পূজার্হাঃ' সম্মানার্হাঃ 'গৃহদীপ্তয়ঃ' গৃহশোভাকারিণ্যঃ। 'স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়ঃ চ গেহেষু' তুল্যরূপাঃ 'ন' অনয়োঃ 'বিশেষঃ অস্তি' 'কশ্চন' কশ্চিদপি। যথা নিঃশ্রীকং গৃহং ন শোভতে এবং নিঃস্ত্রীকং ইতি। ২

সন্তান উৎপত্তির নিমিত্তে স্ত্রী সকল বহু কল্যাণ-পাত্রী এবং আদরণীয়া; ইহাঁরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী স্বরূপা; স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। ২

স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই পরম পিতা পরমেশ্বরের তুল্য রূপ স্নেহ ও আশীর্ব্বাদের পাত্র। কিন্তু সংসারে আসিয়া যাঁহাকে যেরূপ কার্য্যভার বহন করিতে হইবে, সর্ব্বদর্শী ও মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর তাঁহাকে তদনুযায়ী শরীর ও মন, জ্ঞান ও ভাব, ধর্ম্ম ও ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রীরা গর্ভধারণ, শিশুদিগকে পোষণ ও প্রতিপালন করিবেন, এই জন্য সেই অখিল-মাতা পরমেশ্বর আপনার সুকোমল মাতৃভাবে তাঁহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়া গৃহের শ্রীস্বরূপা করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতি যত্ন, সমাদর ও সন্তোষ প্রদর্শন করিবেক। ২

১১

সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং সুবৃত্তামুদ্বহেন্নরঃ। ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে। ৩

'সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণাং' 'সুবৃত্তাং' সুশীলাং কন্যাং 'নরঃ' 'উদ্বহেৎ' পরিণয়েৎ। 'সা' 'চ' 'কন্যা' 'ক্রয়ক্রীতা' ক্রয়েণ মূল্যেন ক্রীতেতি 'সা 'পত্নী' 'ন বিধীয়তে'। ৩

পুরুষ সর্ব্বাবয়ব-সম্পূর্ণা এবং সুশীলা স্ত্রীর সহিত বিবাহ করিবেক। যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয়, সে বিধি-সম্মত পত্নী নহে। ৩

সর্ব্বাবয়বসম্পন্না ও সাধুশীলা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। রুগ্না বা অঙ্গহীনা অথবা দুশ্চরিত্রার পাণিগ্রহণ করিবেক না। যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ চিররুগ্ন অথবা বিকলাঙ্গ, তাঁহারা সেই মঙ্গল সংকল্প প্রজাপতির প্রজা বর্দ্ধনে আপনাদিগকে অনধিকারী বিবেচনা করিবেন এবং তাঁহার অন্যান্য সহস্র প্রকার প্রিয় কার্য্য আছে, তাহার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন; অসংযত হইয়া সংসারে রোগ ও শোক বিস্তার করিবেন না। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে কেহ চারিত্রহীন হইলে অশেষ অমঙ্গল উৎপন্ন হয়; অতএব পরস্পর পরস্পরের সুশীলতা অবগত হইয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবেক। পুরুষ মূল্য দ্বারা পত্নী ক্রয় করিবেন না, তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। ৩

১২

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারোভবেদামরণান্তিকঃ। এষধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ। ৪

ভার্য্যাপত্যোঃ 'অন্যোন্যস্য' পরস্পরস্য 'আমরণান্তিকঃ' মরণান্তং যাবৎ তাবৎ ধর্ম্মার্থকামেষু 'অব্যভিচারঃ' 'ভবেৎ'। 'এষঃ' 'স্ত্রীপুংসয়োঃ' 'পরঃ' প্রকৃষ্টঃ 'ধর্ম্মঃ' 'সমাসেন' সংক্ষেপেণ 'জ্ঞেয়ঃ'। ৪

স্ত্রী ও পুরুষ মরণান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর কাহারও প্রতি কেহ ব্যভিচার করিবেক না; সংক্ষেপেতে তাঁহাদের এই পরম ধর্ম্ম জানিবে। ৪

পতি ও পত্নী কি ধর্ম্মে, কি সাংসারিক কার্য্যে কি ভোগে পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না। পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবেন, সহকর্ম্মিণী হইবেন ও সহভোগিনী হইবেন। ধর্ম্ম কার্য্যে পরস্পর পৃথক হওয়াকে ধর্ম্মবিষয়ক ব্যভিচার কহে; ইহা স্ত্রী পুরুষের আধ্যাত্মিক প্রেমে বিঘ্ন উৎপাদন করে। সাংসারিক কার্য্যে পরস্পর ভিন্ন হওয়াকে অর্থবিষয়ক ব্যভিচার কহে: তাহা দ্বারা সংসারে অনেক অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। যদি পতি অন্য স্ত্রীতে ও পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা ভোগ বিষয়ে ব্যভিচারী হইলেন; ভোগ বিষয়ক ব্যভিচারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মন্দ; কেননা ইহা হইতে পাপ ও অপবিত্রতা উৎপন্ন হইয়া ব্যভিচারীকে ধর্ম্ম হইতে পতিত করিয়া রাখে। যদি পুরুষ

অন্য স্ত্রীকে ও স্ত্রী অন্য পুরুষকে আসক্তচিত্তে দর্শন বা ধ্যান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মানসিক ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলেন। অতএব স্ত্রী ও পুরুষের প্রতি সংক্ষিপ্ত উপদেশ এই যে, ধর্ম্মার্থ কাম বিষয়ে তাঁহারা পরস্পরকে অতিক্রম করিবেন না; কায়মনোবাক্যে দাম্পত্যসম্বন্ধ প্রতিপালন করিবেন। ৪

১৩

তথা নিত্যং যতেযাতাং স্ত্রীপুংসৌ তু কৃতক্রিয়ৌ। যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তাবিতরেতরম্। ৫

'স্ত্রীপুংসৌ' স্ত্রী চ পুমাংশ্চ তৌ 'তু' 'কৃতক্রিয়ৌ' কৃতবিবাহৌ 'তথা' 'নিত্যং' সর্ব্বদা 'যতেযাতাং' যত্নং কুর্য্যাতাং 'যথা' ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে 'বিযুক্তৌ' বিচ্ছিন্নৌ সন্তৌ 'তৌ' 'ইতরেতরং' পরস্পরং ন অভিচরেতাং' ন ব্যভিচরেতাম্। ৫

স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া যাহাতে কেহ কাহারও প্রতি ব্যভিচার না করেন, এমত যত্ন তাঁহারা সর্ব্বদা করিবেন। ৫

পতি ও পত্নী উভয়েই ব্যভিচার হইতে আপনাদিগকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। পরমেশ্বর কি শুভ অভিপ্রায়ে পরস্পরকে কি রূপ গুরুতর সম্বন্ধে সম্মিলিত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা অন্তরে জাগরূক রাখিবেন। স্ত্রী পুরুষের বিশুদ্ধ প্রেম ঈশ্বরের প্রিয় ও সমুদায় জগতের প্রিয়, এবং দম্পতীর কল্যাণকর, বংশের কল্যাণকর ও সমুদায় সংসারের কল্যাণকর; পরস্পর যত্নবান্ হইয়া তাহা পরিবর্দ্ধিত করিবেন; মনে মনেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। উভয়ের হৃদয় এক হইবে, উভয়ের লক্ষ্য এক হইবে, উভয়ের সুখ দুঃখ এক হইবে এবং উভয়ে আপনাদিগকে সর্ব্বাধিপতি পরমেশ্বরের সম্মিলিত দাস-দাসী বিবেচনা করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আজ্ঞা পালনে চিরব্রতী থাকিবেন। ইন্দ্রিয়সুখ ক্ষুদ্র বোধ করিবেন, সামান্য আলাপ পরিত্যাগ করিবেন; যাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাহার আলোচনা করিবেন। কার্য্যবশতঃ কখন পরস্পর বিযুক্ত হইলে যত্ন পূর্ব্বক এই পবিত্র দাম্পত্য ব্রত প্রতিপালন করিবেন। ৫

১৪

সন্তুষ্টোভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং। ৬

'যস্মিন্ এব কুলে' 'নিত্যং' 'ভর্ত্তা' 'ভার্য্যয়া' 'সন্তুষ্টঃ' 'তথা এব' 'ভার্য্যা' 'চ' 'ভর্ত্রা' সন্তুষ্টা 'তত্র' 'ধ্রুবং' নিশ্চিতং 'বৈ' অবধারণে 'কল্যাণং' শ্রেয়ঃ ভবতি। ৬

যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারে নিশ্চিত কল্যাণ। ৬

ভর্ত্তা ও ভার্য্যা পরস্পরকে সম্প্রীত ও সন্তুষ্ট রাখিতে ও পরস্পরের উপরে প্রীতি ও প্রসন্ন থাকিতে যত্নশীল হইবেন। যাহাতে পরস্পরের আলাপ ও আচরণ পরস্পরের বিরক্তি-জনক না হয়, তাহার নিমিত্ত চেষ্টাবান্ থাকিবেন। কেহ কাহারও প্রতি উগ্রতা প্রদর্শন করিবেন না, কেহ কাহাকে হীন বোধ করিবেন না, কেহ কাহাকেও অবিশ্বাস করিবেন না। পরস্পর প্রিয়াচরণ করিবেন, পরস্পর হিতানুষ্ঠান করিবেন, পরস্পর ক্ষমাশীল হইবেন। উভয়ে মিলিত হইয়া সংসারের হিত চিন্তা ও উন্নতি সাধন করিবেন। একের মাতা পিতাকে উভয়েই মাতা পিতা বলিয়া বোধ করিবেন, একের ভ্রাতা ভগিনীকে উভয়েই ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া বিবেচনা করিবেন, একের সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ্ উভয়েই বিভাগ করিয়া লইবেন; এবং উভয়েই পবিত্রতা, শান্তি, শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম বলের জন্য সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেন। যে পরিবারে এ রূপ দম্পতী থাকেন, তথায় সুখ শান্তি ও কল্যাণ প্রচুর রূপে বর্দ্ধিত হয়। ৬

১৫

সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী। মনোবাক্কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী। ৭

'সা ভার্য্যা' 'যা' 'পতিপ্রাণা' পতিরেবপ্রাণোযস্যাইতি 'সা ভার্য্যা' 'যা' 'প্রজাবতী' সাপত্যা। সা ভার্য্যা যা 'মনোবাক্কর্ম্মভিঃ' 'শুদ্ধা' পবিত্রা সতী 'পতিদেশানুবর্ত্তিনী' পত্যুরাজ্ঞানুসারিণী। ৭

সেই ভার্য্যা যে পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যে সন্তানবতী এবং সেই ভার্য্যা যাহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ, আর যিনি পতির আজ্ঞানুসারিণী। ৭

স্ত্রী স্বামীকে প্রাণ তুল্য দেখিবেন, বংশের প্রতিষ্ঠার্থ সন্তান কামনা করিবেন; চিন্তাতে পবিত্র থাকিবেন, বাক্যেতে ভদ্র হইবেন, বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন; স্বামী যাহা বলিবেন, তাহা প্রীতি ও প্রফুল্লতার সহিত প্রতিপালন করিবেন। ৭

১৬

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া। ৮

'ছায়া ইব অনুগতা' 'স্বচ্ছা' বিশুদ্ধা 'সখী ইব হিতকর্ম্মসু'। 'সদা' 'প্রহৃষ্টয়া' হর্ষযুক্তয়া 'গৃহকার্য্যেষু' 'দক্ষয়া' কুশলয়া স্ত্রিয়া 'ভাব্যং' ভবিতব্যং। ৮

ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিত-কর্ম্ম-সাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহ-কার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন। ৮

স্ত্রী ধর্ম্মার্থভোগ-বিষয়ে স্বামীকে আপনার নেতা করিয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগত হইয়া চলিবেন, তাহাতে স্ত্রীর কোমল-স্বভাব বিপত্তি হইতে রক্ষা পাইবে; অতএব তিনি স্বামীকে আশ্রয়তরু ও আপনাকে আশ্রিত লতা বিবেচনা করিবেন; কিন্তু স্বামীর ভ্রম-প্রমাদে অন্ধ হইয়া থাকিবেন না, কেন না ঈশ্বর তাঁহাকেও যথেষ্ট বিবেচনা-শক্তি দিয়াছেন। অতএব হিতকারিণী সখীর ন্যায় স্বামীকে অহিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবেন ও সৎকর্ম্ম সাধনে সুমন্ত্রণা দিবেন এবং তাঁহার শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিতে যত্নবতী থাকিবেন। স্বয়ং শরীর পরিচ্ছদ ও অন্তঃকরণে নির্ম্মলা হইবেন। প্রফুল্ল হৃদয়ে গৃহ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিবেন এবং তাহাতে সুনিপুণ হইবার জন্য চেষ্টা করিবেন। ৮

১৭

ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপ বিলাপিনী। ন চাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী। ৯

'ন' 'চ' 'কেনচিৎ' সহ 'বিবদেৎ' বিবাদং কুর্য্যাৎ 'অপ্রলাপবিলাপিনী' ন অনর্থকথনশীলা। 'ন চ অতিব্যয়শীলা স্যাৎ' 'ন ধর্ম্মার্থবিরোধিনী' ভবেৎ। ৯

কাহারও সহিত তিনি বিবাদ করিবেন না, অনর্থক বহু ভাষণ করিবেন না, অপরিমিত ব্যয় করিবেন না এবং ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে বিরোধিনী হইবেন না। ৯

যে পরিবারে দ্বেষ, ঈর্ষ্যা ও বিবাদ বিসম্বাদ প্রবিষ্ট হয়, সুখ ও সন্তোষ তথা হইতে পলায়ন করে এবং সে পরিবার শীঘ্রই শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। অতএব গৃহিণী তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন; যাহাতে সমুদায় পরিবারের মধ্যে শান্তি থাকে, তাহার উপায় বিধান করিবেন; সকলের সহিত ন্যায়ানুগত ব্যবহার করিবেন এবং সকলের কল্যাণ কামনা করিবেন। অসার কথা পরিত্যাগ করিয়া মিতভাষিণী হইবেন; যে সকল বাক্যে লজ্জা বা ঘৃণা জন্মে অথবা যাহা দ্বারা অন্যের প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয়, এই ত্রিবিধ অশ্লীল বাক্য পরিত্যাগ করিবেন; সারবৎ মধুর বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবেন। কোন বিষয়ে অনাবশ্যক ব্যয় করিবেন না এবং আবশ্যক ব্যয়ে সংকুচিত হইবেন না। যাহাতে ধর্ম্মের বা সাংসারিক কার্য্যের ব্যাঘাত উৎপন্ন হয়, তাদৃশ আচরণে ও তাদৃশ আমোদ-প্রমোদে আসক্ত হইবেন না। ৯

১৮

পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া। ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখং। ১০

'পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা' পত্যুঃ প্রিয়ে হিতে চ কার্য্যে নিযুক্তা 'স্বাচারা' শোভনাচারা 'সংযতেন্দ্রিয়া' নিয়তেন্দ্রিয়া চ সতী। 'ইহ' জীবন্তী 'কীর্ত্তিং' যশঃ 'অবাপ্নোতি' প্রাপ্নোতি 'প্রেত্য' পরলোকে 'অনুপমং' নিরুপমং 'সুখং' 'চ'। ১০

যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহ লোকে কীর্ত্তি ও পর লোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন। ১০

স্বামীর প্রিয়-কারিণী ও হিত-কারিণী, সদাচারা এবং জিতেন্দ্রিয়া স্ত্রীর প্রতি যেমন মনুষ্যেরা সন্তুষ্ট হন, সেই রূপ সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর প্রসন্ন থাকেন। তিনি ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন এবং তাঁহার কীর্ত্তি পৃথিবীতে অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে সাধু কর্ম্মে উৎসাহ দান করে। ১০

১৯

স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যং এষ ধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ। সদ্বৃত্তচারিণীং পত্নীং ত্যক্ত্বা পততি ধর্ম্মতঃ। ১১

'স্ত্রীভিঃ' সাধ্বীভিঃ 'ভর্ত্তৃবচঃ' পতিবাক্যং 'কার্য্যং' 'এষঃ' 'স্ত্রিয়াঃ' 'পরঃ' প্রকৃষ্টঃ 'ধর্ম্মঃ' 'সদ্বৃত্তচারিণীং' সদাচারশীলাং 'পত্নীং ত্যক্ত্বা' 'ধর্ম্মতঃ' 'পততি' পতিতো-ভবতি। ১১

স্ত্রীরা স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন, ইহা তাঁহাদের পরম ধর্ম্ম। স্বামী সদাচারশীলা পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়েন। ১১

স্ত্রী স্বামীর বাক্য প্রতিপালন করিবেন। স্বামী স্ত্রীর স্বাভাবিক মৃদুতার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহাকে কঠোর অনুরোধ করিবেন না। তাঁহার শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে যত্নবান্ থাকিবেন। সদুপদেশ প্রদান ও সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। প্রীতি ও সমাদরের সহিত প্রতিপালন করিবেন এবং আপনার ধর্ম্ম, অর্থ ও ভোগ বিষয়ে তাঁহাকে সহভাগিনী করিবেন। যিনি সাধ্বী স্ত্রী প্রার্থনা করেন, তিনি স্বয়ং সৎপতি হইতে চেষ্টা করুন। সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হয়; অতএব পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবেন না। ১১

২০

সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা-বিশেষতঃ। দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহে-যুররক্ষিতাঃ। ১২

'সূক্ষ্মেভ্যঃ অপি' স্বল্পেভ্যোঽপি 'প্রসঙ্গেভ্যঃ' দুঃসঙ্গেভ্যঃ 'বিশেষতঃ' বিশেষেণ 'স্ত্রিয়ঃ' 'রক্ষ্যাঃ' রক্ষণীয়াঃ কিং পুনর্ম্মহদ্ভ্যঃ। 'হি' যস্মাৎ 'অরক্ষিতাঃ' সত্যঃ 'দ্বয়োঃ' 'কুলয়োঃ' পিতৃভর্ত্তৃকুলয়োঃ 'শোকং' সন্তাপং 'আবহেয়ুঃ' দাপয়েয়ুঃ। ১২

স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্ট রূপে রক্ষা করিবেক, যে হেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়। ১২

যে স্থানে অভদ্র দর্শন ও অভদ্র শ্রবণে মন অভদ্র হইতে পারে, যে সকল আমোদ-প্রমোদে ধর্ম্ম-ভাব মলিন হইয়া যায়, যেখানে পাপ প্রলোভন মনকে বিচলিত করে, তথায় অবস্থান কর্ত্তব্য নহে। যাহাদিগকে অপবিত্রতা ভাল লাগে ও যাহারা অপবিত্রতাতে মগ্ন হইয়া আছে, তাহাদের সংসর্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য; পাতিব্রত্য ধর্ম্মে যাহাদের অনুরাগ নাই, তাহাদের স্বভাব অতি ভয়ানক; এই সকল দুঃস্থান ও দুঃসঙ্গ হইতে যত্ন পূর্ব্বক স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষা করিবেক। পাপ সংসর্গে পাপের প্রতি আসক্তি জন্মে। ১২

২১

অরক্ষিতাগৃহেরুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ। আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃসুরক্ষিতাঃ। ।১৩।

যা দুঃশীলতয়া নাত্মানং রক্ষন্তি তাঃ 'আপ্তকারিভিঃ' আপ্তাঃ বিশ্বস্তাঃ কারিণঃ আজ্ঞাকারিণঃ আপ্তাশ্চ তে কারিণশ্চেতি আপ্তকারিণস্তৈঃ 'পুরুষৈঃ' 'গৃহে রুদ্ধাঃ' অপি 'অরক্ষিতাঃ' ভবন্তি। 'যাঃ তু' ধর্ম্মজ্ঞতয়া 'আত্মানং' 'আত্মনা' 'রক্ষেয়ুঃ' রক্ষন্তি 'তাঃ' এব 'সুরক্ষিতাঃ' ভবন্তি অতঃ স্ত্রীভ্যোধর্ম্মমুপদিশেদিত্যভিপ্রায়ঃ। ১৩

বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ-মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা। ১৩

অন্তঃকরণেই পাপের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে কার্য্যও পাপময় হইয়া উঠে। অন্তঃকরণ পবিত্র থাকিলেই কার্য্য পবিত্র হয়। অতএব স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া ধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দিবেক; তাহা হইলে তাহাদিগের মন ধর্ম্ম রূপ দুর্গে অবস্থান করিয়া পাপ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেক। যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারাই রক্ষা পান। ১৩

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্য্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা। যবীয়সস্তু যা ভার্য্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা। ১৪

'জ্যেষ্ঠস্য' 'ভ্রাতুঃ' 'যা ভার্য্যা' 'সা' 'অনুজস্য' ভ্রাতুঃ 'গুরুপত্নী' ভবতি। 'যবীয়সঃ' কনিষ্ঠস্য ভ্রাতুঃ 'তু যা ভার্য্যা' 'সা' 'জ্যেষ্ঠস্য' 'স্নুষা' পুত্রবধূরিব মুনিভিঃ 'স্মৃতা'। ১৪

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কনিষ্ঠ ভ্রাতার গুরুপত্নী স্বরূপ, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রবধূ স্বরূপ; ইহা মুনিরা কহিয়াছেন। ১৪

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যেমন পিতৃ-তুল্য দেখিবেক, সেই রূপ তাঁহার ভার্য্যার প্রতি মাতৃ-সমুচিত সম্মান করিবেক; এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যেমন পুত্র সদৃশ দেখিবেক, সেই রূপ তাঁহার পত্নীর প্রতি পুত্র-বধূ-সমুচিত স্নেহ করিবেক। যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ, তাঁহার ভার্য্যাকে তদনুরূপ সদ্ভাব প্রদর্শন করিবেক। ১৪

শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা এবং বলিয়া ভাল বাসার নাম ভক্তি। যে কোন ধর্ম্ম হউক, সমুদায়ের অবলম্বন শ্রদ্ধা ও ভক্তি। শ্রদ্ধা ও ভক্তি ধর্ম্মরূপ মহোচ্চ প্রাসাদের পত্তনভূমি ও উপাদান; এই দুইটি ব্যতীত প্রকাণ্ড ধর্ম্মরাজ্য সমূলে উন্মূলিত হয়। যে ঈশ্বর সমুদায় ইন্দ্রিয়ের অতীত, শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ আমারদের সন্নিহিত করিয়া দেয়। যে ধর্ম্ম-সাধন অতি কঠোর ও দুঃসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি উদ্দীপ্ত হইলে তাহা নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অতি সহজ হইয়া আইসে। ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরিবর্দ্ধিত কর, এখনই নব জীবন প্রাপ্ত হইবে এবং এই নরলোকে থাকিয়াই দেবত্ব পদ অধিকার করিতে পারিবে।

যে কোন জাতির ধর্ম্ম-প্রণালী অনুসন্ধান কর, তাহা সত্যই হউক, আর অসত্যই হউক, অবশ্যই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে শ্রদ্ধা আবদ্ধ হইয়া আছে দৃষ্টি গোচর হইবে। ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম্ম এই তিনটি শ্রদ্ধার প্রথম বিষয়, এই তিনটির অস্তিত্বই শ্রদ্ধার প্রথম বিষয়। আমারদের উপরে ঈশ্বর ন, আমরা অমর এবং ঈশ্বরোদ্দেশে আমাদের কর্ত্তব্য সকল নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রথমে এই তিনটি লইয়া মনুষ্যের শ্রদ্ধা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পত্তন ভূমি নির্ম্মাণ করে, তৎপরে ইহার আনুষঙ্গিক নানা বিষয়ে আপনার অধিকার বিস্তার করিতে থাকে।

কিন্তু সেই সকলের দোষ গুণ বিচার করা শ্রদ্ধার অধিকার নহে। ঈশ্বর কি রূপ, পরলোকের কি অবস্থা, ধর্ম্ম কি প্রকার, শ্রদ্ধা তাহা বিচার করিতে সমর্থ নহে। তুমি তাহাকে বুঝাইয়া দাও, ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদ বিশিষ্ট, মনুষ্যের ন্যায় ক্ষুধা তৃষ্ণা বিশিষ্ট, এবং মনুষ্যের ন্যায় ক্রোধ ও সন্তোষের অধীন; তুমি তাহাকে বুঝাইয়া দাও, স্বর্গ সুরা অং প্রভৃতি নানাবিধ সুখ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ এবং নরক এক প্রকাণ্ড কুণ্ড, তাহাতে দিবা রাত্রি অগ্নি জ্বলিতেছে ও দুর্দ্দান্ত যম-কিঙ্করগণ লৌহ দণ্ড হস্তে লইয়া পাপীদিগকে প্রহার করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতেছে; তুমি তাহাকে বুঝাইয়া দাও, পশু পক্ষী প্রভৃতি রাশীকৃত জীব জন্তু সকল বলিদান করিলেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন; শ্রদ্ধা এই সকল মতই গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। এই বলিলেই শ্রদ্ধার সমুদায় প্রকৃতি ব্যক্ত করা হইবে যে, সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, যে কোন মত জ্ঞানের অনুমোদিত হইবে, তাহাতেই শ্রদ্ধা তৃপ্তি লাভ করিবে।

ভক্তি শ্রদ্ধার অনুগামিনী; শ্রদ্ধা যাহাকে পরিত্যাগ করে, ভক্তি তাহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করে না; এবং শ্রদ্ধা যাঁহাকে গ্রহণ করে, ভক্তি তাঁহাকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকে। সম্মুখস্থিত এই প্রস্তর খানি জগতের স্রষ্টা ও পাতা এবং মনুষ্যের সুখসৌভাগ্যের বিধাতা, এই ভাবিয়া শ্রদ্ধা যদি প্রতারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিও প্রতারিত হইবে। যদি একটি পুত্তলিকাকে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আমাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করিতে পারে, ভক্তি সেই পুত্তলিকাকেই সেবা করিতে থাকিবে। বস্তুতঃ ঈশ্বরই হউন, আর অনীশ্বরই হউন, যাহা কিছু ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে, মনুষ্য তাহাকেই ভক্তি করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে।

এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বরের সন্নিহিত হইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই, ধর্ম্ম সাধনের আর দ্বিতীয় বল নাই এবং মোক্ষরত্ন ক্রয় করিবারও আর দ্বিতীয় মূল্য নাই। কিন্তু বিকৃত হইলে এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত করে; ধর্ম্মের মূর্ত্তি সমধিক বিকৃত করিয়া দেয় এবং মুক্তির পরিবর্ত্তে শোকজনক বন্ধনে আত্মাকে বদ্ধ করিয়া রাখে। যদি পুরাতন ইতিহাসে ইহার প্রমাণ দেখিতে চাও, ইংলণ্ডের পুরাতন ধর্ম্ম যাজনা আলোচনা কর;—বনের মধ্যে বৃদ্ধ ধর্ম্মপরায়ন ড্রুইডগণ দেবপূজার উদ্যোগ করিতেছেন; এক হতভাগ্য মনুষ্যকে তাঁহাদের সম্মুখে আনয়ন করা হইল; কর্ম্মক্ষম ড্রুইড্ শাণিত ছুরিকা হস্তে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের উদ্দেশে সেই হতভাগ্যের বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিলেন; তখন আর সকলে নিকটে আসিয়া ঈশ্বরের প্রসাদ-চিহ্ন দেখিতে লাগিলেন—সেই হতভাগ্য কোন্ পার্শ্বে নিপতিত হয়, তাহার রক্তধারা কি প্রকার বিনির্গত হয়। এপ্রকারেই পুরাতন আচার ব্যবহার আলোচনা করিয়া দেখ;—মূর্খ স্ত্রী ঈশ্বরের নিকট সন্তান কামনা করিলেন এবং স্বীকার করিলেন প্রথম পুত্র তাঁহাকে উৎসর্গ করিবেন; কালক্রমে তাঁহার সন্তান জন্মিল; তিনি তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাসাগরে উপস্থিত হইলেন; স্নেহময়ী জননী শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের আরাধনা করিলেন; দুগ্ধপোষ্য শিশু, কথা কহিতে পারে না এবং জানে না যে কি জন্য সাগরবক্ষে আসিয়াছে; দেখিতে দেখিতে তরঙ্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুক্তি লাভের উপায়, তাহাই এখানে অনর্থপাতের কারণ হইয়া উঠিল। মহম্মদ কি রূপ ভয়ঙ্কর শ্রদ্ধার বশম্বদ হইয়া আপনার সেই শ্রদ্ধা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, তাহা আলোচনা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তিনি আপনার শ্রদ্ধানুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তির কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া রক্তস্রোতে পৃথিবীকে আপ্লাবিত করিলেন; কত নর হত্যা, কত নারী হত্যা ও কত শিশু হত্যা হইল তাহার গণনা করা যায় না। কত দেশ ও প্রদেশ তাঁহার ও তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের হস্তে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সকল শোচনীয় শ্রদ্ধা ভক্তির দোষও অতি সামান্য বোধ হইবে, যদি ইহা আলোচনা করিয়া দেখ যে, খৃষ্টীয় মত ভবিষ্যতে প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের হস্তে পাপীদিগের কি রূপ দণ্ড প্রাপ্তি ব্যাখ্যা করিয়া থাকে; তখন পৃথিবীর সুপ্রসিদ্ধ নিষ্ঠুর কাণ্ড সকলও আশ্চর্য্য বোধ হইবে না। সিপাইরা কানপুরে যে হত্যাকাণ্ড করে, তাহার বৃত্তান্ত সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছেন। কি রূপে ইউরোপীয় রমণী ও শিশুগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়,

সিপাইরা করাল করবাল হস্তে কি রূপ ভয়ঙ্কর মুর্ত্তিতে সেই কারাগারে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের কোমল শরীর ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে; কি রূপে শিশুগণকে জননীর সম্মুখে ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যে শূন্যে শূল দ্বারা বিদ্ধ করিয়া ফেলে; এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পাষাণময় হৃদয়ও শোক বিস্ময় ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠে; কিন্তু খৃষ্টীয় মতে অধিকাংশ মনুষ্যের অক্ষয় নরকযন্ত্রণার সহিত তুলনা করিলে কানপুরের হত্যাকাণ্ড আর কিছুই নিষ্ঠুর বোধ হয় না। কোটি কোটি মনুষ্য অনন্তকাল "অনির্ব্বাণ" অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিবে, তাহার যন্ত্রণার আর শেষ হইবে না! ড্রুইড্‌দিগের নরবলি প্রদান, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, মুসলমানদিগের হত্যাকাণ্ড, ইহার নিকটে কিছুই নহে। শ্রদ্ধা ও ভক্তি অন্ধ হইলে কত দুর পর্য্যন্ত বিকৃত হইতে পারে, তাহাই এ স্থলে উল্লিখিত হইল। শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিকৃত হইলে যে কত প্রকার কুসংস্কার উৎপন্ন হয়, এবং তাহা ধর্ম্মের নামে যে কত অধর্ম্মাচরণে মনুষ্যকে প্রবৃত্ত করে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ ভক্তিই যাবতীয় উপধর্ম্মের মুল। এই সকল দুর্ভাগ্যের বিষয় আলোচনা করিলে আপনা হইতেই এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় যে,

"Faith alone is not sufficient to enable a man to arrive at religious blessedness. * * Faith must always be regulated by reason."

"কেবল শ্রদ্ধা মনুষ্যকে ধর্ম্ম-জনিত মঙ্গলে উপনীত করিতে পারে না। * * অবশ্য শ্রদ্ধাকে প্রতিনিয়ত জ্ঞান দ্বারা শোধিত করিতে হইবে।"

কেবল বিশ্বাস ও ভক্তি বলিয়া নয়, হৃদয়ের সমুদয় ভাব অন্ধ হইলে বিকৃত হইয়া উঠে; এই জন্য জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিয়া রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। শ্রদ্ধা ও ভক্তি ধর্ম্মসাধনের উপাদেয় উপকরণ, কিন্তু জ্ঞানের অভাবে যার পর নাই নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যে রূপ সম্বন্ধ, জ্ঞানের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়েরও সেই রূপ সম্বন্ধ; ইহার মধ্যে একটি আর একটি অপেক্ষা প্রধানও নহে, অপ্রধানও নহে; প্রত্যুত উভয়ই আমারদের জীবনে সমান আবশ্যক। যদি মনুষ্যকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গমন করিতে বল, সে পদে পদে বিষম সংকটেই নিপতিত হইবে এবং তাহার পদদ্বয় বন্ধন করিয়া রাখ, সে পথ দর্শন করিয়াও গমন করিতে অসমর্থ হইবে। আত্মার বিষয়েও এই রূপ। জ্ঞান ব্যতিরেকে আত্মা কখনই ভ্রম হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না এবং ভ্রম হইতে মুক্ত না হইলে কখনই বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের সহকারিতা না পাইলে বিশুদ্ধ ধর্ম্মও অবিলম্বে অবিশুদ্ধ হইয়া পড়ে।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশের নানাবিধ প্রণালী হইতে পারে; তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রণালী এই—আত্মম্ভরিতা ও দম্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়-আসনে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করা। কি প্রকারে তাঁহার আদেশ জানিতে পারা যাইবে? আত্মা ও জড় এই উভয়বিধ অভ্রান্ত পুস্তকে তাঁহার আদেশ লিখিত আছে, তাহা অধ্যয়ন করিতে হইবে, এবং ইহাও যেন বিস্মৃত না হই যে, "যে দেশে, যে কালে, যে অবস্থাতে যে কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য, ঠিক সেই দেশে, সেই কালে, সেই অবস্থাতে সেই কর্ম্ম করিবার আদেশ আমাদের প্রত্যেকের শুদ্ধ বুদ্ধিতে তিনি অনুক্ষণ প্রেরণ করিতেছেন;" অতএব তাঁহার আদেশ জানিবার নিমিত্ত বুদ্ধিকে মঙ্গলের পথে নিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহার আদেশ প্র-

তিপালনের যে অকৃত্রিম চেষ্টা, তাহাই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশের মনোহর প্রণালী।

জ্ঞান-শিক্ষা ও সভ্যতা।

আজি কালি কোন কোন স্থলে ব্রাহ্মগণের মধ্যে জ্ঞানের প্রতি কিছু কিছু অনাদরের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে; এই অনাদর যদি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে ইহা শুভ চিহ্ন নহে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা সচরাচর কহিয়া থাকেন, "জ্ঞান আধ্যাত্মিক নহে" (Reason is Carnal.) তাহার কারণ এই,—জ্ঞানের বিস্তার অপেক্ষা বিশ্বাসের বিস্তার অধিক করিয়া না দিলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কুসংস্কার উন্মূলিত হয়। থিওডোর পার্কর যখন ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান-অস্ত্র দ্বারা খৃষ্টের ভ্রমপ্রমাদ, বাইবলের ভ্রমপ্রমাদ ও খৃষ্টান্‌দিগের ভ্রমপ্রমাদে আঘাত দিতে আরম্ভ করেন; যখন মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃত বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় অবগত হইবার উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন; এবং ধর্ম্ম প্রণালীকে সভ্যতার অবিরোধী করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন; কুসংস্কৃত লোকে জ্ঞান কেবল সাংসারিক এই ভ্রমাত্মক মতের উপর আরোহণ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মেরাও কি খৃষ্টান্‌দিগের ন্যায় ধর্ম্মরাজ্যে জ্ঞানের গতি রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন, জ্ঞানশিক্ষা ও সভ্যতা কেবল অসৎ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রচার করিতে থাকিবেন, এবং যাঁহারা জ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মকে পরিমার্জ্জিত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞাসূচক কটূক্তি সকল প্রয়োগ করিতে লজ্জিত হইবেন না? যথার্থই কি এই রূপ সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, জ্ঞানশিক্ষা মনুষ্যকে অসৎ পথে লইয়া যায়, অজ্ঞানই সাধু পথের প্রদর্শক? সভ্যতা কেবল অসৎ কর্ম্মের পোষক, অসভ্যতাই ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল? ইহা ঈশ্বরের হস্ত-নির্ম্মিত মানবীয় প্রকৃতির নিতান্ত বিরুদ্ধ বাক্য; কেন না ইহা তাঁহারই ইচ্ছা যে, জনসমাজ ক্রমে ক্রমে জ্ঞানেতে উন্নত হইবে এবং সভ্যতাতে বিভূষিত হইবে। অন্যান্য সম্প্রদায় জ্ঞান দ্বারা আপনাদের মত ও বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে পারে না, কেন না জ্ঞানের সহিত তাহার মিল নাই—কেন না, তাহা সত্য নহে; এই জন্য তাহারা উপহাস, কটূক্তি ও অভিশাপ প্রদানকেই প্রধান অস্ত্র করিয়া আপনাদের মত রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মেরাও কি সেই রূপ অসারতা প্রদর্শন করিতে থাকিবেন? ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে, তাঁহার মঙ্গলগর্ভ নিয়মানুসারে, জ্ঞান ও সভ্যতার স্রোত পৃথিবীতে প্রবাহিত হইতেছে; তাঁহারই অভিপ্রায় অনুসারে মনুষ্য জাতি আদিম বন্য অবস্থার অজ্ঞান ও অসভ্যতা হইতে বর্ত্তমান অবস্থাতে উত্তীর্ণ হইতেছে এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে মনুষ্যসমাজ এক উন্নতি হইতে অন্য উন্নতিতে চির কাল আরোহণ করিতে থাকিবে। মনুষ্য ঈশ্বর-দত্ত শক্তির অপব্যবহার করিয়া নাস্তিকতা, পানদোষ ও ব্যভিচার প্রভৃতি যে সকল ভ্রম ও অসভ্যতা তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতেছে; ব্রাহ্মেরা সত্যের বলে, ধর্ম্মের বলে, ঈশ্বরের সাহায্য বলে সেই সকল ভ্রম ও অসভ্যতাকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া ঈশ্বরের দান—জ্ঞান ও সভ্যতাকে রুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন? ব্রাহ্মগণের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষকে স্বেচ্ছাচারী দেখিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিপক্ষতা প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের ভ্রান্তিতে কেন আমরা শোক করিয়া থাকি? অপূর্ণ মনুষ্য জ্ঞানের সঙ্গে ভ্রম

ও সভ্যতার সঙ্গে অসভ্যতা যুক্ত করিয়া রাখে, এবং ভ্রমকে জ্ঞান ও অসভ্যতাকে সভ্যতা ভাবিয়া মুগ্ধ হয়; ব্রাহ্মধর্ম্ম ভ্রম ও অসভ্যতাকে পৃথক্ করিয়া জ্ঞান ও সভ্যতা প্রচার করিতে থাকিবেন, এই গুরুতর লক্ষ্য বিস্মৃত এবং ভ্রম ও অসভ্যতাকে পৃথক্ করিতে অসমর্থ হইয়া যদি জ্ঞান ও সভ্যতাকেও বিসর্জ্জন দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের অতিশোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইবে।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি অসীম রূপে পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকুন, কিন্তু জ্ঞানশিক্ষা ও সভ্যতা প্রচার যে শ্রদ্ধা ভক্তিকে লোপ করিয়া দেয়, এ সংস্কার যেন ব্রাহ্মগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পায়। যাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকে উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করিতে দেখিয়া সমুদায় শিক্ষিতগণের চরিত্র কলঙ্কিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত অন্যায়। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে যে নানাপ্রকার দোষ আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে প্রধান দোষ এই যে, বালকগণের সমুদায় উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি যথাযোগ্য উত্তেজিত হয় না। এই রূপ আংশিক শিক্ষাপ্রণালী যত দিন প্রচলিত থাকিবে, তত দিন আংশিক উন্নতি ব্যতিরেকে আর কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? তথাপি শিক্ষিতগণের অধিকাংশের সচ্চরিত্রতা, সাধুতা ও সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ক্ষমতা দর্শন করিলে কে না আনন্দিত হইবেন। এক্ষণে শিক্ষিতগণই সমুদায় ভারত বর্ষের মস্তক স্বরূপ; শিক্ষিতগণই ধর্ম্ম সংস্কারে অগ্রসর; শিক্ষিতগণই সমাজ সংস্কারে যত্নবান্; শিক্ষিতগণই স্বদেশের হিত সাধনে নিযুক্ত; এবং শিক্ষিতগণই ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষপাতী। এক্ষণে কোন্ দিক্ দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে, তাহা আলোচনা করিলে, জ্ঞানশিক্ষা ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কি রূপ বন্ধু, তাহা বুঝিতে আর অবশিষ্ট থাকে না। এই বিস্তীর্ণ ভারত বর্ষের মধ্যে কোন্ সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের মধুরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছেন? যেখানে বিদ্যাশিক্ষা প্রবেশ করিতেছে, সেই খানেই ব্রাহ্মধর্ম্ম আদর প্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মগণের মধ্যে এরূপ লোক দুর্লভ, যিনি জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কার উন্মূলিত না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে হৃদয় বন্ধন করিয়াছেন। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, যে কোন প্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইলে জ্ঞানের আলোচনা ব্যতিরেকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম অবগত হওয়া যাইবে; জনশ্রুতি যে রূপ বলিতেছে, তদনুসারে মহাত্মা চৈতন্যের ন্যায় শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্ত পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি সমস্ত জীবন কেবল মনুষ্যবিশেষের আরাধনাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন, জ্ঞানের অভাবে পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

যাঁহারা জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে উন্নত করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ মঙ্গল স্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ সহজে উপলব্ধি করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের আরাধনা বিষয়ে কেবল নিজের জন্য জ্ঞানের আলোচনা স্থগিত রাখিতে পারেন, কুসংস্কারপূর্ণ সাধারণের পক্ষে ধর্ম্মের জন্য জ্ঞান শিক্ষার অনাবশ্যকতা প্রচার করিতে গেলে ধর্ম্মের হানি ব্যতীত উন্নতি করা হয় না। এবং জ্ঞানোন্নত ব্রাহ্মগণ ইহাও মনে করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহাদের উন্নত অবস্থাতে তাঁহারা কি আত্মা কি বাহ্য জগৎ যে কোন সৃষ্টির আলোচনা করিবেন, তাহাতেই ঈশ্বরের হস্ত-চিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য দীপ্যমান দেখিয়া এবং মনুষ্যের প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহ উপলব্ধি করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির এরূপ উন্নতি করিতে পারি-

বেন যে, তাহা প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় অটল হইয়া থাকিবে। যদি জ্ঞানচক্ষু তাঁহার প্রতি উন্মীলিত না থাকে, তবে কল্পনা শক্তি আর এক ঈশ্বর নির্ম্মাণ করিয়া শ্রদ্ধা ও প্রীতিকে প্রতারিত করে। তদ্ভিন্ন, ব্রাহ্মগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞান ভাব ও ধর্ম্মে যদি কেহ সমধিক উন্নত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি যে, তিনি ঈশ্বরের অসীম মহিমার কিছুই জানিতে পারেন নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বে এক জন কহিয়া গিয়াছেন যে,"আমি কেবল এই মাত্র জানি যে আমি কিছুই জানি না।" এইরূপ আর এক জন কহিয়াছেন, "আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপল-শকল সংকলন করিতেছি, জ্ঞান-মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" ব্রাহ্মেরাও জানিবেন, তাঁহাদের প্রিয়তম ঈশ্বরের ও তাঁহার মহিমার এখনও কিছুই জানিতে পারেন নাই। অনন্ত কাল আমাদের যে জ্ঞান তাঁহার মহিমামধ্যে সঞ্চরণ করিবে এবং যতই উন্নত হইবে ততই তাঁহার নব নব রূপ আমাদের নিকটে আবির্ভূত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি সমুদায় হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে থাকিবে: সেই জ্ঞানের আলোচনা কি এই কএক বৎসরের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হইল? অথবা খৃষ্টানেরা যেরূপ বলিয়া থাকেন; (Reason is Carnal.) ব্রাহ্মেরাও সেই রূপ বলিবেন, "সাংসারিক সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানের যে সম্পূর্ণ প্রয়োজন, তাহাও আমরা অস্বীকার করি না।" "জ্ঞান আবার সভ্যতার মিত্র। সভ্যতা ভক্তির করাল শত্রু।" "জ্ঞান ধর্ম্মে কিরূপ মিত্রতা তাহা কি তোমরা জান না?" যে জ্ঞান অনন্ত কাল আত্মার সঙ্গে অবস্থান করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, কেবল সংসারে স্বার্থ-সাধনই সেই জ্ঞানের কার্য্য, ধর্ম্মরাজ্যে তাহার অধিকার নাই? প্রত্যুত তাহা ধর্ম্মের শত্রু? এই রূপ সংস্কারের বশম্বদ হইয়া ব্রাহ্মেরা আপনাকে প্রবঞ্চিত করিবেন না। যদি জ্ঞানে উন্নত হইয়া থাকেন আরও উন্নত হউন, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি আরও পরিবর্দ্ধিত হইবে। শ্রদ্ধা ভক্তির অভাবে অনেকে যে ধর্ম্মের প্রতি ঔদাস্য ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন, পরিশ্রমপূর্ব্বক তাহার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিয়া সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে প্রতিবিধান করিতে প্রবৃত্ত হউন; মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানস্পৃহাকে রুদ্ধ করিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকার বিস্তার করিতে চেষ্টা করিবেন না; সমস্ত ভারত বর্ষই তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

হৃদয়ের তৃপ্তিকর ব্যবস্থা সকল প্রস্তুত না রাখিয়া কেবল জ্ঞানচর্চ্চায় কালক্ষেপ করিলে যেমন এক দিকে এক দোষ উৎপন্ন হয়, সেই রূপ জ্ঞানালোচনা স্থগিত করিয়া কেবল হৃদয়ের সুখ অন্বেষণেই নিযুক্ত হইয়া থাকিলে অন্য দিক্ দিয়া আর এক দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে—যেমন হৃদয়ের প্রতি অনাদর করিলে জ্ঞানের অপব্যবহার হয়, সেই রূপ জ্ঞানের প্রতি অনাদরই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত হৃদয়ের অপব্যবহারের কারণ হইয়া উঠে। এই জন্য ব্রাহ্মগণের মধ্যে এই মতটি প্রসিদ্ধ হইয়া আছে যে, জ্ঞান ভাব ও ইচ্ছা পরস্পরকে অতিক্রম করিলে ধর্ম্ম প্রকৃত অবস্থা প্রপ্ত হইতে পারে না; ধর্ম্ম সত্য বেশ ধারণ না করিলে পরিত্রাণই বা কোথা, মঙ্গলই বা কোথা।

ব্রাহ্মগণ পুরাতন বৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, এক দিকে কোন দোষ উৎপন্ন হইলে তাহার বিপরীত দিকে আবার কত প্রকার দোষ উৎপন্ন হয়। যে কোন সমাজ কোন সময়ে যে বিষয়ের সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে,

তাহার উত্তর কালে অথবা সম কালেই অন্য দিক্‌ দিয়া তাহার বিপরীত কার্য্য সমুত্থিত হইয়াছে এবং জনসমাজ সেই বিপরীত দিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বতন দোষগুলির সহিত গুণগুলিকেও কেমন অজ্ঞাতসারে বিসর্জন দিয়াছে। ভারত বর্ষে এক সময়ে বৃথাড়ম্বরে পরিপূর্ণ যাগ-যজ্ঞের মধ্যেই সমুদায় হিন্দুধর্ম্ম নির্ভর করিয়াছিল; যখন তৎসমুদায়ের অসারতা হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল, তখন পণ্ডিতগণের মনে এমনি বিপরীত ভাব সমুত্থিত হইল যে তাঁহারা বৃথাড়ম্বর-জনিত দোষের প্রতি বিরক্ত হইয়া সমুদায় কর্ম্ম কাণ্ডের প্রতি তীব্ররূপে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। আবার সেই ভাব যখন সীমাকে অতিক্রম করিল, যখন জটিল দর্শন শাস্ত্র সকল বৃথা তর্ক বিস্তার করিয়া হৃদয় শুষ্ক করিতে লাগিল, তখন জনসমাজ হৃদয়কে তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত আর এক পথ অবলম্বন করিল, ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের প্রতি আদর খর্ব্ব হইতে লাগিল, অজ্ঞান অন্ধকার জনসমাজে প্রবল হইয়া উঠিল, মনুষ্য ও পুত্তলিকার আরাধনাই লোকের তৃপ্তিকর হইতে লাগিল। অতএব ইহা অসম্ভব নহে যে, ব্রাহ্মেরা যদি জ্ঞান শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিতে থাকেন, তাহা হইলে, এক্ষণে যে সহৃদয়তার অভাব দেখিয়া বিলাপ করিয়া থাকি, তাঁহারা তাহারই কারণ সকল সঞ্চয় করিয়া দিতেছেন—অবিলম্বেই অন্য দিক্‌ দিয়া ধর্ম্মের প্রতি অনাদর-রূপ সাংঘাতিক অগ্নি প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া দেশকে দগ্ধ করিতে থাকিবে এবং জ্ঞান ও সভ্যতা বাস্তবিকই ধর্ম্মের শত্রু হইয়া উঠিবে। জ্ঞানশিক্ষা ও সভ্যতা যে ধর্ম্মের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, সে ধর্ম্মের যে কি রূপ দুরবস্থা উপস্থিত হয়, ইউরোপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলে ব্রাহ্মেরা অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। এক জন কহিয়াছিলেন যে, ইউরোপে অনেক লোক নাস্তিক হইয়া উঠিতেছে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের কুসংস্কারই তাহার প্রধানতম কারণ। তাঁহার এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইউরোপীয়েরা জ্ঞান ও সভ্যতাতে যে রূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সংকীর্ণ-ভাবে আর তাঁহারা বদ্ধ থাকিতে পারেন না, এবং ধর্ম্মেরই এই রূপ প্রকৃতি এই ভাবিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া ধর্ম্মের প্রতি একবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। অতএব জ্ঞানশিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে যে যে দোষ মিশ্রিত হইতেছে, তাহার সংশোধন চেষ্টা না করিয়া ব্রাহ্মেরা জ্ঞানশিক্ষা ও সভ্যতার শত্রু হইয়া উঠিবেন না; তাহা হইলে চিন্তা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকার কি সংকীর্ণ হইয়া পড়িবে। ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; আর যাহা কিছু আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, তৎসমুদায়কেই ধর্ম্মের অনুগত করিতে হইবে, এই লক্ষ্য রাখিয়া ব্রাহ্মগণকে বিদ্যা সভ্যতা ইত্যাদি যাহা কিছু মনুষ্যের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত আছে, তৎসমুদায়ের উৎকর্ষ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; ব্রাহ্মধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র এই রূপ বিস্তৃত।

কম্‌টির দর্শন শাস্ত্র ও তাহার বিচার।

কম্‌টি সর্ব্ব-প্রথমে, পারমার্থিক[১] দার্শনিক[২] এবং প্রামাণিক,[৩] মনুষ্যের উন্নতি-সোপানের এই তিনটি গ্রাম নিরূপণ করিয়াছেন;—

"পারমার্থিক অবস্থাতে মনুষ্যের মন নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানার্থী হইয়া, কার্য্য সমুদায়ের মুল কারণ

১ পারমার্থিক—Theological দৈব সম্বন্ধীয়।
২ দার্শনিক—Metaphysical তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয়।
৩ প্রামাণিক—Positive বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়।

এবং চরম অতিসন্ধি বিষয়ে অনুসন্ধান পূর্ব্বক, সকল আবির্ভাবকেই এই রূপ বোধ করে যে, তাহারা অলৌকিক দেব দেবীগণ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ

"দার্শনিক অবস্থাতে মনুষ্যের মন দেব-দেবীর পরিবর্ত্তে অধিষ্ঠাত্রী শক্তি, অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, ইত্যাদি সমুদয়কেই আবির্ভাব সকলের কারণ বলিয়া অবধারণ করে।

"প্রামাণিক অবস্থাতে মনুষ্যের মন, নিরবচ্ছিন্ন সত্য, জগতের আদি কারণ এবং চরম গতি, আবির্ভাব সকলের কারণ, ইত্যাদি বিষয় সকলের অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়া উক্ত সকলের নিয়মাবলীর আলোচনাতে যত্ন সমর্পণ করে;—নিয়মাবলী কি? না তাহারদিগের পরস্পরের অন্বয় এবং সাদৃশ্য উভয়-ঘটিত সম্বন্ধ-সকল।

"পারমার্থিক গ্রামের চরম সীমা—এক মাত্র পরমেশ্বরকে জগতের কারণ-রূপে অবধারণ করা। দার্শনিক গ্রামের চরম সীমা—প্রকৃতিকে সমুদায়ের কারণ রূপে প্রতিপন্ন করা। প্রামাণিক গ্রামের চরম সীমা—কোন একটি সর্ব্বসাধারণ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সহিত, জগতের যে কোন আবির্ভাব হউক, তাহার যোগ স্থাপন করা।"

মনুষ্যের উন্নতির সহিত উক্ত তিনটি গ্রামের যে বাস্তবিক একটি সুচারু সম্বন্ধ রহিয়াছে, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমারদের বিশেষ কোন মত-ভেদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গ্রন্থকার ঐ তিনটি গ্রাম সংস্থাপন মাত্রে সন্তুষ্ট না হইয়া, উক্ত গ্রামত্রয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং বিরোধ সংস্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে উক্ত গ্রামত্রয় পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন: এত বিচ্ছিন্ন যে, উত্তরবর্ত্তী গ্রাম পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রামের উচ্ছেদক—পুত্র পিতার সংহারক। তিনি কহেন, প্রামাণিক গ্রাম দার্শনিক গ্রামের পদবী আক্রমণ করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করে, এবং দার্শনিক গ্রাম ঐরূপ পারমার্থিক গ্রামকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থলে আপনি অভিষিক্ত হয়। আমারদের মতে উক্ত প্রকার বিচ্ছেদ এবং বিরোধ, না যুক্তিতে, না পরীক্ষাতে, না আকাঙ্ক্ষাতে, কিছুতেই সংলগ্ন হয় না। গ্রন্থকারের অভিপ্রায় এই যে, পারমার্থিকতা বাল্য-বুদ্ধির অলঙ্কার, কিন্তু পক্ক-বুদ্ধির অবজ্ঞা-পাত্র এবং এতদুপলক্ষে তাঁহার যুক্তি এই রূপ যে, বালকের পরীক্ষা-বিহীন অপক্ক বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস্য হয়, পরিশেষে পরীক্ষা এবং যুক্তির প্রাদুর্ভাবে তাহা অসত্য বলিয়া কেননা পরিত্যাজ্য হইবে? এ স্থলে আমারদের জিজ্ঞাস্য এই যে,—"ক্রোড়স্থ শিশু পরীক্ষা না করিয়াও আপন মাতাকে পরম সুহৃৎ বলিয়া বিশ্বাস করে, এই হেতু নিষেধ করা যাইতেছে যে, যৌবন কালের যুক্তি এবং পরীক্ষা যেন সে বিশ্বাসের পোষকতা কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, প্রত্যুত তাহার বিপর্য্যয় সাধনেই সতত তৎপর থাকে,"—এই প্রকার যুক্তি এবং আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিলে মনুষ্যের কি যথার্থই পুরুষার্থ সাধিত হয়? এই রূপ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাল্য-সুলভ মিথ্যাই পরিত্যাজ্য, বাল্য-সুলভ অকৃত্রিম সত্য কোন অংশেই পরিত্যাজ্য নহে।

অপিচ কোন বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর কোন এক জন ছাত্র যদি পূর্ব্ব শ্রেণীর শিক্ষাকে মন হইতে একেবারেই উন্মূলিত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সে বালক কি প্রকারে সেই উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষাতে কৃতকার্য্য হইবে? ক, খ, প্রভৃতি মন হইতে একেবারে বিদায় দিয়া কি প্রকারে বর্ণবিভাগ প্রভৃতি আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাউক,—মনুষ্য পারমার্থিক ভাবকে মন হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া কি প্রকারে দার্শনিক বিষয়ের আলোচনা করিবে? এবং দার্শনিক ভাবকে মন হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া প্রামাণিক বিষয়ের আলোচনা করিবে?

ইহা আমরা অস্বীকার করি না যে, কোন সময়ে বা পারমার্থিক বিষয়ে, কোন সময়ে বা দার্শনিক বিষয়ে, কোন সময়ে বা প্রামাণিক বিষয়ে, সবিশেষ মন সমর্পণ করা আবশ্যক হয়। আমারদের বক্তব্য কেবল এই মাত্র যে, উক্তত্রয়ের কোন একটি বিষয়ের প্রতি যখন বিশেষ রূপে মনঃসংযোগ করা যাইতেছে, তখন অপর দুই বিষয় কি মন হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে? কখনই না। প্রথমে ক, খ, শিক্ষা করিতে হয়, পশ্চাৎ বর্ণ-বিভাগ শিক্ষা করিতে হয়, ইহা সত্য; কিন্তু বর্ণ বিভাগ শিক্ষা ক-খ-শিক্ষার বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, তাহা আরো ক-খ-শিক্ষার দৃঢ়তা সাধন করে; অতএব বর্ণ বিভাগ শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইলে, যদি ক, খ,-র প্রতি উপেক্ষা করা আবশ্যক না হয়, তবে প্রামানিক বিষয়ের আলোচনাতে বিশেষ মনোযোগী হইলে যে পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়-সকলের প্রতি উপেক্ষা করিতে হইবে, তাহার কারণ কি? এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, গ্রন্থকার পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়ের উপেক্ষী মাত্র, তিনি ত তাহারদের বিরোধী নহেন; —ইঁহার এই কথা সত্য হইলেও বাহ্য বিরোধের অবর্ত্তমানে মনোগত বিরোধ সপ্রমান হয়। আমরা যেমন পারমার্থিক এবং দার্শনিক জ্ঞানের বিরোধী অথবা উপেক্ষী নহি, সেই রূপ প্রামাণিক জ্ঞানেরও বিরোধী কিংবা উপেক্ষী নহি; তথাপি আমরা যদি তর্কচ্ছলে একবার বলি যে, প্রামাণিক জ্ঞানের আমরা বিরোধী নহি, কিন্তু আমরা তাহার উপেক্ষী, তবে গ্রন্থকারের মতে আমরা তাঁহার বিরোধী শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হই তাহার আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ সত্য-মিথ্যা এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে, উপেক্ষা এবং বিরোধ, উভয়ের মধ্যে অতি অল্পই ইতর-বিশেষ দৃষ্ট হয়। কেন না, সত্যের প্রতি উপেক্ষাও অসত্য উপলব্ধি, এবং ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষাও অধর্ম্ম, ইহার অন্যথা হইতে পারে না।

কম্‌টি বলেন যে,—

"এরূপ কোন বিদ্যাই দৃষ্টি-গোচর হয় না, যাহা পারমার্থিক এবং দার্শনিক পথের পরিব্রাজক না হইয়া একেবারেই প্রামাণিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কোন বিদ্যা হউক তাহার সম্বন্ধেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বের কোন এক সময়ে তাহা দার্শনিক তত্ত্ব-সমূহের আস্পদ ছিল, এবং তাহার আরো পূর্ব্বে তাহা পারমার্থিক আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল।"

"জন-সমাজের উন্নতি যেরূপ কথিত তিনটি গ্রামের অনুবর্ত্তী,—ব্যক্তি-বিশেষের উন্নতি, মুখ্য রূপে তাহার উদাহরণ, এবং প্রকারান্তরে তাহার প্রমাণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। জন-সমাজের উন্নতি এবং ব্যক্তি-বিশেষের উন্নতি, মূল বিবেচনা করিলে দুয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই; এ জন্য ব্যক্তি-বিশেষের মনের অবস্থা-পরিবর্ত্তন এবং জন-সমাজের অবস্থা-পরিবর্ত্তন, উভয়ই পরস্পরের উপমেয় হইতে পারে। যিনি হউন কোন প্রাচীন বিবেচক ব্যক্তি আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন যে, শৈশব কালে তিনি পারমার্থিক-তত্ত্ব ছিলেন, যুবা বয়সে তিনি দার্শনিক-তত্ত্ব ছিলেন, এবং প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি প্রামাণিক-তত্ত্ব ছিলেন।"

কম্‌টির উল্লিখিত আত্ম-পরীক্ষার নিগূঢ় মর্ম্মের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে, তাহার আনুষঙ্গিক অথচ বিরোধী অন্য প্রকার সিদ্ধান্ত আসিয়া উপস্থিত হয়।

আত্ম-পরীক্ষার দ্বারা আমরা এই রূপ দেখিতেছি যে, শৈশবাবস্থায় এক দিকে বিশ্বাসের উৎস প্রমুক্ত থাকে, অন্য দিকে জ্ঞানের দ্বার অবরুদ্ধ থাকে। শৈশব-সুলভ যে একটি অবারিত বিশ্বাস, তাহা ত্যাজ্য বস্তু হওয়া দূরে থাকুক, তাহা অতীব মূল্যবান্ সামগ্রী; কেবল শিশুর নহে, পরন্তু আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই তাহা অতিমাত্র প্রয়ো-

জনীয়; জ্ঞানরূপ অট্টালিকার প্রতি গ্রন্থিতে সেই বিশ্বাসরূপ নির্যাস সংসক্ত হইয়া রহিয়াছে,—সে নির্যাস অপহৃত হইলে ঐ প্রকাণ্ড অট্টালিকা তদ্দণ্ডেই সর্ব্বাবয়বসমেত নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু এস্থলে এই একটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক যে, শৈশব কালের বিশ্বাস দুই রূপ হইতে পারে, প্রকৃতিমূলক এবং বিকৃতিমূলক, যথা,—শিশু যে মাতাকে যৎপরোনাস্তি সুহৃৎ বলিয়া বিশ্বাস করে, ইহা প্রকৃতিমূলক; এবং সেই মাতা যদি শিশুর অন্তঃকরণে ভূত প্রেতাদির বিশ্বাস জন্মাইয়া দেন, তবে এ বিশ্বাস বিকৃতি-মূলক। এই শেষোক্ত প্রকার বিকৃতি-মূলক বিশ্বাসের কারণানুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, প্রকৃতি-মূলক বিশ্বাস এবং অজ্ঞান এই দুয়ের সংযোগে উহার উৎপত্তি হইয়া থাকে, যথা,—শিশু আপন মাতাকে পরম সুহৃৎ বলিয়া বিশ্বাস করে, ১ এই প্রকৃতি মূলক বিশ্বাস; এব মাতা যে তাহাকে কেবল ক্রন্দন হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য ভূত প্রেতের ভয় দেখাইতেছেন, শিশু তাহা বুঝিতে পারে না, ২ এই অজ্ঞান, এই দুয়ের সংযোগে শিশুর অন্তঃকরণে কথিত প্রকার বিকৃতিমূলক বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ত্যাজ্য কি? না অজ্ঞান; এবং পোষ্য কি? না প্রকৃতিমূলক বিশ্বাস।

জ্ঞানের প্রথম উন্মীলন-সময়ে শিশু আপন মাতার বিশেষ অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারে না, কিন্তু সামান্যতঃ একটি যৎপরোনাস্তি মঙ্গল অভিপ্রায় সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারে। পশ্চাৎ, শিশুর ক্রমে যত জ্ঞান-বৃদ্ধি হয়, ততই সে, মাতার সামান্য মঙ্গল অভিপ্রায়টির সূত্র ধরিয়া তাঁহার বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় অবগত হইতে চেষ্টা করে। তদনন্তর যদি কখন মাতার কোন অভিপ্রায়-বিশেষ তাহার নিজের অভিপ্রায়ের প্রতিকূল হয়, তখনও যদি সেই বালক তাহার মাতার সামান্য মঙ্গল অভিপ্রায়ের অনুরোধে সেই বিশেষ অভিপ্রায়কে মঙ্গল বলিয়া স্থির করে, তবে তাহার জ্ঞান সুতর্কের পথে পদ নিক্ষেপ করে। কিন্তু যদি সেই বালক তাহার মাতার সেই বিশেষ অভিপ্রায় তাহার নিজের অভিপ্রায়ের বিরোধী বলিয়া তাঁহার সামান্য অভিপ্রায়কে পূর্ব্বে যে তাহার মঙ্গল বলিয়া জ্ঞান ছিল, তাহার প্রতি সংশয়-যুক্ত হয়, তবে সে বালকের জ্ঞান কুতর্কের পথে পদ নিক্ষেপ করে। বিশ্বাসের সহিত জ্ঞানাভাব মিলিয়া যেমন বিকৃতিমূলক বিশ্বাসের সৃষ্টি করে; জ্ঞানের সহিত সেই রূপ প্রমাণাভাব মিলিয়া কুতর্কের সৃষ্টি করে। ইতি পূর্ব্বে যে রূপ দেখা গিয়াছে যে শৈশব-কালের বিশ্বাস প্রকৃতিমূলক এবং বিকৃতি-মূলক, এই দুই রূপ, এক্ষণে সেই রূপ দেখা যাইতেছে যে, যুবা বয়সের জ্ঞান, সুতর্ক-মূলক এবং কুতর্কমূলক এই দুই রূপ শাখায় পরিণত হইতে পারে। যুবা ব্যক্তি সুতর্কের পথ অবলম্বন করিয়া চলিলে উত্তর কালে পরীক্ষা-দ্বারা সেই সুতর্ককে ক্রমশঃ সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয়; প্রত্যুত যুবা ব্যক্তি কুতর্কের পথ অবলম্বন করিলে, উত্তর কালীন পরীক্ষা-দ্বারা তাহার সে তর্কেরও মীমাংসা হয় না বিশ্বাসেরও স্থিরতা হয় না। এই রূপে প্রকৃতি-মূলক বিশ্বাস এবং সুতর্ক উভয়ই যখন পদভ্রষ্ট হয়, তখন তাহারদিগের স্থানে বিকৃতি-মূলক বিশ্বাস এবং তাহার পোষকতার জন্য কুতর্ক, এই দুই অলীক ব্যাপারকে সংস্থাপিত করা অগত্যা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, পরীক্ষাও দুই রূপ, সমূলক এবং অমূলক; যে পরীক্ষা প্রকৃতিমূলক বিশ্বাস এবং সুতর্কের অনুগত

তাহাই সমূলক, যাহা বিকৃতি-মূলক বিশ্বাস এবং কুতর্কের অনুগত তাহাই অমূলক প্রকৃতি-মূলক বিশ্বাস, যাহা ইতি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার পক্কতাবস্থা অথবা চরম সীমা, আত্ম-প্রত্যয়; সুতরাং যে কোন প্রত্যয় আত্ম-প্রত্যয়ের বিরোধী তাহা অবশ্যই বিকৃতি-মূলক;—এখানে এই টুকু মাত্র আভাস প্রদর্শন করা গেল,ভবিষ্যতে এ বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য নির্ব্বাচন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। এই রূপ, আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, শৈশবাবস্থায় প্রকৃতি-মূলক বিশ্বাস, যৌবনাবস্থায় সুতর্ক, প্রৌঢ়াবস্থায় সমূলক পরীক্ষা,—এই এক শ্রেণী; এবং শৈশবাবস্থায় বিকৃতি-মূলক বিশ্বাস, যৌবনাবস্থায় কুতর্ক, এবং প্রৌঢ়াবস্থায় অমূলক পরীক্ষা,—এই এক শ্রেণী; এই দুই শ্রেণীর পরস্পরের সংযোগ-স্থলে, প্রথম শ্রেণীর মাত্রাধিক্যই প্রার্থনীয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর মাত্রাধিক্যই তাবৎ অনর্থের মূল। অতঃপর গ্রন্থকারের মর্ম্মাভিসন্ধি স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইতে পারিবে;—শৈশব-সুলভ অকাল্পনিক বিশ্বাসের মধ্যে বিকৃতি-মূলক বিশ্বাস কালক্রমে প্রবেশ করে বলিয়া, তিনি প্রকৃতিমূলক বিশ্বাসকেও উচ্ছেদ করিতে ব্রতী হইয়াছেন; যুবাকালের দার্শনিক জ্ঞানের মধ্যে কালক্রমে কুতর্কের সঞ্চার হইতে পারে বলিয়া, তিনি সুতর্ককেও অবমাননা করিতে সাহসী হইয়াছেন। গ্রন্থকারের দোষ যাহা তাহা কথিত হইল, কিন্তু গ্রন্থকারের যদি বিশেষ একটি অসামান্য গুণ না থাকিবে, তবে শত-সহস্র কৃতবিদ্য ব্যক্তি কি জন্য সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুগামী হইবেন? গ্রন্থকারের যে একটি গুণের প্রভাবে তাঁহার সমুদায় দোষ আবৃত হইয়া রহিয়াছে, এবং অশেষ বিদ্বজ্জন তাঁহার বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন, তাহা এই যে, অমূলক পরীক্ষাকে তিনি বিদ্যা-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য অসাধরণ যত্ন-পরায়ণ হইয়াছেন। কম্‌টির অন্তর্নিহিত সদভিসন্ধি নিম্ন লিখিত উদাহরণ দ্বারা অতীব স্পষ্ট রূপে বুঝা যাইতে পারে।—

মনে কর যে,জনসমাজের অবস্থা-বিষয়ে পরীক্ষা প্রয়োগ করত সামাজিক শ্রী-সমৃদ্ধির উন্নতি-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। পরীক্ষকের নিজের মনোগত অভিপ্রায় এই যে, রাজ্যের কোন প্রজা কিছু মাত্র কষ্ট না পায়—ইহা হইলেই মঙ্গল। আপনার এই প্রকার কল্পিত মঙ্গল অভিপ্রায়কে অগ্রগণ্য করিয়া পরীক্ষক মনে বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় ইহা ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। এই কল্পিত বিশ্বাসটি বিকৃতি-মূলক; প্রকৃতি-মূলক বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর যাহা করিতেছেন তাহাই মঙ্গল। পরীক্ষক উক্ত বিকৃতি-মূলক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জনসমাজের কষ্টকে বাস্তবিক অমঙ্গল বোধে তাহার প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, এবং স্বীয় সংশয় আবরণ করিয়া রাখিবার জন্য জনসমাজের সুখ-সমৃদ্ধির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দ্বারা ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব সপ্রমাণ করিতে তৎপর হন। পরীক্ষক পশ্চাতে যখন পৃথিবীতে নানাবিধ দুঃখ ক্লেশের ঘটনা অবলোকন করেন, তখন তিনি আপনার সংশয়কে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পরাভব মানেন; তখন তিনি বলেন যে, ঈশ্বর যে মঙ্গলস্বরূপ তাহার প্রমাণ কি? শিশু যেমন অগ্রে তাহার মাতার সাধারণ মঙ্গল ভাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, পশ্চাৎ সেই সূত্রে তাঁহার বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায়কে মঙ্গল বলিয়া অবগত হয়; সেই রূপ অগ্রে ঈশ্বরের সর্ব্ব-সাধারণ মঙ্গল ভাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ সেই সার্ব্ব-

লৌকিক মঙ্গলভাবের সূত্র অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ কার্য্যের মধ্যে বিশেষ বিশেষ মঙ্গল অভিপ্রায় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। অপিচ, অগ্রে মাতার বিশেষ কোন অভিপ্রায়কে মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল বলিয়া কল্পনা করত, তাহার দোষ গুণ মাতার সাধারণ-মঙ্গল-অভিপ্রায়েতে আরোপ করা, শিশুর পক্ষে যেমন অকর্ত্তব্য; সেই রূপ অগ্রে ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ কোন কার্য্যকে মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল বলিয়া কল্পনা করত, পশ্চাৎ, তাহার দোষ গুণ ঈশ্বরেতে আরোপ করা, সাধকের পক্ষে অকর্ত্তব্য। ঈশ্বর-প্রসাদে আমাদের আত্মাতে অগ্রে যে এক সত্যমূলক বিশ্বাস সংস্থাপিত হইয়াছে, পরীক্ষা তাহার কেবল পোষক মাত্র —পরীক্ষা তাহার সংস্থাপক নহে। শিশু অগ্রে কি মাতার কার্য্য-সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, পশ্চাতে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায়ে বিশ্বাস করিবে? না অগ্রে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পূর্ণই শিরোধার্য্য করিবে, পশ্চাৎ, অধিকন্তু যদি মাতার কার্য্য-পরীক্ষা-দ্বারা সেই মঙ্গল ভাবের প্রমাণ পায় ভালই, না পায় ক্ষতি নাই, কেন না বুদ্ধির ত্রুটিতে বিশ্বাসের হানি হইতে পারে না। অতএব সত্য-জিজ্ঞাসু যখন কোন বিষয়ের পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তিনি আপনার মনঃকল্পিত মঙ্গল ভাব ঈশ্বরেতে আরোপ করিবেন না, ঈশ্বরকে আপনার মনের মত করিয়া কল্পনা করিবেন না, কিন্তু অকুতোভয়ে—দুঃখ সুখ বিপদ্ সম্পদ্— সমদৃষ্টিতে সকল বিষয়েরই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবেন, বিনা প্রমাণে কিছুই সিদ্ধান্ত করিবেন না; তিনি এরূপ শঙ্কা করিবেন না যে অতিমাত্র সত্য-অনুসারে পরীক্ষা করিতে গেলে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবে পরিণামে দোষ পৌঁছিবে; তিনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, পরীক্ষার দোষ-গুণে ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ের প্রতি বিশ্বাসের লেশমাত্রও ইতর-বিশেষ হইতে পারে না।

কম্‌টির ভিতরের অভিপ্রায় এই যে,যখন সত্যার্থী হইয়া পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইবে, তখন শাস্ত্র-ঘটিত কিংবা অন্য কোন প্রকার কাল্পনিক বিশ্বাসকে মনোরাজ্যে স্থান দিবে না, এবং অলীক দার্শনিক কুতর্ককেও মনোরাজ্যে স্থান দিবে না,—পরন্তু সর্ব্বপ্রকার পক্ষপাত অন্তঃকরণ হইতে ক্ষালন করিয়া পদে পদে প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত কার্য্যে সাবধানে এবং অকুতোভয়ে অগ্রসর হইবে। কম্‌টির এই প্রকার সদভিসন্ধি কাহার না শিরোধার্য্য? কম্‌টির অন্তর্নিহিত উদার অপক্ষপাতিতা-গুণ জ্বলন্ত দেখিয়া কে না তাহার সমক্ষে মস্তক অবনত করিবে? কিন্তু কম্‌টি যে রূপ বাক্যে ঐ সদভিপ্রায়টি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমারদের মতে ঠিক হয় নাই; তাঁহার উচিত ছিল যে তিনি, বিকৃতি-মূলক কাল্পনিক বিশ্বাস এবং কুতর্ক-মূলক দার্শনিক জল্পনা, এই দুয়ের প্রতি খড়্গ-হস্ত হন; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তিনি জ্ঞানের প্রকৃতি-মূলক মূল-বিশ্বাস, এবং তাহার অনুগত সুতর্ক,—অকারণে এই দুই অত্যাবশ্যক বিষয়কেও উচ্ছেদ করিতে বৃথা কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; ইহা তিনি বুঝেন নাই যে ওরূপ করিতে গিয়া তিনি আপনার মূলে আপনি খড়্গাঘাত করিয়াছেন। তিনি আপনিই কহিয়াছেন যে, দার্শনিক গ্রাম প্রামাণিক গ্রামের মূলবর্ত্তী এবং পারমার্থিক গ্রাম দার্শনিক গ্রামের মূলবর্ত্তী; কিন্তু তাঁহার কি ভ্রম! সেই সকল মূল-বর্ত্তী প্রদেশে মনুষ্যের অপূর্ণতা বশতঃ সময়ে সময়ে জটিলতা সঞ্চিত হয় বলিয়া তিনি অম্লানবদনে তাহাদিগকে একেবারে উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

প্রমাণ, কোথায়—সুতর্ক-মূলক তত্ত্ব জ্ঞানের পোষকতা করিবে; জ্ঞান, কোথায়—প্রকৃতি-মূলক বিশ্বাসের পোষকতা করিবে; তাহা দূরে থাকুক, প্রমাণ সুতর্ক-মূলক তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধে খড়্গ ধরিয়া আছে, তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকৃতি মূলক বিশ্বাসের বিরোধে খড়্গ ধরিয়া আছে,—এ কি অদ্ভুত ভয়ানক দৃশ্য!

তত্ত্বজ্ঞান এবং পারমার্থিক বিশ্বাস রূপ ভূমিতে, প্রমাণ যদি দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল না হয়, তাহা হইলে, প্রমাণ অমূলক অবিশ্বাস্য এবং অপ্রামাণ্য হইয়া আত্মঘাতীর দশা প্রাপ্ত হয়। ক্রমে দেখা যাইবে যে, কম্‌টি দার্শনিক জ্ঞানের প্রতি যৎপরোনাস্তি নিন্দাবাদ করিয়াছেন,—তথাপি অগত্যা তাঁহাকে দার্শনিক জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া প্রতি পদ নিক্ষেপ করিতে হইয়াছে; তিনি প্রকৃতি মূলক বিশ্বাসের যথেষ্ট অবমননা করিয়াছেন, তথাপি প্রকারান্তরে তাঁহাকে তাহার আধিপত্য স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই বিস্ময়জনক ব্যাপার প্রমাণ করা, ভবিষ্যতের জন্য আবদ্ধ রহিল; এক্ষণে—কম্‌টির আত্ম-পরীক্ষা-বিষয়ে বক্তব্য শেষ হইয়াছে—কম্‌টির তদুদ্দেশক যুক্তি কি রূপ তাহা দেখা যাইতেছে।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩১১ সংখ্যক পত্রিকার ৭২ পৃষ্ঠার পর।

আর্য্যগণের দেবসংখ্যা যে একবারেই ত্রয়স্ত্রিংশৎ হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না; এক একটি করিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ সংখ্যা পূর্ণ হয়; ইহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ঐ বিশ্বদেবের মধ্যে ঋভু, বিভ্বা ও বাজ এই তিন নামে তিনটি মনুষ্য দেবতা দৃষ্ট হইয়া থাকেন [১]। বেদ অনুসারে ইহাঁরা তিন জন সুধন্বার পুত্র [২], কালক্রমে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন [৩]। এই মনুষ্যকে দেবতা বলিয়া আরাধনা প্রথমাবস্থায় সম্ভাবিত নহে। ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে অদিতি, ঈড়া, ভারতী ও স্বরস্বতী প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রী দেবতার নামও উল্লিখিত আছে এবং অতি প্রাচীন ঋকের মধ্যে অশ্বিন নামক দুই দেবতার এক মাত্র পত্নী ছিলেন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই সকল দেব দেবীর বিষয় বিশেষ রূপে আলোচনা করিতে পারিলে আর্য্য জাতির অনেক অপরিজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে তত দূর বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, প্রথমে সূর্য্য চন্দ্র দিবা রাত্রি উষা বায়ু প্রভৃতি বাহ্য বস্তু সকল আর্য্যগণের আরাধ্য দেবতা ছিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহারাও যেমন সামাজিক বিষয়ে উন্নত হইতে লাগিলেন, সেই রূপ তাঁহাদের দেবগণকেও সামাজিক ভাবে ভূষিত করিয়াছিলেন;—দেবগণের ও মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী পুত্র, কন্যা, জামাতা ও বৈদ্য, প্রভৃতি নানা বিধ সম্বন্ধ ও পদ কল্পিত হইয়াছিল [৪]।

---

১ অয়ং সমুদ্র ইহ বিশ্বদেবাঃ স্বাহাকৃতস্য সমু তৃপ্ণুত ঋভবঃ। ঋগ্বেদসংহিতা, ১ ম, ১৬ অ, ৫ সূ, ১ ঋ।

এই সোমরস বিশ্বদেবের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, হে ঋভুগণ! তোমরা অগ্নিতে আহুত সেই সোমরস দ্বারা পরিতৃপ্ত হও।

২ সৌধন্বনাসঃ ১ ম, ১৬ অ, ৫ স্থ, ২ ঋ।

ঋভুগণ সুধন্বার পুত্র।

ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। যাস্ক কৃত নিরুক্ত ১১। ১৬।

অঙ্গিরা বংশীয় সুধন্বার তিন পুত্র; ঋভু, বিভ্বা ও বাজ।

৩ মর্ত্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ। ১ ম, ১৬ অ, ৫ সূ, ৪ ঋ।

ঋভুগণ মনুষ্য হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪ অদিতি দেবগণের মাতা, সরস্বতী কোন কোন স্থলে শ্রী ও লক্ষ্মী সূর্য্যের পত্নী, অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী, উষা দ্যুলোকের কন্যা, অগ্নি বায়ুর

এক্ষণে সেই সকল পদ ও সম্বন্ধের মধ্যে কোন কোনটি অলুপ্ত, কোন কোনটি তিরোহিত এবং কোন কোনটি এক বারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে; এমন কি আর্য্যদিগের কোন কোন দেবতা এক্ষণে আর দেবতা বলিয়াও পরিগণিত হন না। আর্য্যগণ যখন যে দেবতার স্তব করিতেন, তখন তাঁহাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতেন, আবার অন্য দেবতার আরাধনা কালে যেন পূর্ব্ব দেবতাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিতেন। কখনও অগ্নিকে ইন্দ্র বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি সমুদায় দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আবার কখন অন্য দেবতাকেও সেই রূপ অপরাপর দেবতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন এবং পরিশেষে ইহাও দৃষ্ট হইবে যে, সমুদায় দেবতাকেই এক ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

আর্য্যগণ যে কোন পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া আরধনা করুন, তাঁহাদিগের অন্তরে ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বরজ্ঞান কত দুর প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম ও ষষ্ঠ কল্পে, "বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক আচার ব্যবহার" নামে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয় উল্লিখিত আছে। পুনরায় তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিতে গেলে পিষ্টপেষণ হইয়া উঠে। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতেছে যে, ঈশ্বর যে সর্ব্ব শক্তিমান্, পাপের দণ্ডদাতা অথচ ক্ষমাবান্ বন্ধু, প্রতিপালনে পিতা ও নির্ম্মাণে মাতা এবং মনুষ্যের প্রকৃতি যে অপূর্ণ ও পাপ যে অত্যন্ত ঘৃণিত এই সমস্ত সত্য অগ্নি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের স্তোত্র ও মহর্ষি শুনঃশেফ কৃত বরুণ দেবের স্তবে বিলক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। মনুষ্যের আত্মাতে এই রূপ একটি বৃত্তি আছে যে, মনুষ্য তাহারই উত্তেজনায় আপনা হইতে এক অলৌকিকী সত্তা প্রতীতি করিতে থাকে; তন্নিমিত্ত ঈশ্বরকে মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইতে হয় না এবং কোন অলৌকিক উপদেশেরও আবশ্যকতা নাই। ইহা অনেকে এই বর্ত্তমান কালেও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অনেক কুসংস্কারের পোষকতা করিতেছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অতি পুরাতন ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে এমন একটি ভাবও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই যে, আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন, ঈশ্বর কোন অলৌকিক উপায়ে মনুষ্যকে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা ধর্ম্ম কার্য্যকে এরূপ স্বাভাবিক ভাবিয়া অনুষ্ঠান করিতেন যে, সাংসারিক কার্য্য হইতে তাহা পৃথক্ করিতেও যাইতেন না, ইহুদিরা অতি প্রাচীন কালেই এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সত্য এক অসত্য দ্বারা প্রচারিত হয়; ইহুদিদিগের বিশ্বাস এই, মুসা (কল্পিত ব্যক্তি) অলৌকিক রূপে ঈশ্বরের নিকট হইতে ইহা অবগত হন। আমাদের আর্য্যগণের ঋগ্বেদসংহিতাতে নানাবিধ অমুলক কল্পনা ও কুসংস্কারের চিহ্ন সকল প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কোন প্রকার ভানের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহারা বাস্তবিকই যাহা বিশ্বাস করিতেন, তাহাই সরল ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা নিজে যে ভান করেন নাই, তাঁহাদিগের সন্তানেরা তাহা তাঁহাদের উপর আরোপ করিয়া দিতেছেন।

আর্য্যগণের মনে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরভাব অসাধারণ রূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কি যুদ্ধ কি কৃষি বাণিজ্য সকল কার্য্যেই তাঁহারা সাহায্যার্থী হইয়া দেবতাগণকে আহ্বান

পুত্র, তাঁহার দুই জননী, অশ্বিনদ্বয় দেবগণের চিকিৎসক ইত্যাদি।

করিতেন। ক্ষুদ্র শিশু যেমন তাহার সকল কার্য্যেই মাতার মুখ চাহিয়া থাকে, আর্য্যগণ সেইরূপ বালকের ন্যায় সুদৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, আমাদের শক্তিতে যাহা না হইবে, তাহা দেবগণের সাহায্যে অবশ্যই সম্পন্ন হইবে। এইরূপ নির্ম্মল অটল ও পরম সুন্দর নির্ভরের ভাব বেদসংহিতার যেখানে সেখানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব সকলের মনেই উদ্দীপ্ত হয় এবং সংসারের কার্য্য হইতে পৃথক্ হইয়া তীর্থ স্থানে বা দেব-মন্দিরে আরাধনাকালে কি পুরাতন কি নূতন সকল সম্প্রদায়ই নির্ভরের ভাব সূচক স্তোত্রাদি প্রকটিত করিয়া থাকেন, ইহা অসাধারণ নহে, এ স্থলে এরূপ নির্ভরভাব উল্লিখিত হইতেছে না; মনুষ্যের মনে ঈশ্বরের প্রতি যে স্বাভাবিক নির্ভরের ভাব আছে, আর্য্যগণ আপনাদের প্রত্যেক কার্য্যে সেই ভাবটিকে নেতা করিয়া চলিতেন। সমুদায় জাতি অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের মনে এই ভাবটি অধিকতর প্রবল হইয়াছিল। তাঁহাদের সন্তানেরা ধর্ম্ম বিষয়ে যে কিছু অসাধারণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, হিন্দুজাতি যে ধর্ম্মপ্রধান জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সকল বিদ্যা অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্র যে এখানে অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে, অন্যান্য বিষয়ক ইতিহাস অপেক্ষা ধর্ম্ম বিষয়ক ইতিহাসে আর্য্য জাতি যে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন; এই সমুদায় তাহারই ফল।

ঈশ্বর-জ্ঞান মনুষ্যের স্বাভাবিক সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয়। কেহ কেহ এই মতটির অসত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যতই দিন অতীত হইতেছে ও নানা দেশীয় অসভ্য জাতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ততই এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হইতেছে যে, ঈশ্বরজ্ঞান মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন; জাতি বিশেষে ঐ জ্ঞানের সুব্যক্ত কার্য্য আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহাদের ঈশ্বরজ্ঞান নাই এইরূপ মনে করা আর কোন জাতির মধ্যে রন্ধনক্রিয়া বা তাহার উপযোগী কোন উপকরণ না দেখিতে পাইলে তাহাদের ক্ষুধাবৃত্তি একবারে নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উভয়ই সমান। কিন্তু আমরা কহিতেছি যে, পৃথিবীতে এমন জাতি বিদ্যমান নাই যে, তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব একবারে অজ্ঞাত হইয়া আছে। তাহারা ঈশ্বরকে যে রূপ করিয়া বর্ণনা করুক, তাহার কথা হইতেছে না, আমাদের উপরে যে এক ঈশ্বর আছেন, এ জ্ঞানে কোন জাতিই বঞ্চিত নহে। ইহা অযথার্থ নহে যে অদ্যাপি কোন কোন জাতি ঈশ্বরকে এরূপ বিকৃত করিয়া বর্ণনা করে যে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের উপাসক না বলিয়া দৈত্যের উপাসক বলা যাইতে পারে; ইহা দ্বারা তাহাদিগের বুদ্ধিদোষই সপ্রমাণ হইতেছে, কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান যে, স্বভাবসিদ্ধ, এ সিদ্ধান্তের কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। এই সকল অসভ্য জাতির সহিত অন্ধতম কালের আর্য্যদিগের তুলনা করিলে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাদের উন্নত ভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা নানাপ্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই, এবং তাঁহারা অচেতন জড় পদার্থকে আরাধনা করিতেন যথার্থ, তথাপি তাঁহাদের অন্তরে ঈশ্বরের ভাব যে রূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল; তাঁহাদের ভাষার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিপাদক প্রেম-স্বরূপ শব্দ নাই পাই, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার প্রেম অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বালকের ন্যায় বিশ্বাস পূর্ণহৃদয়ে যে রূপ

তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন, তাহা আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান কালের উজ্জ্বল-সভ্যতা-সম্পন্ন ইউরোপীয় খৃষ্টীয় সম্প্রদায় অপেক্ষা তদ্বিষয়ে অনেক উন্নত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ঈশ্বরকে মুখে পিতাই বলুন, আর প্রেমস্বরূপই বলুন, তাঁহাকে অনন্ত নরকের স্রষ্টা ও পাপীর প্রতি এক প্রকার বৈরনির্য্যাতক বলিয়া যে বিশ্বাস করেন, ঈদৃশ ভ্রমের সহিত ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ক আর কোন কুসংস্কারেরই তুলনা হইতে পারে না। হিন্দুরা ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ যত দূর বিকৃত করিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, তাহার শেষ সীমা এই যে, "ঈশ্বর সংহার কর্ত্তা;" কিন্তু অনন্ত নরকের স্রষ্টার সহিত তুলনা করিলে সংহার কর্ত্তাকে বাস্তবিকই "শিব" বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

নূতন পুস্তক।

১ ভক্তিবিরোধীদিগের আপত্তি খণ্ডন।

এই পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সেন প্রণয়ন করিয়াছেন; ইহা কলিকাতা ইণ্ডিয়ান্ মিরার যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক খানি প্রচারের দুইটি লক্ষ্য দৃষ্ট হইতেছে, একটি এই—শ্রীযুক্ত কেশব চন্দ্র সেনের উপর যে সকল অপবাদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই গুলি হইতে তাঁহাকে মুক্ত করা। এটি দ্বারা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দিত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আর একটি এই—গ্রন্থকার যাঁহাদিগকে ভক্তি ও অন্যান্য কোন কোন মতের বিরোধী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাদিগের মত সকল খণ্ডন করা।

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্ম যে দুই খানি ইংরাজি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, এবং নরপূজা নামে যে এক খানি বাঙ্গলা পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, এই তিন খানি পুস্তকই আমাদের গ্রন্থকারের লক্ষ্য। কিন্তু গ্রন্থকার শান্ত হইয়া পুস্তকগুলির দোষগুণ অধিক ক্ষণ বিচার করিতে পারেন নাই; অধিকাংশেই অতি কদর্য্য প্রণালীতে উক্ত গ্রন্থকারদিগের প্রতি বিদ্রূপ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ নরপূজা পুস্তকের কেবল কএকটি কথার ছল ধরিয়া তাহার গ্রন্থকারকে তিরস্কার করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে "বৃদ্ধ" ব্রাহ্মের অভিপ্রায় অবিকল হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহা প্রতারণা, ছলনা ও "বৃদ্ধ বয়সে কেন ঈদৃশ ভ্রম।" এই সকল কটূক্তি করা হইয়াছে। এ অংশ গুলি ভাল লাগিল না। গ্রন্থকারের হৃদয়ে যে ভাব থাকুক, বাহিরে এগুলি বিদ্বেষ ভাবের চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হইবে। অন্যান্য বিষয়ে তিনি যাহা ইচ্ছা বলুন, মানুষের রুচি ও অভ্যাস ভালই হউক, মন্দই হউক, এক বারে নিবারিত হয় না; কিন্তু তিনি যে তিনটি অন্যায় মত সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রথম—জ্ঞান ও সভ্যতাকে তিনি ধর্ম্ম ও ভক্তির বিরোধী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, দ্বিতীয়—মনুষ্যের শক্তিকে তিনি এক বারে ধর্ম্মের বিরোধী করিতে গিয়াছেন: তৃতীয়—যিনি ভক্তিকে জ্ঞান দ্বারা শোধন করিবার উপদেশ দেন, তাঁহাকে ভক্তির বিরোধী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

গ্রন্থকার জ্ঞানশিক্ষা ও সভ্যতাকে যে রূপ ভয়ঙ্কর ও ঘৃণার্হ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যদি ব্রাহ্মগণ যথার্থই ভক্তিপূর্ব্বক সেই উপদেশগুলি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মগণের প্রতি লোকের ভক্তি তিরোহিত হইবে। অতএব সেগুলি হিতকর বলিয়া বোধ হইল না। গ্রন্থকার বলেন—

"জ্ঞান ধর্ম্মের কিরূপ মৈত্রতা তাহা কি তোমরা জান না? জ্ঞান দ্বারা স্বদেশীয় লোকের অবস্থা কিরূপ উন্নতিশীল হইয়াছে তাহা কি দেখিতেছ না? ব্রাহ্মগণ! তোমরা কি অন্ধ? জ্ঞান দ্বারা যে প্রতিপদে উন্নতি হইতেছে ইহা কি তোমাদের নয়নগোচর হয় না? দেখ পৌত্তলিকতাতে অবিশ্বাস, আহারীয় সামগ্রীর বাচ্ বিচার নাই, গঙ্গাজল অপেক্ষা দেখ দেখি ভাটীর জলে কেমন স্পৃহা, বুদ্ধি এমনই সুমার্জ্জিত এবং প্রখর হইয়াছে যে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ, এবং পরকালে অবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে, "ইট ড্রিঙ্ক এণ্ড বি মেরি" এই মতটী সাধনেই দেশীয় লোকের মন সংগত। এমন জ্ঞানকে তোমরা সমাদর না করিয়া কেবল "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করিয়াই চীৎকার কর কেন?"

"—জ্ঞান আবার সভ্যতার মিত্র। সভ্যতা ভক্তির করাল শত্রু। ভক্তির রসার্দ্র ভাব, ভক্তিপ্রদ দীন হীন শৈশব ভাব, ভক্তির ব্যাকুলতার ব্যাপার, সভ্যতা কি সহ্য করিতে পারে? সভ্যতা অন্তরালে থাকিয়া জ্ঞানকে বলিয়া দেয়, "ঐ দেখ তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, লোকে অভিমান শূন্য হইয়া তোমার উপর ভক্তিকে আসন প্রদান করিতেছে, আমিত আর তিষ্ঠিতে পারি না, ভক্তি আসিয়া আমার আধিপত্য হরণ করিতে চলিল। সখা জ্ঞান! এই সময়ে বল প্রকাশ কর, কুতর্করূপ কণ্টক আনিয়া ভক্তির পথে রোপণ করিয়া দেও, অভি-

মানত তোমারই সহচর, তাহাকে ডাকিয়া লোকের মনকে অধিকার করিতে বল। অনেকে যে ভক্তিকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে দেখিয়া খড়্গহস্ত হইবেন, সেটী আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে সময়ে বঙ্গবাসীগণ প্রখর বুদ্ধির চরণে—সভ্যতার চরণে মস্তক বিক্রয় করিয়াছেন, সে সময়ে ভক্তির বিলাপ ধ্বনি কি সহনীয় হইতে পারে? ব্যাঘ্র গাভীর এক পাত্রে জলপান যেরূপ উভয়ের স্বভাব বিরুদ্ধ, জ্ঞান-কন্যা সভ্যতা এবং ভক্তি-প্রসূতা দীনতার একাধারে বসতি করাও সেই রূপ স্বভাব-বিরুদ্ধ।"

জ্ঞান ও সভ্যতা গ্রন্থকারের চক্ষুতে যে কিরূপ ভয়ঙ্কর তাহা এই দুটি স্থল পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু এই পুস্তক খানি লিখিতে ও প্রচার করিতে গ্রন্থকারকে যে জ্ঞানশিক্ষা ও সভ্যতার কত দূর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহা যদি তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে জ্ঞান ও সভ্যতার প্রতি এত দূর নিষ্ঠুরতা করিতে অবশ্যই লজ্জিত হইতেন। গ্রন্থকার কি সেই আদিম কালের বর্ব্বর অবস্থাকেই ধর্ম্ম সাধনের উপায় মনে করেন? তাঁহার মতে কি যাবতীয় জ্ঞানবান্ সভ্য লোক ধর্ম্মভ্রষ্ট?

আত্মপ্রভাব ও দেবপ্রসাদ মুক্তি লাভের উপায়:—এই মতটি "বৃদ্ধ" ব্রাহ্ম নূতন প্রকাশ করেন নাই। মত ও বিশ্বাস নামক গ্রন্থের দশম উপদেশে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে; কএক বৎসর হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া এক খানি ক্ষুদ্র কাগজে আটটি প্রশ্নোত্তর মুদ্রিত হয়, তাহাতে আত্মপ্রভাব অনুসারে চেষ্টা ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই দুইটি মুক্তি লাভের উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; গ্রন্থকারও প্রকারান্তরে আত্মপ্রভাবের আবশ্যকতা কতক স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর আমারদিগকে যে শক্তি দিয়াছেন, তদনুসারে চেষ্টা করিতে হইবে; ইহাই আত্ম-প্রভাবের কার্য্য; মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর অবশ্যই সাধু চেষ্টা ফলবতী করিবেন; এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাসে থাকিতে হইবে, ইহাই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর-ভাবের কার্য্য। "বৃদ্ধ" ব্রাহ্ম এবিষয়ে যে কোন নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও বোধ হইল না। তথাপি গ্রন্থকর্ত্তা এই কথা লইয়া অতি জঘন্যরূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছেন; তিনি বলেন—

এটী বড় সহজ কথা নহে! পরিত্রাণের পত্তন ভূমি লইয়া টানাটানি। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার দয়া যে পরিত্রাণের এক মাত্র উপায়, তাহা নহে। আরও কিছু আছে, আত্মপ্রভাব! প্রভাবের অর্থত অভিধানে লেখে—তেজ, প্রতাপ, শক্তি, মাহাত্ম্য, গৌরব।"

গ্রন্থ কর্ত্তা অত্যন্ত কৌতুক ভাল বাসেন, অতএব কোন কৌতুকের কথা তিনি অবশ্যই ক্ষমা করিতে পারিবেন—গ্রন্থকার প্রভাব শব্দের অর্থ দেখিবার নিমিত্ত অভিধান খুঁজিবার ক্লেশ স্বীকার না করিয়া যদি ব্যাকরণের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে "সন্তাপ-হারিণী নাম" "মৃত সঞ্জীবনী অভয় প্রদায়িনী নাম" "মূর্ত্তিমতী হইয়া" এই গুলি পাঠ করিয়া মাতৃভাষার মঙ্গলেচ্ছুদিগকে আঘাত পাইতে হইত না। সে যাহা হউক, গ্রন্থকার কেবল ইহাতেই ক্ষান্ত হন নাই; প্রত্যুত, মনুষ্যের শক্তিকে কেবল পাপেরই কারণ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন—

"পরিত্রাণের পক্ষে ত এটী কোনরূপেই সম্ভবে না। অপর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সম্ভব বটে। পাপাচারী ব্যক্তির পাপ করিবার ইচ্ছা যখন বলবতী হইয়া উঠে, তখনই আত্মপ্রভাব আসিয়া সহায়তা করিয়া থাকে। মনে কর কাহারও নর হত্যা করিবার ইচ্ছা মনোমধ্যে বলবতী হইয়া উঠিল। তখনই আত্মপ্রভাব আসিয়া তেজ প্রদান পূর্ব্বক সেই দুরাচারীকে তেজস্বী করিয়া তুলিল, সে সেই তেজ বলে খড়্গ ধারণ করিয়া ভ্রাতার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। কাহারও সুরাপান-স্পৃহা বলবতী হইবা মাত্র সে আত্মপ্রভাব উপলব্ধি করিতে থাকে, সে অমনি বল পূর্ব্বক বোতলের ছিপিটা খুলিয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া মনের সাধ মিটাইয়া মদ্যপান করত পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হয়। পাপ পথে পরিভ্রমণ পাপ স্রোতে সন্তরণ করিবার ইচ্ছা হইলে আত্মপ্রভাব হস্ত ধারণ পূর্ব্বক যে অগ্রসর করিয়া দেয়, এইটীই সত্য; কিন্তু পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার ইচ্ছা হইলে আত্মপ্রভাব যে কিরূপে সাহায্য দান করে কিম্বা করিতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

এই স্থানটি গ্রন্থকার আত্মপ্রভাব অনুসারে বোধ হয় লেখেন নাই, কেন না তাঁহার মতে নর হত্যা সুরাপান প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম সমুদায় ব্যতিরেকে আত্মপ্রভাব আর কিছুই করিতে পারে না! কিন্তু তিনি কিসের প্রভাব অনুসারে লিখিয়াছেন, তাহাও স্থির করা দুষ্কর হইতেছে। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা কেবল পাপাচারের নিমিত্তে? এক জন ব্রাহ্ম মনুষ্যকে এ রূপ অপকৃষ্ট বলিয়া প্রচার করিতেছেন বলিয়াই অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইয়াছে। খৃষ্টীয় মতে মনুষ্য কীট অপেক্ষাও অপকৃষ্ট; ঈশ্বরের পুত্র, কেবল কথায়; ভাবে, তাঁহার শত্রু; সুতরাং তাঁহাদিগের মুখ হইতে যদি বাহির হয়,—মনুষ্যের শক্তি কিছুই নহে, কেবল পাপ করিবার জন্য, কেন না তাহারা আদিম পিতামাতার পাপের উত্তরাধিকারী হওয়াতে কোন পুণ্য কর্ম্ম করিতে পারে না;—তাহা হইলে এ রূপ বিস্ময়ের বিষয় হইত না। গ্রন্থকার অন্যমনস্ক হইয়া লিখিয়াছেন; ইহাতে যে ঈশ্বরকেই অভক্তি করা হইতেছে, তাহা বুঝিতে

পারেন নাই। গ্রন্থকর্ত্তার যদি এই অভিপ্রায় থাকে যে,আমরা দেখিতেছি শুনিতেছি চলিতেছি, এ সমুদায়ই ঈশ্বরের প্রসাদ, এই রূপ আপনার শক্তিও ঈশ্বরের প্রসাদ, অতএব এক ঈশ্বরপ্রসাদ বলিলেই সকল বুঝাইবে। তাহা হইলে "বৃদ্ধের" সহিত অকারণ বিবাদ করা হইতেছে।

"বৃদ্ধ" ব্রাহ্ম কহিয়াছেন কেবল ভক্তি মনুষ্যকে ধর্ম্মজনিত মঙ্গলে আনয়ন করিতে পর্য্যাপ্ত নহে। পৌত্তলিক তাঁহার পুত্তলিকাতে ভক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা কি বিহিত ভক্তি? ভক্তিকে অবশ্য নিয়ত জ্ঞান দ্বারা শোধিত করিতে হইবে।"—ইহাতে গ্রন্থকার কহিতেছেন—

"যদি ভক্তি দ্বারা মুক্তি না হয়, তবে কিসে হয়? ভক্তির উপরে গ্রন্থকর্ত্তা এত চটা কেন?"

ভক্তিকে জ্ঞান দ্বারা শোধন করিতে হইবে এই বাস্তবিক কথাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মকে কি ভক্তির উপর "চটা" বলিয়া স্থির করিতে হইবে! গ্রন্থকার এইটি প্রতিপন্ন করিবার জন্যই কি "ভক্তি বিরোধীদিগের আপত্তি খণ্ডন" নাম দিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? তিনি কি ব্রাহ্মদিগকে খৃষ্টান ও বৈরাগীদিগের ন্যায় অন্ধ ভক্তি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করাইতে চান? যাহা হউক, গ্রন্থকার যদি কাহারও মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মগণের মধ্যে কেহ ভক্তির বিরোধী হইয়াছেন; আমরা অনুরোধ করিতেছি, সে সংস্কার পরিত্যাগ করুন। কেবল ব্রাহ্মগণের মধ্যে কেন, সমুদায় মনুষ্যের মধ্যে কোন আস্তিক এত দূর পামর হইতে পারে না যে, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির বিরোধী হইয়া উঠিবে, অথবা শ্রদ্ধা ভক্তি অনাবশ্যক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। আমরা দুঃখের সহিত কহিতেছি যে গ্রন্থকার দলাদলির ঘোঁটে এমনি মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহার চক্ষুতে "বৃদ্ধ" ব্রাহ্মের চলনও বাঁকা বলিয়া বোধ হইতেছে। নতুবা জ্ঞান দ্বারা ভক্তিকে নিয়মিত করিতে হইবে, এ কথাতে কেন তাঁহাকে "ভক্তির উপরে চটা" বলিয়া স্থির করিলেন।

এক্ষণে সমুদায় ব্রাহ্ম গ্রন্থকারগণকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা সাধারণ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যেন পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। নতুবা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকার করিতে গিয়া অপকার করিয়া বসিবেন।

২ ব্যবস্থাদর্পণ।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ শর্ম্ম সরকার প্রণীত, দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। ১৭৭১ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	১৬৮৬॥/১০
পূর্ব্বকার স্থিত	..	৭২। ০
		১৭৫৮৸/১০
ব্যয়	... .	১৩৫৪। ১৫
স্থিত	.. ...	৪০৪॥ ১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৭৪৫।/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৯৩॥৶ ০
পুস্তকালয়	... ...	১০০॥৵ ৫
যন্ত্রালয়	... ...	১৪৯/ ০
গচ্ছিত	... ...	৯৭৸/১০
		১৬৮৬॥/১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	২৪৩॥/ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩২৯। ৫
পুস্তকালয়	... ...	১৮৭৶ ০
যন্ত্রালয়	... ...	২৩৩৵১০
গচ্ছিত	... ..	৩৬১৵১৫
		১৩৫৪। ১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২০০
" হরিমোহন নন্দী	... ..	১২
" রামদয়াল মুখোপাধ্যায়	...	৬।০
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	... ...	৪
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন	... ...	২
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি	... ...	২
" ব্রজনাথ ধর	... ...	১
" কালীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	...	১
" দীননাথ নাথ	... ...	॥০
দানাধারে প্রাপ্ত	... ...	১২৵৫
রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তিম দানের উপস্বত্ব	... ...	৫০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ ভাদ্র রবিবার প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯০৬। কলিগতাব্দ ৪৯৫০। ১ ভাদ্র সোমবার।

৭৩৩ সংখ্যা।

সপ্তম কল্প

তৃতীয় ভাগ

আশ্বিন ১৭৯১ শক।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪০

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে সপ্তমং সূক্তং।

ঋজ্রাশ্বাদয়ো ঋষয়ঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৬৪

১৬। রোহিচ্ছ্যাবা সুমদংশুর্ললামীর্দ্যুক্ষা রায় ঋজ্রাশ্বস্য। বৃষণ্বন্তং বিভ্রতী ধূর্ষু রথং মন্দ্রা চিকেত নাহুষীষু বিক্ষু।

১৬। 'রোহিৎ' রোহিতবর্ণা 'শ্যাবা' শ্যামবর্ণা, উভয়োঃ পার্শ্বয়োরুভয়বিধবর্ণযুক্তেত্যর্থঃ। 'সুমদংশুঃ' সুমৎস্বতঃ প্রাংশুঃ, উক্তঞ্চ যাস্কেন, সুমৎস্বয়মিত্যর্থঃ, অতিদীর্ঘাবয়বা 'ললামীঃ' পুণ্ড্রবতী অশ্বভূষণযুক্তা বা 'দ্যুক্ষা' দিবি দ্যুলোকে কৃতনিবাসা 'ঋজ্রাশ্বস্য' এতৎসংজ্ঞকস্য রাজর্ষেঃ 'রায়ে' ধনার্থং 'বৃষণ্বন্তং' বৃষ্ণা সেক্ত্রা ইন্দ্রেণ যুক্তং 'রথং' 'ধূর্ষু' যুগসম্বন্ধিষু বহনপ্রদেশেষু 'বিভ্রতী' বহন্তী 'মন্দ্রা' সর্ব্বেষামাহ্লাদকরী অশ্বপংক্তিঃ 'নাহুষীষু' নহুষাঃ মনুষ্যাঃ তৎসম্বন্ধিনীষু সেনালক্ষণাসু প্রজাসু 'চিকেত' জ্ঞায়তে। ঈদৃশ্যাশ্বপংক্ত্যা যুক্ত ইন্দ্রঃ 'বিক্ষু' সংগ্রামেষু অনুগ্রাহকতয়া প্রাদুর্ভবতীত্যর্থঃ।

১৬। রক্ত বর্ণ ও শ্যাম বর্ণ পার্শ্বদ্বয় যুক্ত, দীর্ঘাবয়ব, অলঙ্কার বিভূষিত, আহ্লাদকর, গগন বিহারী, এবং ঋজ্রাশ্ব নামক রাজর্ষির ধনের নিমিত্তে ইন্দ্র সংযুক্ত রথের যুগবহনকারী ও সেনা লক্ষণ রূপে বিজ্ঞাত, এতদ্রূপ অশ্বগণে পরিবৃত ইন্দ্র যুদ্ধে প্রাদুর্ভূত হয়েন।

১১৬৫

১৭। এতত্ত্যত্ত ইন্দ্র বৃষ্ণ উক্থং বার্ষাগিরা অভিগৃণন্তি রাধঃ। ঋজ্রাশ্বঃ প্রষ্টিভিরম্বরীষঃ সহদেবো ভয়মানঃ সুরাধাঃ।

১৭। হে 'ইন্দ্র' 'বৃষ্ণঃ' কামানাং বর্ষিতুঃ 'তে' তব 'ত্যৎ' তৎ 'এতৎ' 'উক্থং' স্তোত্রং 'রাধঃ' সংরাধকং ত্বৎপ্রীতিহেতুং 'বার্ষাগিরাঃ' বৃষাগিরো রাজ্ঞঃ পুত্রাঃ ঋজ্রাশ্বাদয়ঃ 'অভিগৃণন্তি' আভিমুখ্যেন বদন্তি। বার্ষাগিরা ইত্যেতদ্বিবৃণোতি 'ঋজ্রাশ্বঃ' এতৎসংজ্ঞো রাজর্ষিঃ 'প্রষ্টিভিঃ' পার্শ্বস্থৈরন্যৈঃ ঋষিভিঃ সহ ইন্দ্রং অস্তৌৎ। তে কে পার্শ্বস্থাঃ 'অম্বরীষঃ' 'সহদেবঃ' 'ভয়মানঃ' 'সুরাধাঃ' চত্বারো রাজর্ষয়ঃ।

১৭। হে ইন্দ্র! কামানুরূপ দান কর্ত্তা যে তুমি, বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব নামক ঋষি, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা, পার্শ্বস্থ বৃষাগিরের এই পুত্র চতুষ্টয়ের সহিত তোমার প্রীতি সাধন এই উক্থ শস্ত্র দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন।

১১৬৬

১৮। দস্যূঞ্ছিম্যূংশ্চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং শর্ব্বা নিব-

হী॑৲। সন॑ৎক্ষেত্রং সখি॑ভিঃ শ্বি॒ত্ন্যেভিঃ সন॑ৎসূর্য্যং সন॑দ॒পঃ সু॒বজ্রঃ॑।

১৮। 'পুরুহূতঃ' বহুভির্যজমানৈরাহূত ইন্দ্রঃ 'এবৈঃ' গমনশীলৈর্ম্মরুদ্ভির্যুক্তঃ সন্ 'পৃথিব্যাং' ভূমৌ বর্ত্তমানান্ 'দস্যূন্' উপক্ষপয়িতৄন্ শত্রূন্ 'শিমূ্যংশ্চ' শময়িতৄন্ বধকারিণোরাক্ষসাদীংশ্চ 'হত্বা' প্রহৃত্য তদনন্তরং 'শর্দ্ধা' হিংসকেন বজ্রেণ 'নিবর্হীৎ' অবধীৎ, নিবর্হয়তি বধকর্ম্মা, এবং শত্রূন্নিরস্য 'শ্বিত্ন্যেভিঃ' শ্বেতবর্ণৈঃ অলঙ্কারেণ দীপ্তাঙ্গৈঃ 'সখিভিঃ' মিত্রভূতৈর্ম্মরুদ্ভিঃ সহ 'ক্ষেত্রং' শত্রূণাং স্বভূতাং ভূমিং 'সনৎ' সমভাজৎ, তথা বৃত্রেণ তিরোহিতং 'সূর্য্যং' তস্য বৃত্রস্য হননেন 'সনৎ' অভজৎ প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ, তথা 'সুবজ্রঃ' শোভনবজ্রযুক্ত ইন্দ্রঃ বৃত্রেণ নিরুদ্ধা 'অপঃ' বৃষ্ট্যুদকানি 'সনৎ' সমভজৎ ॥

১৮। বহু যজমান কর্ত্তৃক আহূত, শোভন বজ্র যুক্ত ইন্দ্র গমন শীল মরুদ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীতে বর্ত্তমান দস্যু সকল ও রাক্ষস গণকে প্রহার করিয়া পরে বজ্র দ্বারা তাহারদিগকে বধ করিয়াছিলেন, অনন্তর দীপ্তাঙ্গ সখীভূত মরুদ্‌গণের সহিত শত্রুদিগের ক্ষেত্র, ও সূর্য্য, এবং বৃষ্টি জল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১১৬৫

১৯। বি॒শ্বাহেন্দ্রো॑ অধিব॒ক্তা নো॑ অ॒স্ত্বপ॑রিহ্বৃতাঃ সনুয়াম॒ বাজং॑। তন্নো॑ মি॒ত্রো বরু॑ণো মামহন্তা॒মদি॑তিঃ সিন্ধুঃ॑ পৃথি॒বী উ॒ত দ্যৌঃ॥ ১। ৭। ১১।

১৯। 'বিশ্বাহা' সর্ব্বকালীনঃ 'নঃ' অস্মাকং 'ইন্দ্রঃ' 'অধিবক্তা' 'অস্তু' অধিবচনং পক্ষপাতেন বচনং যথোক্তং ব্রাহ্মণাধাধিব্রূষাদিতি, সর্ব্বদাস্মাকমিন্দ্রঃ পক্ষপাতবচনযুক্তো ভবতু, বযঞ্চ 'অপরিহ্বৃতাঃ' অকুটিলগতয়ঃ সন্তঃ 'বাজং' হবির্লক্ষণমন্নং 'সনুয়াম' সংভজামহে, যৎ অনেন সূক্তেন 'নঃ' অস্মাভিঃ প্রার্থিতং 'তৎ' মিত্রাদয়ঃ 'মামহন্তাং' পূজিতং কুর্ব্বন্তু। ১। ৭। ১১।

১৯। ইন্দ্র সর্ব্বকাল আমারদিগের পক্ষ হইয়া বাক্য বলুন, আমরাও অকুটিল ভাবে তাঁহাকে হবি লক্ষণ অন্ন প্রদান করি। আমারদিগের যাহা প্রার্থিত, তাহা মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী, ও স্বর্গ সম্পন্ন করুন। ১। ৭ ১১।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় অধ্যায়

২৩

গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সুতান্। গোপয়েৎ স্বজনান্ বন্ধূনেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ১

'গৃহস্থঃ পালয়েৎ দারান্ বিদ্যাং অভ্যাসয়েৎ সুতান্'। 'গোপয়েৎ' রক্ষেৎ 'স্বজনান্ বন্ধূন্' 'এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ'। ১

গৃহস্থ স্বীয় স্ত্রীকে প্রতিপালন করিবেক, পুত্রদিগকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক এবং স্বজন ও বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিবেক; এই সনাতন ধর্ম্ম। ১

পত্নীকে প্রতিপালন, সন্তান গণকে শিক্ষাদান এবং স্বজন ও বন্ধু গণের সহায়তা করা গৃহস্থের নিত্য কর্ম্ম জানিবে। সন্তানগণকে কেবল অন্নবস্ত্র প্রদান করিলেই পিতামাতার সমুদয় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হয় না। যাহাতে পুত্রগণ সাধুভাব ও সদ্ভাব সহকারে ঈশ্বরের প্রতি ও সমুদয় মনুষ্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ইহ লোকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ও পরলোকে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, পিতামাতা সন্তানগণকে সেই রূপ শিক্ষা দান করিবেন। গৃহস্থ সাধ্যানুসারে স্বজন ও বন্ধুগণের আনুকূল্য করিবেন; অন্যের হিত সাধনে কদাপি পরাঙ্মুখ হইবেন না। ১

২৪

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥ ২

'কন্যা অপি' 'এবং' ঈদৃশেন প্রকারেণ 'পালনীয়া 'শিক্ষণীয়া' চ 'অতিযত্নতঃ'। 'বিদুষে' পণ্ডিতায় 'বরায়' 'ধনরত্নসমন্বিতা' সা 'দেয়া। ২

কন্যাকেও এই রূপ পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধনরত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক। ২

কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন ও জ্ঞান-ধর্ম্মে শিক্ষা দান করিবেক। কন্যা পতিকুলে অবস্থান করিয়া যে সকল গুরুতর ভার গ্রহণ করিবে, তাহা জনকের উপদেশ ও জননীর দৃষ্টান্ত দেখিয়াই অধিক শিক্ষা করে। অতএব জনক জননী যত্নপূর্ব্বক কন্যাদিগের সেই শিক্ষা সম্পাদন করিবেন। যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বর-ভক্তি উজ্জ্বল হয়, এবং মহানুভাবতা উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে পুত্র ও কন্যাকে নির্ব্বিশেষে সুশিক্ষিত করিবেন। পরে উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিবেন। ২

২৫

যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি। তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা॥ ৩

'যাদৃগ্‌গুণেন' 'ভর্ত্রা' সাধুনা অসাধুনা বা 'যথাবিধি' 'স্ত্রী সংযুজ্যেত'। 'সা' 'তাদৃগ্‌গুণা' 'ভবতি' সমুদ্রেণ 'ইব' যথা সমুদ্রেণ সহ যুক্তা 'নিম্নগা' নদী স্বাদূদকাপি ক্ষারজলা জায়তে তথা। ৩

যে স্ত্রী যাদৃক্ গুণবিশিষ্ট ভর্ত্তার সহিত বিধিপূর্ব্বক সংযুক্ত হয়, সে স্ত্রী তাদৃক্ গুণই প্রাপ্ত হয়; যেমন নদীর জল স্বাদু হইয়াও সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে লবণাক্ত হয়। ৩

স্বামীর গুণে পত্নীও গুণবতী হয়, এবং স্বামীর দোষে পত্নীরও দোষ জন্মিতে পারে; অতএব কন্যার জন্য গুণবান্ পাত্র অন্বেষণ করিবেক। যিনি জ্ঞানবান্, ঈশ্বর-পরায়ণ, আচার ব্যবহারে সাধু ও ভদ্র, যাঁহার কুল ও শীল কন্যা অপেক্ষা হীনতর নহে এবং যাঁহার প্রতি কন্যার বিরাগ ও বিদ্বেষ না থাকিবে, তাদৃশ সৎপাত্রে কন্যা দান করিবেক। ৩

২৬

অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং॥ ৪

'অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাং' অজ্ঞাতা পতিমর্য্যাদা যয়া তাং তথা 'অজ্ঞাতপতিসেবনাং'। তথা 'অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং' 'বালাং' 'পিতা' 'ন উদ্বাহয়েৎ' ন বিবাহয়েৎ। ৪

কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা ও পতি সেবা না জানে এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না। ৪

দাম্পত্যব্রত কিরূপ গুরুতর, স্বামীর সহিত সম্বন্ধ কিরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় এবং ধর্ম্ম কেমন যত্নের ধন, এই সমস্ত বিষয় কন্যা যে বয়সে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হয়, তাদৃশ বয়সে কন্যার বিবহ দিবেক না। ৪

২৭

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমণ্বপি। গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥ ৫

'কন্যায়াঃ পিতা' 'বিদ্বান্' শুল্কগ্রহণদোষজ্ঞঃ কন্যাদাননিমিত্তকং 'অণু অপি' অল্পমপি 'শুল্কং' মূল্যং 'ন' 'গৃহ্নীয়াৎ'। 'হি' যস্মাৎ 'নরঃ' 'লোভেন' 'শুল্কং' 'গৃহ্নন্' 'অপত্যবিক্রয়ী' সন্তানবিক্রেতা 'স্যাৎ'। ৫

জ্ঞানবান্ পিতা কন্যাদান নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও পণ গ্রহণ করিবেন না; লোভাসক্ত হইয়া পণ গ্রহণ করিলে সন্তান বিক্রয় করা হয়। ৫

কন্যাকে প্রতিপালন; শিক্ষাদান ও সৎপাত্রে সমর্পণ পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই তাঁহারা আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিবেন; কন্যাদান করিয়া তাহার পণ গ্রহণ করিবেন না; পণগ্রহণ করিলে দান করা হয় না, বিক্রয় করা হয়। যে পিতা মাতা লোভাসক্ত হইয়া কন্যাকে বিক্রয় করে, তাহারা নরাধম বলিয়া পরিগণিত হয়, কেন না মনুষ্যবিক্রয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যবহার। ৫

মুক্তি।

মুক্তির দুই পক্ষ; একটি ভাব পক্ষ, আর একটি অভাব পক্ষ, অভাব পক্ষে মুক্তি এই—পাপ হইতে মুক্ত হওয়া; ভাব পক্ষে মুক্তি এই—আত্মার অনন্ত উন্নতি। পাপ কি, প্রথমে এই বিষয়ে অনুশীলন করা যাইতেছে।—যদিও আধ্যাত্মিক বিষয়ের সহিত বাহ্য বিষয়ের সৌসাদৃশ্য প্রদান করা যায় না, তথাপি তাহার আভাস প্রদর্শিত হইলেও

বক্তব্য বিষয় কিয়ৎপরিমাণে বিশদ হইতে পারে। এক খানি নির্ম্মল ও শুভ্র অস্ত্র কোষ হইতে বাহির হইলে বায়ু তাহাকে মলিন করিতে থাকে; যদি এক পলের নিমিত্তও বাহিরে রাখা যায়, তাহা হইলেও তদনুরূপ অল্পাল্প মলিনতা উৎপন্ন হইবে; সেই কলঙ্ক এত অল্প হইতে পারে যে, চক্ষুতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু যত অধিক কাল তাহাতে বায়ুস্পর্শ হইবে, ততই সেই মলিনতা অধিক হইতে থাকিবে। যদি মধ্যে মধ্যে মার্জ্জনা না করা যায়, ক্রমে ক্রমে তাহার শুভ্র ও নির্ম্মল বর্ণ তিরোহিত ও সামান্য লৌহের ন্যায় তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিবে। প্রথমে যখন তাহাতে কলঙ্ক পড়িতে আরম্ভ হয়, তখন তাহা পরিষ্কার করিতে যে পরিশ্রম আবশ্যক ছিল, শেষে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ কষ্ট স্বীকার না করিলে আর তাহাকে পূর্ব্ববৎ শুভ্র ও নির্ম্মল করা যাইবে না। আত্মার পক্ষে পাপ এই রূপ কলঙ্ক স্বরূপ। আত্মা ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিয়া যত টুকু বাহিরে যাইবে, সেই পরিমাণে পাপবায়ু তাহাকে মলিন করিতে থাকিবে। আত্মার পক্ষে মলিনতা আর কিছুই নহে, যেমন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে শরীরের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, সেই রূপ ধর্ম্মের আদেশ অতিক্রম করিলে আত্মার সুস্থতা ভঙ্গ হইতে থাকে। পাপপথে এক পদ মাত্র চলিলেই আত্মাতে অন্ততঃ এক রেখা মাত্র মলিনতা উৎপন্ন হইবে; আত্মদৃষ্টি নিরন্তর জাগরূক না থাকিলে তাহা হয় তো মনুষ্যের উপলব্ধিই হয় না। তৎপরে মনুষ্য যতই পাপপথে অগ্রসর হয়, ততই সেই মলিনতা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। শারীরিক রোগে যে যন্ত্রণা হয়, তাহা ঈশ্বরের বাক্য স্বরূপ; তখন ঈশ্বর এই বলিতে থাকেন, তোমার শরীর প্রকৃতিস্থ নাই, প্রতীকার কর। তিনি যেমন শরীরে, সেই রূপ আত্মাতে অবস্থান করিয়া তাহাকে রক্ষা করিছেন; আত্মা রুগ্ন হইলেই যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; সে যন্ত্রণা ঈশ্বরের উপদেশ স্বরূপ, তিনি তখন এই বলেন, আত্মা অসুস্থ হইয়াছে,প্রতীকার কর। ঈশ্বরকে ইহার জন্য ধন্যবাদ করি যে, তিনি এই রূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন,নতুবা আমরা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। মনুষ্য আজি পাপাচরণ করিলে মৃত্যুর পরে ঈশ্বর তাহার বিচার করিতে বসিবেন, তাহা নহে; পাপের যাহা ফল, তাহা তখনি আত্মাতে সঞ্চিত হইল। আত্মা যত ক্ষণ আপনার প্রতি একবারে উদাসীন না হয়, তত ক্ষণ রুগ্ন হইবা মাত্রই গ্লানি অনুভব করে; কিন্তু মত্ত হইয়া তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া আরও পাপাচরণ করিতে পারে, তাহাতে তাহার আত্মা আরও মলিন হইয়া যায়; কিন্তু যখনই আপনার প্রতি দৃষ্টি করে, তখনই গ্লানি ভোগ করে, কেন না তাহার অসুস্থতা নিয়তই রহিয়াছে; কিয়ৎক্ষণ পরে আবার সে অন্যমনস্ক হইয়া পাপপথেই গমন করিতে পারে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, সে পৃথিবীতে যত দিন থাকিবে, তাবৎ কালই পাপরোগের প্রতি অনবহিত হইয়া থাকিতে পারে, সুতরাং ক্রমে অনাবৃত লৌহের ন্যায় সাতিশয় মলিন হইয়া উঠিবে। কিন্তু কখনই এরূপ অবস্থা হইবে না যে, তাহা মার্জ্জনা করিয়া পরিষ্কার করা যায় না। তবে, সে যতই মলিন হইয়া যাইবে, তাহাকে শুদ্ধ হইবার নিমিত্ত ততই সংঘর্ষণ সহ্য করিতে হইবে।

কিন্তু ইহ লোকেই হউক, আর পর লোকেই হউক, মনুষ্য যখনই আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তখনই দেখিবে হৃদয় পাপানলে দগ্ধ হইতেছে। এই দগ্ধ হৃদয় শান্ত হইতে পারে, এমন ঔষধ আর কুত্রাপি

নাই; এক মাত্র ঈশ্বরের অমৃতময় আলিঙ্গন ব্যতীত সে হৃদয় আর কিছুতেই শীতল হইতে পারে না। ইহ লোকেই অনেকে পরীক্ষা করিয়া জানিতেছেন যে, এই শোচনীয় অবস্থায় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে মুমূর্ষু আত্মা কেমন জীবনের স্ফূর্তি লাভ করিয়া থাকে। এই অবস্থায় ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সুতীব্র কিরণজালের ন্যায় প্রথমে অসহ্য হইয়া উঠে, কিন্তু পাপী ভীত না হইয়া সেই কষ্ট সহ্য করিয়া যতই অগ্রসর হয়, ততই দেখিতে পায়, সেই জ্যোতির তীব্রতা ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইয়া চন্দ্রের সুধাময় জ্যোৎস্নার ন্যায় সমুদায় হৃদয়কে অমৃতরসে আপ্লাবিত করিতেছে। এই রূপ মলিনতা হইতে মুক্ত হইবার সময় পাপীকে অবশ্যই বিলাপজনক সংঘর্ষণ সহ্য করিতে হইবে। এই যন্ত্রণা সহ্য করিবার কেহ প্রতিনিধি হইতে পারে না, পাপীর হইয়া আর এক জন চেষ্টা করিলেও হইবে না; ঈশ্বরও পাপীর হইয়া চেষ্টা করিবেন না; তিনি বল দিবেন, সাহস দিবেন, উৎসাহ দিবেন, কিন্তু পাপপথ হইতে প্রত্যাগমনের আয়াস পাপীকেই সহ্য করিতে হইবে।

মুক্তির আর এক পক্ষ সাধন করা অতি আনন্দের ব্যাপার। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, মুক্তি একটি পৃথক্ অবস্থা; লোকান্তরে গমন না করিলে তাহা প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মনুষ্য যে সকল মহীয়সী প্রকৃতিতে বিভূষিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই মুক্তির বীজ। সেই সকল প্রকৃতি যতই পরিপুষ্ট হইতে থাকিবে, মনুষ্য ততই ঈশ্বরের সন্নিহিত হইবেন এবং তিনি যতই অগ্রসর হইতে পারিবেন, ততই নব নব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইবেন। মনুষ্য জড়ের ন্যায় বদ্ধ নহেন, ইহাই মুক্তির প্রথমাবস্থা।

ব্রাহ্মধর্ম্মমতে মুক্তি লাভ করার অর্থ এই যে, চিরবিস্ফার্য্য মুক্তিপুষ্পের কুট্মলস্বরূপ আত্মার এই বর্ত্তমান অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করা। মুক্তি মনুষ্যের অপরিচিত পদার্থ নহে, ইহা আত্মার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর দান করিয়াছেন। ভবিষ্যতে ইহা যতই পরিপুষ্ট হউক, তাহা বর্ত্তমান অবস্থা হইতে প্রকারে ভিন্ন নহে, পরিমাণে বিভিন্ন। বৃক্ষে ফল হইবার পূর্ব্বে পুষ্প হয়, তাহার মধ্যে বীজ লুক্কায়িত থাকে, উপযুক্ত সময়ে পুষ্পের দলগুলি ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রথমে তাহাই ফলের পরিপোষক ছিল; এক্ষণে আমরা যে অবস্থায় আছি, ইহা মুক্তির প্রতিকূল নহে। এই শরীর, এই ক্ষুধা তৃষ্ণা, এই প্রবৃত্তি সকল আমাদের উন্নতিশীল আত্মাকে পোষণ করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর জানিয়াই প্রদান করিয়াছেন; বিশেষ এই—ঈশ্বর যে প্রণালীতে স্বহস্তে পুষ্প হইতে ফল প্রস্তুত করিতেছেন, সে রূপ বদ্ধ প্রণালীতে আত্মাকে প্রস্ফুটিত করিবেন না, তাহা তাঁহার ইচ্ছাও নহে। তিনি দেখিতেছেন যে, মনুষ্য অন্য পথে গমন করিয়া মলিন হইতেছে, কিন্তু তাঁহার সংকল্প এই যে, তিনি জড় পদার্থকে যে রূপ করিয়া চালান, মনুষ্যকে সে রূপ করিয়া চালাইবেন না এবং তাহাকে পরিত্যাগও করিবেন না। তুমি অপথে পদার্পণ করিয়া কত দূর গমন করিতে পার; হিমালয় পর্ব্বত যখন সম্মুখে বিঘ্নস্বরূপ দেখিবে, তখন তোমাকে অবশ্যই ফিরিতে হইবে। তাহাও পার হইয়া পৃথিবীর প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইতে পার, কিন্তু যখন মহাসাগরের গৃজায়মাণ তরঙ্গরাজি তোমার গতি রোধ করিবে, তখন তুমি আর কোথায় যাইবে? তুমি স্বাধীনতার এত দূর পর্য্যন্ত অপব্যবহার করিতে পার। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমাগুণ দেখ, তথাপি তিনি প্রীতি-দত্ত স্বাধীনতা

অপহরণ করিবেন না; তোমার মুখ দিয়াই বাহির করাইবেন,—"কি কুকর্ম্ম করিয়াছি।" তিনি পৃথিবীকে যে রূপ স্বহস্তে ঘূর্ণমাণ করিতেছেন, তোমাকে তিনি কোন কালেই সেরূপ করিয়া ধরিবেন না। কিন্তু এমন উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন যে এক সময়ে পাপীকে পাপযন্ত্রণায় অস্থির হইতে হইবে। তখন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন না করিয়া আর সে থাকিতে পারিবে না! যখন পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইবে, আবার প্রকৃত মুক্তি আস্বাদন করিতে থাকিবে। পাপ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে অত্যন্ত কষ্ট হয়, কিন্তু পুণ্যের পথে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই আনন্দসমীরণ মনকে প্রফুল্ল করিতে থাকে।

মোক্ষপথে গমন করাই মনুষ্যের স্বাভাবিক ভাব; পাপ মনুষ্যজীবনের দুর্ঘটনাস্বরূপ, তাহা চিরস্থায়ী হইতে পারিবে না। পাপের যন্ত্রণা পাপীকে অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু চির কাল নহে। উন্নতির পথ অনন্ত। ভবিষ্যতে কি উন্নতি লাভ হইবে, এক্ষণে তাহা কল্পনা করিতেও সামর্থ্য নাই। মনুষ্য মাত্রেই সেই উন্নতির অধিকারী। আমাদের দৃষ্টিতে যাহারা অতিমাত্র ক্ষুদ্র, যাহারা পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করিতেছে, যাহারা সমুদায় মনুষ্যের ঘৃণিত কর্ম্মে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে, এক সময়ে তাহারা নানক ও চৈতন্যের সহিত একাসনে উপবেশন করিবে, নানক ও চৈতন্যের ন্যায় লোকদিগের ও উপদেষ্টা হইবে, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় লোকদিগকেও জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিবে। উন্নতির কোন অবস্থাই মুক্তির পরা কাষ্ঠা নহে; এক অবস্থা আর এক অবস্থায় উত্তীর্ণ হইবার সোপানস্বরূপ।

ধর্ম্ম ও সংসারের অবস্থা বিষয়ে চিন্তা।

বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিলে ধর্ম্মের সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন করা যায় না, এই আক্ষেপোক্তি সময়ে সময়ে প্রায় সকলেরই মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকে। সংসারের বর্ত্তমান ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এরূপ আক্ষেপ একবারে অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বর্ত্তমান কালের রাজনীতি অবধি সামান্য বিষয় কর্ম্ম পর্য্যন্ত সমুদায় সাংসারিক কার্য্য ধর্ম্মের অপক্ষপাতী নিয়ম অপেক্ষা স্বার্থসাধিনী চাতুরীর উপরেই সমধিক নির্ভর করিতেছে। এই কারণে সংসার পরিত্যাগ না করিলে পরমার্থ সাধন হয় না বলিয়া লোকের সংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে এবং এই সংস্কার হইতেই কতকগুলি পাপকর্ম্ম সাধারণ লোকের মধ্যে এমন প্রবলরূপে প্রবেশ করিয়াছে যে, তাহা আর পাপ বলিয়াও কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না; অথবা সেরূপ পাপ সকল সংসারে থাকিলে অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে বলিয়া তাহা একপ্রকার কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এক দিকে রাজপুরুষগণ তীব্র দণ্ড ধারণ করিয়া সাধারণ পাপ সকলের শাসন করিতেছেন, আর এক দিকে সাধুগণ সমুদায় পাপ দুর করিবার নিমিত্ত মুক্তকণ্ঠে উপদেশ প্রদান করিতেছেন; তথাপি বোধ হয় যেন এ বিষয়ে পৃথিবীর অবস্থা কিছুই পরিবর্ত্তিত হইতেছে না। বিষয় কর্ম্ম সাধুর পক্ষে সকল কালে তুল্যরূপই হইয়া আছে। কত প্রকার নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল, কত কত মহাপুরুষ পবিত্র দৃষ্টান্ত সকল প্রদর্শন করিলেন, অসংখ্যপ্রকার ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইল; তথাপি মনুষ্য যে অসং-

কোচে সংসারে পর্য্যটন করিবে, তাহার সময় অদ্যাপি উপস্থিত হইল না। সন্ন্যাসী হইলে সংসারের প্রচলিত পাপ সকল হইতে আপনাকে রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্য কার্য্য সকলও বিসর্জ্জন করিতে হয়। বিশেষতঃ কোটি কোটি মনুষ্যের পক্ষে এই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ব্যবস্থা কে প্রদান করিতে পারে?

বাস্তবিকই কি সংসারের এইরূপ প্রকৃতি যে পাপাচরণ না করিলে সংসারে অবস্থান করা যায় না? যাঁহারা ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা কখনই ইহা অঙ্গীকার করিতে পারেন না। অবশ্যই এমন কতকগুলি কারণ বিদ্যমান আছে যে, তাহা হইতেই সংসারের এইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল কারণ কি,তদ্বিষয়ে নানা লোকে নানাবিধ মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কোন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা কর যে, কেন সংসারে পাপানল প্রজ্বলিত হইল? তিনি পূর্ব্ব জন্মের শুভাশুভ কর্ম্ম, যুগদোষ, মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ ও ঈশ্বরের বিড়ম্বনা প্রভৃতি নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিতে থাকিবেন। কোন খৃষ্টীয়ধর্ম্মের উপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসা কর; তিনি আদিম পিতামাতার জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভোজন, ঈশ্বরের ভুতপূর্ব্ব দুত শয়তানের আবির্ভাব এই সকল আখ্যায়িকা বিস্তার করিতে থাকিবেন। কেহ কেহ বা অন্যান্য কারণও প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু ইহার কোনটিই প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয় না।

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিষয়ী ও ধর্ম্মশাস্ত্রী এই উভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভিন্নতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উভয় শ্রেণীই একধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অন্ততঃ বাহিরে পরিচয় প্রদান করিবেন, কিন্তু অভ্যন্তরে পরস্পর এত পৃথক্ হইয়া আছেন যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হইতে হয় তো তত পৃথক্ নহে। অতি অল্প স্থানেই পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন, অধিকাংশ স্থলেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঘৃণার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রীরা বিষয়ীদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও পাপপ্রবাহের কারণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এরূপ ভাবিবার কারণ অমূলকও নহে;—অনেকে ধর্ম্ম অপেক্ষা বিষয়সুখই অধিক ভাল বাসেন, অনেকে সমুদায় প্রীতিই বিষয় ভোগে সমর্পণ করিয়া আছেন। বিষয়ীদিগের মনও ধর্ম্মশাস্ত্রীদিগের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত নহে। এরূপ অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবারও বিলক্ষণ কারণ আছে;—ধর্ম্মশাস্ত্রীদিগের মধ্যে ধার্ম্মিক অপেক্ষা ধর্ম্মবাণিজিকের সংখ্যাই অধিক; তাঁহারা লোকদিগকে ধর্ম্ম অপেক্ষা আপনাদের মতের সেবক করিতেই অধিকতর উৎসুক হইয়া থাকেন; ধর্ম্ম অপেক্ষা তাহার বাহ্য প্রণালীকেই রক্ষা করিতে সমুদায় উৎসাহ সমর্পণ করেন। হিন্দুসমাজে ধর্ম্মশাস্ত্রীদিগের অধিকতর দুরবস্থা ঘটিয়াছে; পুরোহিতের মুল্য দ্বারবানের মুল্য অপেক্ষাও অল্প হইয়া গিয়াছে; গুরুরা শিষ্যের অনুগ্রহার্থী হইয়া পড়িয়াছেন। ইউরোপে ধর্ম্মশাস্ত্রীদিগের মান সম্ভ্রম কেবল সামাজিক প্রথার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; লোকদিগের আন্তরিক অনুরাগ আর তাঁহারা আকর্ষণ করিতে পারেন না।[১]

[১] কিছু দিন হইল এক জন ইউরোপীয় সিবিলিয়ান্ এখানকার কোন পুস্তকালয়ে বাঙ্গালা পুস্তক ক্রয় করিতে আসিয়াছিল, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক প্রার্থনা করাতে এক জন জিজ্ঞাসা করিল, বোধ হয় আপনি খৃষ্টান মিশনরি হইবেন। সে ব্যক্তি তীব্র ভাবে উত্তর করিল, বরং আমাকে এক দিন ব্রাহ্মদিগের মিশনরি বলিও, তথাপি খৃষ্টান মিশনরি বলিও না

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিদ্বান্ লোক সকল প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন, অনেকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার বিরোধী। ধর্ম্মশাস্ত্রীরা যে সকল উপদেশ দেন, তাহাতে তাঁহাদিগের মন আকৃষ্ট হয় না। অনেক স্থলে বিদ্বান্দিগের বিদ্যামদ অথবা জ্ঞান শিক্ষার সহিত ভ্রান্তি শিক্ষা সেরূপ ঔদাসীন্য ও বিরোধের কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেক স্থলে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই; ধর্ম্মশাস্ত্রীরা যে শিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহারা তাহা অপেক্ষা অনেক দূরে উত্থিত হইয়াছেন।

হিন্দু, ইহুদি, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান এই পঞ্চপ্রকার ধর্ম্মই এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে প্রধান। সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মকে অভ্রান্ত ও অন্যান্য ধর্ম্মকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন; এই কারণে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের সহিত ঘোরতর বিরোধ করিতেছেন; সেই বিরোধ এত অধিক যে, বিষয়ামিষলোভী অন্যায়পরায়ণ দুই জন বিষয়ীর বিবাদ অপেক্ষা তাহা কোন অংশেই অল্প ভয়ঙ্কর নহে। আবার এই সকল সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে এত শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হইয়াছে যে, তাহাদিগের পরস্পর বিরোধও সামান্য ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এইরূপ বিরোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সকল সম্প্রদায় ও সকল শাখাই হৃদয়গত স্বর্গীয় হিতৈষণাকে ইহার মূল বলিয়া প্রদর্শন করেন; ইহাও একবারে অসত্য বলা যায় না; কিন্তু সচরাচর হিতৈষণার পরিবর্ত্তে জয়ৈষণাই বিরোধের মূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেক স্থলে তাহা অপেক্ষাও কদর্য্যতর অভিসন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস সকল আলোচনা করিলে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, বিষয়বিরোধে যে সকল ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হয়, ধর্ম্মবিরোধ তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্র অল্প অনিষ্ট উৎপন্ন করিয়াছে। সেই সকল স্থলে এক জন ঘোরতর বিষয়ী ও এক জন ধর্ম্মপ্রচারক উভয়কেই মনুষ্যত্ব বিষয়ে তুল্যরূপ বোধ হইয়া থাকে।

সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মই সংসারের উপর আপনার প্রাধান্য সংস্থাপন করাইবার নিমিত্ত নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সম্প্রদায় আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে জগতের যে কোন উপকার হয় নাই, তাহা বলা উদ্দেশ্য নহে; প্রত্যুত সুস্পষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, সকল ধর্ম্মই জনসমাজের ধর্ম্মজ্ঞান অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে এবং সকল ধর্ম্ম হইতেই নীতি কিছু না কিছু বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাও গোপন করা যায় না যে, প্রত্যেক ধর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা নূতন নূতন কুসংস্কারও জনসমাজকে নূতন নূতন অন্ধকারে নিমগ্ন করিয়াছে। এক্ষণে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের যাহা সার তাহা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু অসার ভাগ মনুষ্যের আশানুরূপ উন্নতির প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। এক সময়ে মনুষ্য কেবল স্তনদুগ্ধেই প্রাণধারণ করিয়াছিলেন, যখন তিনি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার অন্যবিধ অন্নের প্রয়োজন হইল, এ

এক জন ফরাসিসের সহিত আলাপ হওয়াতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ফরাসিস্ রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে তথাকার কি কি উপকার হইয়াছে? সে ব্যক্তি নানা বিষয়ের সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে কহিল, পূর্ব্বে কাহারও বাটীতে ফল মূল শাক প্রভৃতি হইলে পুরোহিতের বাটীতে অগ্রভাগ প্রদান করিতে হইত; এক্ষণে আর সে দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয় না। ইউরোপের নানাবিধ পুস্তক ও পত্রিকার ন্যায় এই দুইটি সংবাদও তথাকার ভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে।

বিষয়টি চিন্তা করিতে সকল সম্প্রদায়ই হৃদয়ে আঘাত পাইয়া থাকেন।

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই কতকগুলি করিয়া মনুষ্য বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তৎকালের সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহারা উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। মনুষ্যের প্রকৃতি আলোচনা করিলে অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহারাও দোষ-গুণ-বিশিষ্ট ছিলেন। কিন্তু যতই দিন অতীত হইতে লাগিল, তাঁহাদের দোষ গুলি গুপ্ত হইয়া গেল; কৃতজ্ঞ জনসমাজ সদ্‌গুণ সকলের সাক্ষ্য দিতে লাগিল, তাঁহাদের সদ্‌গুণ সকল জনসমাজে সংক্রামিত হইল, জনসমাজ অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিল। পূর্ব্বতন মহাত্মারা কেহই উন্নতির চূড়ান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তাঁহারা যে অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাব প্রদান করিয়া গিয়াছেন, ভবিষ্যৎ উন্নতির তুলনায় তাহা অতি সামান্য। তথাপি এক সময়ে তাহা মহামূল্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। সেই উন্নতি লাভ করিয়া জনসমাজ আরও অধিকতর উন্নতির অধিকারী হইল, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ই এরূপ অঙ্গীকার করিবেন না। সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহারা যতই দুঃখিত হইতেছেন, ততই পুরাতন কাল সত্যযুগ ও সুবর্ণযুগ বলিয়া তাঁহাদের নিকটে প্রতীয়মান হইতেছে। কোন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা কর তিনি বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ অনুভব করিতেছেন; তিনি কেবল দুঃখ প্রকাশ করিবেন, এবং নিজের যৌবন কাল স্মরণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিবেন, তখন পৃথিবীতে কি উদ্যম, কি উৎসাহ, কি সুখই ছিল! এখন তাহার কিছুই নাই। আবার তিনি পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতি যতই দৃষ্টিপাত করিবেন, ততই বর্ত্তমান অবস্থাকে নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকিবেন। এইরূপ সকল সম্প্রদায় পুরাতন মহাত্মাদিগকে যার পর নাই মহত্ত্ব গুণে বিভূষিত বলিয়া কল্পনা করিতেছেন। যাঁহারা মনে করেন, রাম ও রমিউলস্ এবং অর্জ্জুন ও ইউলিসিসের ন্যায় বীর ও সাহসী পুরুষকে পৃথিবী কেবল একবার মাত্র লাভ করিয়াছিল, আর সেরূপ মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিবেন না? যাঁহারা আক্ষেপ করিয়া বলেন, আলেকজাণ্ডরের ন্যায় মহাবীর পৃথিবীতে আর দৃষ্টিগোচর হইবে না; তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে, জ্যোতিষ্মান্ তারাদল যেমন রজনীতে, সেইরূপ দিবাতেও আকাশে বিরাজমান থাকে; কিন্তু সূর্য্যের সহস্র জ্যোতিঃ তাহাদের জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না। এক্ষণে যদি সেই রাম, সেই রমিউলস্, সেই অর্জ্জুন ও সেই ইউলিসিস্ আবির্ভূত হন, বর্ত্তমান জনসমাজকে আর কি তাঁহারা সেইরূপ চমৎকৃত করিতে পারিবেন? যে মহাবীর আলেকজাণ্ডর এক সময়ে দিগ্‌দিগন্ত জয় করিয়াছিলেন; সেই বুদ্ধি, সেই কৌশল সেই বীরত্ব লইয়া তিনি যদি এক্ষণে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হন, বোধ হয় ম্যাসিডোনিয়াতেই রুদ্ধ হইয়া থাকিবেন। এই রূপ মনু ও মূসা, জোরেস্তর ও বুদ্ধ, ঈসা ও মহম্মদ এক সময়ে সাধারণ জনসমাজ অপেক্ষা যত টুকু অধিক উন্নতি প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিকতর উন্নতি আবশ্যক বলিয়া উপদেশ প্রদান করিলেই এক্ষণকার সকল সম্প্রদায় তাহা অর্ব্বাচীনতা বলিয়া তিরস্কার করিতে যান। তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিশূন্য ছিলেন না, সম্পূর্ণ নির্দোষও ছিলেন না, কেন না তাঁহারা মনুষ্য ছিলেন, ইহা কোন সম্প্রদায়েরই হৃদয়ঙ্গম হয় না বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উৎকর্ষ সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়ি-

য়াছেন। সেই সকল পুরাতন ব্যক্তির মধ্যে কাহার কাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও সংশয়ের বিষয় হইয়া আছে, কেহ কেহ বা বাস্তবিক যেরূপ ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সেবকেরা কল্পনার চক্ষুতে তাঁহাদিকে আর একপ্রকার করিয়া দর্শন করিতেছেন। দূর কালে ও দূর দেশে তাঁহারা যেরূপ মহৎ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, আপনার কালে ও আপনার দেশে হয় তো সেরূপ মহৎ বলিয়া পরিগণিত হন নাই; দেশ ও কালের দূরতা তাঁহাদিগকে তার এক সৌন্দর্য্য প্রদান করিতেছে। বাইবলে এই বিষয়ে এই রূপ একটি কৌতুকজনক আক্ষেপ পাঠ করা যায় যে, "কো[illegible] ভবিষ্যদ্বক্তা আপনার দেশে, আপনা[illegible]গণের মধ্যে ও আপনার গৃহে স[illegible] প্রাপ্ত হন না, তাহা অন্যত্র পান।" ই[illegible] যথার্থ কিন্তু খৃষ্টীয়গণ ইহার যে ভাব গ্রহণ করেন, তাহা কুসংস্কার মাত্র। মনুষ্য মাত্রেই দোষগুণবিশিষ্ট; কিন্তু দূরস্থ লোকে স্বরূপতঃ সেই দোষ গুণ পরিমাণ করিতে পারে না; এবং প্রতিবাসীদিগের নিকট তাহা অগোচর থাকে না; প্রতিবেশবাসীরা বিশেষরূপে জানিতে তাঁহার মহত্ত্বের প্রকৃত পরিমাণ স্থির করিতে পারে, সুতরাং তাহার অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে চায় না। দূরস্থ ও উত্তরকালীন লোকে তাহা আব[illegible] চক্ষুতে [illegible] করে এবং তাহারা কুসং[illegible] হইলে [illegible] অলৌকিক [illegible]য়া মুগ্ধ হয়। [illegible] অবস্থার পূজার প্রধান কারণ। বস্তুত পুরাতন লোকদিগের বাস্তবিক প্রকৃতি অজ্ঞাত থাকা[illegible] দের দো[illegible] বলিয়া ব্যাখ্যা করা ও [illegible]দিগের [illegible] সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যা[illegible], বর্ত্তমান সম্প্রদায় সকলের উদ্দেশ্য থাকাতে [illegible] সমাজের সময়োচিত উন্নতি পদে পদে প্রতিরুদ্ধ হইতেছে। যাহা হউক, সেই সমস্ত পুরাতন মহাত্মা হইতে জগতের যে কোন উপকার হয় নাই, ইহা স্বীকার করা যায় না। কেবল ইহাই বলা হইতেছে যে, তাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ে যত দূর বাস্তবিক উন্নতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে জনসমাজ তাহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি লাভের অধিকারী হইয়াছে এবং সেই উন্নতি লাভের [illegible] বিঘ্ন দেওয়া হইবে ততই অনিষ্ট হইতে থাকিবে—[illegible] শিশু শরীর পোষণ করিয়াছিল, [illegible]র অতিরিক্ত আহার প্রদান না [illegible]রের ক্ষয় ব্যতীত পোষণ হই[illegible] [illegible]। এক্ষণে যদি লোকদিগকে এই [illegible] [illegible]ওয়া যায় যে, পতঞ্জলি ও প্লেটো বি[illegible] বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, [illegible] চূড়ান্ত, তাহা অপেক্ষা অধিক ব[illegible] না; বৈদিক ঋষিগণ ও ইংলণ্ডের ড্রুইডগণ যে প্রণালীতে চিকিৎসা করিতেন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট হইতে পারে না; তাহা হইলে এক্ষণে কি উপকার করা হয়? বিজ্ঞানশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র যে নিয়মে উন্নতিশীল হইয়াছে, ধর্ম্মশাস্ত্রসকল সে নিয়মের বহির্ভূত হইবে কেন? এবং বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ে যে সকল পুরাতন মহাত্মা এক সময়ে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা যে ভাবে পরিগৃহীত হইতেছেন, পুরাতন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মারা সেই ভাবে পরিগৃহীত না হইবেন কেন? এরূপ প্রশ্নে সকল সম্প্রদায়ের মনই কম্পিত হইয়া উঠিতেছে।

ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতি যে রূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সত্য ধর্ম্ম তাহা হইতেই সমুৎপিত হইবে; রাজপদ, সমাজবন্ধন কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি সমুদায় সাংসারিক কার্য্যও সেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ উল্লিখিত হইল, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে,

মনুষ্য জাতি বহু কাল অবধি আপনার প্রকৃতিকে অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। ভারত বর্ষে পাতঞ্জল নামে যে দর্শন শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার মতে কি ধর্ম্ম কি শিল্পাদি সাংসারিক কর্ম্ম সমুদায়ই ঈশ্বর পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্য জাতিকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, মনুষ্যের প্রকৃতি হইতে ইহার কিছুই উৎপন্ন হয় নাই[১]। আপনার প্রকৃতির উপরে মনুষ্য জাতির যে কি রূপ অবিশ্বাস তাহা ইহা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে;—ঈশ্বর আসিয়া শিক্ষা প্রদান না করিলে মনুষ্য একটি ঘটও নির্ম্মাণ করিতে পারিত না! এক্ষণে বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাবে এ বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে এই ভ্রান্তি এখনও প্রবল হইয়া আছে। মনুষ্য জাতি এক্ষণে বুঝিয়াছেন যে কেবল ঘট নির্ম্মাণ নহে, তাড়িত যন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র ও ব্যোমযান প্রভৃতি অদ্ভুত কার্য্য সকল মনুষ্যেরই উন্নতিশীল শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইহার জন্য ঈশ্বরকে অবতার হইতে হয় নাই; কিন্তু ধর্ম্মও যে এই রূপ মনুষ্যের প্রকৃতি হইতে সমুত্থিত হইয়াছে, ইহার জন্যও ঈশ্বরকে যে অবতার হইতে হয় নাই, এ সত্য অদ্যাপি অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না। "ঈশ্বর অলৌকিকরূপে শিক্ষা প্রদান না করিলে ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হওয়া মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে" এই সংস্কার এখনও অধিকাংশের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে; বিশেষতঃ খৃষ্টান সম্প্রদায় দৃঢ়তা সহকারে এই সংস্কারের সমর্থন করিয়া থাকেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সংস্কারের প্রাচুর্ভাব নিতান্ত অল্প নহে। এই সংস্কারনিবন্ধন মনুষ্য চিরকাল ধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত আপনার প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপর নির্ভর করিয়া আছে, ইহাতেই ধর্ম্মসংপ্রদায়ের প্রবর্ত্তক ও উপদেষ্টাগণ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যথেচ্ছ ভাব সকল ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য এ পর্য্যন্ত যত প্রকার ধর্ম্মপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে, পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহার অনেক অংশের সহিত মানবীয় প্রকৃতির কিছু মাত্র সামঞ্জস্য নাই—মনুষ্যের প্রকৃতি যাহা প্রার্থনা করিতেছে, ধর্ম্ম তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ আদেশ প্রদান করে। আমাদের ধর্ম্মপ্রকৃতি আর সমুদায় প্রকৃতির নেতা হইয়া তৎসমুদায়কে যথানিয়মে সঞ্চালিত করিবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম; কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই ন্যূনাধিক পরিমাণে ইহার অন্যথাচরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মকে অনৈসর্গিক পদার্থ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন; সুতরাং ধর্ম্মের সহিত মনুষ্যপ্রকৃতির ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়। জনসমাজে অবস্থান, বিবাহ, বিষয়সুখ, শরীর রক্ষা, ধনোপার্জ্জন, মানোপার্জ্জন, ইত্যাদি বিষয় সকল মনুষ্যের প্রকৃতিতে আবশ্যক হইয়া আছে, ধর্ম্ম মনুষ্যের প্রকৃতিকে নিয়মিত না করিলে ঐ সমস্ত বিষয়ে যথেচ্ছাচার উৎপন্ন হইবে, কিন্তু ধর্ম্ম যদি তাহা না করিয়া প্রকৃতির উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হয়—জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে হইবে, বিবাহ একবারে নিষিদ্ধ, বিষয়সুখ একবারেই পরিত্যাজ্য, ধনীরা স্বর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, সম্মান-বৃদ্ধি কেবল পাপের প্রসূতি, শরীরকে ক্রমাগত কষ্ট দেওয়াই তপস্যা—ধর্ম্ম যদি এই রূপ অনৈসর্গিক উপদেশে জনসমাজকে বন্ধন করিতে চায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম স্বভাবতই মনুষ্যের পক্ষে দুর্ব্বহ ভার-

---

[১] ... ... নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রদ্যোতকোঽনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ। কুসুমাঞ্জলিঃ।১।৩

পাতঞ্জলেরা বলেন, নির্ম্মাণের নিমিত্ত শরীর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর বেদ প্রকাশ করিয়াছেন ও ঘট নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য সকল শিক্ষা দিয়াছেন।

স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় এবং মনুষ্য আপনার প্রকৃতির উত্তেজনায় এই রূপ অনৈসর্গিক ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হয়; অধিকন্তু তাহার প্রকৃতি ধর্ম্মের শাসন হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া উশৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে থাকে। এই রূপ উপধর্ম্ম সকল বহু কাল পৃথিবীতে আধিপত্য করিয়া সংসারের প্রকৃতিকে নানা প্রকারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। যদি ঐ সকল প্রকৃতিবিরুদ্ধ মতই পরম পুরুষার্থ লাভের এক মাত্র উপায় বলিয়া বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে সকলকেই আক্ষেপ করিতে হইবে যে, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মের নিয়ম রক্ষা করা যায় না।

বর্ত্তমান সময় ও ব্রাহ্মগণ।

যে দিক্ দিয়া আলোচনা করা যায়, ব্রাহ্মগণের পক্ষে বর্ত্তমান সময় নানা প্রকারে অনুকূল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বর্ত্তমান অবস্থা যেন ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয় দান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া আছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে কত কষ্ট স্বীকার করিতে হইত, বর্ত্তমান সময় তাহা অপেক্ষাকৃত এত সহজ করিয়া দিতেছে যে, তাহা সামান্য আয়াসেই সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী ও শিক্ষাপ্রণালী ব্রাহ্মধর্ম্মেরই আনুকূল্য করিতেছে; দেশের অবস্থা ব্রাহ্মগণকে মুক্তভাবে সঞ্চরণ করিতে অবকাশ দিতেছে; অধিক কি খৃষ্টীয় মিশনরিরা যে বহু আয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন, বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন, ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মেরই "রাজপথ সমান" হইয়া যাইতেছে। সমুদায় দেশের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মপ্রণালী সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল প্রসব করিয়া তিরোহিত হইবে, এই সত্যের চিহ্ন সকল দেশ হইতেই প্রকাশিত হইতেছে; ইউরোপ ও আমেরিকা মুক্তকণ্ঠে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি মমতা প্রদর্শন করিতেছে। নাম পুস্তক প্রণালী পদ্ধতি প্রভৃতি বাহ্য বিষয় সকলকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছি না, তাহা মনে করিলে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল অহঙ্কার ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না; যে নাম প্রদত্ত হউক, যে রূপ পুস্তক হউক, যে প্রণালী অবলম্বিত হউক, এবং যে পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হউক, যাহাতে এক মাত্র পরব্রহ্ম বিশ্বাস ও কার্য্যে আরাধ্য দেবতা হইবেন, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুজ্জ্বল করিবার নিমিত্তই বর্ত্তমান কাল নানা দিকে নানা আহরণ করিতেছে; এই ব্রাহ্মধর্ম্মই পৃথিবীতে দিন দিন পরিপুষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম লইয়া এরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইতে পারে যে, তাহা কিছুতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে; কিন্তু ঐ নাম না দিয়াও এমন ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে পারে যে, উহা ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। শব্দতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে, কিন্তু অর্থতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়াই আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে, বর্ত্তমান অবস্থা সর্ব্বাংশেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আনুকূল্য করিতেছে।

যে সময়ে ধর্ম্মবিষয়ে মনুষ্যের কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না; এমন কি, প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালীর রেখামাত্র অতিক্রম করিলে জনসমাজে তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইত, হয় তো পরস্পরের রক্তস্রোতে পৃথিবী আপ্লাবিত হইয়া যাইত; সে সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে মুক্ত ভাবে আপনার মত প্রকাশ করিতে ও স্বাধীন ভাবে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে যে সকল বিঘ্ন দৃষ্টিগোচর হয়, পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। এক্ষণকার

এই মাত্র বিঘ্ন যে, ব্রাহ্ম হইলেই পুরাতন সমাজ হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ হইতে হইতেছে, কারণ যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি পুরাতন সমাজে প্রচলিত আছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাহার সর্ব্বাংশে মিল নাই বলিয়া ব্রাহ্মগণ তাহার পরিবর্ত্তন করিতেছেন। যদিও পুরাতন সমাজের ধর্ম্মবন্ধন চতুর্দ্দিকেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে, তথাপি আজিও যখন তাঁহারা ঐ পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারেন না, তখন অগত্যা ব্রাহ্মেরা পৃথক্ না হইয়া আর কি করিতে পারেন। পৃথক্ হইলে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন স্থানে পুরাতন সমাজের অব্যবস্থিত লোকে কিছু কিছু উৎপাত করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা চির স্থায়ী নহে; বিশেষতঃ বর্ত্তমান শাসন প্রণালীতে সে রূপ উপদ্রবের প্রভাব দিন দিন তিরোহিত হইয়া যাইতেছে; অধিকাংশ স্থলে পুরাতন সমাজ শান্ত ভাবেই অবস্থান করিছেন। বিঘ্নের মধ্যে সচরাচর এই দুইটী মাত্র শ্রবণ করা যায়; প্রথম— যে ব্রাহ্ম পরিবার এমন পল্লীগ্রামে অবস্থান করিতেছেন যে, সেখানে আর কোন ব্রাহ্ম নাই; তাঁহাদের পক্ষে আর কোন সময়ে না হউক, আপনাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে সে সময়ে অন্য লোকের সাহায্য গ্রহণ করা অত্যন্ত আবশ্যক হয়, পুরাতন সমাজের সহিত সর্ব্বাংশে যোগ না থাকিলে তাঁহারা কোন সাহায্য করিবেন না এবং হয় তো আপনাদের কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিয়া সামান্য লোকদিগকেও সাহায্য করিতে দিবেন না। এই বিঘ্নটী অন্যের পক্ষে হয় তো সামান্য হইতে পারে, কিন্তু স্থান বিশেষে ইহা সামান্য বিপদ্ নহে। দ্বিতীয় এই— ব্রাহ্মপরিবারের সংখ্যা অতি অল্প, কন্যা পুত্রের বিবাহ কালে ব্রাহ্মগণকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে। প্রথমটি কেবল স্থান বিশেষে ভয়ের কারণ হয়, দ্বিতীয়টি সর্ব্বত্রই সমান। ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মদিগের পক্ষে আর কোন উৎপাতই দেখিতে পাওয়া যায় না। আর সমুদায় আশঙ্কার কোন ভূমি নাই। সামাজিক বিষয়ে যদি কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, ঐ দুইটি ভিন্ন আর কিছুর জন্যই নহে। ঐ দুইটি বিষয়ে পুরাতন সমাজের যে রূপ সংস্কার, তাহার একান্ত বশীভূত হইলে বিলক্ষণ ভয়ের সম্ভাবনা আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে রূপ সংস্কার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে থাকিতে পারে না এবং থাকা উচিতও নহে, ইহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আর তত ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না; তথাপি সে সংস্কার লইয়া আলোচনা অদ্যকার উদ্দেশ্য নহে বলিয়া উহাকে ব্রাহ্মদিগের বিঘ্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। এ সকল উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, সকলে দেখুন সমুদায় ভারতবর্ষীয়দিগের তুলনায় যে ব্রাহ্মগণের সংখ্যা অতিমাত্র অল্প, বর্ত্তমান সময় তাঁহাদের অভীষ্ট সাধনের বিঘ্ন কি রূপ লঘু করিয়া রাখিয়াছে! দূর হইতে যে সকল প্রতিবন্ধক অনতিক্রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে, বাস্তবিক তৎসমুদায়কে অতিক্রম করা সে রূপ দুঃসাধ্য হয় না। সত্য ও সাধুতার পরাক্রম সহজে বিনষ্ট হইবার নহে।

অতএব বর্ত্তমান সময়ের সাহায্যে যত দূর উপকার প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা আবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নত ভাব প্রদর্শন করিতেছে, বর্ত্তমান সময় তাহার বহু অংশে অনুকূল, কিন্তু সেই উন্নত ভাব অনুসারে আপনাদিগকে প্রস্তুত করা চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানে অবস্থান হইতেছিল, যদি অদ্যাপি সেই স্থানেই দণ্ডায়মান থাকিতে হয়, তাহা হইলে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, উ-

ন্নতি লাভের জন্য কিছুই চেষ্টা হয় নাই. চেষ্টা করিলে কিছু না কিছু তাহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। শক্তি যতই অল্প হউক, তাহা অকপটে নিয়োগ করিলে অবস্থার যে কিছুই পরিবর্ত্ত হয় না, ইহা স্বীকার করা যায় না। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে এবং চেষ্টা ও যত্নের যদি শৈথিল্য না হয়, এক দিন অবশ্যই ফল লাভ হইবে।

এক্ষণে যে সকল হিতকর বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে, বোধ হয় ভারত বর্ষে আর কখনই এরূপ ঘটে নাই। ধর্ম্মবিষয়ে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মত ও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী লইয়া যে আন্দোলন হইতেছে, কেবল তাহাই মনে করিয়া এরূপ বলিতেছি না। যে সকল বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনে মনুষ্য জাতির অসামান্য কল্যাণ উৎপন্ন হইবে, এক্ষণে এরূপ ভূরি ভূরি বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছে। নিজের সাধু গুণ পরিবর্দ্ধন ও জনসমাজের কল্যাণ সাধন হইতে পারে, এরূপ কর্ম্মক্ষেত্র সকলের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র আর পৃথক্ করা কর্ত্তব্য নহে; "জ্ঞানী ও "কর্ম্মী" বলিয়া এবং সাধু ও বিষয়ী বলিয়া ধর্ম্ম ভেদের ও উদ্দেশ্য ভেদের ব্যবস্থা করা আর উপযুক্ত নহে। যাহা ধর্ম্ম তাহা যেমন ভজনালয়ে, সেই রূপ বিষয় কর্ম্মেও অধিকার প্রাপ্ত হউক; যাহা ধর্ম্ম নহে, তাহা যেমন উপাসনার গৃহ হইতে দূর করিবার চেষ্টা করা হইবে, সেই রূপ ধর্ম্মাধিকরণ হইতে, বাণিজ্যাগার হইতে, শিল্পশালা হইতে—সমুদায় সংসার হইতে দূর করিবার জন্য সমান অধ্যসায়ে উদ্‌যোগ করা হউক; ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহারই সময় উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মপরিবারের তো কথাই নাই, অদ্যাপি ব্রাহ্মগণের সংখ্যাও অল্প রহিয়াছে; সেই সংখ্যার মধ্যে বোধ হয় পরাধীন অল্পবয়স্ক লোকের সংখ্যাই অধিক; স্থানে স্থানে যে দুই এক জন নেতা আছেন, অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাঁহাদের মস্তিষ্ক লইয়াই চিন্তা করিতেছেন ও তাঁহাদিগের হস্ত হইয়াই কর্ম্ম করিতেছেন; ব্রাহ্মধর্ম্মে চিন্তা ও কর্ম্মেতে যে রূপ স্বাধীন ভাবের প্রয়োজন, তাহা প্রদর্শন করিবার লোক নিতান্ত বিরল; যাহা না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম করা যায় না, তাদৃশ কর্ম্ম সকল সম্পাদনও অনেকের পক্ষে, অন্ততঃ অনেকে মনে করেন, দুষ্কর হইয়া আছে; যাঁহারা ঈর্ষ্যা ও অসূয়া নিবন্ধন ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনে ব্যাঘাত দিতে পারে, এরূপ লোকে সকল স্থানের ব্রাহ্মগণই বেষ্টিত হইয়া আছেন; এই জন্যই জনসমাজ এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতির কিছুই পরিচয় প্রাপ্ত হয় নাই। আজি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম শতাব্দী মাত্র—এখনও অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয় নাই, অতএব এরূপ অবস্থা বিস্ময়করও নহে। কিন্তু এই অবস্থা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রকে চক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখিয়াছে; ব্রাহ্মসমাজ সকল ক্রমশঃ উন্নত হইলেই তাহা দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা সেই ক্ষেত্রের অধিনায়ক হইবেন, তাঁহারা অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই, বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহাদিগের বিচরণ ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যত টুকু অগ্রসর হওয়া উচিত, এক্ষণে কেবল তাহারই জন্য কোলাহল হইতেছে।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও বর্ত্তমান অবস্থা লোকের স্বপ্নের অগোচর ছিল, সেই রূপ ভবিষ্যৎ অবস্থাও বর্ত্তমান লোকদিগের অগোচর রহিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজ সকল ক্রমে ক্রমে যত উন্নত হইতে থাকিবে, ততই সেই অবস্থার সন্নিহিত হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মসমাজকে প্রতি দিনই উন্নতির দিকে লইয়া যাওয়া ব্রাহ্মগণের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি আর কিছুই নহে, ব্রাহ্মদিগের

নিজের উন্নতিই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে উন্নত ভাব প্রদর্শন করিতেছে, তদনুসারে আপনাকে প্রস্তুত করিতে হইবে, পরিবারগণকে প্রস্তুত করিতে হইবে, প্রতিবাসীদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে, তবে ব্রাহ্মসমাজ নাম অন্বর্থ হইবে। কৃতকার্য্য হইয়া থাকুন, আর নাই থাকুন, যাঁহারা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহাদের সাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজ উন্নত ও পরিপুষ্ট হইবে। যাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন; সেই নিশ্চেষ্টতার সহিতই পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন এই রূপ লক্ষ্যই যাঁহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহারা আপনার পক্ষেও ভাল করিতেছেন না, ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও ভাল করিতেছেন না।

কম্‌টির দর্শন শাস্ত্র ও তাহার বিচার।

৩১২ সংখ্যক পত্রিকার ৯৫ পৃষ্ঠার পর।

কম্‌টি বলেন।

"পরীক্ষাতে এই যে একটি নিয়মের নির্দেশ পাওয়া গেল যে, পারমার্থিক ও দার্শনিক গ্রামকে সোপান না করিয়া প্রামাণিক গ্রামে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না এবং প্রামাণিক গ্রামে উত্তীর্ণ হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রাম-দ্বয়ে প্রয়োজন থাকে না, যুক্তিতেও তাহাই সমর্থিত হয়। তাহার একটি প্রধান অর্থ যাহা যুক্তিতে গম্য হয় তাহা এই যে, লক্ষিত বৃত্তান্ত সকলকে কোন না কোন প্রকার সিদ্ধান্ত-সূত্রে গ্রথিত না করিলে তাহাদিগকে আলোচনা-ক্ষেত্রে আনয়ন করিতে পারা যায় না; অথচ আবার, বৃত্তান্ত-সকলের তথ্য-নিরূপণ হইতে সিদ্ধান্ত-বিশেষ কর্ষণ করিয়া আনা যেরূপ নৈপুণ্য-সাপেক্ষ্য, তাহাতে মনুষ্যের জ্ঞান প্রথম উদামেই যে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে ইহা কদাপি সম্ভব নহে। বেকনের সময় অবধি যাবতীয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই রূপ পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছেন যে, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে যাহা পরীক্ষিত বৃত্তান্ত সকলের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইয়াছে। এ প্রকার উক্তি জন-সমাজের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থাতে অকাট্য বলিয়া গৃহীত হয় বটে; কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞানের প্রথম উন্মীলন-সময়ের প্রতি যদি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে অন্য এক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এক দিকে ইহা যেমন নিতান্ত আবশ্যক যে, পরীক্ষিত বৃত্তান্ত-সকলের উপরেই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করা হয়, অন্য দিকে ইহাও সেই রূপ অব্যভিচারী যে, সিদ্ধান্ত বিশেষের সহায়তা ব্যতিরেকে কোন পরীক্ষা কার্য্যই চলিতে পারেনা; সিদ্ধান্ত বিশেষের আশ্রয় না পাইলে, আলোচ্য তথ্য-সকল অসম্বদ্ধ এবং নিষ্ফল হইয়া পড়ে, তাহারদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না, এমন কি, অনেকাংশে তাহাদিগকে উপলব্ধি করাও কঠিন হইয়া উঠে।

এই রূপ, সিদ্ধান্তের সংস্থাপনার্থে তথ্য-নিরূপণের আবশ্যকতা এবং তথ্য-নিরূপণার্থে সিদ্ধান্ত-সংস্থাপনের আবশ্যকতা, এই দ্বন্দ্ব-চক্রের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া মনুষ্যের মন গতি-শক্তি-রহিত হইয়া যাইত সন্দেহ নাই, কেবল পরমার্থ-তত্ত্ব একটি স্বাভাবিক নির্গমন-পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে সে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছে। এই কারণেই প্রথমাবস্থাতে মনুষ্যের বিজ্ঞান-চর্চা পারমার্থিক-লক্ষণবিশিষ্ট হইয়াছিল। পুনশ্চ মনুষ্য-মনের আদিম তত্ত্বানুসন্ধানের সহিত পারমার্থিক জ্ঞান-চর্চার যে রূপ সন্নিকট উপযোগিতা, তাহাতে তাহার তৎকালীন আবশ্যকতা আরো দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

ইহা অতি বিচিত্র যে, অতীব নিগূঢ় প্রশ্ন সকল—সত্তা-সমূহের প্রকৃতি-বিষয়ক, আবির্ভাব সকলের আদি-কারণ এবং চরম অভিসন্ধি বিষয়ক, ইত্যাদি দূরবর্ত্তী প্রশ্ন সকল,—প্রথমাবস্থায় সর্ব্বাগ্রে উদিত হইবে! অথচ হস্ত-প্রসারণ-সুলভ নিকটবর্ত্তী প্রশ্ন সকল আলোচনার অযোগ্য বলিয়া বিজ্ঞ-গণের অগ্রাহ্য হইবে!! ইহার কারণ অতীব স্পষ্ট; আমাদের শক্তির কি অবধি মাত্রা-পরিমাণ, তাহা কেবল পরীক্ষাই আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পারে; অতএব প্রথমাবস্থায় মনুষ্য যদি আত্ম-শক্তির মাত্রাতিশয্য কল্পনা

করিয়া না চলিত, তাহা হইলে উত্তর-কালে সাধ্য-সুলভ কার্য্য-সকলও তাহার আয়ত্ত হইত না। যে রূপ যন্ত্রোপকরণের মধ্যে আমরা অবস্থিতি করিতেছি, তাহাতে প্রথমাবস্থায় ঐরূপ আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রামাণিক জ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে এই রূপ দেখা যায় যে, আবির্ভাব-সকলের নিয়মাবলী আবিষ্কার করাই তাহার মুখ্য কার্য্য, এবং মহানিগূঢ় পরমার্থ তত্ত্ব সকলকে মনুষ্য-জ্ঞানের পক্ষে নিষিদ্ধ বিবেচনা করা তাহার একটি অব্যবহিত লক্ষণ, সুতরাং প্রথমাবস্থাতে তাহা কদাপি মনুষ্য জ্ঞানের আদর-ভাজন হইতে পারে না। মনুষ্যের আদিম জ্ঞান-চর্চ্চা সম্বন্ধে যুক্তিতে যে রূপ সিদ্ধান্ত হইল, কার্য্যতও সেই রূপ দেখা যায়। পুরাকালে নিগূঢ় প্রশ্ন সমুদায়ের সহায়তায় মনুষ্যের মন বহির্জ্জগতের উপরে অবলীলাক্রমে রাজত্ব করিতে পথ পাইত; তৎকালের এই রূপ ভাব ছিল যে, জগৎ আমারদেরই ব্যবহারের জন্য হইয়াছে, এবং সর্ব্বাংশে আমারদের নিজ সত্তার সহিত অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। পারমার্থ-তত্ত্ব, এই রূপ এক আপাত-রমণীয় দৃশ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক মনুষ্যের মন যাহাতে বিরক্তিজনক অথচ অত্যাবশ্যক পরিশ্রমে কাতর না হইয়া উন্নতির সোপানে পদ নিক্ষেপ করিতে উৎসাহান্বিত হয়, তদনুরূপ উত্তেজনা-সমর্পণেরও কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখে নাই। পূর্ব্বাবস্থার এইরূপ ভাব গতি দেখিলে এক্ষণে আমরা বিস্মিত হই; আমারদের বুদ্ধি এখন এত পরিপক্ক হইয়াছে যে, পূর্ব্বতন জ্যোতির্বিদ্যা এবং রসায়ণ বিদ্যার আনুষঙ্গিক প্রলোভনের ন্যায় কোন প্রকার প্রলোভনের উত্তেজনা ব্যতিরেকেও, আমরা কষ্টসাধ্য বিজ্ঞান-চর্চায় প্রবৃত্ত হইতে ভার বোধ করি না। প্রত্যুত সিদ্ধান্ত বিশেষকে বলবৎ অথবা পরিচ্যুত করিতে গিয়া আমরা যে, প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলার আবিষ্কারে প্রত্যাশাপন্ন হই, তাহাই আমারদের পক্ষে যথেষ্ট উত্তেজনা। প্রত্যুত আদিম সময়ে ওরূপ হওয়া অসঙ্গত,—এমন কি পূর্ব্বতন কল্পিত জ্যোতিষ এবং রসায়ণ বিদ্যা ঘটিত কিম্ভূত কল্পনা-নিচয়ের প্রসাদেই আমরা প্রামাণিক বিদ্যার মূলীভূত বহু সংখ্যক পরীক্ষা-সমন্বিত তথ্য-রাজি আহরণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। জ্যোতি-বিদ্যা সম্বন্ধে কেপ্লর নামক পণ্ডিত এবং রসায়ণ বিদ্যা-সম্বন্ধে বর্থলেট নামক পণ্ডিত ইহাঁদেরও এই প্রকার হৃদ্বোধ হইয়াছিল। এই রূপে, প্রামাণিক বিদ্যার এক মাত্র মূলাধার, পূর্ব্ব-পদ্ধতি, এবং আদ্যাবস্থার প্রতিনিধি-স্বরূপ যে পারমার্থিক বিদ্যা, তাহার উৎস প্রথমে প্রমুক্ত হইয়াছিল

উন্নতি বিষয়ে মনুষ্যের মন এরূপ আলস্য পরতন্ত্র যে, তাহা পারমার্থিক জ্ঞান-চর্চ্চা হইতে প্রামাণিক বিজ্ঞানে একেবারেই পদ-নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই। পারমার্থিক এবং প্রামাণিক বিজ্ঞান উভয়ে সমূলে পরস্পরের বিরোধী, এই হেতু উভয়ের মধ্যস্থলে এরূপ একটি বিজ্ঞানপদ্ধতির প্রয়োজন, যাহাতে প্রথম গ্রাম হইতে তৃতীয় গ্রামে সংক্রমণ করা সুসাধ্য হইতে পারে। এই প্রকার সংক্রমণ সাধনের জন্যই দার্শনিক জ্ঞান-পদ্ধতির যাহা কিছু প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। দার্শনিক অবস্থায় মনুষ্য যখন আবির্ভাব সমূহের চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়, তখন অলৌকিক দৈব কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে তাহার স্থলে তদনুরূপ কোন অধিষ্ঠাত্রী সত্তা বিশেষকে আরূঢ় করে। এই প্রকার সত্তা-বিশেষ অলৌকিক দৈব শক্তিরই কার্য্য বলিয়া প্রথমে গৃহীত হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু এপ্রকার অধীন ভাব অচিরাৎ অন্তর্হিত হইয়া গিয়া, আলোচনার মুখ্য বিষয় সকলেতে মনের গতি হইবার কোন আর প্রতিবন্ধক থাকে না; অবশেষে এই-রূপ হয় যে, দার্শনিক কারণ-সত্তাসকল কেবল আবির্ভাব গণের শূন্য নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া কথঞ্চিৎ বর্ত্তিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য কি রূপ পদ্ধতিতে যে মনুষ্যের মন অলৌকিক হইতে স্বাভাবিক বুদ্ধিতে অবতরণ করিবে, তাহা সহজে বোধ গম্য হইবার নহে।”

উন্নতির প্রথমাবস্থাতে পারমার্থিক গ্রামের আবশ্যকতা বিষয়ে কম্‌টি যে রূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, বীজ অগ্রে কি বৃক্ষ অগ্রে, ইহা যেমন স্থির করা দুরূহ, সেই রূপ বৃত্তান্ত অগ্রে কি সিদ্ধান্ত অগ্রে ইহা স্থির করা দুরূহ। কিন্তু কম্‌টি

তাহার পরক্ষণেই আবার এই রূপ ভাব ব্যক্ত করিতেছেন যে, অগ্রে মনুষ্য পারমার্থিক সিদ্ধান্ত বিশেষকে অবলম্বন না করিয়া চলিতে পারে না। "সিদ্ধান্ত অগ্রে কি বৃত্তান্ত অগ্রে" এরূপ প্রশ্ন শুনিলে বোধ হয় যে, প্রশ্নকারীর মতে উহা সংশয় স্থল, কিন্তু তিনি যদি পর ক্ষণে বলেন যে অগ্রে সিদ্ধান্ত স্থির করা আবশ্যক, তাহা হইলে কাজেই প্রমাণ হয় যে, বৃত্তান্ত এবং সিদ্ধান্ত, এ দুয়ের মধ্যে কে অগ্রে থাকিবার উপযুক্ত এবং কে পশ্চাতে থাকিবার উপযুক্ত, এ বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ নাই। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে প্রথমে কম্‌টি, বৃত্তান্তের পক্ষ অপেক্ষা সিদ্ধান্তের পক্ষে অধিকতর এক টুকু ভর দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে কম্‌টির মতাবলম্বীরা তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত নহেন। কেন না কম্‌টির মতাবলম্বীরা সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বৃত্তান্তেরই সমধিক পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন বটে যে, কেবল প্রথমাবস্থাতেই সিদ্ধান্তের গৌরব সমর্থন করা আবশ্যক হয়, পরিণামে বৃত্তান্তের প্রাধান্য কোন রূপেই বিচ্যুত হইবার নহে। কিন্তু আমরা এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, সিদ্ধান্তের পক্ষ পরিণামে আপনা আপনি শিথিল হইয়া অনাবশ্যক হইয়া যায়, অথচ প্রথম সময়ে তাহা বলবৎ রূপে আবশ্যক হয়, ইহার কারণ কি? কম্‌টির মতে "কারণ" জিজ্ঞাসিত হইলে তাহার উত্তর দিতে নিষেধ, এই হেতু তিনি এই পর্য্যন্ত বলিয়া নীরব হইয়াছেন যে, মনুষ্য যে রূপ যন্ত্রোপকরণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাতে প্রথমাবস্থায় ওরূপ না হইলে তাহার কোন রূপেই চলে না। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, প্রথমাবস্থাতে ক্ষণভঙ্গুর মিথ্যাকে অবলম্বন না করিলে মনুষ্যের চলে না। এরূপ উক্তি যদিও অজ্ঞ লোকের মুখে যথোচিত শোভা পায়, কিন্তু যাঁহারা সত্যের সেবাতে দিবা রাত্রি তৎপর রহিয়াছেন তাঁহারা ওরূপ কথা মুখে আনিতে যে লজ্জা বোধ করেন না, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়! আমরা স্পষ্টই এই রূপ দেখিতেছি যে, প্রথমাবস্থায় সিদ্ধান্তের পক্ষ যে বৃত্তান্তের পক্ষ অপেক্ষা গৌরবান্বিত হয়, তাহার কারণ এই যে, জ্ঞানের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে জগতের সত্য সকলকে অন্য কোন উপায়ে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না; এই জন্য সত্য উপার্জ্জনের পূর্ব্বে জ্ঞানরূপ অস্ত্রকে ঘর্ষিত-ঘর্ষণ করা আবশ্যক। প্রথমাবস্থায় জ্ঞান যে-সকল সিদ্ধান্ত স্থির করে, তাহা যে সর্ব্বাংশে সত্য হইবে তাহা দূরে থাকুক, তাহার অধিকাংশই অলীক কল্পনা। কিন্তু তাহার মধ্যে এই একটি সত্য, তদীয় আনুষঙ্গিক সমুদায় মিথ্যাকে ভেদ করিয়া দীপ্তি পাইতে থাকে যে, যদি সত্য উপার্জ্জন করিতে হয়, তবে তন্নিমিত্তে জ্ঞান পরিচালনা করা কর্ত্তব্য —জ্ঞান পরিচালনা ব্যতিরেকে কোন সত্যই উপার্জ্জন করা যায় না। কম্‌টি আদিম কালের পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা-টুকুর স্কন্ধেই তাবি উন্নতির সমুদায় ভার চাপাইয়া দিতেছেন, কিন্তু শেষোক্ত সহাশ্রিত সত্য টুকুই যে বৃহন্নলা-সারথির ন্যায় সেই ভার একাকী বহন করিয়াছে, ইহা তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই। জ্ঞানেতেই সত্য উপার্জ্জনের শক্তি বিদ্যমান আছে, এই নিশ্চয় সত্যটির অবলম্বন পাওয়াতেই মনুষ্য সত্য-মিথ্যায় জড়িত নানা প্রকার সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করিতে ক্লান্ত হয় না। এবং জ্ঞান, প্রথমে ঐ সত্য টুকু অবলম্বন করিয়া স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, পরিণামে ঈপ্সিত ফল লাভে বঞ্চিত হয় না। জ্ঞান প্রথমেই আপনার প্রতি আপনি শ্রদ্ধা করে, তত্ত্ব বিদ্যার ইহা একটি মূল-তত্ত্ব! কিন্তু মনুষ্যের

জ্ঞান কি অকিঞ্চিৎকর! মহামহাবিজ্ঞতম পণ্ডিতগণ সত্য-মন্দিরের দ্বার দেশে গিয়াই এরূপ গুরুত্ব অনুভব করিয়াছেন যে, আর অগ্রসর হইবার তাঁহারদের সামর্থ্য হয় নাই। তবে যে, মনুষ্য প্রথমাবস্থাতেই আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের উপরে নির্ভর করিয়া চলিতে সাহসী হইবে, ইহা অতীব বিস্ময়-জনক তাহার আর সন্দেহ কি? পরন্তু যখন দেখা যায় যে, মূলে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে, জ্ঞানের আপনার প্রতি শ্রদ্ধা সম্ভবে না, প্রত্যুত ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার প্রাদুর্ভাবেই জ্ঞান আপনার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সত্যের আবিষ্কারে ব্রতী হয়,—তখন আমারদের সে বিস্ময় তদ্দণ্ডেই তিরোহিত হয়। মনুষ্য প্রথমে যে ঈশ্বরেতে শ্রদ্ধা সমর্পণ করে, তাহা এরূপ বুঝিয়া করে না যে, তাহা না করিলে পরিণামে জ্ঞান-চালনার ব্যাঘাত হইবে, পরন্তু প্রকৃতি-মূলক আত্মপ্রত্যয়ের বলেই মনুষ্য ওরূপ করিয়া থাকে। যেমন, অভিনব শিশু এরূপ বুঝিয়া স্তন পান করে না যে, তদ্দ্বারা আমার শরীর পুষ্ট হইবে, প্রত্যুত কেবল প্রকৃতির বলেই তাহা করিয়া থাকে। যাহা বলা হইল কম্‌টির মতে তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয় বটে, কিন্তু সে সত্য যে কত সত্য তাহা কম্‌টি বুঝেন নাই। কম্‌টি বলেন যে, হাঁ প্রথমে মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, পশ্চাতে আপনার জ্ঞানের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, পশ্চাতে প্রকৃত রূপে বিজ্ঞান-চর্চাতে ব্রতী হয়, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু মনুষ্য যখন বিজ্ঞান চর্চাতে রীতিমত প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন, উক্ত উভয় বিধ শ্রদ্ধাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ইতিপূর্ব্বে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কম্‌টি বিকৃতি মূলক বিশ্বাস এবং দার্শনিক কুতর্ককে লক্ষ্য করিয়া ঐ সুতীব্র মতটিকে বিনির্গত করিয়াছেন, কিন্তু লেখনীতে এই রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আত্মপ্রত্যয় এবং তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রতিকূলে তাঁহার সেই মতাস্ত্রটি নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কম্‌টিকে জিজ্ঞাসা করি যে, বিজ্ঞানানুশীলনে আমরা কতক দুর কৃতকার্য্য হইলে, তাহাতে কি আমাদের জ্ঞানের কিছুমাত্র গৌরব অনুভূত হয় না? এবং জ্ঞানের গৌরব অনুভূত হইলে, জ্ঞানের মূলে যে অখণ্ডনীয় সত্য রহিয়াছে, তাহার গৌরব কিছুমাত্র অনুভূত হয় না? যদি জ্ঞানের মূলে সত্য না থাকে তবে জ্ঞান আপনাকে এবং আপনার ন্যায্য সিদ্ধান্ত সকলকে কোন্ স্থলে সত্য বলিয়া সুস্থির করিতে পারিবে? অখণ্ডনীয় এবং সার্ব্ব-লৌকিক সত্য-সকল, বিজ্ঞানের প্রবেশ-দ্বারেই দৃষ্টিতে নিপতিত হয়, গণিত শাস্ত্রের প্রতি পংক্তিতেই মূর্ত্তিমান্ দেখা যায়। সে সকল সত্য আমারদের জ্ঞানের সিদ্ধান্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং আপন জ্ঞানের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা না থাকে, তবে জ্ঞানের সিদ্ধান্ত-সকল কদাপি শ্রদ্ধার বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান কাহার বলে আপনার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়? জ্ঞানের অভ্যন্তরে সার্ব্বলৌকিক সত্য স্বপ্রকাশ থাকাতেই না তাহা আপনার প্রতি ওরূপ শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়? এক জ্ঞানেতে অনেক সত্য প্রকাশ পায়, ইহা অপেক্ষা সহজ সত্য আর কি আছে? সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, জ্ঞান অনেক সত্যের মধ্যে এক সত্য। যে আত্মপ্রত্যয় কহিতেছে যে, অনেক সত্যের মধ্যে এক সত্য —আমারদের জ্ঞান; সেই আত্মপ্রত্যয়ই বলিতেছে যে, সকল সত্যের মধ্যে এক অদ্বিতীয় মূল সত্য পূর্ণ-জ্ঞান। আমারদের জ্ঞান যেমন আত্মার লক্ষণ, পূর্ণ-জ্ঞান সেই রূপ পরমাত্মার লক্ষণ। এই রূপ আত্মপ্রত্যয় এবং তাহার অনুচর-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান,

এত সহজে আমাদের জ্ঞানের সম্মতি আকর্ষণ করে যে, জ্ঞান তাহাতে সমুদায় বিশ্বাস সমর্পণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না।

এখানে কম্‌টির সহিত আমাদের কিরূপ মত ভেদ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। কম্‌টির মতে আদিতে পারমার্থিক, মধ্যে দার্শনিক, পরিণামে প্রামাণিক; আমাদের মতে, পারমার্থিক মূলস্বরূপ, দার্শনিক তাহার শাখা স্বরূপ এবং প্রামাণিক তাহার ফলস্বরূপ। মূল ত আদিতেই, শাখা ত মধ্য স্থলেই, ফল ত পরিণামেই, ব্যক্ত হয়; তবে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের আর মতভেদ কি রহিল? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মূল ছাড়িয়া কদাপি শাখা থাকিতে পারে না, এবং মূল ও শাখা উভয় ছাড়িয়া ফলও থাকিতে পারে না, এই যুক্তিই আমাদের মতে, উক্ত পদ্ধতি-ত্রয়ের সহিত বিশেষ রূপে সংলগ্ন হয়; পরন্তু কম্‌টির প্রদর্শিত বয়ো-বৈষম্য ঘটিত যুক্তি যে, উহাদের সহিত সংলগ্ন হইতে পারে না, তাহা ইতিপূর্ব্বে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমারদের মত এই যে পারমার্থিক বিশ্বাস, অদ্য আছে কল্য নাই এরূপ ক্ষণভঙ্গুর নহে, প্রত্যুত তাহা জ্ঞান-তরুর মূল হইতে পরিণাম পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে এবং অবিরামে রস প্রবাহিত করিয়া তাহাকে আদ্যোপান্ত সজীব রাখিতেছে; এমন কি পারমার্থিক বিশ্বাসকে ছাড়িয়া জ্ঞান তিলার্দ্ধ কালও উন্নত থাকিতে পারে না;—পারমার্থিক বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয় শব্দে দর্শন শাস্ত্রে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মপ্রত্যয় এই শব্দটি লইয়া নানা অনর্থকরী বিতণ্ডা উত্থাপিত হইতে পারে, ইহা আমারদের অবিদিত নাই। কিন্তু উহার অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকল আপত্তিরই খণ্ডন হয়। অনেকে বলেন যে, আত্মপ্রত্যয় কি? বুঝাইয়া দেও। ইহার প্রত্যুত্তরে যদি বলা যায় যে, জ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ মূল-বিশ্বাসকে আত্মপ্রত্যয় কহে, তবে তাঁহারা বলেন যে, "একটা উদাহরণ প্রদর্শন কর।" ইহার যদি যথোচিত উত্তর এই রূপ দেওয়া যায় যে, ঈশ্বরেতে বিশ্বাস তাহার একটি প্রধান উদাহরণ, তবে তাঁহারা বলেন যে, প্রথমতঃ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস সর্ব্ব-বাদি-সম্মত নহে, দ্বিতীয়তঃ যদি বা সর্ব্ব-বাদি-সম্মত বলিয়া মানা যায়, তথাচ তাহা বাল্য কালের ভূত প্রেতাদি সংক্রান্ত বিশ্বাসের ন্যায় বিকৃতিমূলক। বাল্য কালের অথবা অসভ্যাবস্থার প্রকৃতি-মূলক বিশ্বাস, এমন সহজ থাকিতে, ইঁহারা তৎকাল-সুলভ বিকৃতি-মূলক বিশ্বাসেরই সহিত, আত্মপ্রত্যয়ের তুলনা সংস্থাপন করিতে পারিলে আপনারদের অভীষ্ট সুসিদ্ধ মনে করেন। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে যে, ঘনিষ্টতা হইতে অবজ্ঞা প্রসূত হয়, (Familiarity breeds contempt)—এই হেতুতে, আত্মপ্রত্যয়ের সহিত আমারদের যেএকটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না, অথচ প্রকারান্তরে আত্মার সহিত আত্মপ্রত্যয়ের এক প্রকার কৃত্রিম সম্বন্ধ ঘটাইতে নিরস্ত হন না। তাঁহারা বলেন যে আত্মপ্রত্যয় নামক বিশ্বাস-সকল বাহির হইতে আনীত হইয়া মনুষ্যের মনোরাজ্যে আরোপিত হয়; তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে, আত্মপ্রত্যয় ব্যতিরেকে জ্ঞান যখন এক পদও প্রসারণ করিতে পারে না, তখন, জ্ঞান বাহির হইতে কি রূপে আত্মপ্রত্যয় আহরণ করিয়া আনিবে? আমাদের যদি পদদ্বয় না থাকে, তবে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়া পদদ্বয় আহরণ করিয়া আনিয়া কি রূপে আমরা চলিতে সমর্থ হইব? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কেহ কেহ বলেন "ঈশ্বরেতে বিশ্বাস যে, জ্ঞানের প্রকৃতি-মূলক,—উহা যে, জ্ঞানের

বিকৃতি-মূলক নহে, তাহার প্রমাণ কি?” তাহার প্রমাণ এই যে অন্যান্য সংস্কার যেমন দেশ কাল অবস্থাতে পরিচ্ছিন্ন, সুতরাং সে সকল সত্যও হইতে পারে অসত্যও হইতে পারে, ঈশ্বর-প্রত্যয় সে রূপ নহে; তাহা দেশেতে পরিচ্ছিন্ন নহে, কালেতে পরিচ্ছিন্ন নহে, সত্তাতে পরিচ্ছিন্ন নহে, কিছুতেই পরিচ্ছিন্ন নহে, সুতরাং কোন প্রকারেই তাহার বিকল্পের সম্ভাবনা নাই। ভূত প্রেত ঘটিত সংস্কার কি রূপ—না তদীয় সত্তা এখানে আছে ওখানে নাই, এখন আছে তখন নাই, এই প্রকার অধ্রুব। কিন্তু ঈশ্বরেতে যে প্রত্যয়, তাহা এই রূপ যে তিনি সকল সত্তারই সত্তা, সকল কালেরই মূল প্রবর্ত্তক, সকল দেশেরই মূল অধিষ্ঠাতা, সকল আত্মারই মূল আত্মা।—সত্য স্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ অনন্ত স্বরূপ—এ সকল উপাধি আত্মা বাহিরের কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া পাইবে? সুতরাং ইহা অতীব স্পষ্ট যে, কেবল আত্মার মূলগত স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাসের প্রসরণ-দ্বারা উহাদিগের উপলব্ধি পাওয়া যায়। বাহ্য-সংস্কারের সকলই কৃত্রিম হইতে পারে, কিন্তু আত্মা আপনার মূলগত বৃত্তান্ত-সকলেতে যে বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে যদি কৃত্রিম বলা হয়, তবে সমুদায় জগৎকেও অগত্যা কৃত্রিম বলিতে হয়; মূলে যদি দোষ পোঁছে, তবে শাখা-প্রশাখা কোন রূপেই নির্দ্দোষ হইতে পারে না। পরন্তু কোন বাহ্য-সংস্কারে যদি কখন দোষ প্রবেশ করে, তবে সমুদায় জগৎকে সে দোষের ভাগী হইতে হয় না। জ্ঞানের মূল যদি বাস্তবিক না হইল, তবে জ্ঞান কিরূপে বাস্তবিক হইবে! এবং জ্ঞান যদি বাস্তবিক না হইল, তবে জ্ঞানের বিষয় সকল কিরূপে বাস্তবিক হইবে? পরন্তু ভূত প্রেতাদি যদি বাস্তবিক না হইল তবে তদ্ভিন্ন আর কোন কিছুর বাস্তবিকতা কিছু-মাত্রও বিচলিত হয় না। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্যজ্ঞানের প্রকৃতি-মূলক আত্মপ্রত্যয় এবং তাহার সংস্কার, উভয়ের মধ্যে ছায়াতপের ন্যায় প্রভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই রূপ সত্ত্বেও উভয়কে তুল্য দৃষ্টিতে দেখা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, অসভ্য জাতিদিগের ঈশ্বর-প্রত্যয় একরূপ দৃষ্ট হয় এবং সভ্য জাতিদিগের ঈশ্বর-প্রত্যয় অন্য-রূপ দৃষ্ট হয়, তবে আত্মপ্রত্যয়ের নির্ব্বিকল্পতা কোথা রহিল? ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্যের আত্মপ্রত্যয় যেমন তেমনি অনাহত রূপে বর্ত্তমান থাকিলেও, তখন তত্ত্ব জ্ঞানের সমুচিত পরিস্ফুটন না হওয়াতে, মনুষ্য সেই নির্বিকল্প আত্মপ্রত্যয়েতে রীতি মত জ্ঞানের সন্ধান করিতে পারে না; তখন, বিশ্বাস যত উচ্চে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, জ্ঞান তত উচ্চে উঠিতে পারিতেছে না, এজন্য কল্পনার সহায়তা-দ্বারা, জ্ঞান আপনার সেই অভাব পূরণ করিতে তৎপর হয়। আত্মপ্রত্যয় যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞানের আলোক পায়, সে পর্য্যন্ত তাহা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত বীজের ন্যায় অনির্ব্বাচ্য এবং গূঢ় ভাবে থাকে, যথা,—উপাসক যখন ব্রহ্মাকে স্তব করিতেছেন, তখন তাঁহাকেই অদ্বৈত পূর্ণ এবং অখিলাধিপতি রূপে প্রতীতি করিতেছেন, এবং যখন বিষ্ণুকে স্তব করিতেছেন, তখন তাঁহাকেও ঐরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন, এস্থলে ইহা স্পষ্ট যে আত্মপ্রত্যয়ের যাহা কার্য্য, আত্মপ্রত্যয় তাহা করিতেছে, আত্মপ্রত্যয়ই বলিয়া দিতেছে যে, যিনি অদ্বৈত পূর্ণ এবং সকলের নিয়ন্তা তিনিই উপাস্য দেবতা; কিন্তু জ্ঞান এখনো এরূপ অপক্ক যে, দুই সময়ে দুই বিভিন্ন দেবতাকে অদ্বৈত বলিলে যুক্তিবিরুদ্ধ বচন বলা হয় কি না, ইহার মীমাংসা করিতে সে পরাভব মানিতেছে। এই রূপ দেখা

যাইতেছে যে আত্মপ্রত্যয়-রূপ বীজ যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতিঃ-সন্নিধানে অঙ্কুরিত হয়, তখনই তাহা সুব্যক্ত হয়; এবং পরিশেষে যখন মনুষ্য জাতির প্রমাণের ক্ষমতা আবিষ্কৃত হয়, তখন জগতের নিয়ম-প্রণালী-বিষয়ক তথ্য সকল দ্বারা আত্মপ্রত্যয় আপনার পোষকতা কার্য্যে নিয়মিত রূপে অগ্রসর হইতে থাকে। বৃক্ষের বহিরবয়ব যতই আকাশের দিকে উন্নত হয়, ততই যেমন তাহার মূল গভীরতর প্রদেশে সংক্রামিত হইতে থাকে, সেই রূপ তত্ত্বজ্ঞান-রূপ তরু যতই উন্নত হয় এবং প্রমাণ-রূপ শাখা পল্লব যতই বিস্তৃত হয়, আত্মপ্রত্যয়-রূপ মূল ততই গাঢ়তররূপে ঈশ্বরেতে সমাসক্ত হইতে থাকে। পুনর্ব্বার বলিতেছি যে আত্মপ্রত্যয় মূল-স্বরূপ, তত্ত্বজ্ঞান শাখা স্বরূপ, প্রমাণিক বিজ্ঞান তাহার ফল-স্বরূপ, তিনের মধ্যে এই প্রকার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩১২ সংখ্যক পত্রিকার ৯৮ পৃষ্ঠার পর।

আর্য্যগণ প্রথমে অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি দৃশ্যমান পদার্থবিশেষকে দেবতাবোধে আরাধনা করিতেন, তৎপরে অধিষ্ঠাত্রী অদৃশ্য দেবতা সকল কল্পনা করিতে লাগিলেন, এই পর্য্যন্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে; তৎপরে স্বাভাবিক নিয়মে যেরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইতে পারে, তাহারই চিহ্ন সকল প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যে কারণে অশন বসন প্রভৃতি সামান্য অভাব সকল পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আর্য্যগণকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইত; যে কারণে সর্ব্বদা যুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইত এবং যে কারণে সর্ব্বদা বাহ্য বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াই কালাতিপাত করিতে হইত, কালক্রমে সেই সকল কারণ অপসৃত হইলে আর্য্যগণের শান্তি ভোগের কাল সমুপস্থিত হইল। সভ্যতা বিকশিত হইতে চলিল—কৃষি বাণিজ্যের বিস্তার হইতে লাগিল, দস্যুদলের কিয়দংশ লুক্কায়িত হইল, কিয়দংশ দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিল এবং তৎকালোচিত সামাজিক নিয়ম সকল আর্য্যসমাজকে শৃঙ্খলাযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল; সুতরাং কবিগণ বাহ্য পদার্থ হইতে চিন্তাস্রোত প্রত্যাবৃত্ত করিয়া অন্তরে প্রবাহিত করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইলেন এবং কবিগণের চিত্তরূপ রঙ্গ-ক্ষেত্রে বর্ষীয়সী কল্পনা দেবীর সঙ্গে সঙ্গে অতি শিশু বিজ্ঞানদেব নৃত্য করিতে লাগিলেন।

র পূর্ব্বে কি ছিল, কে সৃষ্টি করিলেন, তিনি কি রূপ করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এই সকল অভূতপূর্ব্ব প্রশ্নে আর্য্যগণের মন আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা যেরূপ করিয়া কবিতাচ্ছন্দে এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে একেশ্বরবাদ স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন হইতেছে, "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" "কোন্ দেবতাকে আমরা পূজা করিব?" এই প্রশ্নযুক্ত যে কএকটি ঋক্ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তত্ত্ববোধিনী পাঠকগণের তাহা অগোচর নাই[১]; তদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি একেশ্বরপ্রতিপাদক ঋক্ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই সকল ঋকের সম্পূর্ণ, বা অর্দ্ধ পাদ অথবা এক পাদ প্রায়ই উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় সেই সমুদায় আলোচনা করিলে কেহই এরূপ মনে করিতে পারিবেন না যে, আর্য্য কবিগণ একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে জানিতে পারেন

১ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পঞ্চম কল্পের তৃতীয় ভাগের ১২৮ পৃষ্ঠা ও সপ্তম কল্পের দ্বিতীয় ভাগের ৭৫ পৃষ্ঠা দেখ। পাঠকগণ মনে করিয়া রাখিবেন. শেষোক্ত স্থানে যজুর্ব্বেদ সংহিতায় যে কয়েকটি মন্ত্র দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে যে গুলি ছন্দোযুক্ত, তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে যজুর্ব্বেদে উদ্ধৃত হইয়াছে।

নাই। এই স্থলে ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ অনুবাক্ হইতে দুইটি ঋক্ উদ্ধৃত হইতেছে, তাহাতে ঈশ্বর এক মাত্র জগতের স্রষ্টা,জীবাত্মা হইতে ভিন্ন ও তাহার শুভাশুভ কর্ম্মের ফল দাতা, এই সকল ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

"অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনেন বিদ্বান্।

"আমি এ বিষয়ে অজ্ঞ, জানিবার জন্য বিজ্ঞবর কবিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যে হেতু আমি জানি না—যিনি ভুপ্রভৃতি ছয় ভুবন স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই কি জন্মরহিত ব্রহ্মের রূপেতে অর্থাৎ সপ্তম লোকেতে আছেন? যে দেবতা ছয় লোকের নিয়ন্তা, তিনিই কি ব্রহ্মলোকের ঈশ্বর?"

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি চাকশীতি।"২

"পরস্পর সংযুক্ত ও সখা দুই পক্ষী এক বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া আছেন, উভয়ের মধ্যে একটি স্বাদযুক্ত পিপ্পল ভোজন করেন, আর একটি নিরশন থাকিয়া দর্শন করেন।" অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যে বালকের বাক্শক্তি অর্দ্ধস্ফুট হইয়াছে, সে মনের ভাব প্রকাশ করিবার সময় যেমন আকুলতা প্রকাশ করে; সেইরূপ এই স্থলে সেই অনির্বচনীয় পুরুষের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিবার জন্য আর্য্য কবি যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু আমরা দেখিতেছি— এই ব্যাকুলতাই আর্য্য কবিকে জয় দান করিল।

ঋগ্বেদ সংহিতার ঋষিগণ পর লোক ও আত্মার অমরত্ব বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বেদের শেষ অংশ সকলের মধ্যে আত্মার বিষয়ে যে রূপ গভীর আলোচনার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতি প্রাচীন ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে সেরূপ আলোচনার সদ্ভাব আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি না। প্রথমাবস্থায় সামান্য পার্থিব অভাব সকল পূর্ণ করিবার নিমিত্ত আর্য্যগণের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। সে সময়ে একটি সামান্য শারীরিক অভাব পরিহার করিতে হইলে কত প্রকার দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে হইত; চতুর্দ্দিকে অরণ্য, হিংস্র পশুদিগের উৎপাত, কেবল হস্ত পদ মাত্র সহায়, উপজীবিকা দুর্লভ, ঈদৃশ অবস্থায় যে জনসমাজ অবস্থান করিত, আমরা তাহার প্রকৃত ভাব কিছুই অবধারণ করিতে পারি না। এরূপ অবস্থায় বিস্তৃতরূপে পরলোকবিষয়ক চিন্তা কোন জাতির মধ্যেই সমুত্থিত হয় না। এবং ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রথমাবস্থায় জনসমাজ যেমন ধর্ম্ম ও সাংসারিক কর্ম্ম একই ভাবে অনুষ্ঠান করিতে থাকে, সেই রূপ পারলৌকিক জীবন হইতে ঐহিক জীবনকে কোন প্রকার পৃথক না করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ যাহার উপর কোন দিক্ দিয়া কোন আপত্তি উত্থিত না হয়, তাহা এরূপ নিস্তব্ধ ভাবে চলিয়া যাইতে থাকে যে, উত্তর কালে তাহার সত্তার কোন প্রকার চিহ্ন দুর্লভ হইয়া উঠে। এই সকল কারণে আমাদিগের পুরাতন আর্য্যসমাজের ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে যদিও পারলৌকিক আলোচনার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হইতে না পারি, তথাপি যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতেই যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। ঋগ্বেদ সংহিতার পূর্ব্বোক্ত অনুবাক হইতে এই বিষয়ে যে ঋকুটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহাতে কোন প্রকার কল্পনার স্পর্শমাত্র

২. এই ঋক্টি উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং উপনিষদ্ হইতে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে।

নাই। উহা যেমন সহজ ভাব হইতে নির্গত, সেইরূপ সত্য।

"অপাঙ্‌ প্রাঙেতিস্বধয়াগৃভীতো অমর্ত্ত্যোমর্ত্ত্যেনা সযোনিঃ তা শশ্বন্তা বিষূচিনা বিয়ন্তা ন্যন্যং চিক্যু র্ন নিচিক্যুরন্যং।"

"অমর্ত্ত্য মর্ত্ত্যের সহিত এক স্থানে উৎপন্ন এবং অমর্ত্ত্য ভোগাসক্ত হইয়া অপকৃষ্ট অথবা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়। উভয়ে অবিভক্ত রূপে সংযুক্ত, উভয়েই সর্ব্বত্র গমন করিতে পারে এবং উভয়েই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়। লোকে একটিকে নিশ্চয় জানে, অন্যটিকে নিশ্চিত রূপে জানে না।"

যখন ভাষা সমুদায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন ইহা অপেক্ষা আত্মার অমরত্ব ও সদসদ্গতির বিষয়ে আর অধিক স্পষ্ট করিয়া কি বলা যাইতে পারে? শরীর মর্ত্ত্য—মৃত্যুর অধীন, আত্মা অমর্ত্ত্য—মৃত্যুর অতীত; কিন্তু উভয়েই এক স্থানে উৎপন্ন হয়। এখনকার আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বলিতে পারেন? উভয়ের উৎপত্তি স্থান এক, ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে;—উভয়ই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন, অথবা উভয়ই মাতৃগর্ভে জাত কিন্তু কবি কোন্‌ অর্থ লক্ষ্য করিয়া "সযোনিঃ" এই কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু ঋক্‌টির সমস্ত ভাব ও তৎকালীন ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিলে উহা মাতৃগর্ভ লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই সম্ভাবিত বোধ হয়। সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলে (স্বধয়া গৃভীতঃ স্বধা—অন্নাদি ভোগের বস্তু; গৃভীত—গৃহীত; ভোগ যাহাকে গ্রহণ করিয়াছে) অসদ্গতি (অপাঙ্‌ অপ—অপকৃষ্ট, অঞ্চ্‌—গতি) ও সদ্গতি (প্রাঙ্‌: প্র—প্রকৃষ্ট, অঞ্চ্‌ গতি) লাভ করে; অসৎ কর্ম্মে অসদ্গতি ও সৎকর্ম্মে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মা পাপ পুণ্যের দায়ী ও তদনুসারে স্বর্গ নরক ভোগ করে, ইহা অপেক্ষা পর লোকের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে গেলেই আর তাহাতে নিশ্চয় করিয়া বিশ্বাস করা যায় না। সেই অন্ধতম কালে আর্য্যেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পর অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পারলৌকিক মত লইয়া কত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, কত প্রকার অদ্ভুত কল্পনার হইয়াছে, কত মতামত বাহির হইয়াছে, কিন্তু পরিশেষে এক্ষণে ইহাই স্থির হইতেছে যে আত্মা আপনার কর্ম্মানুসারে সৎ বা অসৎ গতি প্রাপ্ত হইবে, ইহা ব্যতীত আর কিছুই পর লোক বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না। আত্মার সহিত দেহের এরূপ সংযোগ হইয়াছে যে, উভয়কে পৃথক্‌ করা যায় না, এই ভাবটি প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আর্য্য কবি উভয়কে "শশ্বন্তা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, "বিষূচিনা" ও "বিয়ন্তা" এ দুইটির একই প্রকার অর্থ; আমরা কেবল সম্ভব বোধে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদর্শন করিলাম; কিন্তু সায়নাচার্য্য অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পর লোক বিষয়ে তাঁহার নিজের সংস্কার কি রূপ ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, আর্য্য কবির হৃদ্গত ভাব ব্যক্ত হইতেছে না। লোকে সচরাচর দেহকেই দেখিতেছে, আত্মাকে দেখিতেছে না, তাহাতেই আর্য্য কবি কহিতেছেন, লোকে একটি জানে, আর একটিকে নিশ্চয় করিয়া জানে না "ন্যন্যং চিক্যু র্ন নিচিক্যুরন্যং।"

সমস্ত সংহিতা বিলোড়ন করিয়া যদি আমরা এ বিষয়ে আর কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারি, ক্ষতি নাই, এই একটিতেই আর্য্যদিগের অভিপ্রায় অবগত হওয়া যাইতেছে। যে ঋকটি সর্ব্বাপেক্ষা অধস্তন কালে প্রকাশিত হইয়াছিল, ভট্ট মোক্ষমুলরের মতে তাহাও খৃষ্টের আট শত বৎসর পূর্ব্বের বলিয়া স্থির হইয়াছে, যদি মুলরের মতে

কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলেও ইহা যে আমাদের প্রস্তাবিত আর্য্যদিগের মত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ ১৭৯১ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৫৪৮॥৵ ০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৪০৪॥ ১৫
	৯৫৩৵ ১৫
ব্যয়	৫৯৫।/ ১৫
স্থিত	৩৫৭৸/ ০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৭৶ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৫৬
পুস্তকালয়	১১৸/ ৫
যন্ত্রালয়	৩৩৪
গচ্ছিত	১৯॥/ ১০
	৫৪৮॥৵ ০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৮৯।৵ ১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৩৪৸৵ ১০
পুস্তকালয়	৮৫ ৶ ১৭
যন্ত্রালয়	১৭৬৸/ ৫
গচ্ছিত	১৮৸৶ ১৫
	৫৯৫।/ ১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র নন্দী	১০
" মধুসূদন ঘোষ	৭
ঋর্ব্বু নামক এক মৃত ব্যক্তির নামে দান	৪
শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ দত্ত	২
হরচন্দ্র রায়	১
" রাখালদাস পাকড়াসী	১
দানাধারে প্রাপ্ত	২৶৫
	২৭৶৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ আশ্বিন রবিবার প্রাতঃকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে

বিজ্ঞাপন।

A DISCOURSE
AGAINST HERO-MAKING
IN RELIGION.

১। যিনি উপরি উক্ত ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বিশুদ্ধ ও সরল বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিবেন, আদিব্রাহ্মসমাজ ব্যয় দিয়া তাহার সহস্র খণ্ড মুদ্রিত করিয়া লেখককে দিবেন, পুস্তকের স্বত্ব লেখকেরই থাকিবে।

২। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আদিব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই তিন জনের অধিংকাশের মতে যাঁহার অনুবাদ উৎকৃষ্ট হইবে, তিনি উপরি উক্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

৩। যে অনুবাদ গ্রাহ্য হইবে, মুদ্রাঙ্কনের সময়ে পরীক্ষকেরা যদি তাহার কোন অংশ সংশোধন করিতে অনুরোধ করেন, লেখককে সে অনুরোধ গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। আগামী কার্ত্তিক মাসের মধ্যে লেখকদিগকে আপনার আপনার লেখা আদিব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিতে হইবে

৫। উক্ত ইংরাজী মূল পুস্তকখানি কলিকাতা পটলডাঙ্গায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫৫ নং দোকানে ক্রয় করিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়

৯ ভাদ্র ১৭৯১শক।
আদিব্রাহ্মসমাজ।
কলিকাতা।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারী সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা।। সম্বৎ ১৯২৬। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ১ আশ্বিন। বৃহস্পতিবার

ওঁতৎসৎ

সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার চিহ্নাবলী।

স্বর-বিষয়ক।

সঙ্কেত	সংজ্ঞা	তাৎপর্য্য
ষ —	ষড়্জ —	আদি সুর।
ঋ —	ঋষভ —	দ্বিতীয় সুর।
গ —	গান্ধার —	তৃতীয় সুর।
ম —	মধ্যম —	চতুর্থ সুর।
প —	পঞ্চম —	পঞ্চম সুর।
ধ —	ধৈবত —	ষষ্ঠ সুর।
নি —	নিষাদ —	সপ্তম সুর।

(_) — কোমল সুর যথা, নি — কোমল নিষাদ।

(‾) — কড়ি সুর যথা, ম — কড়ি মধ্যম।

গ্রাম বিষয়ক।

(˙) — উচ্চ গ্রামস্থ। যথা ষং — উচ্চ গ্রামস্থ ষ।

(চিহ্নাভাব) — মধ্য গ্রামস্থ। যথা ষ — মধ্যগ্রামস্থ ষ।

(̣) — নিম্ন গ্রামস্থ। যথা ষ় — নিম্ন-গ্রামস্থিত ষ।

তাল-বিষয়ক।

(•) — শূন্য তাল।

(১) — প্রথম তাল।

(২) — দ্বিতীয় তাল।

(৩) — তৃতীয় তাল।

(ইত্যাদি)

ছেদ বিষয়ক।

‖ স্থূল দণ্ড — তাল-ছেদ।

। সূক্ষ্ম দণ্ড — তালাবচ্ছিন্ন কালের অংশ-জ্ঞাপক ছেদ।

(চিহ্নাভাব) — তালাবচ্ছিন্ন কালের কনিষ্ঠাংশ-জ্ঞাপক ছেদ।

(-) — আবহমানতা।

(·) — বিরাম।

(,) — অল্প বিরাম।

অলঙ্কার বিষয়ক

(ˆ) — অব্যবহিত উচ্চ সুর স্পর্শ পূর্ব্বক, গম্য সুরে অবতরণ-জ্ঞাপক চিহ্ন। যথা, ষ — ঋস্পর্শ-পূর্ব্বক ষ। ঋ এই প্রকার অবতরণ বলবত্তা অর্থাৎ ঝোঁক প্রকাশক।

(˘) — অব্যবহিত অধঃসুর স্পর্শ-পূর্ব্বক, গম্য সুরে আরোহণ-জ্ঞাপক চিহ্ন। যথা, ঋ — ষস্পর্শ-পূর্ব্বক ঋ। ষঋ এই প্রকার আরোহণ মৃদুতা-প্রকাশক।

(‴) — অব্যবহিত উচ্চসুর হইতে গম্য সুরে পুনঃ পুনঃ অবতরণ জনিত কম্পনের চিহ্ন। যথা, ষ — ঋষ ঋষ এই প্রকার কম্পন।

(‿‿) — অব্যবহিত অধঃসুর হইতে গম্য সুরে পুনঃ পুনঃ আরোহণ-জনিত কম্পনের চিহ্ন। যথা ঋ — ষঋ ষঋ এই প্রকার কম্পন।

(ˆ˘) — অব্যবহিত উচ্চ সুর স্পর্শ-পূর্ব্বক গম্য সুরে অবতরণ এবং তৎপরেই অব্যবহিত অধঃসুর স্পর্শ পূর্ব্বক সেই গম্য সুরে আরোহণ, এই রূপ আন্দোলন-জ্ঞাপক চিহ্ন। যথা গ — মগ ঋগ এই রূপ আন্দোলন।

(˘ˆ) — অব্যবহিত অধঃসুর স্পর্শ পূর্ব্বক গম্য সুরে আরোহণ এবং তৎপরেই অব্যবহিত উচ্চ সুর স্পর্শ পূর্ব্বক সেই গম্য সুরে অবতরণ, এই প্রকার আন্দোলন জ্ঞাপক চিহ্ন। যথা গ — ঋগ মগ এই প্রকার আন্দোলন।

আবৃত্তি বিষয়ক।

} {—} এই চিহ্নে পৌঁছিলে { এই চিহ্ন হইতে পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে।

( ) — (এই চিহ্নে পৌঁছিলে তাহার অনতি পূর্ব্বের (এই চিহ্ন হইতে

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

০ ১ ২ ৩

ষ । গ । গ । গ ‖ ম । - । প । প ‖ র্ষ । - । র্ষ । র্ষ ‖ নি । - । প । - ‖
{তু । মি । বি । না ‖ কে । - । প্র । ভু ‖ সং । - । কট । নি ‖ বা । - । রে । - ‖
{ধ । ম । গ । গ ‖ পুনরাবৃত্তি কালে । · । · । · ‖ · । · । · । · ‖

ধ । ধপ । ম । গ ‖ ম । গ । গ । গ ‖ ম । পঁ । - । ম ‖ গ । গঁ । - । ষ ‖}
কে । - - । স । হা ‖ - । য় । ভ । ব ‖ অ । - । - । ন্ধ ‖ কা । - । - । রে ‖}

(প । প । প । র্ষ ‖ র্ষ । র্ষ । র্ষ । র্ষ ‖ র্ষ । র্ষ । ঋঁ । র্ষ ‖ নি । - । প । - ‖)
(র । য়ে । ছি । ব ‖ - । ন্দি । স । ম ‖ মো । হে । র । আ ‖ গা । - । রে । - ‖)

ধ । ম । ম । গ ‖ ম । - । প । ম ‖ গ । - । - । - ‖ গঁ । - । ম । - ‖
ক । লু । ষি । ত ‖ পা । - । প । বি ‖ কা । - । - । - ‖ - । - । রে । - ‖

স । গ । গ । ম ‖ প । - । র্ষ । র্ষ ‖ র্ষ । গঁ । ঋঁ । গঁ ‖ গঁ । ঋঁ । র্ষ । র্ষর্ষ ‖
বি । ষ । য় । র ‖ সে । - । র । ত ‖ ত । ব । প্রে । মা ‖ - । মৃ । ত । ছাড়ি ‖

নি । নি । নি । নি ‖ প । - । ধ । নি ‖ নিঁ । - । ধঁ । - ‖ প । - । প । প ‖}
ম । ন । ভু । - ‖ - । - । ল । বি ‖ হা । - । - । - ‖ - । - । রে । - ‖}

(ষ । গ । গ । ম ‖ প । প । প । প ‖ ধ । - । ধ । ধ ‖ ধঁ । - । প । প ‖
(বি । ত । র । ক্ল ‖ - । পা । ত । ব ‖ যা । - । র । গু ‖ ণে । - । প্র । ভু ‖

ম । ম । ম । গ ‖ ম । - । পম । ম ‖ গ । - । - । - ‖ গঁ । - । ষ । - ‖)
মৃ । ত । দে । হে ‖ জী । - । বন । স ‖ ঞ্চা । - । - । - ‖ - । - । রে । - ‖)

(প । - । র্ষ । র্ষ ‖ র্ষ । র্ষ । র্ষ । র্ষ ‖ র্ষ । র্ষ । ঋঁ । র্ষ ‖ নি । নি । প । নি ‖)
(পা । - । প । তি ‖ মি । র । না । শি ‖ বি । রা । জ । হৃ ‖ দ । য়ে । আ । সি ‖)
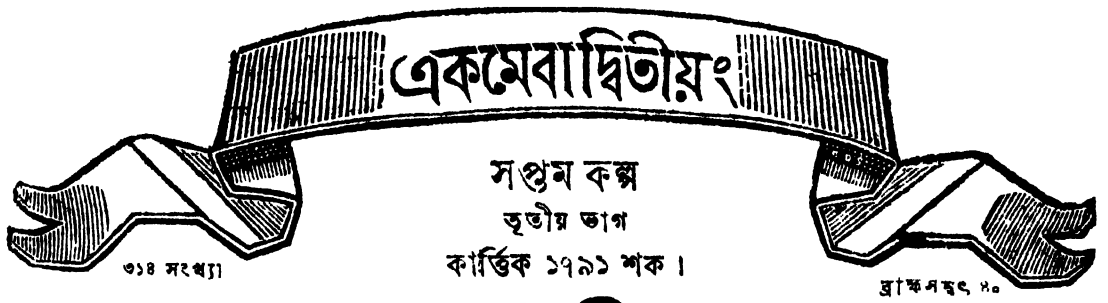
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।

কুৎসঃ ঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৬৮

১। প্র মন্দিনে পিতুমদর্চ্চতা বচো যঃ কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা। অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।

১। হে ঋত্বিজঃ 'মন্দিনে' স্তুতিমতে স্তোতব্যায়েন্দ্রায় 'পিতুমদ্বচঃ' হবির্লক্ষণেনান্নেনোপেতং স্তুতিলক্ষণং বচনং 'প্রার্চ্চত' প্রার্চ্চয়ত প্রকর্ষেণোচ্চারয়ত। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'ঋজিশ্বনা' এতৎসংজ্ঞকেন রাজ্ঞা সখ্যা সহিতঃ সন্ 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' কৃষ্ণোনাম কশ্চিদসুরঃ তেন নিষিক্তগর্ভাস্তদীয়াভার্য্যাঃ 'নিরহন্' অবধীৎ কৃষ্ণমসুরং হত্বা পুত্রাণামপ্যনুৎপত্ত্যর্থং গর্ভিণীস্তস্য ভার্য্যা অপ্যবধীদিত্যর্থঃ। 'অবস্যবঃ' রক্ষণেচ্ছবো বয়ং 'বৃষণং' কামানাং বর্ষিতারং 'বজ্রদক্ষিণং' বজ্রযুক্তেন দক্ষিণহস্তেনোপেতং তং 'মরুত্বন্তং' ইন্দ্রং 'সখ্যায়' সখ্যুঃ কর্ম্মণে 'হবামহে' আহ্বয়ামহে।

১। হে ঋত্বিক্ সকল। তোমরা স্তোতব্য ইন্দ্রের উদ্দেশে হবিলক্ষণ অন্নের সহিত স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর। যে ইন্দ্র ঋজিশ্বন নামক রাজার সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণাসুরের গর্ভবতী ভার্য্যাগণকে বধ করিয়াছিলেন। আমরা রক্ষণেচ্ছায় কামবর্ষি, বজ্রহস্ত, সেই ইন্দ্রকে সখিত্বের নিমিত্তে আহ্বান করি।

১১৬৯

২। যো ব্যংসং জহৃষাণেন মন্যুনা যঃ শংবরং যো অহন্ পিপ্রুমব্রতং। ইন্দ্রো যঃ শুষ্ণমশুষং ন্যাবৃণঙ্ মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।

২। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'জহৃষাণেন' প্রবৃদ্ধেন 'মন্যুনা' ক্রোধেন 'ব্যংসং' বিগতভুজং বৃত্রং 'অহন্' অবধীৎ। অপিচ 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'শংবরং' এতৎসংজ্ঞমসুরঞ্চাবধীৎ। তথা 'অব্রতং' ব্রতস্য যাগাদেঃ কর্ম্মণোবিরোধিনং 'পিপ্রুং' এতৎসংজ্ঞমসুরঞ্চ 'যঃ' ইন্দ্রোঽবধীৎ। কিঞ্চ 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'অশুষং' শোষণরহিতং 'শুষ্ণং' সর্ব্বস্য জগতঃ শোষকং এতৎসংজ্ঞমসুরং 'ন্যাবৃণক্' ন্যবর্জয়ৎ সমূলং হতবানিত্যর্থঃ। তং 'মরুত্বন্তং' ইন্দ্রং 'সখ্যায় হবামহে'।

২। যে ইন্দ্র ভুজবিহীন বৃত্রাসুরকে প্রবল ক্রোধে বধ করিয়াছিলেন, যে ইন্দ্র শম্বরাসুরকে হনন করিয়াছিলেন, যে ইন্দ্র যজ্ঞবিরোধী পিপ্রু নামক অসুরকে নিপাত করিয়াছিলেন এবং যে ইন্দ্র, অশুষ্ক শুষ্ণ নামক অসুরকে সমূলে নিহত করিয়াছি-

লেন, আমরা সেই ইন্দ্রকে সখিত্বের নিমিত্তে আহ্বান করি।

১১৭০

৩। যস্য দ্যাবা পৃথিবী পৌংস্যং মহদ্যস্য ব্রতে বরুণোযস্য সূর্য্যঃ। যস্যেন্দ্রস্য সিন্ধবঃ সশ্চতি ব্রতং মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।

৩। 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'মহৎ' বিপুলং 'পৌংস্যং' বলং 'দ্যাব' 'পৃথিবী' দ্যাবাপৃথিব্যাবনুবর্ত্তেতে। 'যস্য' চ ইন্দ্রস্য 'ব্রতে' নিয়মনরূপে কর্ম্মণি 'বরুণঃ' বর্ত্ততে, বরুণোপীন্দ্রস্য নিয়মনং নাতিক্রামতীত্যর্থঃ। অপিচ 'সূর্য্যঃ' অপি 'যস্য' ইন্দ্রস্য ব্রতে বর্ত্ততে। তথা 'যস্য' ইন্দ্রস্য 'ব্রতং' কর্ম্ম 'সিন্ধবঃ' নদ্যঃ 'সশ্চতি' বচনব্যত্যয়ঃ গচ্ছন্তি সশ্চতির্গতিকর্ম্মা ইন্দ্রেণানুশিষ্টাঃ প্রবহন্তীত্যর্থঃ। তং 'মরুত্বন্তং' ইন্দ্রং 'সখ্যায় হবামহে'।

৩। স্বর্গ ও পৃথিবী যে ইন্দ্রের মহৎ বলের অনুবর্ত্তিত হয়, বরুণ যে ইন্দ্রের নিয়মে প্রবর্ত্তিত থাকেন, সূর্য্য যে ইন্দ্রের নিয়ম অতিক্রম করিতে পারেন না, এবং নদী সকল যে ইন্দ্রের নিয়মে প্রবাহিত হয়, আমরা সেই ইন্দ্রকে সখিত্বের নিমিত্তে আহ্বান করি।

১১৭১

৪। যো অশ্বানাং যোগবাং গোপতির্বশী য আরিতঃ কর্ম্মণি কর্ম্মণি স্থিরঃ। বীডোশ্চিদিন্দ্রো যোঅসুন্বতোবধো মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।

৪। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'অশ্বানাং' পতিঃ অধিপতিঃ তথা 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'গোপতিঃ' ন কেবলমেকস্যাঃ গোঃ কিন্তু সর্ব্বাসামিত্যাহ 'গবাং' ইতি সর্ব্বাসাং গবামধিপতির্ভবতি। 'বশী' অপরাধীনঃ স্বতন্ত্রঃ ইত্যর্থঃ। অপিচ 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'কর্ম্মণি কর্ম্মণি' সর্ব্বেষু কর্ম্মসু 'স্থিরঃ' নৈশ্চল্যেনাবতিষ্ঠমানঃ 'আরিতঃ' স্তুতিঃ প্রত্যাতঃ প্রাপ্তোভবতি, আরিতঃ প্রত্যুতঃ স্তোমানিতি নিরুক্তং। 'যঃ' চ ইন্দ্রঃ 'অসুন্বতঃ' সুন্বতাং যাগানুষ্ঠাতৄণাং বিরোধিনঃ 'বীডোশ্চিৎ' বিডোশ্চিৎ দৃঢ়স্যাপি শত্রোঃ 'বধঃ' হন্তা তং 'মরুত্বন্তং'

৪। যে ইন্দ্র অশ্বগণের ও গোসকলের অধিপতি, এবং স্বতন্ত্র, যে ইন্দ্র সকল কর্ম্মে স্থির থাকিয়া স্তুতি প্রাপ্ত হয়েন, আর যে ইন্দ্র যাগানুষ্ঠান-বিঘ্ন-কারী প্রবল শত্রুর হন্তা, আমরা সেই ইন্দ্রকে সখিত্বের নিমিত্তে আহ্বান করি।

১১৭২

৫। যোবিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতস্পতির্যোব্রহ্মণে প্রথমোগা অবিন্দৎ। ইন্দ্রোযো দস্যূঁরধরাঁ অবাতিরন্মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।

৫। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'বিশ্বস্য' 'জগতঃ' গচ্ছতঃ 'প্রাণতঃ' প্রশ্বসতঃ প্রাণিজাতস্য 'পতিঃ' স্বামী 'যঃ' চ 'ব্রহ্মণে' ব্রাহ্মণজাতিভ্যোঽঙ্গিরোভ্যঃ 'প্রথমঃ' অন্যেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বভাবী সন্ পণিভিরপহৃতাঃ 'গাঃ অবিন্দৎ' অলভত অন্যেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বমেব তৈরসুরৈর্যুদ্ধা গাঃ স্বয়নলভতেত্যর্থঃ। অপিচ 'যঃ ইন্দ্রঃ' 'দস্যূন্' উপক্ষপয়িতৄন্ অসুরান্ 'অধরান্' নিকৃষ্টান্ কৃত্বা 'অবাতিরৎ' অবধীৎ অবতিরতির্ব্বধকর্ম্মা। তং 'মরুত্বন্তং' ইন্দ্রং 'সখ্যায় হবামহে'।

৫। যে ইন্দ্র বিশ্বের প্রাণিগণের পতি, যে ইন্দ্র ব্রাহ্মণ অঙ্গিরোগণ অপেক্ষায় প্রথমত গোরু লাভ করিয়াছিলেন, এবং যে ইন্দ্র দস্যুগণকে নিকৃষ্ট করিয়া বধ করিয়াছিলেন, আমরা সেই ইন্দ্রকে সখিত্বের নিমিত্তে আহ্বান করি

১১৭৩

৬। যঃ শূরেভির্হব্যো যশ্চ ভীরুভির্যোধাবদ্ভির্হূয়তে যশ্চ জিগ্যুভিঃ। ইন্দ্রং যং বিশ্বা ভুবনাভি সংদধুর্ম্মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে। ১। ৭। ১২।

৬। 'যঃ' ইন্দ্রঃ 'শূরেভিঃ' শৌর্য্যোপেতৈঃ পুরুষৈঃ 'হব্যঃ' যোদ্ধুমাহ্বাতব্যঃ, 'যশ্চ' 'ভীরুভিঃ' ভয়শীলৈঃ

'ধাবদ্ভিঃ' পরাজয়েন পলায়মানৈঃ 'হূয়তে' রক্ষার্থমাহূয়তে, 'যশ্চ' 'জিগ্যুভিঃ' প্রাপ্তজয়ৈরাহূয়তে, 'যং' চ 'ইন্দ্রং' 'বিশ্বা ভুবনা' সর্ব্বাণি ভূতজাতানি স্বেষু স্বেষু কার্য্যেষু 'অভিসংদধুঃ' আভিমুখ্যেন স্থাপয়ন্তি, তং 'মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে'। ১। ৭। ১২।

৬। যে ইন্দ্র বলবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক আহ্বাতব্য, যে ইন্দ্র ভীরু পুরুষ কর্ত্তৃক আহ্বাতব্য, ও যে ইন্দ্র পরাজিত-পলায়মান পুরুষ কর্ত্তৃক আহূত হয়েন এবং যে ইন্দ্রকে সকল ভূতেরা সম্মুখে স্থাপন করে, আমরা সেই ইন্দ্রকে সখিত্বের নিমিত্তে আহ্বান করি। ১। ৭। ১২।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ।

২৮

ন তেন বৃদ্ধোভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ। যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবা স্থবিরং বিদুঃ॥ ১

'ন' 'তেন' হেতুনা 'বৃদ্ধঃ ভবতি যেন' 'অস্য' মনুষ্যস্য 'পলিতং' শুক্লকেশং 'শিরঃ' মস্তকং। কিন্তু 'যুবা অপি' সন্ 'যঃ' 'অধীয়ানঃ' বিদ্বান্ 'তং' 'বৈঃ' এব 'দেবাঃ' 'স্থবিরং' বৃদ্ধং 'বিদুঃ' জানন্তি। ১

সে কখন বৃদ্ধ নহে, যাহার কেবল শুক্ল কেশ; কিন্তু যুবা হইয়াও যিনি বিদ্বান্, তাঁহাকে দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন। ১

যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করিবেক; তাহার প্রতি অবহেলা করিবেক না। বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানচক্ষু নির্ম্মল হয়। যে ভ্রম ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভের বিঘ্নকারী, যে ভ্রম সত্যকে অসত্য রূপে ও অসত্যকে সত্যরূপে প্রকাশ করে, যে ভ্রম কার্য্যকে অকার্য্য ও অকার্য্যকে কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করে, জ্ঞান ব্যতিরেকে তাহা হইতে মুক্তি লাভের অন্য উপায় নাই। অতএব বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিবেক। ভৌতিক বিদ্যা অভ্যাস করিবেক; কেন না ভৌতিক জগতে ভূতাদিপতি পরমেশ্বরের জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ভাব ও আশ্চর্য্য মহিমা দীপ্যমান দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইবে এবং সকলের কল্যাণকর কার্য্য অনুষ্ঠানে সামর্থ্য জন্মিবে। আত্মবিদ্যা শিক্ষা করিবেক; আত্মা সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে। আত্মস্বরূপ অবগত হইতে পারিলে সেই অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্ত্য অনন্তস্বরূপের আভাস প্রাপ্ত হইবে এবং স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে প্রচুর উপায় অবগত হইতে পারিবে। এই রূপে উভয় বিদ্যা দ্বারা সর্ব্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ব্রহ্মবান্ হইবে এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবেক। ১

২৯

মৌনান্ন স মুনির্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ। স্বলক্ষণন্তু যোবেদ সমুনিঃ শ্রেষ্ঠউচ্যতে॥ ২

'মৌনাৎ' বাক্যাভাবাৎ 'ন সঃ মুনিঃ ভবতি' 'ন' 'অরণ্যবসনাৎ' বনবাসাৎ 'মুনিঃ'। 'স্বলক্ষণং তু' আত্মস্বরূপং তু 'যঃ' 'বেদ' জানাতি 'সঃ' 'শ্রেষ্ঠঃ' 'মুনিঃ' মননশীলঃ 'উচ্যতে' কথ্যতে। ২

মৌন থাকা প্রযুক্ত কেহ মুনি হয় না, অরণ্য বাস প্রযুক্তও কেহ মুনি হয় না; কিন্তু যিনি আপনার লক্ষণ জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ মুনি। ২

বনে বাস বা বাক্য ত্যাগ মুনির লক্ষণ নহে। নিভৃত হইয়া আপনার বিষয় আলোচনা করিবেক। আমি কে, এই শরীরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, এই জগতের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; কোথা হইতে আইলাম, কে আমাকে আনয়ন করিলেন, কি জন্য এখানে অবস্থান করিতেছি, পরিশেষে কোথায় যাইব; কখন সুখ কখন দুঃখ, কখন সম্পদ্ কখন বিপদ্, কখন হর্ষ কখন বিষাদ আমাতে উপস্থিত হইতেছে, এই সকলের উদ্দেশ্য কি; এই শরীর, এই ইন্দ্রিয়, এই প্রবৃত্তি, এই বাসনা কি জন্য আমাকে প্রদত্ত হইয়াছে; চতুর্দ্দিকে সুখের সামগ্রী সুসজ্জিত আছে, কেন তাহা চিরকাল তৃপ্তিকর হয় না; সকল কামনা ভেদ করিয়া যে অমৃতত্বের কামনা উত্থিত হইতেছে, কোথায় তাহা পরিপূর্ণ হইবে; প্রকৃত মুনি আপনাতে প্রবেশ করিয়া এই সকল বিষয় মনন ক-

রিতে থাকেন এবং ঈশ্বর প্রসাদে যে আলোক লাভ করেন, তাহাতে আপনার গন্তব্য পথ দর্শন করিয়া আপ্যায়িত হন। ২

৩০

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ। আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্ল্লভাং ॥ ৩

'পূর্ব্বাভিঃ' পূর্ব্বকালবৃত্তিভিঃ 'অসমৃদ্ধিভিঃ' ধনানাম-সম্পত্তিভিঃ মন্দভাগ্যোঽহমিতি 'আত্মানং' 'ন' 'অবমন্যেত' নাবজানীয়াৎ। কিন্তু 'আমৃত্যোঃ মরণপর্য্যন্তং 'শ্রিয়ং' সম্পত্তিং 'অন্বিচ্ছেৎ' তৎসিদ্ধিনিমিত্তং উদ্যমং কুর্য্যাৎ 'ন এনাং' 'দুর্ল্লভাং' 'মন্যেত' বুধ্যেত। ৩

পূর্ব্ব ধন-সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। আমরণ ধন সম্পত্তির চেষ্টা করিবেক; তাহা দুর্লভ মনে করিবেক না। ৩

ত্রিভুবনপালক পরমেশ্বর মনুষ্যকে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়া জীবিকা সংস্থানের যথেষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বতন ধন-সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে দুর্ভাগ্য বোধ করিবেক না এবং তাহা দুর্লভ ভাবিয়া নিরুদ্যম হইবেক না। দারিদ্র্য দুঃখে নিপতিত হইয়াও আপনাকে অবজ্ঞা করিবেক না। ন্যায়পথে থাকিয়া পরিশ্রম করিবেক এবং চির জীবন আপনাকে ধনোপার্জ্জনের অধিকারী জানিবেক। পৃথিবী হইতে দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করা আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য জানিবেক। ৩

৩১

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং। এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখযোঃ ॥ ৪

'পরবশং' 'সর্ব্বং' 'দুঃখং' দুঃখহেতুঃ 'সর্ব্বং আত্মবশং' 'সুখং' সুখকারণং। 'এতৎ' 'সমাসেন' সংক্ষেপেণ 'সুখদুঃখয়োঃ' 'লক্ষণং' 'বিদ্যাৎ' জানীয়াৎ। ৪

যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ; সংক্ষেপেতে সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিবে। ৪

ঈশ্বর করুণা করিয়া মনুষ্যকে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবেক। আত্মচিন্তা ও আত্মনির্ভর অভ্যাস করিবেক। যত দূর সাধ্য আপনার কর্ম্ম আপনি করিবেক। বন্ধুগণের পরামর্শ যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেক, কিন্তু স্বয়ং হিতাহিত বিবেচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিবেক না। কৃতজ্ঞচিত্তে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করিবেক; কিন্তু স্বয়ং নিশ্চেষ্ট হইবেক না। সাধ্য থাকিতে অন্যের গলগ্রহ হইবেক না ও ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিবেক না। ৪

৩২

নোচ্ছিন্দ্যাদাত্মনোমূলং পরেষাং চাতিতৃষ্ণয়া। উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনোমূলমাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ ॥ ৫

'আত্মনঃ মূলং' ধনাদিকং যৎকিঞ্চিৎ তৎ 'ন উচ্ছিন্দ্যাৎ' ন উৎসাদয়েৎ 'পরেষাং চ' ধনাদিকং 'অতিতৃষ্ণয়া' নোচ্ছিন্দ্যাৎ। 'হি' যস্মাৎ 'আত্মনঃ' পরেষাঞ্চ 'মূলং' 'উচ্ছিন্দন্' 'আত্মানং' 'তান্ চ' মনুষ্যান্ 'পীড়য়েৎ' পীড়য়তি ৫

আপনার ও লোভাতিশয় প্রযুক্ত পরের অর্থ নাশ করিবেক না; যেহেতু আপনার ও পরের অর্থ নাশ করিলে আপনাকে ও পরকে পীড়া দেওয়া হয়। ৫

অতি লোভে কেবল যে পরের অর্থ বিনাশ করা হয় এমত নহে, আপনারও তাহাতে সর্ব্বনাশ হইতে পারে। অতএব মিতব্যয় অভ্যাস করিয়া অতি লোভ পরিত্যাগ করিবেক। মিতব্যয় দ্বারা আপনার ও পরিবারের ও সমাজের কুশল রক্ষা করিবেক, কদাপি কৃপণতা দোষে লিপ্ত হইবেক না। ৫

৩৩

যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাদনিত্যং খলু জীবিতং। কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো-ভবিষ্যতি ॥ ৬

'যুবা এব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ' যতঃ 'জীবিতং' জীবনং 'খলু' নিশ্চিতং 'অনিত্যং'। 'কঃ হি জানাতি' যৎ 'অদ্য' 'কস্য' 'মৃত্যুকালঃ ভবিষ্যতি'। ৬

যৌবন কালেই ধর্ম্মশীল হইবেক, জীবন কখনই নিত্য নহে; কে জানে অদ্য কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে। ৬

যৌবন কাল সুখ ভোগের জন্য ও বার্দ্ধক্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য ইহা অবিবেকীর বাক্য। অধর্ম্ম বৃদ্ধকেও কলঙ্কিত করে, যুবাকেও কলঙ্কিত করে। যৌবন কালে যাহা অভ্যাস হয়, প্রায় চির জীবন তাহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হয়। যৌবন কালেই পাপ-প্রলোভন তীব্র বেগে মনুষ্যকে আক্রমণ করে। ইহা বিস্মৃত হইবেক না যে, মৃত্যু যুবাকেও পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দেয়। অতএব যৌবন কাল অবধিই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকিবেক; সদাচরণ অভ্যাস করিবেক; পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে যত্নশীল হইবেক; কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধু সঙ্গের সেবা করিবেক এবং কঠোরতা সহকারে অহরহঃ আপনাকে পরীক্ষা করিতে থাকিবেক। ৬

৩৪

সুবৃত্তঃ শীলসম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিদ্ বুধঃ। প্রাপ্যেহ লোকে সম্মানং সুগতিং প্রেত্য গচ্ছতি ॥ ৭

'সুবৃত্তঃ' শোভনচরিত্রঃ 'শীলসম্পন্নঃ' সদাগুণসম্পত্তিযুক্তঃ 'প্রসন্নাত্মা' প্রসন্নচিত্তঃ 'আত্মবিৎ' ব্রহ্মবিৎ 'বুধঃ' পণ্ডিতঃ। 'ইহ লোকে' 'সম্মানং' পূজাং 'প্রাপ্য' 'প্রেত্য' ব্যাবৃত্যাস্মাৎ লোকাৎ 'সুগতিং' সাধুগতিং 'গচ্ছতি' প্রাপ্নোতি। ৭

যিনি বুদ্ধিমান্, সচ্চরিত্র, সুশীল, প্রসন্নাত্মা ও ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি ইহ লোকে সমাদর লাভ পূর্ব্বক পর লোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন। ৭

সদসদ্ বিবেচনার নিমিত্ত বুদ্ধিকে পরিমার্জ্জিত করিবেক; সুমার্জ্জিত শুভ বুদ্ধির আদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সচ্চরিত্র ও সুশীল হইবেক; সচ্চরিত্র ও পবিত্র হইয়া মনকে প্রসন্ন রাখিবেক ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইবেক। ইহলোকে সম্মান ও পর লোকে সদ্গতি ইহার পুরস্কার। ৭

৩৫

যস্য বাঙ্মনসী স্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা। তপস্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ স বৈ পরমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৮

'যস্য' জনস্য 'বাঙ্মনসী' বাক্ চ মনশ্চ 'সদা' 'সম্যক্ প্রণিহিতে' প্রকৃষ্টাবধানযুক্তে 'স্যাতাং' ভবেতাং 'তপঃ' 'ত্যাগঃ চ' দানঞ্চ 'সত্যঞ্চ' 'সবৈ' সএব 'পরং' পদং 'অবাপ্নুয়াৎ' প্রাপ্নোতি। ৮

যাঁহার বাক্য ও মন সর্ব্বদা সম্যক্ রূপে সংযত থাকে এবং যাঁহার তপস্যা দান ও সত্য কথনের অনুষ্ঠান থাকে, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৮

বাক্য ও মন পরস্পর সংযত না হইলে মিথ্যা কথা ও প্রলাপ এই দুই মহৎ দোষে পতিত হইতে হয়। মন যাহা জানিতেছে, বাক্য তাহার সঙ্গে মিল না রাখিয়া অন্যথা বলিলেই তাহা মিথ্যা কথা এবং বাক্য যাহা বলিতেছে, তাহার অনুযায়ী মনের চিন্তা না হইলেই তাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ। অতএব বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণারূপ তপস্যা, সৎপাত্রে দান ও সত্য ব্যবহার করিবেক। ৮

৩৬

ধর্ম্মনিত্যঃ প্রশান্তাত্মা কার্য্যযোগবহঃ সদা। নাধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ত্ততে ॥ ৯

'ধর্ম্মনিত্যঃ' ধর্ম্মে নিতরাং রতঃ 'প্রশান্তাত্মা' সমাহিতচিত্তঃ 'কার্য্যযোগবহঃ' কার্য্যোপায়তৎপরঃ 'সদা'। 'ন অধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধিং ন চ পাপে প্রবর্ত্ততে'। ৯

যে প্রশান্তাত্মা ধর্ম্মকে নিত্য আশ্রয় করিয়া কার্য্যোপায়ে সদা তৎপর থাকেন, তিনি অধর্ম্মের আলোচনা করেন না এবং পাপেতেও প্রবৃত্ত হয়েন না। ৯

শান্তচিত্ত ও ধর্ম্মের অনুগত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে ও তাহার উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত থাকিবেক। অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিলে মন পাপের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইবে ও তাহা হইতে কর্ম্মও পাপময় হইয়া উঠিবে। আলস্য সকল দোষের আকর। ৯

৩৭

ধর্ম্মার্থৌ যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয়বশানুগঃ। শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং সপরিহীয়তে। ॥ ১০

'যঃ' ধর্ম্মশ্চ অর্থশ্চ 'ধর্ম্মার্থৌ' তৌ 'পরিত্যজ্য' ইন্দ্রিয়বশানুগঃ' ইন্দ্রিয়াণাং বশানুগামী 'স্যাৎ' 'সঃ' 'ক্ষিপ্রং'

শীঘ্রং 'শ্রীপ্রাণধনদারেভ্যঃ' 'পরিহীয়তে' প্রহীনোভবতি। ১০

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়; সে শ্রী, প্রাণ, ধন, দারা হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয়। ১০

৩৮

ঈশ্বরের আরাধনা ও সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের তৃপ্তিকর আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইবেক না। বিষয়সুখ মনুষ্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, মনুষ্য বিষয়সুখের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য অতি মহান্। তাহার প্রতি অবহেলা করিয়া যে ব্যক্তি মূঢ়তা-বশতঃ ইন্দ্রিয়গণের দাস ও বিষয়সুখে আসক্ত হইয়া থাকে, মঙ্গলময় ঈশ্বর তাহাকে চেতনা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত দণ্ড দান করেন —সে শ্রী প্রাণ ধন দারা হইতে অবিলম্বে পরিচ্যুত হয়। ১০

৩৯

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
সএব নিয়তোবন্ধুঃ সএব নিয়তোরিপুঃ ॥ ১১

'যেন' 'আত্মনা' স্বেন 'আত্মা' 'জিতঃ' বশীকৃতঃ 'তস্য' 'আত্মনঃ' 'আত্মা' 'এব' স্বএব 'বন্ধুঃ'। 'সঃ এব' আত্মৈব 'নিয়তঃ বন্ধুঃ সঃ এব নিয়তঃ রিপুঃ'। ১১

আত্মা দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু এবং আত্মাই নিয়ত রিপু। ১১

আত্মাতে নানা প্রকার প্রবৃত্তি আছে; সকল প্রবৃত্তিই আপনার আপনার বিষয়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছে। আত্মা যদি কেবল এই সকল প্রবৃত্তিস্রোতে অবগাহন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার পরিসীমা থাকেনা। এই জন্য ঈশ্বর তাহাকে কর্ত্তৃত্ব-শক্তি দিয়াছেন; তাহা দ্বারা আত্মা আপনার প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়া কল্যাণময় পথে অগ্রসর হইতে পারে। মনুষ্য এই রূপে আপনাকে দমন করিতে না পারিলে আপনিই আপনার যে রূপ অনিষ্ট করে, অন্য লোকে সেরূপ করিতে সমর্থ নহে এবং আপনি আপনার প্রভু হইয়া যেরূপ আপনার হিত সাধন করিতে পারে, অন্য লোকে সেরূপ কিছুই করিতে পারেনা। অতএব আপনাকে শাসনে রাখিয়া আপনার মঙ্গল করিয়া আপনার সহিত বন্ধুতা করিবেক, আপনি আপনার শত্রু হইবেক না। কর্ত্তৃত্ব সহকারে আপনি আপনার প্রভু হইয়া থাকিবেক; মঙ্গলের পথে বলপূর্ব্বক আপনাকে চালনা করিবেক। যদি কোন আন্তরিক রিপু প্রবল হইয়া তাহাতে বিঘ্ন দেয়, বলপূর্ব্বক তাহার বাধা অতিক্রম করিবেক। কখনই আত্মশাসনে আলস্য ও ঔদাস্য করিয়া আপনাকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবেক না। সর্ব্বান্তঃ করণে ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলিলেই আপনার সহিত বন্ধুতা করা হইল জানিবেক। ১১

৪০

প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং। ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্মঘাতকঃ ॥১২

'যঃ তু' 'উত্তমং' মানবং 'জন্ম' 'প্রাপ্য' 'চ অপি' 'ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং' 'ইন্দ্রিয়াবৈকল্যং' 'লব্ধ্বা চ'। 'আত্মহিতং' 'ন বেত্তি' ন জানাতি 'সঃ' 'আত্মঘাতকঃ' আত্মঘাতী 'ভবেৎ' ভবতি। ১২

উত্তম মানব-জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয় সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মহিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয়। ১২

সর্ব্বদা আত্মার হিত চিন্তা করিবেক। কি প্রকারে আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হয়, কি প্রকারে ঈশ্বর-প্রেম ও পবিত্রতা পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং কি প্রকারে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া আত্মা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় সকল অনুসন্ধান করিবেক; আত্মার অনন্ত জীবনের অপরিমেয় দীর্ঘতা স্মরণ করিয়া তাহার সম্বল আহরণ করিবেক। ক্ষুদ্রতা ও মলিনতাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবেক। যাহা অনন্ত কালের জন্য আত্মার হিতকর হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। পাপাচরণ করিলেই আপনার অনিষ্ট করা হয়। অতএব আপনি আপনার অনিষ্ট করিয়া আত্মাকে বিনাশ করিবেক না; এমন উৎকৃষ্ট মানব জন্ম পাপাচার দ্বারা মলিন করিয়া রাখিবেক না। ১২

৪১

পূর্ব্বং বয়সি তৎ কুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ। যাবজ্জীবেন তৎ কুর্য্যাৎ যেনামুত্র সুখং বসেৎ॥ ১৩

'যেন' কর্ম্মণা 'বৃদ্ধঃ' সন্ 'সুখং' যথা স্যাৎ তথা 'বসেৎ' 'তৎ' কর্ম্ম 'পূর্ব্বং বয়সি' পূর্ব্ববয়সি 'কুর্য্যাৎ'। 'যেন' 'অমুত্র' পরত্র লোকে 'সুখং বসেৎ 'তৎ' 'যাবজ্জীবেন' যাবজ্জীবনেন 'কুর্য্যাৎ'। ১৩

প্রথম বয়সে সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা বৃদ্ধকালে সুখে থাকিতে পারে; আর যাবজ্জীবন সেই কর্ম্ম করিবেক, যদ্দ্বারা পর লোকে সুখী হইতে পারে। ১৩

কেবল বর্ত্তমান সুখের লোভে মুগ্ধ ও মত্ত হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিবেক না। যাহা কেবল অদ্যকার জন্য সুখকর, তাহার অনুরোধে চিরস্থায়ী মঙ্গলে অবহেলা করিবেক না। কেবল ক্রীড়া কৌতুক লইয়া বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত করিবেক না; ধর্ম্ম শিক্ষা, জ্ঞান শিক্ষা ও পরিশ্রম অভ্যাস প্রভৃতি বাল্য ও যৌবনের কার্য্য সকল যত্নপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিবেক, নতুবা বৃদ্ধ কাল কেবল দুঃখ ও বিরক্তি ভোগের আধার হইয়া থাকিবেক। এবং চির জীবন ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া তাঁহাতে প্রীতি-বৃদ্ধি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেক, তাহাতে পরলোকে সদ্‌গতি লাভ হইবেক। যদি ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়াই প্রথম বয়স্ অতিবাহিত কর, মনে করিয়া দেখ, যখন বৃদ্ধ কাল উপস্থিত হইবে, যখন শরীর বলহীন হইয়া পড়িবেক, যখন ইন্দ্রিয়গণ জীর্ণ হইয়া যাইবেক, তখন শান্তি ও আরামের কোন ভরসা থাকিবেক না। আলোচনা করিয়া দেখ, যদি পৃথিবীর সুখই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া নির্ব্বিচারচিত্তে চির জীবন তাহারই সেবাতে আসক্ত হইয়া থাক, যদি জ্ঞান ধর্ম্ম পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে না পার, তাহা হইলে যখন পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া এমন স্থানে যাইবে যে, সেখানে পৃথিবীর কোন বস্তু সঙ্গে লইতে পারিবে না, তখন কি যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে; কেননা, সেখানে যাহা আবশ্যক, তাহা তোমার নিকটে কিছুই নাই। ১৩

৪২

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকোযথা॥১৪

'মরণং' 'ন অভিনন্দেত' ন কাময়েৎ 'জীবিতং' চ 'ন অভিনন্দেত' কিন্তু 'কালং এব' 'প্রতীক্ষেত' অপেক্ষেত 'যথা' 'ভৃতকঃ' কর্ম্মকরঃ 'নির্দ্দেশং' নির্দ্দিশ্যতে অসৌ নির্দ্দেশোভৃতিঃ তং পরিশোধনকালং তথা। ১৪

মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না, এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না; কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক; যেমন কর্ম্মচারী ভৃতি লাভের কালকে প্রতীক্ষা করে। ১৪

আপনার অনিত্য জীবন বিস্মৃত হইয়া পার্থিব বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকিবেক না এবং পরলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঐহিক জীবনে উপেক্ষা ও অবহেলা করিবেক না। ঈশ্বর আমাদের সমস্ত জীবনের প্রভু; তিনি যত দিন পৃথিবীতে রাখেন, সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহার আজ্ঞা বহন কর; তিনি যখন লোকান্তরে লইয়া যাইতে মৃত্যুকে প্রেরণ করিবেন, শোকশূন্য হইয়া তাঁহার আজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইবে। আপনার আশা ভূলোকেও বদ্ধ করিও না, দ্যুলোকেও বদ্ধ করিও না; সেই পরম লোক পরমেশ্বরে তাহা সংস্থাপিত করিয়া রাখ। ১৪

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী খট্‌—তাল একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণ-ব্রহ্ম প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু দয়া-সিন্ধু করুণানিধি ব্যাকুল-চিত্ত-বারি হে।

ভবভঞ্জন-হৃদ-রঞ্জন পাবন জগজ্জীবন প্রভু পরম শরণ পাপীগতি আশ্রিত-ভয়-হারি হে।

অচ্যুত আনন্দ-ধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম, জাগ্রত জীবন্ত দেব সেবক-কাণ্ডারী;

জ্ঞানানল দীপ্যমান হৃদাধার হৃদয়েশ্বর হিত-কারণ হরি কৃপালু ভকত-মন-বিহারি হে।

অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ ভগবান্ ভক্তবৎসল কল্যাণ অমর বিশ্ব-ভুবন ধারী;

জীবিতেশ হৃদয়-রতন পরমায়ন সত্য-পুরুষ সদানন্দ জগদঙ্কুর জগজ্জন-হিত-কারি হে।

রাগিণী লচ্ছাসার—তাল চপক্।

জয় জয় ব্রহ্মন্ ব্রহ্মন্, মহাদেব, মহাদেব, ভূমা ভূমা, অজর অমর।

সর্ব্বগত অখিল-প্রাণ অতি-মহান্, নাহি নাম, নাহি ধাম; নিখিল-জগত-স্থিতি-গতি-পতি তুমি বিভু ভবভয় হর।

মানব জাতি ও ব্যক্তিগত অসাধারণতা।

বৈশেষিক দর্শনকারেরা "বিশেষ" নামক একটি অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন; তাঁহাদের মতে প্রত্যেক পদার্থেই এক একটি বিশেষ ভাব বর্ত্তমান থাকাতেই এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থের কার্য্য হইতে পারে না—এক ফলের বৃক্ষ হইতে অন্য ফল উৎপন্ন হয় না। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় প্রত্যেক মনুষ্যেতেও এক একটি বিশেষ ভাব বিদ্যমান আছে, তাহাই এস্থলে ব্যক্তিগত অসাধারণতা বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে। মনুষ্যের শরীর এক প্রকার উপাদানেই নির্ম্মিত হইয়াছে, তথাপি প্রতি ব্যক্তির আকারে এমন একটি অসাধারণ ভাব আছে যে, তাহাতেই উভয় ব্যক্তি আকারে পরস্পর সুসদৃশ হইলেও কখনই সম্পূর্ণ রূপে একাকার হয় না। পরস্পরের আকারগত এরূপ সৌসাদৃশ্য থাকিতে পারে যে, তাহাতে অনেকে অনেক সময় সহসা ভ্রান্ত হইয়া পড়েন; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সেই আকারগত অসাধারণতা আর অনুপলব্ধ থাকে না। শরীরের ন্যায় প্রতি মনুষ্যের আত্মাতেও এক একটি অসাধারণতা বিদ্যমান আছে। সকল আত্মাই এক প্রকার উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে; এক আত্মা যে সকল প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সকল আত্মাই সেই সকল প্রকৃতিতে ভূষিত হইয়াছে; তথাপি কোন আত্মাই আর একটি আত্মার সহিত সম্পূর্ণরূপে এক নহে। বাহিরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে নিপতিত হইয়া মানব জাতিতে যে বিচিত্রতা উৎপন্ন হইয়াছে—ভিন্ন ভিন্ন পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ, বিভিন্ন প্রকার সমাজে অবস্থান, বিভিন্ন প্রকারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ, বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা, বিভিন্ন প্রকার ঘটনার মধ্যে সঞ্চরণ, ইত্যাদি বাহ্য অবস্থা সকলের বিভিন্নতা নিবন্ধন কেহ আস্তিক কেহ নাস্তিক, কেহ ন্যায়বান্ কেহ অন্যায়-কারী, কেহ বুদ্ধিমান্ কেহ নির্ব্বোধ, কেহ দয়াবান্ কেহ নিষ্ঠুর, কেহ অভিমানী কেহ অমায়িক, কেহ বাগ্মী কেহ মূক, কেহ বিদ্বান্ কেহ মুর্খ, ইত্যাদিরূপ যে সকল বিচিত্রতা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এক সময়ে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; অবস্থা বিশেষে নিপতিত হইয়া যে ব্যক্তি দুর্গতি লাভ করিতেছে, ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে তাহার ক্ষতি পুরণ অবশ্যই হইবে;—শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, সমুদায় কৃত্রিম বিচিত্রতা বিলীন হইয়া যাইবে, সকলেই জ্ঞান ভাব ধর্ম্মে সমুন্নত হইযা অনন্ত কাল পূর্ণতার সন্নিহিত হইতে থাকিবে; কিন্তু এই সমস্ত বাহ্য অবস্থা-জনিত বিভিন্নতা বিলীন হইয়া গেলেও কোন কালেই কোন আত্মা আর এক আত্মার সহিত সম্পূর্ণ একরূপ হইয়া যাইবে না; প্রত্যেক আত্মাতেই এক এক প্রকার অসাধারণতা অনন্ত কালই বিদ্যমান থাকিবে। বিচিত্র-শক্তি বিধাতা পুরুষ প্রতি আত্মাকে এই রূপ অসাধারণ করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। এ লোক ও লোকান্তরবাসী

সংখ্যাতীত আত্মা সকল সংখ্যাতীত অসাধারণতা ধারণ করিয়া এক উন্নতি হইতে আর এক উন্নতিতে আরোহণ করিতেছেন। পৃথিবীতে কোটি কোটি মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিতেছেন; তাঁহাদের প্রত্যেকের অন্তরেই এক একটি বৈশিষ্ট্য ব্যক্তরূপে বা অব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছে। কোন মনুষ্য আপনার অসাধারণ মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকুন, অথবা শিশিরবিন্দুর ন্যায় নিঃশব্দে অবস্থান করুন; তিনি কোন পুরাতন মনুষ্যের অবিকল অনুরূপ নহেন এবং তাঁহার অবিকল তুল্যরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তিও কোন কালে জন্মগ্রহণ করিবেন না। অনন্ত কাল ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কালিদাস কেবল এক জনই থাকিবেন।

ব্যক্তিগত এই বিশেষ ভাব ঈশ্বরের বিশেষ দান; ইহা কেহই অপহরণ করিতে পারে না, কেহই অনুকরণ করিতে পারে না। কোন মনুষ্যই এই বিশেষ দানে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু সকল মনুষ্য ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বৃথা অনুকরণের চেষ্টা পাইয়া থাকেন। যিনি যে বিশেষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি তাহাই অবলম্বন করিয়া অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বীজ প্রস্ফুটিত করিতে থাকিবেন, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। যিনি আপনার বিশেষ ভাবকে অনাদর করিবেন,তিনি কখনই কোন কার্য্যে তৃপ্তিকর সাফল্য লাভ করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরেই মহত্ত্বের বীজ নিহিত হইয়া আছে,কিন্তু এই স্বাভাবিক নিয়মের অন্যথাচরণ করাতে যথাযোগ্য অঙ্কুরিত হইতে পারে না। সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, সময়ে সময়ে সাধারণ লোকে ব্যক্তি বিশেষে সমধিক প্রস্ফুটিত একটি মাত্র বিশেষ ভাবেরই অনুকরণ করিতে সমুদায় সামর্থ্য সমর্পণ করে; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না; প্রত্যুত আপনার বিশেষ ভাব হইতে যে অদ্ভুত ফল উৎপন্ন হইত, তাহাতেও অবহেলা করিয়া ফলহীন বৃক্ষের ন্যায় কেবল মাত্র জীবন ধারণ করিয়া থাকে। যে সময়ে জনসমাজ কবিগণের অত্যন্ত সমাদর করে, তখন অনেকেই আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহাদিগের কাব্য পাঠকবর্গের কেবল যন্ত্রণাস্বরূপ হইয়া উঠে। কবিতার বিষয়ে যেরূপ, অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই রূপ সকল বিষয়েই সময়ে সময়ে জনসমাজের বিড়ম্বনা দৃষ্টি-গোচর হইবে। আপনার সেই বিশেষ ভাবের প্রতি সবিশেষ স্নেহ না জন্মিলে এই রূপ একটি মহৎ দোষ উৎপন্ন হয় যে, তিনি যখন যাহার কার্য্য সুন্দর বলিয়া বোধ করিবেন, তাহারই অনুকরণ করিতে গিয়া আপনার জীবন উদ্দেশ্যহীন করিয়া ফেলিবেন;—তিনি যখন দেখিবেন, কোন গায়ক সুমধুর সঙ্গীতরসে সকলের হৃদয়কে আর্দ্র করিয়া দিতেছে ও সকলে কৃতজ্ঞতা সহকারে তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছে, তখন তিনি আপনাকেও সেইরূপ প্রশংসনীয় গায়ক করিবার নিমিত্ত মনে মনে কল্পনা করিতে থাকিবেন। আবার যখন তিনি দেখিবেন, কোন স্থানে দুই বীর অদ্ভুত মল্ল ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া লোকদিগের চিত্ত চমৎকৃত করিতেছে, তখন তাঁহার মনেও আবার তাহার অনুকরণের সংকল্প আবির্ভূত হইয়া উঠিবে। আমরা সচরাচর অনেক লোককে এই রূপ অব্যবস্থিত চিত্ত দর্শন করিয়া থাকি, তাহার এই মাত্র কারণ যে, তাঁহারা আপনাদের অসাধারণতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কর্ণ হীন নৌকার ন্যায় ঘূর্ণমান হন।

এই অসাধারণতা সাধারণ একতা সংস্থাপনের কিছুমাত্র বিরোধী নহে। বীণা যন্ত্রে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রী সংস্থাপিত থাকে,

তাহার প্রত্যেকটি হইতেই বিভিন্নপ্রকার স্বর বিনির্গত হয়; কিন্তু সেই বিভিন্নপ্রকার তন্ত্রী সকল ভিন্ন ভিন্ন স্বর প্রসব করিতে থাকিলেও যখন এক গ্রামে আরোপিত হয়, তখন একতানতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় না; প্রত্যুত বিভিন্নপ্রকার তন্ত্রীসকল সংযোজিত থাকাতেই বীণাধ্বনির তাদৃশ মাধুর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যদি সমুদয় তন্ত্রী একই প্রকার হইত, কখনই সেরূপ মাধুর্য্য উৎপন্ন হইত না। সেই রূপ প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ভাব একত্র করিয়া যাহারা ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহারা বিভিন্ন প্রকার প্রত্যঙ্গসম্পন্ন একমাত্র শরীরের ন্যায় শান্তি, বল ও সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হয়; যে জাতির মধ্যে এরূপ ভাব না থাকে, সে জাতি কখন সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

এই অসাধারণতা যে কত প্রকার, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; কিন্তু প্রতি ব্যক্তি নিপুণরূপে আপনাকে পাঠ করিয়া দেখিলেই আপনার বিশেষ ভাব উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং ব্যক্তিবিশেষকে বিষয়বিশেষে যেরূপ ক্ষমতার আতিশয্য প্রদর্শন করিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন, সেই রূপ বিষয় বিশেষ সম্পাদনের নিমিত্ত অসাধারণ মহত্ত্বের বীজ তাঁহার অন্তরেও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে বুঝিতে পারিবেন। জনসমাজে প্রতিব্যক্তি যখন স্বাধীন ভাবে সেই অসাধরণতাকে প্রস্ফুটিত করিতে থাকিবেন, তখন জনসমাজ সর্ব্বপ্রকার বীর পুরুষে পরিপূর্ণ হইবে। সেই বিশেষ ভাবের সহিত পরিচিত হইলে জনসমাজ এই একটি অমূল্য সত্য লাভ করিতে পারিবে যে, যেমন হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলির মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, কিন্তু সকলগুলিই নিতান্ত আবশ্যক, সেই রূপ কোটি কোটি মনুষ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিগতবিবাদ ঈশ্বর কাহারও সহিত কাহারই প্রতি দ্বন্দ্বিতা করেন নাই, প্রত্যুত প্রত্যেকের অসাধারণতারূপ ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রী সমুদায় এক গ্রামে আরোপিত করিয়া একতান মধুরধ্বনি উচ্চারিত করিবেন এই রূপ কৌশলে আত্মা সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন।

সকলেই এই লক্ষ্য রাখুন যে, কি লোকান্তরিত কি জীবিত কোন মহৎ আত্মাই অনুকরণের বস্তু নহেন; কিন্তু যে মহত্ত্বের বীজ ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে রোপণ করিয়া দিয়াছেন, সুনিপুণ কৃষকের ন্যায় তাহা প্রস্ফুটিত করিয়া সমুদায় মহাত্মাদিগের সহযোগী হইয়া নিরতিশয় মহান্ পুরুষের আনন্দরাজ্যে সঞ্চরণ করিতে হইবে। পক্ষীরা যেমন অভ্যাস বলে মনুষ্যের ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করে, সেই রূপ মনুষ্যও অনুকরণ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে আর এক জনের ন্যায় উন্নতি প্রদর্শন করিতে পারেন, কিন্তু সে উন্নতি আত্মাতে দৃঢ়মুল ও সংলগ্ন হইতে পারে না, প্রতি আঘাতেই কম্পিত হইতে থাকে; কিন্তু যে মহত্ত্ব আত্মার অন্তর হইতে সমুত্থিত হয়, তাহা যতই অল্প হউক, চির কালই অক্ষয় ও অচঞ্চল হইয়া থাকে। যাঁহারা অন্যকে উপদেশ দেন, তাঁহাদিগের এই উপদেশ প্রদান করা সর্ব্বাগ্রে উচিত যে, মনুষ্যের বাহ্য অবস্থা যতই হীন হউক, প্রত্যেকেরই অন্তরে অসাধারণ মহত্ত্বের বীজ প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে, অধ্যবসায় সহকারে তাহাই প্রস্ফুটিত করিতে থাক, সে মহত্ত্ব কেবল তোমাতেই আছে, তাহার আদর্শ আর কোন মনুষ্যে নাই। সেই মহত্ত্বের বীজ প্রস্ফুটিত না করিয়া যদি তাহা অন্যের মহত্ত্বের নিকট বলিদান করিয়া ফেল, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিকে ভেংচান মাত্রই সার কার্য্য হইবে। অন্যের উপদেশ গ্রহণ করা ও অন্যকে অনুকরণ করা এক পদার্থ নহে।

ধর্ম্মের উন্নতিশীলতা।

পৃথিবী কোন কালেই ধর্ম্মশূন্য ছিল না। ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় ধর্ম্মভাব প্রথমাবধিই মনুষ্য জাতিকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু ধর্ম্মভাবের বিষয়ীভূত ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইতেছে। অদ্যাপি ধর্ম্মের পূর্ণাবস্থা হয় নাই; যদি স্বীকার করা যায় যে, ত্রিশ সহস্র বৎসর হইল, মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে এই মানিতে হইবে যে, ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্রিশ সহস্র বৎসর আবশ্যক হইয়াছিল। আর ত্রিশ সহস্র বৎসর পরে ধর্ম্মের কলেবর আরও পরিপুষ্ট হইবে। আদিম অবস্থার জনসমাজ এক্ষণে আমাদের নিকটে যেরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, আর ত্রিশ সহস্র বৎসর পরে পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা তৎকালীন লোকদিগের নিকট সেই রূপ বোধ হইতে থাকিবে। সাধারণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের অবস্থাও ক্রমে ক্রমে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইবে। আমাদের পূজনীয় পূর্ব্ব পুরুষেরা ঈশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে যত সত্য আহরণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা অপেক্ষা আরও অধিক সত্য আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর সত্য আবিষ্কার করিতে পারিবে। এই রূপে সত্যের কলেবর অধিকাধিক পুষ্ট হইতে থাকিবে

ইতিহাসে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্ম সংস্কারকদিগের যে সকল বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে এরূপ বোধ হয় না যে, তাঁহারা ধর্ম্মের এই প্রকার উন্নতিশীলতা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রত্যুত ইহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, তাঁহারা আপনার আপনার ভাবকে ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই জন্য তাঁহারা আপনাদের মণ্ডলীর বাহিরে সমুদায় স্থান আর এক দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। হিন্দুদিগের নিকটে আর সমুদায় জাতিই পতিত ও ম্লেচ্ছ হইয়া আছে; ইহুদিদিগের নিকটে আর সকল জাতিই অনন্ত নরকে গমন করিবে; খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মুখে ইহুদিদিগের বাক্যেরই প্রতিধ্বনি কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে; এই সমুদায় সাম্প্রদায়িক ভাবের মূল পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকেরাই পত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যখন যিনি ধর্ম্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি তখনই এই বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন যে, পাপে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইতেছে; আমি নব জীবন প্রদান করিতেছি। ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের ভ্রান্তি ও অভিমানমাত্র প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদিগের ভাবই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা নহে; এবং পৃথিবীরও কোন কালে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় নাই। ঈশ্বর অবিনশ্বর, তাঁহার মঙ্গল ভাব অবিনশ্বর ও তাঁহার তত্ত্বাবধানশক্তি অবিনশ্বর; তাঁহার রাজ্যে সর্ব্বনাশ নাই। সে যাহা হউক, তাঁহাদিগের ভ্রম ভান ও অভিমান প্রভৃতি দোষ সকল বাদ দিয়া দেখিলে এই মাত্র প্রতীয়মান হইবে যে, তাঁহাদের পূর্ব্বাবধি যে বৃক্ষ ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হইতেছিল, তাঁহারা তাহাতেই সাধ্যানুসারে জলসেক করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মের উন্নতিশীলতা বিলক্ষণ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং ব্রাহ্মগণের মুখে এরূপ অভিমানের বাক্য, বোধ হয় কখনই শুনিতে হইবে না যে, পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইতেছিল, আমরা তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলাম। প্রথমে দূত দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদ পাঠাইতে হইত; যখন লেখার সৃষ্টি হইল,

তখন পত্র দ্বারা সেই কার্য্য চলিতে লাগিল; এক্ষণে আকাশের বিদ্যুৎ দৌত্য কার্য্য করিতেছে; যদি লেখার উদ্ভাবয়িতা আসিয়া বলেন; আমার পূর্ব্বে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হইতেছিল, আমি আসিয়া জীবন দান করিলাম; যদি তাড়িত যন্ত্রের নির্ম্মাতা আসিয়া বলেন, আমার পূর্ব্বে লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছিল, আমি আসিয়া জীবন দান করিলাম; তাহা হইলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, ব্রাহ্মগণের মুখ হইতেও পূর্ব্বোক্ত বাক্য বহির্গত হইলে সেই ভাব উদয় হইতে থাকিবে। দূত হইতে পত্র ও পত্র হইতে তাড়িত যন্ত্র যেরূপ, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্মবিষয়ক অবস্থা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা সেই রূপ উন্নতির উচ্চতর সোপান প্রদর্শন করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি স্বাভাবিক হয়— যদি ঈশ্বরের হস্তে নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথমাবধিই ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের আত্মাকে পোষণ করিয়া আসিতেছে এবং পৃথিবীর সকল মনুষ্যের জীবনেই ন্যূনাধিক পরিমাণে কার্য্য করিতেছে। এক্ষণে তাহা সমধিক পরিপুষ্ট হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।

ধর্ম্ম যে চির কালই এই রূপ উন্নতিশীল থাকিবে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; মনুষ্য জাতি যত অগ্রসর হইবে, ধর্ম্ম চির কালই এই রূপ তাহা অপেক্ষা অধিকতর অগ্রসর হইবার ক্ষেত্র সকল প্রদর্শন করিবে; সুতরাং মনুষ্য জাতি যত উন্নতি লাভ করিবে, ততই নূতন নূতন উন্নতির সোপান দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিবে। হিমালয়ের সন্নিধানে গমন করিলেই বোধ হইবে যে, এই সম্মুখস্থ পর্ব্বতই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহাতে আরোহণ করিলেই আর আরোহণ করিবার উচ্চ ভূমি থাকিবে না; কিন্তু বহু আয়াস স্বীকার করিয়া তাহাতে আরোহণ কর, দেখিতে পাইবে, সম্মুখে আবার এক উচ্চতর পর্ব্বত আকাশ ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে; আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানপরম্পরাও এই রূপ। ঈশ্বর এই রূপ কৌশলে মনুষ্যকে অনন্ত উন্নতিতে লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু যেমন প্রথম পর্ব্বতে আরোহণ না করিলে অন্য উচ্চতর পর্ব্বত প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই রূপ ঈশ্বর মনুষ্যগণের নিমিত্ত যখন যে উন্নতি প্রেরণ করেন, তাহা অধিকার করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ উন্নতির কিছুই অনুভূত হয় না। ইতিহাসে দৃষ্ট হইবে যে, সমুদায় মনুষ্য-জাতি সাধারণতঃ সমান উন্নতিতে কখনই আরোহণ করে না; স্থান বিশেষে যে উন্নতি আবির্ভূত হয়, সমুদায় জনসমাজে তাহা সংক্রামিত হইতে অনেক দিন লাগে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পরিমাণে পুষ্টি লাভ করিয়াছে, মনুষ্য সমাজ কি সেই পরিমাণে ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছে? স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে যে, সেই আদ্য কালের জড়োপাসনা অনেকের নিকট শ্রেষ্ঠ প্রণালী বলিয়া অদ্যাপি পরিগৃহীত রহিয়াছে; সেই কল্পিত দেব দেবী সকল অনেকের ভক্তিসূত্রে অদ্যাপি অনুস্যূত হইয়া আছে এবং সভ্যাভিমানী প্রসিদ্ধ জাতি সকলের মধ্যেও মনুষ্যোপাসনা মহাসমাদরে অনুষ্ঠিত হইতেছে; অধিক কি, যাঁহারা খৃষ্টীয়ধর্ম্মের দেবত্রয়বাদ ভ্রান্তিমূলক বুঝিয়া আপনাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহারাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের হস্ত হইতে পবিত্রতা ও আনন্দ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরের নিম্নে ও আপনাদের ঊর্দ্ধে, জীজসকে উপবিষ্ট করিয়া রাখিতেছেন। থিওডোর পার্কর ইহাঁদিগকে ঈশ্বর-আরাধনার দুর্ব্বল অধিকারী বলিয়া আরও অবকাশ দানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। শিশু যেমন ধাত্রীর হস্তাবলম্বন ব্যতিরেকে দণ্ডায়-

মান হইতে পারে না, তাঁহারাও সেই রূপ মনুষ্যবিশেষের হস্তাবলম্ব ব্যতিরেকে ধর্ম্ম-রাজ্যে অগ্রসর হইতে আপনাদিগকে অ-সমর্থ বোধ করিয়া থাকেন; যুবা যেমন ধাত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া ভূপৃষ্ঠে গমনাগমন করে, তাঁহারা সে রূপ কেবল ঈশ্বরকেই অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের সন্নিহিত হইতে পারেন না। অনেকে পরিমিত মনুষ্যত্বকেই সাধ্যানুসারে বিস্তৃত করিয়া, মনুষ্যের স্নেহ প্রেম দয়াকে— মনুষ্যের মনকে কল্পনা দ্বারা দীর্ঘতর করিয়া মনোবিহীন ঈশ্বর-বোধে আরাধনা করি-তেছেন। আমরা ইহাঁদিগের কাহারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছি না; কেবল এইমাত্র কহিতেছি যে যেমন এক দিকে অনেক আত্মা অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেই রূপ অন্য দিকে এখনও অনেক আত্মা বর্ত্তমান উন্নতির নিম্নে সঞ্চরণ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে উন্নত ভাব প্রদর্শন করিতেছেন, মনুষ্য জাতি এখনও তাহার নিম্নে অবস্থান করিতেছে। ইহাতে আমরা কিছুই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি না। ঈশ্বরের ক্রমোন্নতির ব্যবস্থানুসারেই ম-নুষ্য জাতি জড়োপাসনা আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারই সন্নিহিত হইতেছে। ইহাতে ঈশ্বরের করুণাকেই ধন্যবাদ করিতেছি; এরূপ না হইলে মনুষ্য জাতি ধর্ম্মশূন্য হইয়া থাকিত; এই রূপ ব্যবস্থা থাকাতেই যাঁহার যে রূপ সাধ্য, তিনি তদনুসারেই ঈশ্বরের নিকট গমন করিবার নিমিত্ত চেষ্টান্বিত আছেন। মনুষ্য সাধ্যানুসারে জড়েরই উপাসনা করুন, কল্পিত দেব দেবীরই আ-রাধনা করুন, অথবা ঈশ্বরের পূর্ণতাকে শূন্যের ন্যায় অনবলম্বনীয় ভাবিয়া ধাত্রী-কার্য্যের নিমিত্ত কোন তেজস্বী পুরুষের অনুসন্ধান করুন, ইহার কোনটিই দুস্তর নর-কের হেতু নহে; প্রত্যুত সমুদায়ই ব্রাহ্মধ-র্ম্মের উন্নতিতে আরোহণ করিবার সোপান-স্বরূপ।

ব্রাহ্মেরাই সেই উন্নতি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এরূপ বলা কেবল অহঙ্কার প্রকাশ মাত্র; প্রত্যুত ব্রাহ্ম নাম বহু দূর বিস্তার-প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সমুদায় ধরিয়া বিবেচনা করিলে বোধ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বাহ্য আকার যে পরিমাণে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সার সে পরিমাণে আলিঙ্গিত হয় নাই। সাধারণতঃ ব্রাহ্মদিগের এই মাত্র উন্নতি দৃষ্ট হয় যে, ব্রাহ্মেরা ধর্ম্মের প্রকৃতি বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তদনুসারে আপ-নাদিগকে প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ আছেন। ইহাও মনোহর ও প্রীতিকর দৃশ্য, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

কেহ যদি কোন পর্ব্বতের শিখরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্ন-দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া দেখেন যে, কোটি কোটি মনুষ্য চতুর্দ্দিক দিয়া সেই শিখরের অভিমুখে আগমন করিতেছে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাহার সন্নিহিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত আসি য়াছে। শত সহস্র ব্যক্তি অগ্রপশ্চাদ্ভাবে শ্রেণী বন্ধন পূর্ব্বক পাদদেশ অবধি শিখর-দেশ পর্য্যন্ত চেষ্টা ও উদ্যমে শোভমান করিতেছে; যদিও শত শত ব্যক্তি ভ্রান্তি বশতঃ তাহার বিপরীত দিকে গমন করি-তেছে, কিন্তু শিঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, পথ ভ্রান্তি ও দিগ্‌ভ্রম কিছু কালের জন্য, পরিণামে সক-লেই তাহাতে আরোহণ করিবার জন্য উদ্যত হইতেছে;—তাহা হইলে তিনি যেমন সেই সমস্ত মনুষ্যের উন্নতি ও অবনতির ভাব যথার্থ রূপে বুঝিতে পারেন; সেই রূপ যিনি রাগদ্বেষবিবর্জ্জিত চিত্তে ঈশ্বরের উ-দার দৃষ্টিতে মনুষ্য জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত

করিবেন, তিনি দেখিবেন, সমুদায় আত্মাই সেই অনন্ত উন্নতির সোপানপরম্পরায় অগ্র-পশ্চাৎ সমারূঢ় আছে; যাহারা একবার ভ্রষ্ট হইতেছে, তাহারা পুনরায় উত্থিত হই-তেছে; যাহারা এক বার আলস্য করিতেছে, তাহারা পুনরায় উত্তেজিত হইতেছে; যাহারা অন্য পথ অবলম্বন করিতেছে, তাহারা আবার প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে; এই রূপে সেই স্বর্গ ধামের পথ সেই অমৃত পুরুষের পুত্র সকল দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আছে। আমরা ভীত হইতেছি, বিষণ্ন হইতেছি ও হাহাকার করিতেছি, ইহা কেবল আমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতাই প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু সেই বিধাতা পুরুষ আপনার অব্যর্থ শুভ উদ্দেশ্য সাধনে অশ্রান্ত থাকিয়া "বৃক্ষইব স্তব্ধোদিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।" ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলকে রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া—পক্ষপাত ও বিদ্বেষ পরি-ত্যাগ করিয়া এই রূপ উদারতা অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিমুখে ও উন্ন-তিতে আনয়ন করিতে অনুরোধ করেন। ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ; আর কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই রূপ উদারতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম হইলে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারের ন্যায় নহে। পৃথিবীতে যত শীঘ্র ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয়, ততই আনন্দের বিষয়; কিন্তু আমারদের ইচ্ছায় কোন কার্য্য হইবে না। ঈশ্বর মনু-ষ্যের ধর্ম্মোন্নতি সাধনের যেরূপ ইচ্ছা করেন, অনুকরণ করিতে হইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে তুমি অনন্ত নরক গমন করিবে; অথবা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে তোমার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই; এরূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের পক্ষে কিছুই দুষণীয় নহে, কেননা তাহাই তাঁহাদের বিশ্বাস। ব্রাহ্মধর্ম্ম সে রূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে অবশ্যই লজ্জিত হইবেন। অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারের অর্থ এই যে, বাহির হইতে সেই সেই ধর্ম্ম মনুষ্যের অন্তরে প্রবেশ করাইতে হয়—মনুষ্যের চিন্তাগত স্বাধীনতা যত ন্যূন হইবে, অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারের ততই সুবিধা হইতে থাকিবে। অন্ধ হইয়া পুস্তক অথবা ব্যক্তিবিশেষের উপর সমুদায় বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে না পারিলে আর কোন ধর্ম্মই গ্রহণ করা যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি ইহার বিপরীত। মনুষ্যের অন্তরেই যে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, বাহির হইতে কেবল তাহার পরিবর্দ্ধনে সহকারিতা করি-লেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইবে। পক্ষীদি-গকে বাক্যোচ্চারণ শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের যাহা কিছু অন্য লোককে প্রদান করা যাইবে, তাহা কেবল বিড়ম্বনাস্বরূপ হইবে। ইহা কোন ব্রাহ্মেরই অবিদিত নাই, অতএব এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে মনুষ্যের সমুদায় প্রকৃতি হইতে ধর্ম্মবৃত্তিটিকে পৃথক্ করিয়া বিচার করা যায়, কিন্তু কার্য্যকালে তাহা পৃথক্ হইয়া পরিপুষ্ট হয় না। মনের সকল উন্নতির সঙ্গে ধর্ম্মও উন্নত হইতে থাকে। সাধারণ উন্নতির সহিত ধর্ম্মোন্নতির এই রূপ সবিশেষ সম্বন্ধ আছে। সাধারণ উন্নতির প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া ধর্ম্মোন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম নিজ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া আর কোন সাম্প্রদায়িক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। চি-কিৎসকেরা শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি নিরপেক্ষ হইলে রোগীকে কখনই সুস্থ ও

সবল করিতে পারেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সামান্য রূপে এই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকিলেই মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভ হইবে; ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক উপদেশ আর কিছুই দেওয়া যায় না; কিন্তু "ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া" এই ব্যাপক বাক্যটির মধ্যে মনুষ্যের সমুদায় কর্ত্তব্যই নিবিষ্ট হইয়া আছে, তাহা না বুঝিলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়ার কোন অর্থ থাকে না। মনুষ্য আপনার কোন অন্ধ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া মনে করিতে পারে যে,আমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া আছি,কিন্তু হয় তো অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ পথেই দণ্ডায়মান হইয়া আছেন। মুসলমানেরা মনে করিত যে, আমরা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারেই অধার্ম্মিকদিগকে হত্যা করিতেছি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘনই করিত। ইচ্ছা পূর্ব্বক ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আত্মসমর্পণ করাই ঈশ্বরের অধীন হওয়া; সুতরাং সেই ইচ্ছার অধীন হইতে গেলেই মনুষ্যের যাবতীয় কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। তৎসমুদায় সম্পাদন করাই যখন ধর্ম্ম, তখন মনুষ্যের সাধারণ উন্নতির সঙ্গে যে তাহার কি রূপ সম্বন্ধ তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। এরূপ প্রচারে যদি কাল বিলম্ব সহ্য করিতে হয়, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, এক্ষণে যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই ব্যক্তিবিশেষের শক্তি অপেক্ষা সমাজের শক্তি অধিক হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে অনেকে সেই ব্যক্তি বিশেষের দুর্গতি হইল মনে করিতে পারেন; কিন্তু বাস্তবিক অনুধ্যান করিয়া দেখিলে তাঁহার সৌভাগ্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছে দৃষ্টিগোচর হইবে। যদি কেবল রাজাদিগের আত্মম্ভরিতা লইয়া তাঁহাদের ভাগ্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে, অসভ্য দেশের স্বেচ্ছাচারী রাজার তুলনায় সভ্যতাসম্পন্ন ইংলণ্ডের রাজা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য; কেন না পূর্ব্বোক্ত রাজা প্রজাগণের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বিস্তার করিতে পারেন, কিন্তু ইংলণ্ডীয় রাজার ক্ষমতা প্রজাগণের নিকট সীমাবদ্ধ হইয়া আছে; আবার আমেরিকার ইউনাইটেড্ রাজ্যে দৃষ্ট হইবে যে, তথায় যাঁহার হস্তে রাজদণ্ড বর্ত্তমান আছে তাঁহার ক্ষমতা এত অল্প যে, তিনি রাজা নামটিও গ্রহণ করিতে পারেন না, বস্তুত ইহা দুর্ভাগ্য নহে। অসভ্য দেশের রাজা প্রজাগণের নিকট যথেষ্ট ক্ষমতাপন্ন বটেন, কিন্তু সেই রাজ্যের শক্তি অপেক্ষা ইংলণ্ড ও আমেরিকা রাজ্যের শক্তি শত গুণ অধিক। সেই রূপ মনু, মূসা, জোরেস্তর, বুদ্ধ, ঈশা ও মহম্মদের ন্যায় এক্ষণে কোন ব্যক্তিকে ধর্ম্ম-প্রচারে অসামান্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে না দেখিয়া যদি এই রূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তাদৃশ লোক পৃথিবীতে আর বিদ্যমান নাই; তাহা হইলে পূর্ণমঙ্গল ঈশ্বরকে তিরস্কার করা ব্যতীত আর কিছুই হয় না। বস্তুতঃ তাঁহাদিগের অপেক্ষা সংখ্যাতে অধিক ও গাম্ভীর্য্যে অধিক ধার্ম্মিক লোক সকল পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন; কিন্তু জনসমাজ আর পূর্ব্বের ন্যায় হীন অবস্থায় নাই। এখন যদি কেহ সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সহকারে কোন জনসমাজকে পরিচালিত করিতে পারেন, তাহা হইলে সে জনসমাজকে অপেক্ষাকৃত হীনতাসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বে এই সংস্কার ছিল যে, ঈশ্বরের সহিত কেবল ব্যক্তি-বিশেষের যোগ হইত এবং সেই ব্যক্তিবিশেষ আর সকলকে ঈশ্বরের মতামত অবগত

করিতেন। এক্ষণে এই সত্য প্রকাশিত হইয়াছে যে, সকল মনুষ্যের সঙ্গেই ঈশ্বরের সমান যোগ আছে, প্রতি মনুষ্যই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার বিধি ও নিষেধ অবগত হইবে; ইহাই বর্ত্তমান উন্নতি; এই উন্নতিই ধর্ম্মরাজ্যে ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষমতা অপেক্ষা জনসমাজের ক্ষমতাকে অধিক মুল্যবান্ করিয়া দিতেছে। ইহা হইতেই এই শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হইতে পারিবে না— আমি কেবল গুরুর নিকট সত্য শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব না; গুরু যে স্থান হইতে সত্য আহরণ করিতেছেন, আমিও সেই স্থান হইতে সত্য আহরণ করিব; এই লক্ষ্য ও এই কামনা সকলের হৃদয়ে জাগরূক করিতে হইবে—পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের সহিত ঈশ্বরের যে যোগ মনে করা হইত, এক্ষণে প্রত্যেকের সহিতই সেই যোগ মনে করিতে হইবে। এই রূপ ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে যাঁহার ক্ষমতা অল্প, তাঁহার সেই ক্ষমতা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সর্ব্বাগ্রে তাহাই করিতে হইবে। যদি সমুদায় মনুষ্য ব্রাহ্মধর্ম্মের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মতে এক হন; কিন্তু যদি অভ্যন্তরে ঐ ক্ষমতার পরিচালনা না থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ ঐক্য কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের এইটি বিশেষ কার্য্য যে, যাহাতে সকলে ধর্ম্মরাজ্যে আপনা হইতে অগ্রসর হইতে পারেন, জনসমাজকে সেই প্রকার প্রস্তুত করিয়া দিবেন। কিছুর নিমিত্তই মনুষ্য মনুষ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে না। পরস্পর সাহায্য গ্রহণ করা ও এক জন আর এক জনের উপর নির্ভর করা এক প্রকার নহে। ইহাতে কাল ক্রমে শিক্ষকের আবশ্যকতা অল্প হইয়া যাইবে, এবং জনসমাজের মহত্ত্ব স্পৃহনীয়রূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে।

আয় ব্যয়।

ভাদ্র ১৭৯১ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৫৯১॥ ০
পুর্ব্বকার স্থিত ..	৩৫৭ ৸/০
সমষ্টি	৯৪৯।/০
ব্যয়	৩৪৫ ৸/১৫
স্থিত	৬০৩।৶ ৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৮৫ ৸ ১০
পুস্তকালয় ...	১৪ ৶ ০
যন্ত্রালয়	৩৩৪ ॥৶ ১০
গচ্ছিত	১০ ৸৶০
সমষ্টি ...	৫৯১ ॥ ০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১০২ ॥৶ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০৯ ।৶ ১৫
পুস্তকালয়	৩৪ ॥ ১০
যন্ত্রালয়	৫৬ ।৶ ৫
গচ্ছিত	৪২ ৸/০
সমষ্টি	৩৪৫ ৸/ ১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৪০
" কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়	৫
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য ...	১
সমষ্টি	৪৬

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

৩০ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে অপরাহ্ণ ৩ ঘন্টার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ ঘন্টার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে। অতএব ধর্ম্মানুরাগী ভগবদ্ভক্ত জনগণ সমাজ-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের মাহাত্ম্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করত তাঁহার উপাসনা করিবেন।

শ্রী জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৬। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ১ কার্ত্তিক শনিবার।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি

০ ১ ২ ৩

{ধ । - । ধ । ধ ‖ ধ । - । প । প ‖ ধঁ । - । ম । প ‖ ম । গ । ঋ । ঋ ‖
{হে । - । ক । রু ‖ ণা । - । ক । র ‖ দী । - । ন । স ‖ খা । - । তু । মি ‖

স । - । স । স ‖ স । স । স । ঋ ‖ গ । - । ম । - ‖ - । - । - । - ‖}
আ । - । গ । ত ‖ প্র । ভু । ত । ব ‖ দ্বা । - । রে । - ‖ - । - । - । - ‖}

(ধ । ধ । ধ । ধ ‖ নি । - । সঁ । - ‖ সঁ । নি । সঁ । সঁ ‖ সঁ । নি । ধ । - ‖)
(তু । মি । বি । না ‖ দী । - । নে । - ‖ কে । - । প্র । ভু ‖ তা । - । রে । - ‖)

ধ । ঋঁ । সঁ । সঁ ‖ ঋঁ । নি । ধ । প ‖ প । ধ । ধঁ । - ‖ প । - । পঁ । গঁ ‖}
দু । - । স্ত । র ‖ ভ । ব । সং । - ‖ সা । - । - । - ‖ - । - । রে । - ‖}

ম । - । ম । ম ‖ প । প । প । প ‖ প । ধ । - । নি ‖ ধ । - । প । - ‖
স । মু । প । দ ‖ বি । ষ । ম । য় ‖ তো । মা । - । বি ‖ হী । - । নে । - ‖

প । ধ । প । প ‖ প । ধ । ম । ম ‖ প । - । - । - ‖ - । - । - । - ‖
জী । - । ব । ন ‖ মৃ । - । ত্যু । স ‖ মা । - । - । - ‖ - । - । - । -ন ‖

(ধ । ধ । ধ । নি ‖ সঁ । - । সঁ । সঁ ‖ সঁ । সঁ । সঁ । সঁ ‖ সঁ । নি । ধ । - ‖)
(বি । প । দ । সং ‖ - । - । প । দ ‖ ত । ব । প । দ ‖ লা । - । ভে । - ‖)

ধ । ঋঁ । সঁ । সঁ ‖ ঋঁ । নি । ধঁ । প ‖ প । ধ । ধঁ । - ‖ প । - । পঁ । মঁ ‖}
মৃ । - । ত্যু । সে ‖ অ । মৃ । ত । সো ‖ পা । - । - । - ‖ - । - । - । -ন ‖}

রাগিণী বেলাওয়ার—তাল আড়াঠেকা।

০ ১ ২ ৩

। ॰ । ॰ { । গ ‖ গ । গ । গ ‖ গ । - । - ‖ - । - । - ‖
। ॰ । ॰ { । দ ‖ র । শ । ন ‖ দে । - । - ‖ - । ও । - ‖

গঁ । - । গ ‖ গঁ । ম । - ‖ গ । - । - ‖ ঋ । - । - ‖
হে । - । কা ‖ - । ত । - ‖ রে । - । - ‖ - । - । - ‖

ষ । - । ষ ‖ ঋ । - । - ‖ ঋ । গ । ঋ ‖ গঁ । গ । - ‖
- । - । দী ‖ - । ন । - ‖ হী । - । - ‖ - । - । ন ‖

- । - । প ‖ - । - । - ‖ ধ । - । - ‖ পঁ । - । মঁ ‖
- । - । আ ‖ - । - । - ‖ - । - । মি ‖ - । - । - ‖

গঁ । ঋঁ । }(প ‖ ধ । ধ । ষঁ ‖ ষঁ । ষঁ । - ‖ - । - । ষঁ ‖
- । - । }(শো ‖ - । কে । - ‖ আ । - । - ‖ - । - । কু ‖

ষঁ । - । ষঁ ‖ ঋঁ । ঋঁ । - ‖ ঋঁ । - । - ‖ গঁ । - । গঁ ‖
ল । - । রো ‖ - । গে । - ‖ কা । - । - ‖ - । - । তর ‖

ঋঁষঁ । ষঁপ ।) প ‖ পধ । ষঁ । ষঁ ‖ - । - । প ‖ ধ । প । ম ‖
- । - ।) ম ‖ লিন । বি । - ‖ - । - । ষা ‖ - । - । দে ‖

গঁ । ঋঁ । } ‖
- । - । } ‖

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

০ ১ ২ ৩

। ‖ । ‖ । ‖ । । । ঋ । ঋ ‖

। ‖ । ‖ । ‖ । । । ক । র ‖

। ‖ পুনরাবৃত্তি কালে ☞ ‖ । ‖ । । (। ধ । ধ ‖

। ‖ শেষ বারের ঐ ‖ । ‖ । । { । ম । ম ‖

মঁ । - । - । ম ‖ গঁ । ঋঁ । ঋঁ । ঋঁ ‖ গ । - । - । - ‖ , । , । ধ্ । ধ্ ‖

স্তাঁ । - । - । র ‖ না । - । - । -ম ‖ গা । - । - । -ন্ ‖ , । , । য । ত ‖

ধ্ । ষ । ধ্ । ষ ‖ ষ । ঋ । ষ । ঋ ‖ গ । - । - । - ‖ । । । ‖

গঁ । - । ঋ । ষ ‖ ষ । ঋ । ষ । ঋ ‖ গ । - । - । - ‖ । । । ‖

ম । - । - । ষ ‖ ঋ । - । ম । গ ‖ ষ । - । - । - ‖ ষঁ । - ।) - । - ‖

দি । - । -ন্ । র ‖ হে । - । দে । হে ‖ প্রা । - । - । - ‖ - । ণ ।) - । - ‖

ধ্ । - । ষ । ষ ‖ ষ । ষ । য । - ‖ ধ্ । ষ । - । ষ ‖ ষ । - । ষ । - ‖

যাঁ । - । র । হে ‖ ম । হি । মা । - ‖ অ । ল । - । স্ত ‖ জ্যো । - । তি । - ‖

গ । গ । গ । গ ‖ ঋ । ষ । - । - ‖ ঋঁ । - । ঋ । - ‖ - । - । - । - ‖

জ । গ । ত । ক ‖ রে । রে । - । - ‖ আ । - । লো । - ‖ - । - । - । - ‖

গ । - । গ । গ ‖ প । - । প । প ‖ ধ । - । ধ । ধ ‖ ধ । - । ধ । - ‖

স্রো । - । ত । ব ‖ হে । - । প্রে । ম ‖ পী । - । যু । ষ ‖ বা । - । রি । - ‖

প । প । প । প ‖ প । ম । গ । গ ‖ গ । - । গ । - ‖ মঁ । - । } । ‖

স । ক । ল । জী ‖ - । ব । সু । খ ‖ কা । - । রী । - ‖ হে । - । } । ‖

সপ্তম কল্প
তৃতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ১৭৯১ শক।
৩১৫ সংখ্যা
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪০

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।

কুৎসঃ ঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৭৪

৭। রুদ্রাণামেতি প্রদিশা বিচক্ষণো রুদ্রেভির্যোষা তনুতে পৃথু জ্রয়ঃ। ইন্দ্রং মনীষা অভ্যর্চ্চতি শ্রুতং মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।

৭। 'বিচক্ষণঃ' সূর্য্যাত্মনা প্রকাশমানঃ ইন্দ্রঃ 'রুদ্রাণাং' রুদ্রপুত্রাণাং অধ্যাত্মং প্রাণরূপেণ বর্ত্তমানানাং মরুতাং, যদ্বা রোদয়িতৄণাং প্রাণানাং, প্রাণাহি শরীরান্নির্গতাঃ সন্তোবন্ধুজনান্ রোদয়ন্তি, 'প্রদিশা' প্রদেশনেন মনুষ্যেভ্যঃ প্রদানেন সহ 'এতি' অন্তরিক্ষে গচ্ছতি, তথাচাম্নায়তে, যোসৌ তপন্নুদেতি স সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণানাদায়োদেতীতি, অপিচ 'রুদ্রেভিঃ' অধিভূতং বর্ত্তমানৈঃ রুদ্রপুত্রৈর্ম্মরুদ্ভিঃ 'যোষা' মাধ্যমিকা বাক্ 'পৃথু' বিস্তীর্ণং 'জ্রয়ঃ' বেগং 'তনুতে' বিস্তারয়তি প্রসঙ্গাদত্র মরুতাং স্তুতিঃ, মরুদ্ভিঃ সহ বর্ত্তমানং 'শ্রুতং' প্রখ্যাতং সূর্য্যাত্মানং 'ইন্দ্রং' 'মনীষা' স্তুতিলক্ষণা বাক্ 'অভ্যর্চ্চতি' আভিমুখ্যেন স্তৌতি, তং 'মরুত্বন্তং' ইন্দ্রং 'সখ্যায়' আহ্বয়ামহে।

৭। সূর্য্য-রূপে প্রকাশমান ইন্দ্র মনুষ্যদিগকে প্রাণ দান করত উদিত হয়েন, এবং রুদ্র পুত্র মরুদ্‌গণের সহিত মাধ্যমিক বাক্যের বিস্তীর্ণ বেগ বিস্তার করেন, স্তুতি লক্ষণ বাক্য সেই প্রখ্যাত ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করে, আমরা সেই ইন্দ্রকে সখিত্বের নিমিত্তে আহ্বান করি।

১১৭৫

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ

৮। যদ্বা মরুত্বঃ পরমে সধস্থে যদ্বাবমে বৃজনে মাদয়াসে। অত আয়াহ্যধ্বরং নো অচ্ছা ত্বয়া হবিশ্চকৃমা সত্যরাধঃ।

৮। হে 'মরুত্বঃ' মরুদ্ভির্যুক্ত ইন্দ্র 'পরমে' উৎকৃষ্টে 'সধস্থে' সহস্থানে গৃহে 'যদ্বা' যদিবা 'মাদয়াসে' তৃপ্তো বর্ত্তসে, 'যদ্বা' যদিবা 'অবমে' অর্ব্বাচীনে 'বৃজনে' বৃজ্যতে রিক্তীক্রিয়তেঽস্মিন্ ধনমিতি বৃজনং গৃহং তস্মিন্ মাদয়সে, 'অতঃ' অস্মাদুভয়বিধাৎ স্থানাৎ 'নঃ' অস্মাকং 'অধ্বরং' যজ্ঞং 'অচ্ছা' আভিমুখ্যেন 'আযাহি' আগচ্ছ, হে 'সত্যরাধঃ' সত্যধন 'ত্বয়া' ত্বৎকামনয়া বয়ং 'হবিঃ' 'চকৃমা' চকৃম কৃতবন্তঃ॥

৮। হে মরুদ্গণযুক্ত ইন্দ্র! যদি তুমি পরম গৃহে বর্ত্তমান থাক, কিম্বা যদি তুমি অর্ব্বাচীন গৃহে বর্ত্তমান থাক, এই উভয় স্থান হইতে আমারদিগের যজ্ঞাভিমুখে আগমন

কর। হে সত্যধন ইন্দ্র! তোমার কামনায় আমরা হবি প্রদান করি।

১১৭৬

৯। ত্বযেন্দ্র সোমং সুষুমা সুদক্ষ ত্বায়া হবিশ্চকৃমা ব্রহ্মবাহঃ। আধা নিয়ুত্বঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষি মাদয়স্ব।

৯। হে 'সুদক্ষ' শোভনবল 'ইন্দ্র' 'ত্বযা' ত্বৎকামনযা 'সোমং' 'সুষুমা' সুষুম অভিষুতবন্তোবযং। হে 'ব্রহ্মবাহঃ' ব্রহ্মণা মন্ত্ররূপেণ স্তোত্রেণোহ্যমান প্রাপ্যমাণেন্দ্র 'ত্বাযা' ত্বৎকামনযা হবনীয পুরোডাশলক্ষণং 'হবিঃ' 'চকৃমা' চকৃম কৃতবন্তঃ। হে 'নিযুত্বঃ' নিযুতোঽশ্বাঃ তদ্বন্ ইন্দ্র 'আধ' অথ অনন্তরং 'মরুদ্ভিঃ' সপ্তগণরূপৈরেতৎসংজ্ঞৈর্দেবৈঃ 'সগণঃ' গণসহিতঃ সন্ 'অস্মিন্' বর্ত্তমানে যজ্ঞে 'বর্হিষি' আস্তীর্ণে দর্ভে উপবিশ্য 'মাদযস্ব' তৃপ্তোভব॥

৯। হে শোভন বল ইন্দ্র! আমরা ত্বৎকামনায় সোমাভিষব করি, হে স্তোত্রপ্রাপ্য ইন্দ্র! আমরা ত্বৎকামনায় হবি প্রদান করি। অনন্তর তুমি মরুদ্গণের সহিত এই যজ্ঞে আস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত হও।

১১৭৭

১০। মাদয়স্ব হরিভির্যেত ইন্দ্র বিষ্যস্ব শিপ্রে বিসৃজস্ব ধেনে। আত্বা সুশিপ্র হরয়ো বহন্তূশন্ হব্যানি প্রতিনো জুষস্ব

১০। হে 'ইন্দ্র' 'হরিভিঃ' অশ্বৈঃ সহ 'মাদযস্ব' তৃপ্তোভব, 'যে' 'তে' তব সম্ভূতাঃ তদর্থং 'শিপ্রে' হনূ সংহতে 'বিষ্যস্ব' সোমপানার্থং বিবৃতে কুরু, তথা 'ধেনে' পানসাধনভূতে জিহ্বোপজিহ্বিকে 'বিসৃজস্ব' সোমপানার্থং বিশ্লিষ্টে কুরু। হে 'সুশিপ্র' শিপ্রে হনূ নাসিকে বা, শোভনশিপ্রেন্দ্র। 'ত্বা' ত্বাং 'হরযঃ' অশ্বাঃ 'আবহন্তু' অস্মদীযং যজ্ঞং প্রাপযন্তু, ত্বঞ্চ 'উশন্' অস্মান্ কামযমানঃ 'নঃ' অস্মাকং 'হব্যানি' হবীংষি 'প্রতি জুষস্ব' প্রত্যেকং সেবস্ব যোদাশিষ্টাঃ॥

১০। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বগণের সহিত তৃপ্ত হও, তোমার যে হনূদ্বয় তাহা সোম পানার্থ বিবৃত কর, এবং জিহ্বা ও উপজিহ্বা দ্বয়কে বিশ্লিষ্ট কর। হে শোভননাসিক ইন্দ্র! অশ্ব সকল তোমাকে বহন করুক, তুমিও অস্মৎকামনায় এই হব্য সেবা কর।

১১৭৮

১১। মরুৎস্তোত্রস্য বৃজনস্য গোপা বয়মিন্দ্রেণ সনুয়াম বাজং। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ১। ৭। ১৩।

১১। 'মরুৎস্তোত্রস্য' মরুদ্ভিঃ সহ স্তোত্রং যস্য সঃ মরুৎস্তোত্রঃ তস্য 'বৃজনস্য' শত্রূণাং ক্ষেপ্তুরিন্দ্রস্য সম্বন্ধিনঃ 'গোপা' গোপাযনীযা রক্ষণীযাঃ 'বযং' তেন 'ইন্দ্রেণ' 'বাজং' অন্নং 'সনুযাম' লভেমহি। যদেতদস্মাভিঃ প্রার্থিতং 'নঃ' অস্মদীযং 'তৎ' মিত্রাদযো দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ 'মামহন্তাং' পূজিতং কুর্ব্বন্তু॥ ১। ৭। ১৩॥

১১। মরুদ্গণের সহিত স্তুত ও শত্রু ক্ষয় কারী ইন্দ্র কর্ত্তৃক রক্ষিত আমরা সেই ইন্দ্র দ্বারা অন্ন লাভ করি। আমারদিগের সেই প্রার্থিত অন্ন মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও স্বর্গ সম্পন্ন করুন। ১। ৭। ১৩।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ।

৪২

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো- ভবেৎ। সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥ ১

'সুখার্থী' সুখপ্রার্থকঃ 'পরং' 'সন্তোষং' 'আস্থায়' অবলম্ব্য 'সংযতঃ ভবেৎ'। 'হি' যস্মাৎ 'সুখং' 'সন্তোষমূলং' সন্তোষহেতুকং 'বিপর্য্যযঃ' অসন্তোষস্তু 'দুঃখমূলং' দুঃখকারণং : ১

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবেক; যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই দুঃখের মূল॥ ১

যে ব্যক্তি যেমন যোগ্য, ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ সুখ প্রদান করেন। অতএব আপনার যোগ্যতার অনুরূপ সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেক। যে ব্যক্তি যোগ্যতার অতীত সুখ প্রার্থনা করে, তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ কহে। দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া অনর্থক অসন্তুষ্ট হইবেক না, তাহাতে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহার নিমিত্ত অকারণ কষ্ট ভোগ হইবে এবং উপস্থিত সুখেও আস্বাদন পাইবে না। অতএব সুখদাতা ঈশ্বর যখন তোমার সাধ্য ও চেষ্টানুযায়ী সুখ প্রদান করিবেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে। ধন মান পদ মর্য্যাদা প্রভৃতি কোন বিষয়ের প্রতিই দুরাকাঙ্ক্ষ হইবেক না। ১

৪৩

অসন্তোষপরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ। অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্ ॥ ২

'মূঢ়াঃ' মূর্খাঃ 'অসন্তোষপরাঃ' 'পণ্ডিতাঃ' 'সন্তোষং যান্তি' সন্তুষ্টা ভবন্তি। যতঃ 'পিপাসায়াঃ' বিষয়তৃষ্ণায়াঃ 'অন্তঃ ন অস্তি' অপি তু 'সন্তোষঃ পরমং সুখং'। ২

মূর্খেরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ ॥ ২

যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয় তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে। এক বিষয় হস্তগত কর, আবার বিষয়ান্তরে মন প্রধাবিত হইবে এবং তাহা লাভ করিলে পুনর্ব্বার অন্য বিষয়ের জন্য লালায়িত হইবে। পণ্ডিতেরা বিষয়তৃষ্ণার এই রূপ প্রকৃতি দর্শন করিয়া সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক সুখী হন এবং প্রকৃত তৃপ্তির স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করেন। স্থূলদর্শীরা তাহা না জানিয়া বাহ্য আড়ম্বরই সুখের কারণ বলিয়া স্থির করে এবং যেখানে যত অধিক বাহ্য বিষয় দর্শন করে, সেখানে তত অধিক সুখ আছে বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে বাহ্য বিষয়ের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও সুখ ও দুঃখ ভোগের পরিমাণ সর্ব্বত্রই সমান। এই জন্য তাহারা সুখরত্নের স্পর্শমণি-স্বরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই অসুখিত থাকে। অতএব বিষয়তৃষ্ণা ক্ষয় করিয়া সন্তোষ অভ্যাস করিবেক। ২

৪৪

সুখদুঃখং হি পুরুষঃ পর্য্যাযেণোপসেবতে। সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ ॥ ৩

'হি' যস্মাৎ 'পুরুষঃ' 'সুখদুঃখং' সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ তৎ 'পর্য্যায়েণ' ক্রমেণ 'উপসেবতে'। তস্মাৎ 'আপতিতং' আগতং 'সুখং' 'সেবেৎ' সেবেত 'দুঃখং আপতিতং বহেৎ'। ৩

মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক ॥ ৩

মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর নিরন্তর আমারদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; যে উপায়ে আমাদিগের মঙ্গল হইবে তিনি তাহাই বিধান করেন। যখন আমরা তাঁহার অভীষ্ট কল্যাণময় পথে গমন করি, তখন তিনি সুখ, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুরস্কৃত করেন এবং যখন তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ না শুনিয়া অপথে পদার্পণ করি, তখন তিনি পুনর্ব্বার সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুখ ও সম্পত্তি হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করেন; তখন আমরা দুঃখ ও গ্লানি ভোগ করিয়া চেতনা লাভ করি। সুখ ও দুঃখ উভয়ই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে পর্য্যটন করিতেছে; দুর্ব্বল মনুষ্যকে উভয়ই ভোগ করিতে হয়। অতএব সুখ উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাও মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে জানিয়া শান্তচিত্তে তাহা বহন করিবেক ও সর্ব্বদা তাঁহার কল্যাণময় আদেশের অনুসরণ করিবেক। ৩

৪৫

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্। শরীরমেবাযতনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৪

'ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং'। 'শরীরং এব' 'আয়তনং' আশ্রয়ঃ 'দুঃখস্য চ সুখস্য চ'। ৪

চির কাল দুঃখ থাকে না এবং চির কালও সুখ লাভ হয় না। শরীর সুখ ও দুঃখ উভয়ের আয়তন ॥ ৪

সুখও চিরস্থায়ী নহে, দুঃখও চিরস্থায়ী নহে; এক মাত্র মঙ্গলই চিরস্থায়ী। যখন সুখসম্পদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রদান করেন; যখন দুঃখবিপদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রেরণ করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই অপূর্ণ-প্রকৃতি-মনুষ্যকে মঙ্গলরাজ্যের সন্নিহিত করিতেছে। অতএব সুখ ও দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া এক মাত্র মঙ্গলকেই লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। কখনও বা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক সুখসম্পত্তি বিসর্জ্জন করিতে হইবে ও দুঃখ বিপদ্ আলিঙ্গন করিতে হইবে; তখনকার সেই দুঃখবিপদ্ আমাদের পক্ষে পরম সম্পদ্। ৪

৪৬

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ং। প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা ॥ ৫

'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা অপ্রিয়ং'। 'প্রাপ্তং প্রাপ্তং' তৎ সর্ব্বং 'অপরাজিতা' অপরাভূতেন 'হৃদয়েন' মনসা 'উপাসীত' স্বীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ৫

সুখই হউক কিম্বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবেক, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক ॥ ৫

সুখই হউক আর দুঃখই হউক; প্রিয় ঘটনাই হউক আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্ব্বদা এই লক্ষ্য রাখিবে, যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। হৃদয় অভিভূত হইলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও অবস্থা স্রোতে নিমগ্ন হইয়া নানা অনিষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদের বলকে পরাজয় করিবে। নিশ্চয় জানিবে, সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ মঙ্গল পরমেশ্বর জীবিত, জাগরিত ও আমাদের সন্নিহিত আছেন; প্রভূত সুখ সম্পত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেক না; ঘোরতর দুঃখ বিপত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেক না। সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ্ সকলেরই পশ্চাদ্ভাগে তাঁহাকে বর্ত্তমান জানিবে এবং সমুদায় ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে; তাহা হইলে হৃদয়কে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না। ৫

৪৭

প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ। ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ ॥ ৬

'প্রিয়ে' প্রাপ্তে 'অতিভৃশং' অত্যর্থং 'ন' 'হৃষ্যেৎ' ন মোদেত 'অপ্রিয়ে' 'চ' 'ন' 'সংজ্বরেৎ' ন গ্লায়েৎ। 'অর্থকৃচ্ছ্রেষু' অর্থাভাবহেতুকেষু বহুষপি কষ্টেষু সৎসু 'ন মুহ্যেৎ' ন মুগ্ধোভবেৎ, 'ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ'। ৬

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলেও অতিমাত্র ম্রিয়মাণ হইবেক না। ধন কষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না ॥ ৬

প্রিয় ঘটনায় আহ্লাদে মত্ত হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনায় বিষাদে নিমগ্ন হইবেক না। অতিমাত্র হর্ষ ও বিষাদ উভয়ই বিবেকশক্তিকে অপহরণ করে; অবিবেকী মনুষ্য কার্য্যাকার্য্য বিমূঢ় হইয়া নানা অনর্থে নিপতিত হয়। ঈশ্বরকে সকলের মূলাধার জানিয়া সম্পৎকালে নম্র হইয়া থাকিবেক এবং বিপৎকালে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিবেক। যে সকল অপ্রিয় ঘটনা অপ্রতিবিধেয়, তাহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বহন করিবেক। ইহাও বিচার করিয়া দেখিবেক, আমরা যাহা প্রিয় ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর না হইতে পারে এবং যাহা অপ্রিয় ভাবিয়া ভীত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর হইতে পারে। দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত হইলে দুর্ব্বল-হৃদয় মনুষ্য ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়া জীবিকা লাভের চেষ্টা পায়; কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইয়া যায় যে, এরূপে যাহা দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া মনে হই-

সপ্তম কল্প

তৃতীয় ভাগ

[illegible] সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৭৯১ শক। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪০

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে অষ্টমং সূক্তং।

কুৎসঃ ঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৭৪

৭। রুদ্রাণামেতি প্রদিশা বিচক্ষণো রুদ্রেভির্যোষা তনুতে পৃথু জ্রয়ঃ। ইন্দ্রং মনীষা অভ্যর্চ্চতি শ্রুতং মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।

৭। 'বিচক্ষণঃ' সূর্য্যাত্মনাপ্রকাশমানঃ ইন্দ্রঃ 'রুদ্রাণাং' রুদ্রপুত্রাণাং অধ্যাত্মং প্রাণরূপেণ বর্ত্তমানানাং মরুতাং, যদ্বা রোদয়িতৄণাং প্রাণানাং, প্রাণাহি শরীরান্নির্গতাঃ সন্তোবন্ধুজনান্ রোদয়ন্তি, 'প্রদিশা' প্রদেশনেন মনুষ্যেভ্যঃ প্রদানেন সহ 'এতি' অন্তরিক্ষে গচ্ছতি, তথাচাম্নায়তে, যোসৌ তপন্নুদেতি স সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণানাদায়োদেতীতি, অপিচ 'রুদ্রেভিঃ' অধিভূতং বর্ত্তমানৈঃ রুদ্রপুত্রৈর্ম্মরুদ্ভিঃ 'যোষা' মাধ্যমিকা বাক্ 'পৃথু' বিস্তীর্ণং 'জ্রয়ঃ' বেগং 'তনুতে' বিস্তারয়তি প্রসঙ্গাদত্র মরুতাং স্তুতিঃ, মরুদ্ভিঃ সহ বর্ত্তমানং 'শ্রুতং' প্রখ্যাতং সূর্য্যাত্মানং 'ইন্দ্রং' 'মনীষা' স্তুতিলক্ষণা বাক্ 'অভ্যর্চ্চতি' আভিমুখ্যেন স্তৌতি, তং 'মরুত্বন্তং' ইন্দ্রং 'সখ্যায়' আহ্বয়ামহে।

৭। সূর্য্য-রূপে প্রকাশমান ইন্দ্র মনুষ্যদিগকে প্রাণ দান করত উদিত হয়েন, এবং রুদ্র পুত্র মরুদ্গণের সহিত মাধ্যমিক বাক্যের বিস্তীর্ণ বেগ বিস্তার করেন, স্তুতি লক্ষণ বাক্য সেই প্রখ্যাত ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করে, আমরা সেই ইন্দ্রকে সখিত্বের নিমিত্তে আহ্বান করি

১১৭৫

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ

৮। যদ্বা মরুত্বঃ পরমে সধস্থে যদ্বাবমে বৃজনে মাদয়াসে। অত আযাহ্যধ্বরং নো অচ্ছা ত্বায়া হবিশ্চকৃমা সত্যরাধঃ।

৮। হে 'মরুত্বঃ' মরুদ্ভির্যুক্ত ইন্দ্র 'পরমে' উৎকৃষ্টে 'সধস্থে' সহস্থানে গৃহে 'যদ্বা' যদিবা 'মাদয়াসে' তৃপ্তো-বর্ত্তসে, 'যদ্বা' যদিবা 'অবমে' অর্ব্বাচীনে 'বৃজনে' বৃ[illegible]তে রিক্তীক্রিয়তেঽস্মিন্ ধনমিতি বৃজনং গৃহং তস্মিন্ মাদয়াসে, 'অতঃ' অস্মাদুভয়বিধাৎ স্থানাৎ 'নঃ' অস্মাক 'অধ্বরং' যজ্ঞং 'অচ্ছা' আভিমুখ্যেন 'আযাহি' আগ হে 'সত্যরাধঃ' সত্যধন 'ত্বায়া' ত্বৎকামনয়া বয়ং 'হ 'চকৃমা' চকৃম কৃতবন্তঃ।

৮। হে মরুদ্গণযুক্ত ইন্দ্র! যদি পরম গৃহে বর্ত্তমান থাক, কিম্বা যদি অর্ব্বাচীন গৃহে বর্ত্তমান থাক, এই উভ[illegible] হইতে আমারদিগের যজ্ঞাভিমুখে [illegible]

কর। হে সত্যধন ইন্দ্র! তোমার কামনায় আমরা হবি প্রদান করি।

১১৭৬

৯। ত্বমেন্দ্র সোমং সুষুমা সুদক্ষ ত্বায়া হবিশ্চকৃমা ব্রহ্মবাহঃ। আধা নিযুত্বঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষি মাদয়স্ব।

৯। হে 'সুদক্ষ' শোভনবল 'ইন্দ্র' 'ত্বয়া' ত্বৎকামনয়া সোমং 'সুষুমা' সুষুম অভিষুতবন্তো বয়ং। হে 'ব্রহ্মবাহঃ' ব্রহ্মণা মন্ত্ররূপেণ স্তোত্রেণোহ্যমান প্রাপণীয়েন্দ্র 'ত্বায়া' ত্বৎকামনয়া হবনীয়ে পুরোডাশলক্ষণং 'হবিঃ' 'চকৃম' চকৃম কৃতবন্তঃ। হে 'নিযুত্বঃ' নিযুতোঽশ্বাঃ তদ্বন্ ইন্দ্র 'আধা' অথ অনন্তরং 'মরুদ্ভিঃ' সপ্তগণরূপৈর্দেবৈস্তৈঃ সহিতৈ 'সগণঃ' গণসহিতঃ সন্ 'অস্মিন্' বর্ত্তমানে যজ্ঞে 'বর্হিষি' আস্তীর্ণে দর্ভে উপবিশ্য 'মাদয়স্ব' তৃপ্তো ভব॥

৯। হে শোভন বল ইন্দ্র! আমরা ত্বৎকামনায় সোমাভিষব করি, হে স্তোত্রপ্রাপ্য ইন্দ্র! আমরা ত্বৎকামনায় হবি প্রদান করি। অনন্তর তুমি মরুদ্গণের সহিত এই যজ্ঞে আস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত হও।

১১৭৭

১০। মাদয়স্ব হরিভির্যেত ইন্দ্র বিষ্যস্ব শিপ্রে বিসৃজস্ব ধেনে। আ ত্বা সুশিপ্র হরয়ো বহন্তূশন্ হব্যানি প্রতি নো জুষস্ব।

১০। হে ইন্দ্র 'হরিভিঃ' অশ্বৈঃ সহ 'মাদয়স্ব' তৃপ্তো ভব, 'যে' 'তে' তব বর্ত্তেতাঃ তদর্থং 'শিপ্রে' হনূ সংহতে 'বিষ্যস্ব' সোমপানার্থং বিবৃতে কুরু, তথা 'ধেনে' পানসাধনভূতে জিহ্বোপজিহ্বাকে 'বিসৃজস্ব' সোমপানার্থং বিশ্লিষ্টে কুরু। হে 'সুশিপ্র' শিপ্রে হনূ নাসিকে বা, শোভনশিপ্রেন্দ্র। 'ত্বা' ত্বাং 'হরয়ঃ' অশ্বাঃ 'আবহন্তু' অস্মদ্যজ্ঞং প্রাপয়ন্তু, ত্বঞ্চ 'উশন্' অস্মান্ কাময়মানঃ অস্মাকং 'হব্যানি' হবীংষি 'প্রতি জুষস্ব' প্রত্যেকং সাদাশিষ্টাঃ॥

১০। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বগণের সহিত ...ও, তোমার যে হনুদ্বয় তাহা সোম পানার্থ বিবৃত কর, এবং জিহ্বা ও উপজিহ্বা দ্বয়কে বিশ্লিষ্ট কর। হে শোভননাসিক ইন্দ্র! অশ্ব সকল তোমাকে বহন করুক, তুমিও অস্মৎকামনায় এই হব্য সেবা কর।

১১৭৮

১১। মরুৎস্তোত্রস্য বৃজনস্য গোপা বয়মিন্দ্রেণ সনুয়াম বাজং। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ১। ৭। ১৩।

১১। 'মরুৎস্তোত্রস্য' মরুদ্ভিঃ সহ স্তোত্রং যস্য সঃ মরুৎস্তোত্রঃ তস্য 'বৃজনস্য' শত্রূণাং ক্ষেপ্তুরিন্দ্রস্য সম্বন্ধিনঃ 'গোপা' গোপায়নীয়া রক্ষণীয়াঃ 'বয়ং' তেন 'ইন্দ্রেণ' 'বাজং' অন্নং 'সনুয়াম' লভেমহি। যদেতদস্মাভিঃ প্রার্থিতং 'নঃ' অস্মাকীনং 'তৎ' মিত্রাদয়ো দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ 'মামহন্তাং' পূজিতং কুর্বন্তু॥ ১। ৭। ১৩॥

১১। মরুদ্গণের সহিত স্তুত ও শত্রু ক্ষয় কারী ইন্দ্র কর্ত্তৃক রক্ষিত আমরা সেই ইন্দ্র দ্বারা অন্ন লাভ করি। আমারদিগের সেই প্রার্থিত অন্ন মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও স্বর্গ সম্পন্ন করুন। ১। ৭। ১৩।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ।

৪২

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ। সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥ ১

'সুখার্থী' সুখপ্রার্থকঃ 'পরং' 'সন্তোষং' 'আস্থায়' অবলম্ব্য 'সংযতঃ ভবেৎ'। 'হি' যস্মাৎ 'সুখং' 'সন্তোষমূলং' সন্তোষহেতুকং 'বিপর্য্যয়ঃ' অসন্তোষস্তু 'দুঃখমূলং' দুঃখকারণং। ১

সুখার্থী ব্যক্তি সন্তোষ অবলম্বন করিয়া সংযত থাকিবেক; যেহেতু সন্তোষই সুখের মূল এবং তদ্বিপরীত অসন্তোষই দুঃখের মূল॥ ১

যে ব্যক্তি যেমন যোগ্য, ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ সুখ প্রদান করেন। অতএব আপনার যোগ্যতার অনুরূপ সুখ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেক। যে ব্যক্তি যোগ্যতার অতীত সুখ প্রার্থনা করে, তাহাকে দুরাকাঙ্ক্ষ কহে। দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া অনর্থক অসন্তুষ্ট হইবেক না, তাহাতে যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে, তাহার নিমিত্ত অকারণ কষ্ট ভোগ হইবে এবং উপস্থিত সুখেও আস্বাদন পাইবে না। অতএব সুখদাতা ঈশ্বর যখন তোমার সাধ্য ও চেষ্টানুযায়ী সুখ প্রদান করিবেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহা গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইবে। ধন মান পদ মর্য্যাদা প্রভৃতি কোন বিষয়ের প্রতিই দুরাকাঙ্ক্ষ হইবেক না। ১

৪৩

অসন্তোষপরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ। অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্ ॥ ২

'মূঢ়াঃ' মূর্খাঃ 'অসন্তোষপরাঃ' 'পণ্ডিতাঃ' 'সন্তোষং যান্তি' সন্তুষ্টা ভবন্তি। যতঃ 'পিপাসায়াঃ' বিষয়তৃষ্ণায়াঃ 'অন্তঃ ন অস্তি' অপি তু 'সন্তোষঃ পরমং সুখং'। ২

মূর্খেরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয়-তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ ॥ ২

যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয় তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে। এক বিষয় হস্তগত কর, আবার বিষয়ান্তরে মন প্রধাবিত হইবে এবং তাহা লাভ করিলে পুনর্ব্বার অন্য বিষয়ের জন্য লালায়িত হইবে। পণ্ডিতেরা বিষয়তৃষ্ণার এই রূপ প্রকৃতি দর্শন করিয়া সন্তোষ অবলম্বন পূর্ব্বক সুখী হন এবং প্রকৃত তৃপ্তির স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করেন। স্থূলদর্শীরা তাহা না জানিয়া বাহ্য আড়ম্বরই সুখের কারণ বলিয়া স্থির করে এবং যেখানে যত অধিক বাহ্য বিষয় দর্শন করে, সেখানে তত অধিক সুখ আছে বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ইহা জানে না যে বাহ্য বিষয়ের ন্যূনাধিক্য থাকিলেও সুখ ও দুঃখ ভোগের পরিমাণ সর্ব্বত্রই সমান। এই জন্য তাহারা সুখরত্নের স্পর্শমণিস্বরূপ সন্তোষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই অসুখিত থাকে। অতএব বিষয়তৃষ্ণা জয় করিয়া সন্তোষ অভ্যাস করিবেক। ২

৪৪

সুখদুঃখং হি পুরুষঃ পর্য্যায়েণোপসেবতে। সুখমাপতিতং সেবেৎ দুঃখমাপতিতং বহেৎ ॥ ৩

'হি' যস্মাৎ 'পুরুষঃ' 'সুখদুঃখং' সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ তৎ 'পর্য্যায়েণ' ক্রমেণ 'উপসেবতে'। তস্মাৎ 'আপতিতং' আগতং 'সুখং' 'সেবেৎ' সেবেত 'দুঃখং আপতিতং বহেৎ'। ৩

মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন। সুখ উপস্থিত হইলে তাহা সম্ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহা বহন করিবেক ॥ ৩

মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর নিরন্তর আমারদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছেন; যে উপায়ে আমাদিগের মঙ্গল হইবে তিনি তাহাই বিধান করেন। যখন আমরা তাঁহার অভীষ্ট কল্যাণময় পথে গমন করি, তখন তিনি সুখ, আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ প্রদান করিয়া আমাদিগকে পুরস্কৃত করেন এবং যখন তাঁহার মঙ্গলময় আদেশ না শুনিয়া অপথে পদার্পণ করি, তখন তিনি পুনর্ব্বার সৎপথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুখ ও সম্পত্তি হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করেন; তখন আমরা দুঃখ ও গ্লানি ভোগ করিয়া চেতনা লাভ করি। সুখ ও দুঃখ উভয়ই তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সংসাধনের জন্য পর্য্যায়ক্রমে পর্য্যটন করিতেছে; দুর্ব্বল মনুষ্যকে উভয়ই ভোগ করিতে হয়। অতএব সুখ উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহার প্রসাদ বলিয়া ভোগ করিবেক এবং দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাও মঙ্গলের জন্য আসিয়াছে জানিয়া শান্তচিত্তে তাহা বহন করিবেক ও সর্ব্বদা তাঁহার কল্যাণময় আদেশের অনুসরণ করিবেক। ৩

৪৫

ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখম্। শরীরমেবাযতনং দুঃখস্য চ সুখস্য চ ॥ ৪

'ন নিত্যং লভতে দুঃখং ন নিত্যং লভতে সুখং'। 'শরীরং এব' 'আয়তনং' আশ্রয়ঃ 'দুঃখস্য চ সুখস্য চ'। ৪

চির কাল দুঃখ থাকে না এবং চির কালও সুখ লাভ হয় না। শরীর সুখ ও দুঃখ উভয়ের আয়তন ॥ ৪

সুখও চিরস্থায়ী নহে, দুঃখও চিরস্থায়ী নহে; এক মাত্র মঙ্গলই চিরস্থায়ী। যখন সুখসম্পদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রদান করেন; যখন দুঃখবিপদে আমাদের মঙ্গল হইবে, তখন তিনি তাহাই প্রেরণ করেন। সুখ ও দুঃখ উভয়ই অপূর্ণ-প্রকৃতি-মনুষ্যকে মঙ্গলরাজ্যের সন্নিহিত করিতেছে। অতএব সুখ ও দুঃখের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া এক মাত্র মঙ্গলকেই লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। কখনও বা তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় সম্পাদনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক সুখসম্পত্তি বিসর্জ্জন করিতে হইবে ও দুঃখ বিপদ্ আলিঙ্গন করিতে হইবে; তখনকার সেই দুঃখবিপদ্ আমাদের পক্ষে পরম সম্পদ। ৪

৪৬

সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাপ্রিয়ং। প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা ॥ ৫

'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা অপ্রিয়ং'। 'প্রাপ্তং প্রাপ্তং' তৎ সর্ব্বং 'অপরাজিতা' অপরাভূতেন 'হৃদয়েন' মনসা 'উপাসীত' স্বীকুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ৫

সুখই হউক কিম্বা দুঃখই হউক, প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, যাহা ঘটিবেক, অপরাজিত চিত্তে তাহার সেবা করিবেক ॥ ৫

সুখই হউক আর দুঃখই হউক; প্রিয় ঘটনাই হউক আর অপ্রিয় ঘটনাই হউক, সর্ব্বদা এই লক্ষ্য রাখিবে, যেন তাহাতে হৃদয় অভিভূত না হয়। হৃদয় অভিভূত হইলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও অবস্থা স্রোতে নিমগ্ন হইয়া নানা অনিষ্ট ভোগ করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে প্রশান্ত চিত্তে একান্ত নির্ভর করিয়া সুখ দুঃখ ও সম্পদ বিপদের বলকে পরাজয় করিবে। নিশ্চয় জানিবে সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশক্তিমান্ পূর্ণ মঙ্গল পরমেশ্বর জাগ্রত, জাগরিত ও আমাদের সন্নিহিত আছেন; প্রভূত সুখ সম্পত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেক না; ঘোরতর দুঃখ বিপত্তির সময়েও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেক না। সুখ দুঃখ ও সম্পদ্ বিপদ্ সকলেরই পশ্চাদ্ভাগে তাঁহাকে বর্ত্তমান জানিবে এবং সমুদায় ভেদ করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে অভ্যাস করিবে; তাহা হইলে হৃদয়কে কেহ পরাজয় করিতে পারিবে না। ৫

৪৭

প্রিয়ে নাতিভৃশং হৃষ্যেদপ্রিয়ে ন চ সংজ্বরেৎ। ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ ॥ ৬

'প্রিয়ে' প্রাপ্তে 'অতিভৃশং' অত্যর্থং 'ন' 'হৃষ্যেৎ' ন মোদেত 'অপ্রিয়ে' 'চ' 'ন' 'সংজ্বরেৎ' ন গ্লায়েৎ'। 'অর্থকৃচ্ছ্রেষু' অর্থাভাবহেতুকেষু বহুষ্বপি কষ্টেষু সৎসু 'ন মুহ্যেৎ' ন মুগ্ধোভবেৎ। 'ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ'। ৬

প্রিয় লাভ হইলে অতিমাত্র হৃষ্ট হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনা হইলেও অতিমাত্র ম্রিয়মাণ হইবেক না। ধন কষ্ট হইলে মুগ্ধ হইবেক না এবং ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবেক না ॥ ৬

প্রিয় ঘটনায় আহ্লাদে মত্ত হইবেক না এবং অপ্রিয় ঘটনায় বিষাদে নিমগ্ন হইবেক না। অতিমাত্র হর্ষ ও বিষাদ উভয়ই বিবেকশক্তিকে অপহরণ করে; অবিবেকী মনুষ্য কার্য্যাকার্য্য বিমূঢ় হইয়া নানা অনর্থে নিপতিত হয়। ঈশ্বরকে সকলের মূলাধার জানিয়া সম্পৎকালে নম্র হইয়া থাকিবেক এবং বিপৎকালে ধর্ম্মের অনুগত হইয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিবেক। যে সকল অপ্রিয় ঘটনা অপ্রতিবিধেয়, তাহা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বহন করিবেক। ইহাও বিচার করিয়া দেখিবেক, আমরা যাহা প্রিয় ভাবিয়া উল্লসিত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর না হইতে পারে এবং যাহা অপ্রিয় ভাবিয়া ভীত হইতেছি, তাহা বাস্তবিক হিতকর হইতে পারে। দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত হইলে দুর্ব্বল-হৃদয় মনুষ্য ন্যায়পথ অতিক্রম করিয়া জীবিকা লাভের চেষ্টা পায়; কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইয়া যায় যে, এক্ষণে যাহা দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় বলিয়া মনে হই-

ভেছে, পরিণামে তাহাই ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত করিয়া দিবে। অতএব যদি দুঃখের ভয়ে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ভগ্ন হইয়া যায়, তথাপি ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে অপবিত্র করিবেক না। ৬

৪৮

সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে রূপং সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে বলম্। সন্তাপাদ্ভ্রশ্যতে জ্ঞানং সন্তাপাদ্ব্যাধিমৃচ্ছতি ॥ ৭

'সন্তাপাৎ' সন্তাপেন হেতুনা 'ভ্রশ্যতে' নশ্যতি 'রূপং' তথা 'সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে বলং'। 'সন্তাপাৎ ভ্রশ্যতে জ্ঞানং' 'সন্তাপাৎ ব্যাধিং' 'ঋচ্ছতি' প্রাপ্নোতি। ৭

সন্তাপেতে রূপ যায় সন্তাপেতে বল যায়, সন্তাপেতে জ্ঞান যায় এবং সন্তাপেতে ব্যাধিকে প্রাপ্ত হয়। ৭

যাহাতে মনস্তাপ ও হৃদয়-বেদনা ভোগ করিতে হয়, এমন ঘটনা সংসারে প্রতিনিয়তই উপস্থিত হইতেছে। লঘুচিত্ত মনুষ্যগণ তাদৃশ ঘটনায় মনস্তাপে অভিভূত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট, বলভ্রষ্ট, বুদ্ধি ভ্রষ্ট ও রোগাক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করে। অতএব মনের মধ্যে অত্যন্ত সন্তাপ উপস্থিত হইতে দিবে না। সন্তাপের কারণ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্য ও বিবেচনা পূর্ব্বক আপনাকে রক্ষা করিবেক। সকল ঘটনাই কোন না কোন বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দান করে, অতএব মনস্তাপে অধীর হইয়া সেই মঙ্গলজনক শিক্ষা লাভে বঞ্চিত থাকিবেক না। অনেক সন্তাপ আমাদের নিজ দোষে উৎপন্ন হয়; অতএব তাহাতে হতচেতন না হইয়া আপনার দোষ সংশোধনে যত্নবান্ হইবেক। হৃদয়মন্দিরে অনবরত বিরাজিত আনন্দময় ঈশ্বরের সহবাস সর্ব্ব প্রকার সন্তাপের মহৌষধ জানিবে; তাঁহাকে ধ্যান করিয়া, তাঁহার নিকট আত্ম দুঃখ নিবেদন করিয়া এবং তাঁহার নিকট শান্তি প্রার্থনা করিয়া সমুদায় হৃদয়-জ্বালা নির্ব্বাণ করিবেক এবং প্রফুল্ল চিত্তে সংসারে অবস্থান করিবেক। ৭

মনুষ্য জীবন ও ঈশ্বরোপাসনা।

সর্ব্ব-নিয়ন্তা মঙ্গলময় ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্মিলন আত্মার সহজ সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা। মনুষ্যের আত্মা জড়ের ন্যায় অচল নহে; যন্ত্রের ন্যায় ক্রিয়াশীলও নহে; অথবা ইতর জন্তুর ন্যায় সংস্কার-পরতন্ত্র নহে। মনুষ্য প্রজ্ঞাবান্ স্বাধীন শক্তিমান্ জীব। মনুষ্যের জ্ঞান ভোগ ও ক্রিয়াকলাপ অসংখ্য প্রকার। সমুদায় বাহ্য প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতি—সমস্ত পৃথিবীর ঘটনাবলী এবং মনুষ্যের সকল প্রকার কর্ত্তব্য মনুষ্যের জ্ঞানের বিষয়। শৈশব যৌবন ও বার্দ্ধক্য—জরা ব্যাধি ও মৃত্যু—আহার বিহার ও নিদ্রা, হর্ষ শোক ও ভয়, তৃপ্তি শান্তি ও আমোদ মনুষ্যের ভোগের বিষয়। এবং প্রেম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, পরের উপকার, সমাজের উন্নতি ও দেশের মঙ্গল, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য মনুষ্যের কার্য্যের বিষয়। অপর জন্তুগণ যেমন কেবল সংস্কারবশতঃ কর্ম্ম করে, মনুষ্যের ভাব ও গতি সে রূপ নহে। দিনচর পক্ষীগণ কি শীত কি বসন্ত, সন্ধ্যা সমাগত হইলেই কুলায়ে আসিয়া নিদ্রা যায়; কোন মনুষ্য হয় তো সেই সময়েই সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ণ শশধরের উদয় ও দিঙ্মণ্ডলের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে পরমাহ্লাদে অর্দ্ধেক রজনী অতিবাহিত করে। পশুগণ হয় তো সন্তানের আহার্য্য দ্রব্য ছাড়াইয়া লইয়াও ভক্ষণ করে, কিন্তু কত স্ত্রী সন্তানের পোষণ নিমিত্ত আপনি নিরাহারে থাকিয়া শরীরপাত করিয়া থাকে

এই রূপ হৃদয় মন ও প্রবৃত্তি লইয়া মনুষ্য এই সংসার মধ্যে কেবল আপনাকে দেখিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে ইহা কখন সম্ভাবিত

নহে। যাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি— যাহা হইতে সূর্য্য চন্দ্রের এমন গরিমা ও শোভা, যাহা হইতে আত্মার এমন জ্ঞান শক্তি ও মহত্ত্ব, মনুষ্য আপনা হইতে তাঁহারই দিকে ধাবিত হয়। ইহাই ঈশ্বরোপাসনার মূল।

সংসারের সহিত বা পার্থিব কোন পদার্থের সহিত আত্মার সখিতা হয় না। এই যে কএক দিন মনুষ্য পার্থিব শরীর অবলম্বন করিয়া এখানে অবস্থিতি করিতেছে ইহার মধ্যে এক দিনের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্য মনুষ্যের স্বচ্ছন্দে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কত বিঘ্ন বিপত্তি, কত রোগ শোক, কত ভয় প্রলোভন মনুষ্যকে পদে পদে প্রতিঘাত করে, তাহার সংখ্যা নাই। এই অনিত্য সংসারে কিছুতেই মনুষ্য সুস্থতা ও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য সে আর সমুদায় অগ্রাহ্য করিয়া সেই রসস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করে। আত্মার মধ্যে এত ক্ষোভ ও বিষাদ আছে যে ঈশ্বর হইতেই তাহার তৃপ্তি ও শান্তি লাভ হইয়া থাকে। আত্মার এমন সকল রোগের উৎপত্তি হয়, ঈশ্বরই কেবল সেই সকল রোগ নিবারণ করিতে পারেন। জীবনপ্রবাহ-মধ্যে আত্মার এত কথা উপস্থিত হয়, যাহা কেবল ঈশ্বরের নিকটেই নিবেদন করিতে পারা যায়। আত্মার এত দুঃখ আছে, যাহার জন্য কেবল ঈশ্বরের নিকটেই ক্রন্দন করা সঙ্গত হয়। কত ভয়ে ঈশ্বর আমাদিগকে নির্ভয় করেন। কত দুর্ভর ভারে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত হই। কত শঙ্কটে কেবল ঈশ্বরপ্রসাদেই আমরা পরিত্রাণ পাইয়া মুক্ত হই। যে ঈশ্বর হইতে আত্মার এই রূপ সুখ শান্তি ও আরোগ্য মুক্তি সকলই লাভ হয়, সে ঈশ্বরে আত্মার সমাধান—সে ঈশ্বরের প্রসাদ প্রার্থনা এবং তাঁহার নিকট মনের কথা নিবেদন করা আত্মার জীবনস্বরূপ বিবেচিত হইয়া থাকে।

সাধক প্রথমতঃ নিম্ন দেশে সংসারের অগণ্য বিচিত্রতা, আশ্চর্য্য কৌশল ও সর্ব্বত্র মঙ্গল-সঞ্চার এবং ঊর্দ্ধে দিকে নভোমণ্ডল, সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাবলী এক একটী করিয়া দর্শন করে ও তাহার মধ্যে ঈশ্বর তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের পরিপাকাবস্থায় এ সকলই মনুষ্য এক দৃষ্টিতে দেখিতে পায়। এই বিশ্বরাজ্য মধ্যে সেই পরমার্থ রাজ্য। তত্ত্ববিৎ ভক্তিমান্ ব্রহ্মোপাসক সেই রাজ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রেম সদ্ভাব ও আনন্দ, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য এবং সাধুতা শ্রেষ্ঠতা ও মহত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় স্বর্গীয় ভাব মিশ্রিত কি এক অপূর্ব্ব রঞ্জনে চতুর্দ্দিক সুরঞ্জিত দেখেন, তাহা মানবরসনা বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না। সেই পরমার্থ রাজ্যের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের সিংহাসন। মানব আত্মা সেখানে উপস্থিত হইয়া অশোক অদীনাত্ম এবং শোভা ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয় এবং মঙ্গলময় ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়।

প্রথম বয়সে মনুষ্য ঈশ্বরের ভাব অতি অল্পই বুঝিতে পারে। কএক বর্ষ পূর্ব্বে যাহার জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সে ইহারই মধ্যে দুরবগাহ আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বর তত্ত্ব কেমন করিয়া বুঝিতে পারিবে। পরে ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। অধিক বয়স পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করে নাই, তাহার চিত্তে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানের কলিকা প্রস্ফুটিত হইতে না পাইয়া মুকুলিত থাকে। ক্রমশঃ এই জ্ঞানের উন্মেষ হয়। তাহাতে আবার মনুষ্যের মন অতিশয় চঞ্চল; মনের সঞ্চরণ-

স্থানও সহস্র প্রাকার, তাহা প্রথমেই কথিত হইয়াছে। অতএব এই অবস্থার মধ্যে— এই বাহ্যিক ও আন্তরিক তরঙ্গ-মালার মধ্যে ধ্রুব তারা স্বরূপ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিলে মন উচ্ছৃঙ্খল ও অনায়ত্ত হইয়া পড়ে। পাপাচরণ দ্বারা মন আরো অধোগামী ও ধর্ম্মবিমুখ হইতে থাকে। এই জন্য নিয়মিত কালে নিয়মিত রূপে ঈশ্বরোপাসনা আবশ্যক হয়। মনুষ্যের এমন অনেক অবস্থা আছে যে, তখন কেবল উপাসনাই যষ্টিস্বরূপ হইয়া মনুষ্যকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করে। তত্ত্ব করিবে, চিন্তা করিবে, সাধুদিগের সংসর্গে ভ্রমণ করিবে এবং সমাজে গিয়া ঈশ্বরের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। উপাসনা করিতে করিতে এক এক দিন মনুষ্যের এক একটি ধর্ম্মকলিকা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, এক একটি হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হইয়া যায় এবং এক একটি সৎপ্রবৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, দুর্ব্বল ও সবল সকল ব্যক্তিই উপাসনা দ্বারা মনের সকল অবস্থা হইতে উন্নতিতে উত্থিত হইয়া জ্ঞান প্রেম ও ভক্তি উপার্জ্জন করিয়া শান্তি ও আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন এবং পরিশেষে ঈশ্বরপ্রসাদে তাঁহাকে লাভ করিয়া আপ্তকাম হন। উপাসনাতেই জীবন পবিত্র হয়, চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, ভাব অমায়িক হয়, ও ধর্ম্মনিষ্ঠা অটল হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সাফল্য ও আশা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারত বর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গ দেশে এক্ষণে অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন উপস্থিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা দ্বারা সকলেরই চিন্তাবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে; শত্রুভাবেই হউক আর মিত্রভাবেই হউক, অনেকেরই দৃষ্টি ইহার উপর নিপতিত হইয়াছে। যে ব্যক্তির নিকটে, যে সভাতে, যে লোকের মধ্যে কখনও ধর্ম্মের নাম শ্রবণ করা যায় নাই, অথবা যাহাদিগের নিকট ধর্ম্ম একটি বিবেচ্য বিষয় বলিয়া পরিগণিত ছিল না, তাহারাও ধর্ম্মের আন্দোলনে আন্দোলিত হইতেছে। ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক, পাপ, পুণ্য, মুক্তি প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সকল বৃদ্ধ বালক ও অন্তঃপুর বাসী স্ত্রীলোকদিগকেও গভীর আলোচনাক্ষেত্রে উপনীত করিয়া দিয়াছে। এই সকল চিহ্ন ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই আন্দোলনের মধ্যে অসার কথা, অযৌক্তিক মত ও অনিষ্টকর প্রস্তাব সকলও ভূরি পরিমাণে প্রচারিত হইতেছে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে গভীর সত্য সকলও যথেষ্ট রূপে আবিষ্কৃত হইতেছে; অনেক সাংঘাতিক দোষ সংশোধিত হইতেছে; ও অনেক বিষয়ের ন্যূনতা পরিহৃত হইবার উপায় হইতেছে। শবের ন্যায় জনসমাজের স্তব্ধতা প্রার্থনীয় নহে; তদ্দ্বারা লোকদিগের অন্তঃসার ক্রমেই ক্ষীণ হইতে থাকে। এক্ষণে স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ মত প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে; এই জন্য যে কোন মত, যে কোন ভাব ও যে কোন কার্য্য নিঃশঙ্ক ভাবে ও নির্ব্বিচারে চলিয়া যাইতে পারে না; এই জন্য এক্ষণে যাহা ইচ্ছা বলিয়া ও যাহা ইচ্ছা করিয়া কেহ পার পাইতে পারে না। ইহা অবশ্যই শুভ চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই বর্ত্তমান আন্দোলন যেমন লোকের মনে নূতন নূতন ভাবের [illegible] করিয়া দিতেছে, সেই রূপ ইহার দ্বারা আচার ব্যবহারের সংশোধন হইতেছে।

ক্রিয়াকাণ্ডের সংশোধন হইতেছে ও সামাজিক ভাবের সংশোধন হইতেছে। সংবাদ পত্র সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া যে ভাবে আন্দোলন করুক, তাহা দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম আর কাহারও উপেক্ষণীয় নহে। ব্রাহ্মেরা যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, অন্য লোকে তাহার কোন সংবাদই লইতেছেন না, এরূপ হইলে ব্রাহ্মগণের আশা সংকুচিত হইয়া থাকিত। কি হিন্দুগণ, কি খৃষ্টীয়গণ, কি স্বেচ্ছাচারী দল যাহাদিগের নিকট ব্রাহ্মসমাজ যত আঘাত সহ্য করিতেছে, ততই ইহার আভ্যন্তরিক বল বৃদ্ধি পাইতেছে; রামমোহন রায়ের সময় অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তের ইতিহাস আলোচনা করিলেই ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অতএব স্বপক্ষ হইতেই হউক, আর বিপক্ষ হইতেই হউক, ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া যাহা কিছু আন্দোলন হইতেছে, তাহাতেই ব্রাহ্মগণের কল্যাণ লাভ হইবে।

যদিও নানা লোকে নানাবিধ মত প্রচার করিতেছে ও নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আপন আপন মতের সমর্থন করিতেছে, তৎসমুদায়ের ভাল মন্দ বিচার করা অনেকের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে; যদিও পরস্পরবিরুদ্ধ এমন সকল প্রস্তাব উপস্থিত হইতেছে যে, তাহার কোনটিতেই আপাততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্ম হানি দৃষ্টি-গোচর হয় না; কিন্তু আপনার, পরিবারের ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণের সহিত তাহার গূঢ়রূপে সম্বন্ধ আছে, সেই সকল বিষয়ে কি রূপ চলিলে ব্রাহ্মদিগের ও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশের পক্ষে যথার্থ মঙ্গল হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করা অনেকের পক্ষে কঠিন হওয়াতে অনেকে ধর্ম্ম রক্ষাতেও অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, তথাপি আমরা বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত আর কিছুতেই রুদ্ধ হইবার নহে। ব্রাহ্মগণের সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, কেবল ইহা দেখিয়াই যে এই আশা হইতেছে, এরূপ নহে; যেরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্ম জনসমাজে সমাদৃত হইবে, জনসমাজ ক্রমে ক্রমে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে।

অনেকের আত্মাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তাঁহাদিগের কার্য্যে সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের আলাপে,ভাবে ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি মমতা প্রদর্শনে তাহা স্ফুটিত হইয়া পড়িতেছে। ব্রাহ্মগণের সমাজ যে রূপ হইলে তাঁহারা অসংকোচে মিলিত হইতে পারেন, ব্রাহ্মেরা অদ্যাপি সে রূপ করিয়া সমাজ বন্ধন করিতে পারেন নাই। ইহাতে যদিও তাঁহাদিগেরই ত্রুটি প্রকাশ পাইতেছে, কেন না আপনারাই ইচ্ছামত সমাজ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে ইহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না, তথাপি তাহা লইয়া এস্থলে বাদানুবাদ করিতেছি না; কেবল এই মাত্র কহিতেছি যে, বাহিরে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে,তাহা অপেক্ষাও প্রবল বেগে এদেশের হৃদয় মধ্যে ইহা প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

দেশ সাধারণ জল বায়ু প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের অবস্থা যে পরিমাণে স্বাস্থ্য জনক হয়, সাধারণ লোকেও সেই পরিমাণে সুস্থতা সুখ ভোগ করিয়া থাকে, সেই রূপ সকল দেশেই সময়ে সময়ে জনসমাজের এক এক প্রকার ভাব উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থায় যে সকল লোক জন্ম গ্রহণ ও জীবন ধারণ করে, কেহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান না করিলেও জনসমাজের সেই অবস্থা তাহাদিগের মনকে শিক্ষা দিতে থাকে। যে সময়ে এ

দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইতেছিল, তখন দেশসাধারণ সকলেরই চিত্ত তাহার দিকে অবনত ও আপনার আপনার চির-সেবিত মতের প্রতি শ্লথাদর হইয়াছিল। যখন শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণ বৈদান্তিক মত লইয়া ভারত বর্ষে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন, তদবধি প্রায় সকলেরই চিত্ত সেই মতের প্রতি অবনত হইয়া আছে। সকলেই যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধমতে ও বৈদান্তিক মতে শিক্ষা লাভ করিত, তাহা নহে; তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিষয়ক মত এমনি প্রবল রূপে আন্দোলিত হইয়াছিল যেন আপনা হইতে সাধারণের মন তাহাতেই প্রস্তুত হইতে লাগিল। এ ক্ষণে অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সকলেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু জনসমাজের ভাব এই রূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে যে, এ সময়ে যাহারা ভারত বর্ষে জন্ম গ্রহণ করিতেছে, তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ না করিলেও জনসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। অতএব এই চল্লিশ বৎসর যে এ দেশে ধর্ম্মের নূতন আন্দোলন চলিতেছে, স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কত লোক কত স্থানে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, কত পুস্তক ও পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা আমরা যে কতকগুলি প্রকাশ্য ব্রাহ্মই লাভ করিয়াছি, এরূপ নহে; ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ জনসমাজের ভাবকে এরূপ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে যে, ইদানীন্তন লোকদিগের চিত্ত অজ্ঞাতসারেও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অভিমুখীন হইয়া উঠিতেছে। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মগণ এই শিক্ষা লাভ করুন যে বারম্বার বিফলপ্রয়াস হইলেও নিরাশ ও নিরুৎসাহ না হইয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনে পরিশ্রম করিতে হইবে। কোন গুরুতর বিষয় সিদ্ধ করিতে হইলে হঠাৎ সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, কোন চেষ্টাই বিফল হইবার নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন্ ধর্ম্ম এ দেশে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইবে? ব্রাহ্মধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া আর কোন্ ধর্ম্ম এখানে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে? সত্য বটে, ধর্ম্মবিষয়ক কুসংস্কার অদ্যাপি প্রবল রূপে অধিকাংশের মন অধিকার করিয়া আছে, সত্য বটে, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি বিচিত্র ধর্ম্ম সকল ভারত বর্ষে বিচিত্র ভাষার ন্যায় লোকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু কেবল আমরা কহিতেছি না; সেই সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণ আপনারাই অনুভব করিতেছেন যে তাঁহাদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মেরা আশা ও উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকুন; কিছুতেই ক্ষান্ত হইবেন না।

প্রেরিত।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্মানুষ্ঠানের কারণ, এবং তাহার ফল বিষয়ক স্বপ্ন।

১। একদা রজনীতে, আমি শয়ন করিয়া মনে মনে সংসারের রীতি নীতি এবং মনুষ্যের স্বভাব ও আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিতেছিলাম; ইত্যবসরে নিদ্রা দেবী, অল্পে অল্পে আমার নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন। আমার দেহ আলস্যে অবশ হইয়া আসিল। আমি প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কি অপূর্ব্ব ব্যাপারই দেখিলাম! এমত অদ্ভুত ব্যাপার আমি কখনও দেখি নাই; আমার বোধ হইল আমি যেন এক অসীম ভূভাগের উপর উপস্থিত হইয়াছি। সেই অসীম ভূভাগের

মধ্য স্থলে এক সুবিস্তীর্ণ অরণ্য রহিয়াছে। সেই অরণ্যের বিচিত্র শোভা ও অনুপম রমণীয়তার বিষয় কি বলিব। দেখিলেই সহজে সকলেরই নয়ন মন বিমোহিত হয়। আমি অরণ্যের এই প্রকার বিচিত্র শোভা ও পরম রমণীয়তা সন্দর্শন করিয়া অনিমিষ-লোচনে তাহা দৃষ্টি করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, অরণ্য সন্নিধানে বিস্তর লোকের জনতা হইয়াছে; এমন কি, আমার বোধ হইল যেন সকল মনুষ্যই সেখানে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। তাহারা অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া মহা কোলাহল করিতেছে। এমন সময়ে সহসা তাহাদের অন্তর বিদীর্ণ করিয়া দুই জন তেজস্বী পুরুষ বহির্গত হইলেন। ইহাঁরা দুইজনেই প্রিয়-দর্শন ও মধুর মূর্ত্তি। কিন্তু এক জন লোল-চর্ম্ম বিশিষ্ট বৃদ্ধ, ইনি অতি শান্ত ও মৃদু-মধুর-ভাষী। আর এক জন মধ্যম বয়স্ক-হৃষ্ট পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও পূর্ণ-যৌবনান্বিত; সুতরাং আপাততঃ দর্শনমাত্রই ইহাঁর যেরূপ অলোক রূপমাধুরী লোকের মন আকর্ষণ করিতে লাগিল, বৃদ্ধের রূপমাধুরী সেরূপ নহে। কিন্তু, তা বলিয়া বৃদ্ধের রূপের লোকার্ষণী শক্তিও সামান্য নহে। যে এক বার বৃদ্ধের লাবণ্য-রসের যথার্থ আস্বাদন করিতে সমর্থ হইতেছে, সে আর কোন ক্রমেই তাহা বিস্মৃত হইতে পারিতেছে না। যাহা হউক ইহাঁরা সেই বিস্তীর্ণ জন-সমাজের উপরে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহারা যাহাদিগকে স্ব স্ব রূপ লাবণ্যের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে দেখিতে পাইলেন, তাহাদিগকে সমানীত করিয়া দুইটী পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন, ইহাতে তাহাদের মধ্যে দুইটী প্রধান দল হইল। সেই দুই দলের মধ্যে একটি দল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

২। অনন্তর সেই হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ মধ্যমবয়স্ক ব্যক্তি, যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য বা বলিতে পারি না, অন্য কোন কারণে, প্রচণ্ড বলবিক্রম প্রকাশ ও নানা-বিধ মিষ্ট সম্ভাষণ করত, স্বীয় মনোনীত দল-বদ্ধ লোকদিগের হস্ত বল-পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া, স্বীয় সম্মুখস্থিত অনতি-দূরে ছয়টি বিস্তীর্ণ ও সুপ্রশস্ত পথের সন্নি-কটে লইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম, ঐ ছয়টি পথের সম্মুখ ভাগে এক একটী পরমা সুন্দরী রমণী মনোহর বিবিধ মণি-ময় রত্ন-খচিত ভূষণে বিভূষিত হইয়া এক একটী পরম রমণীয় সিংহাসনে উপ-বেশন করিয়া বীণা যন্ত্র সহকারে সুম-ধুর স্বরে গান করিতেছে। আগন্তুক যাত্রী-গণ তাহা শ্রবণ করিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া যাইতেছে। পরে সেই মধ্যমবয়স্ক ব্যক্তি, সেই যাত্রীদিগকে ঐ সকল রমণী করে সমর্পণ করিলেন। ঐ সকল রমণী তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর নেতৃ-স্বরূপ হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং যাত্রীগণ পথি মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ লাভ করিতে পারিবে, এই নিমিত্ত তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দশ দশটী করিয়া দাস দাসী নিয়োজিত করিয়া দিলেন; আর যাত্রীদিগকে কহিয়াদিলেন যে "যাত্রীগণ! যখনই তোমাদের সুখ সম্ভোগ লাভ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখনই এই সকল দাস দাসীদিগকে আদেশ করিবে, ইহারা অনতিবিলম্বে প্রাণপণে তাহার সম্যক্ আয়োজন করিয়া তোমাদের সুখ সাধন করিয়া দিবে, অধিক কি বলিব; ইহারা তোমাদের এমনি অনুগত ও পদানত হইয়া থাকিবে যে, তোমরা কখন্ কি বল, এই নিমিত্ত তাহারা তোমাদের সুখের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া থাকিবে। অতএব আর

কেন, অমূল্য সুখ-রত্ন সম্ভোগ করিবার কালকে বিফলে বিগত কর। এই ক্ষণে সকলে তৎপর হইয়া সম্মুখস্থিত এই সকল পরম রমণীয় সুখময় পথ অবলম্বন করিয়া গমন কর। আমিও তোমাদের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া তোমাদিগকে পথের রমণীয়তা প্রদর্শন করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি অগ্রে অগ্রে গমন করিলে পর, আর সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

৩। এই রূপে তাহারা যে ছয়টী পথে গমন করিতে লাগিল, সেই সকল পথ যে কি রূপ মনোহর তাহা অনির্ব্বচনীয়। পথ সকল অরণ্য কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহা বিস্তৃত ও সুপ্রশস্ত, এবং তাহাদের দুই পার্শ্বে শ্রেণী-বদ্ধরূপে নানা জাতি পরম রমণীয় তরু সকল রহিয়াছে, ইহাতে স্বভাবতই এক প্রকার অদ্ভুত শোভা প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে আবার, সেই সকল বৃক্ষ বিচিত্র লতায় আচ্ছাদিত ও পরস্পর দুই পার্শ্বের তরু শাখাতে সংলগ্ন হইয়া যেন চন্দ্রাতপ তুল্য শোভা প্রকাশ করিতেছে; ইহাতে সেখানে সূর্য্যের কিরণ ও আলোক কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। সেখানে মৃদুমন্দ ভাবে সুখময় সুস্নিগ্ধ সমীরণ অনুক্ষণ সঞ্চরণ করিতেছে। মধুরকণ্ঠ বিচিত্র বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে স্ব স্ব স্বর-সুধা বর্ষণ করত যাত্রীগণের চিত্তকে পরম আহ্লাদে পরিপূর্ণ করিতেছে; এবং চিত্ত বিনোদন বিচিত্র বর্ণ চিত্রিত-পুচ্ছ শিখীগণ শাখীতে বসিয়া আনন্দ-মদোন্মত্ত হইয়া নিত্য নিত্য নৃত্য করিতেছে,; তখন সেস্থানে যে কি অপূর্ব্ব রমণীয়তা ও অনুপম সুচারু শোভা সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে, তাহা কি বাক্যেতে বলিয়া শেষ করা যায়? না মনেতে সম্যক্ অনুভব করা যায়?

৪। যাহা হউক, আমিও একান্ত কৌতূহলাভিভূত হইয়া তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলাম, সেই সকল পথের মধ্যে মধ্যে এক একটী পরম-রমণীয় অট্টালিকা আছে। যাত্রীগণ তাহাতে সমস্ত স্বগণ সমভিব্যাহারে অর্থাৎ ঐ সকল দাস দাসী ও ষোড়শী রূপসী নারীগণ প্রভৃতির সহিত প্রবিষ্ট হইয়া আপনাদিগের কৃতার্থতা ও পথ-ভ্রমণ-পরিশ্রমের সার্থকতা জ্ঞান করিয়া মনের আনন্দে এই প্রকার অপার সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিল যে, ঐ অট্টালিকার অগ্রে তাহাদের সম্মুখ ভাগে যে এক বিস্তীর্ণ সাগর এবং তাহার পর পারে যে এক অত্যুচ্চ স্বর্ণমন্দির রহিয়াছে, তৎ প্রতি এবং আপনাদের প্রকৃত পরিণামাবস্থার প্রতি ভ্রমেও একবার ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। এক প্রকারে তাহারা সেই স্থানে কেহ পঁচিশ কেহ বা ত্রিশ, চল্লিশ, অথবা কেহ ষাটি সত্তর, আর যে অত্যন্ত অধিক সে এক শত বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে অপার আনন্দ লাভ করিতেছে। কিন্তু কাহাকেও আমি শত বৎসরের অধিক তথায় অবস্থান করিতে দেখিতে পাইলাম না।

৫। এই প্রকারে যাত্রীগণ, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ চিত্তে অপার সুখ সম্ভোগ লাভ করিতেছে, এমত সময়ে অকস্মাৎ একটা বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, এক গাছি বৃহৎ, সুদৃঢ়, অকাট্য ও অপরিবর্ত্তনীয় রজ্জু হস্তে করিয়া তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। এই বিকটাকার পুরুষ কে এবং কোথা হইতে সহসা উপস্থিত হইল; আমি তাহা নিশ্চয় কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার বোধ হইল এ যেন তাহাদের এক সঙ্গে একই গৃহে লুক্কায়িত ভাবে এত দিন অব-

স্থান করিতেছিল, আজি যেন কোন সুযোগ বা বিশেষ কারণ পাইয়া সহসা আবির্ভূত হইল। যাহা হউক, যাত্রীগণ তাহার বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিয়াই, একেবারে ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রকম্পিত ও বিস্মিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং তখন তাহাদের সেই পথ প্রদর্শিনী নারী ও সুখসাধক ও সুখসাধিকা দাস দাসীগণ প্রভৃতি সকলেই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিল। পরে সেই বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গি প্রদর্শন পূর্ব্বক দন্তে দন্তে ঘর্ষণ পুরঃসর আরক্ত ও ঘূর্ণায়মান লোচনে উদ্যত বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর গম্ভীর ভীম নাদ করত স্বীয় করস্থিত রজ্জু দ্বারা তাহাদের কণ্ঠ দৃঢ়পাশে বন্ধন করিয়া উপরি উক্ত সাগরাভিমুখে টানিতে লাগিল। আহা! এই রূপে যখন তাহারদিগকে সাগরাভিমুখে টানিতে লাগিল, তখন একটা প্রকাণ্ড ভীষণাকার আশীবিষ আসিয়া তাহাদিগকে বারম্বার দংশন করিতে লাগিল। আহা! সেই অশীবিষের বিষময় দংশনের বিষম ভয়ঙ্কর যাতনায় তাহারা অস্থির হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল "হায়! হায়! কি হইল!" বলিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে ও আর্ত্তস্বরে বিলাপ ও রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর, যখন তাহাদিগকে সমুদ্রে আনিয়া নিক্ষেপ করিল, তখন একটা বৃহদাকার কুম্ভীর আসিয়া একে একে তাহাদের সকলকে গ্রাস করিল। আমি দূর হইতে এই সকল শোচনীয় ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া, আর সেখানে থাকিতে পরিলাম না; একান্ত ভয় ও দুঃখাভিভূত হইয়া অবিলম্বেই তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে দ্রুত বেগে পশ্চাৎপলায়ন-পরায়ণ হইলাম।

৬। এই রূপে, আমি একান্ত ভয়াভিভূত হইয়া, দ্রুতবেগে গমন করিতে করিতে শীঘ্রই সেই পথ অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে আমার পূর্ব্বদৃষ্ট বৃদ্ধ ব্যক্তি যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া, আমি দেখিলাম, সেই লোলচর্ম্মবিশিষ্ট বৃদ্ধ, বৃদ্ধতাবশতঃ সামর্থ্য বিহীন বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক আস্তে আস্তে পদনিক্ষেপ করিয়া, সমধিক স্নেহ ও প্রীতি পূর্ব্বক স্বীয় মনোনীত ব্যক্তিদিগের কর ধারণ করত সম্মুখস্থিত অনতিদূরে পরস্পর আসন্ন তিনটি পথে লইয়া গেলেন। আমি বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, পূর্ব্বে যে সকল পথে গিয়াছিলাম এবং তাহাদের যে রূপ রীতি নীতি সন্দর্শন করিয়াছিলাম, এই সকল পথের সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। পূর্ব্বদৃষ্ট পথ সকল যেমন সরল, রমণীয় ও সুখজনক এই সকল পথ সে রূপ নহে, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ সরল ও সহজ নহে, প্রত্যুত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অনৃজু, জটিল, দুর্গম ও দুরারোহ; এবং ইহারা রমণীয় ও সুখজনক হওয়া দূরে থাকুক, ইহাদের অধিকাংশই ভয়ঙ্কর ও বিষম কণ্টকাকীর্ণ।

৭। যাহা হউক, আমি দেখিলাম, ঐ সকল পথের সম্মুখ ভাগে এক এক জন পরম সুন্দর দৃঢ়কায় বলবান্ ব্যক্তি অবস্থান করিতেছিলেন; তিনি যাত্রীদিগকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ইহাতে তাঁহারা যথোচিত সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর যাত্রীদিগের করধারণ করত আপনাদের অভিমত পথে লইয়া গেলেন। এই রূপে তাহারা কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, সেই সকল দৃঢ়কায় বলবান্ পুরুষেরা, তাহাদের সম্মুখে কতকগুলি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিলেন। এবং যাত্রীদিগকে কহিতে

লাগিলেন "যাত্রীগণ! তোমরা দেখিতেছ, তোমাদের সম্মুখে এই যে সুদৃঢ় ও সুতীক্ষ্ণ বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্র সকল রহিয়াছে; ইহার মধ্যে ত্রিবিধ অস্ত্র আছে, তোমরা সকলেই ঐ ত্রিবিধ অস্ত্র গ্রহণ কর এবং দৃঢ় রূপে তদবলম্বন করত পথে গমন কর; তাহা হইলে তোমরা, পথের বিঘ্ন বিপত্তিরূপ কণ্টক সকল অতিক্রম করিয়া অনায়াসে ও নিরাপদে পরমানন্দ ভোগ করিতে করিতে আপনাদিগের গন্তব্য স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া অপার শান্তি লাভ করিবে।" তাঁহাদের এই কথা শ্রবণমাত্র, যাত্রীগণের মধ্যে অনেকেই তত্তাবৎ অস্ত্র বাছিয়া গ্রহণ করিল। আর অবশিষ্টগণের মধ্যে কেহ কেহ বা দুই এক খানি মাত্র গ্রহণ করিল, কিন্তু অনেকেই এক খানিও গ্রহণ করিল না, নিরস্ত্র হইয়া গমন করিতে লাগিল।

৮। এই রূপে তাহারা গমন করিলে পর আমিও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম এবং দেখিলাম, যাহারা আদৌ একটিও অস্ত্র গ্রহণ করে নাই, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ভাবে গমন করিতেছিল, তাহারা দুই চারি পদ গমন না করিতে করিতেই স্খলিতপদ ও ভয়ঙ্কর কণ্টকে পতিত হইয়া এমনি আহত, ক্ষত বিক্ষত ও বিষম যন্ত্রণাগ্রস্ত হইল যে তাহারা সম্মুখ দিকে আর এক পদও চলিতে পারিল না, পশ্চাৎ ভাগে পলায়ন করিতে লাগিল। আর যাহারা দুই এক খানি অস্ত্র লইয়া গমন করিতেছিল, তাহারা তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া সেই প্রকার আহত ও বিষম যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। কিন্তু যাঁহারা ত্রিবিধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের পদস্খলন হইয়া সে রূপ আহত ও বিষম যন্ত্রণাগ্রস্ত হইতে হইল না। কিন্তু স্বভাবত পথের নিতান্ত সংকীর্ণতা, জটিলতা, দুর্গমতা এবং কণ্টকের আতিশয্য বশতঃ মধ্যে মধ্যে এক এক বার তাঁহারা পদস্খলিত হইয়া কণ্টকে পতিত হইতে লাগিলেন; ইহাতে তাঁহাদের শরীর তাদৃশ আঘাত প্রাপ্ত হইল না এবং তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাকুলিত ও ভগ্নোৎসাহও হইলেন না। ব্যাকুলিত ও ভগ্নোৎসাহ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না; বরঞ্চ, কি নিমিত্ত! তাঁহারা আরও অধিকতর উৎসাহিত চিত্তে আপনাদিগের করস্থিত ঐ অস্ত্রত্রয় দ্বারা পথের বিঘ্ন বিপত্তিরূপ কণ্টকাদি কর্ত্তন ও নিরাকরণ পুরঃসর স্বচ্ছন্দে গমন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে গমন করিলেও তাঁহাদের নানা কষ্ট ও দুঃখ ভোগ হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই সকল কষ্টের মধ্যেও তাঁহাদের মুখমণ্ডলের যে প্রকার ভাব দেখিলাম তাহাতে বোধ হইল, যেন ইহাঁরা কি অপার আনন্দ লাভ করিতেছেন! তাঁহাদের এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া অনতিদূরবর্ত্তী অন্যপথবাহী লোকেরা তাঁহাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিয়া উপহাস ও ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। যাহা হউক, অনন্তর তাঁহারা সেই অরণ্য অতিক্রম করিয়া, আমি প্রথম পথের প্রান্তভাগে যে বিস্তীর্ণ সাগর সন্দর্শন করিয়াছিলাম তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। পরে এক দীর্ঘ বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটি পরম রমণীয় অত্যুৎকৃষ্ট কাগজে, উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত লিপি প্রদান করিল। ঐ ব্যক্তির আকার প্রকার ও ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আমার বোধ হইল, আমি যেন পূর্ব্বে ইহাকে অরণ্যের মধ্যে কোথাও এক বার দেখিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, যাত্রীরা তাঁহাকে সন্দর্শন ও তল্লিপি প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করত কি এক

অননুভূত বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

৯। এই রূপ পত্র পাঠে অপার আনন্দ লাভ করত তাঁহারা প্রগাঢ় প্রেমভরে লিপিবাহককে আলিঙ্গন করিলেন এবং ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, তাহার সমভিব্যাহারে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সাগর-তটের যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, সেই স্থানে একটি অতি সুন্দর, সুচারু ও সুদৃঢ় তরণী আবদ্ধ ছিল; সেই তরণীতে দুই জন নাবিক ছিল, ইঁহারা তাহাতে আরোহণ করিলে পর, তাহারা ও সেই লিপি-বাহক, তিন জনে ক্ষেপণী ক্ষেপণ করত তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিঘ্নে সমুদ্র পার হইয়া তাঁহা-দিগকে পরপারস্থিত একটি অত্যুচ্চ পরম রমণীয় স্বর্ণ-মন্দিরে উপস্থিত করিলেন। অনন্তর আমি দেখিলাম, সেই স্বর্ণ-মন্দিরের মধ্য স্থলে এক সর্ব্বোচ্চ মণিময় সিংহাসনে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান পরম সুন্দর পুরুষ বিরাজমান আছেন। তিনি অতি সুমধুর স্বরে সাতিশয় সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর তাঁহাদের হস্ত ধারণ ও বারম্বার মুখ চুম্বন করত, আপনার চতুর্দ্দিকে মণিমুক্তাখচিত সুদৃশ্য ও সুকোমল অগণ্য অগণ্য যে অমূল্য আসন ছিল, তাহাতে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাইলেন। আর তাঁহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া সুমধুর স্বরে অতি পরিপাটী রূপে তদীয় অনির্ব্বচনীয় মধুময় গুণ গান করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ঐ তেজঃপুঞ্জ পুরুষের সম্মুখ ভাগে উপবেশন করিয়াছিলেন, "তাঁহাদের অকৃত্রিম শোভা দেখিয়া আমার মন মোহিত হইল। তাঁহাদের কি প্রফুল্ল বদন, সকরুণ নয়ন ও সুমধুর বচন! কি সৌজন্য! কি কারুণ্য স্বভাব! তাঁহাদের পরম পবিত্র জ্যোতিঃপূর্ণ মুখশ্রী অবলোকন করিলে অন্তঃকরণ প্রেমামৃতরসে আর্দ্র হইতে থাকে আমি এই সকল রমণীয় ব্যাপার অবলোকন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতে ছিলাম; এবং এই সকল ব্যাপারের অর্থ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া মনে মনে উৎসুক হইতেছিলাম, অমনি আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

সামবেদি-কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

বিবাহ—পাণিগ্রহণ।

৩১১ সংখ্যক পত্রিকার ৭৩ পৃষ্ঠার পর

১৮। পরে জামাতা পূর্ব্বোত্তর দিকে লিখিত সপ্ত মণ্ডলিকার নিকট বধূকে লইয়া সাতটি মন্ত্র দ্বারা ক্রমান্বয়ে আপনার বাম পদ দ্বারা বধূর দক্ষিণ পদ এক একটি মণ্ডলীতে সরাইয়া দিবেক। সাতটি মন্ত্রেরই ছন্দঃ ঋষি ও দেবতা সমান।

প্রজাপতি ঋর্ষিরেকপাদ্ বিরাট্ ছন্দো-বিষ্ণুর্দেবতা পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ এক মিষে বিষ্ণু স্ত্বানয়তু।

হে কন্যাকে 'একং' পদং 'ত্বা' ত্বাং 'বিষ্ণুঃ' 'আনয়তু' আক্রামযতু 'ইষে' অন্নলাভায়।

বিষ্ণু তোমাকে ঈশ্বর লাভের নিমিত্ত এক পদ আনয়ন করুন।

ওঁ দ্বে ঊর্জ্জে বিষ্ণু স্ত্বানয়তু।

'ঊর্জ্জে' বলায়।

বিষ্ণু তোমাকে বল লাভের নিমিত্ত দুই পদ আনয়ন করুন।

ওঁ ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণু স্ত্বানয়তু।

'ব্রতায়' যজ্ঞলাভায়।

বিষ্ণু তোমাকে যজ্ঞ লাভের নিমিত্ত তিন পদ আনয়ন করুন।

ওঁ চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণু স্ত্বানয়তু।

'মায়োভবায়' সুখায়।

বিষ্ণু তোমাকে সুখ লাভের নিমিত্ত চারি পদ আনয়ন করুন।

ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণু স্ত্বানয়তু।

'পশুভ্যঃ' পশুলাভায়।

বিষ্ণু তোমাকে পশু লাভের নিমিত্ত পঞ্চ পদ আনয়ন করুন।

ওঁ ষড্রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু।

'রায়স্পোষায়' ধনলাভায়।

বিষ্ণু তোমাকে ধন লাভের নিমিত্ত ছয় পদ আনয়ন করুন।

ওঁ সপ্ত সপ্তভ্যো হোত্রেভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু।

'হোত্রেভ্যঃ' ঋত্বিক প্রাপ্তয়ে।

বিষ্ণু তোমাকে সপ্ত পুরোহিত লাভের নি-নিমিত্ত সপ্ত পদ আনয়ন করুন।

১৯। তৎপরে পতি সপ্তপদীগতা পত্নীকে আশীর্ব্বাদ করিবেন—

প্রজাপতি ঋষিঃ সামিকী পংক্তিশ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা পাদাক্রমণানন্তরমাশাসনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সখা সপ্তপদী ভব সখ্যন্তে গমেয়ং সখ্যন্তে মা যোষা সখ্যন্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ।

হে কন্যে ত্বং মম 'সখা' সখী সহচারিণী 'ভব' 'সপ্তপদী' সপ্তপদাক্রান্তেষু অর্থেষু। 'সখ্যং তে গমেয়ং' তব সখ্য ভবেয়ং ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ 'সখ্যং তে' মধ্য সহ তব 'সখ্যং যোষাঃ' অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ 'মা' ছিন্দন্তু ইতি শেষঃ। তথ 'সখ্যং তে মাযোষ্ঠ্যাঃ, মাযঃ সুখং তদ্য উথান তত্র যোষ্ঠং তত্র ভবাঃ 'মাযোষ্ঠ্যাঃ' সুখকারিণ্যঃ স্ত্রিয়ঃ 'তে সখ্যং' ত্বয়া সহ মম সখ্যং কুর্ব্বন্তু ইতি শেষঃ।

সপ্ত পদোক্ত বিষয় সমূহে তুমি আমার সখী হও। আমি তোমার সখা হই। অন্য স্ত্রী লোক যেন আমাদের সখ্য ভাব বিচ্ছেদ না করে। সুখকারিণী স্ত্রীরা আমাদের সখ্য ভাব করিয়া দিউক।

২০। তৎপরে যাঁহারা বিবাহ দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিবেক—

প্রজাপতির্ঋষি রনুষ্টুপ ছন্দ আশাস্যমানো দেবতা বিবাহপ্রেক্ষকজনানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বাযাথাস্তং বিপরেতন।

'সুমঙ্গলীঃ' প্রশস্তমঙ্গলা ইয়ং বধূঃ'। 'সমেত' সমেত্য চ 'ইমাং' বধূং 'পশ্যত' 'অস্যৈ সৌভাগ্যং' 'দত্ত্বায়' দত্ত্বা 'অথ' 'অস্তং' গৃহং 'বিপরেতন' বিপরেত গচ্ছত।

এই বধূ কল্যাণবতী, আপনারা আসিয়া দর্শন করুন এবং ইহাঁকে সৌভাগ্য দান করিয়া গৃহে গমন করুন

২১। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত জলকলসধারী জামাতার বয়স্য অগ্নির পশ্চিম দিক দিয়া সপ্তপদী স্থানে গমনপূর্ব্বক জামাতার মস্তকে অভিষেক করিবেক এবং জামাতা পাঠ করিবেক—

প্রজাপতি ঋষি রনুষ্টুপ্ ছন্দো বিশ্বে দেবাদয়ো দেবতা বরস্য মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়াণি নৌ। সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমুদেষ্ট্রী দধাতু নৌ।

'বিশ্বে দেবাঃ' 'নৌ' আবয়োঃ হৃদয়ানি জনাস 'সমঞ্জন্তু শোধয়ন্তু অকলুষীকুর্ব্বন্তু তথা 'আপঃ' জলানি 'সং' সমঞ্জন্তু তথা 'মাতরিশ্বা' বায়ুঃ তথা 'ধাতা' প্রজাপতিঃ 'উ' 'দেষ্ট্রী' উপদেষ্ট্রী 'সন্দধাতু' একীকরোতু।

বিশ্ব দেব, জল, বায়ু, ধাতা আমাদের হৃদয় পবিত্র করুন, ও উপদেষ্ট্রী দেবতা আমাদের হৃদয় একীভূত করুন।

২২। তৎপরে উপরিউক্ত মন্ত্র দ্বারা বধূকেও অভিষেক করিবেক।

অনুষ্ঠান।

গত ১৬ কার্ত্তিক শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের কন্যার শুভ নামকরণ ও অন্নপ্রাশন ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১৯ কার্ত্তিক শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত গোস্বামীদুর্গাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শুভ বিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

নূতন পুস্তক।

১ পদ্যমালা।

শ্রী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত, ও বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক একখানি অনতিবৃহৎ চম্পূ কাব্য। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি, পরোপকারশক্তি প্রভৃতি কতকগুলি হিতকর বিষয় লইয়া গ্রন্থকার আদ্যোপান্ত পদ্যেতে রচনা করিয়াছেন। পুস্তক খানির সমুদায় অংশই গ্রন্থকারের সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। বর্ণনার আড়ম্বর নাই, কল্পনার তীক্ষ্ণতা নাই; গ্রন্থকার কেবল স্পৃহনীয় সাধু ভাবে আর্দ্র হইয়া পুস্তক খানি লিখিয়াছেন, এই জন্য ইহা

পাঠমাত্রেই পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ করে ও সদ্ভাব জাগ্রৎ করিয়া দেয়। এই রূপ পদ্যময় পুস্তক বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করান উচিত; তাহা হইলে বালকগণের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব স্থান হইতে পারে না।

২ জ্যোতিরিঙ্গন।

এখানি মাসিক পত্রিকা, ভবানীপুর সাপ্তাহিক-সংবাদ-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার তিন সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। স্ত্রী লোক ও বালক বালিকাগণের নিমিত্ত কলিকাতা ট্র্যাক্ট সোসাইটির যন্ত্রে প্রকাশিত হইতেছে; সম্পাদকের নাম প্রকাশিত নাই। আমোদ ও নীতি শিক্ষা একত্র প্রদান ও তাহার সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম্মও প্রচার করা সম্পাদকের উদ্দেশ্য।

EARL MAYO AND HIS WORK.

বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড মেয়োর প্রকৃতি ও আয়র্লণ্ডে ইনি অবস্থান কালে যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করিয়া গোষ্ঠবিহারী মল্লিক "ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েষন" নামক সভাতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই সভার সম্মতি ক্রমে স্কুলবুক যন্ত্রে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪ রামপালের বিবরণ।

এই খানি শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক প্রণীত, ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত। রামপাল নামক বল্লালসেনের রাজ-ধানীর পূর্ব্বতন ও অধুনাতন বিবরণ সকল লইয়া এখানি প্রস্তুত হইয়াছে। পুরাতন বৃত্তান্ত লিখিবার সময় গ্রন্থকার কিংবদন্তী ও দুর্গামঙ্গল নামক এক খানি পদ্য গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি লইয়া অনেক উপদেশও প্রদত্ত হইয়াছে। যে সকল কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করা হইয়াছে, যদিও তাহার প্রমাণ্য বিশেষরূপে পরীক্ষা করা হয় নাই, তথাপি গ্রন্থকার পরিশ্রম করিয়া অনেক বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছেন। এই জন্য আমরা আদরের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। গ্রন্থকার প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই বল্লালসেনকে বৈদ্য জাতীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের সংস্কার আছে যে, বল্লালসেন ক্ষত্রিয়: এখানে সেন শব্দ জাতি বাচক নহে; চন্দ্র, নাথ প্রভৃতির ন্যায় নামেরই উত্তরাঙ্গ। আমরা প্রাপ্ত হইতেছি—বল্লালসেনের পূর্ব্ব পুরুষ আদিশূর (ইহা নৈমিত্তিক নাম) কান্যকুব্জরাজের জামাতা ছিলেন। ইহা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, বল্লালসেন ক্ষত্রিয় ছিলেন। সে যাহা হউক, আমরা এই গ্রন্থ খানিতে ইতিহাস ঘটিত অনেক বিষয় জানিতে পারিলাম।

৫ মৌখিক অঙ্কের হিসাব।

এখানিও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার প্রণয়ন করিয়াছেন এবং উক্ত যন্ত্রেই মুদ্রিত হইয়াছে। অল্পবয়স্ক বালকদিগকে সহজে অঙ্কের স্থূল স্থূল বিষয় মুখে মুখে শিক্ষা করান ইহার উদ্দেশ্য।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে মান্দ্রাজ বেদ সমাজ হইতে তামিল তৈলঙ্গী ভাষায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও পুস্তক সমুদায়ে ১৫ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।

আয় ব্যয়।

আশ্বিন ১৭৯১ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩২৭ /০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৬০৩ ।√৫
সমষ্টি	৯৩০ ॥ ৫
ব্যয়	৬৫৩ ✓ ৫
স্থিত	২৭৭ ।/০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩০ ৸৵ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১৮৬ ৸/০
পুস্তকালয়	১৭ ৸ ৫
যন্ত্রালয়	৬৬
গচ্ছিত	২৫ ॥/১০
সমষ্টি	৩২৭ /০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৫৮ ৸৵ ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৭২ ৸/ ৫
পুস্তকালয়	৫২ ৸/ ১৫
যন্ত্রালয়	১৩৫ ।/ ৫
গচ্ছিত	৩৩। ৫
সমষ্টি	৬৫৩ ✓ ৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চৌধুরী	২৫
দানাধারে প্রাপ্ত	৫৸৵ ৫
সমষ্টি	৩০ ৸৵ ৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ অগ্রহায়ণ রবিবার মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৬। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ১ অগ্রহায়ণ সোমবার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ রবিবার চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে

...যুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা ১৭৯১ শক। } শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে নবমং সূক্তং।

কুৎসঃ ঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৭৯

১। ইমাং তে ধিয়ং প্রভরে মহো মহীমস্য স্তোত্রে ধিষণা যত্ত আনজে। তমুৎসবে চ প্রসবে চ সাসহিমিন্দ্রং দেবাসঃ শবসা মদন্ননু।

১। হে ইন্দ্র! 'মহঃ' মহতঃ 'তে' তব 'ইমাং' ইদানীং ক্রিয়মাণাং 'মহীং' মহতীং অত্যন্তোৎকৃষ্টাং 'ধিয়ং' স্তুতিং 'প্রভরে' প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ামি 'তে' তব 'ধিষণা' ত্বদীয়া বুদ্ধিঃ 'অস্য' মম 'স্তোত্রে' স্তুতৌ 'যৎ' যস্মাৎ 'আনজে' অক্তা সংশ্লিষ্টাসীৎ, তস্মাৎ তব প্রিয়াং স্তুতিং করোমী-ত্যর্থঃ। উত্তরোহর্দ্ধর্চঃ পরোক্ষকৃতঃ। 'সাসহিং' শত্রু-

নামভিভবিতারং পূর্ব্বোক্তং 'তং' 'ইন্দ্রং' 'দেবাসঃ' কর্ম্মসু দীব্যন্তঃ ঋত্বিজঃ 'শবসা' স্তুতিভিঃ কীর্ত্তনবলেন 'অনু অমদন্' অনুক্রমেণ হর্ষং প্রাপযন্ কিমর্থং 'উৎসবে চ' উৎসবার্থমভিবৃদ্ধ্যর্থং 'প্রসবে চ' ধনানাং বৃষ্ট্যুদকানাং বোৎপত্ত্যর্থঞ্চ ॥

১। হে ইন্দ্র ! যেহেতু আমার কৃত স্তোত্রে তোমার বুদ্ধি সংযুক্ত হইয়াছিল, সেই জন্য জানি যে তুমি, আমি তোমার এই মহৎ স্তোত্র সম্পাদন করি। ঋত্বিক্‌গণ উৎসবের নিমিত্তে ও ধনাদির উৎপত্তির নিমিত্তে শত্রুনাশন সেই ইন্দ্রকে স্তুতি দ্বারা হর্ষযুক্ত করেন ॥

১১৮০

২। অস্য প্রবো নদ্যঃ সপ্ত বিভ্রতি দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী দর্শতং বপুঃ। অস্মে সূর্য্যাচন্দ্রমসাভিচক্ষে শ্রদ্ধে কমিন্দ্র চরতো বিতর্ত্তুরং।

২। 'অস্য' 'ইন্দ্রস্য' 'শ্রবঃ' যশঃ কীর্ত্তিঃ 'সপ্ত' ইমংমে গঙ্গইত্যস্যামৃচি প্রাধান্যেন প্রতিপাদিতা গঙ্গাদ্যাঃ সপ্তসংখ্যকাঃ 'নদ্যঃ' 'বিভ্রতি' ধারয়ন্তি, বৃত্রহননেনেন্দ্রস্য যদ্‌দৃষ্টৈঃ প্রদাতৃত্বং তৎ প্রভূতজলোপেতানদ্যঃ প্রকটয়ন্তীত্যর্থঃ। অপিচ 'দ্যাবাক্ষামা' দ্যাবাপৃথিব্যৌ 'পৃথিবী' ইত্যন্তরিক্ষ নাম, অন্তরিক্ষঞ্চাস্য স্বর্গ্যাত্মনা বর্ত্তমানস্য ইন্দ্রস্য 'দর্শতং' সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ দর্শনীয়ং 'বপুঃ' রূপনামৈতৎ প্রকাশাত্মকং রূপং ধারয়ন্তি। কিঞ্চ হে 'ইন্দ্র' 'অস্মে' অস্মাকং 'অভিচক্ষে' দ্রষ্টব্যানাং পদার্থানামাভিমুখ্যেন প্রকাশনার্থং 'শ্রদ্ধে' শ্রদ্ধার্থং চক্ষুষা দৃষ্টেহি বস্তুনীদং সত্যমিতি শ্রদ্ধোৎপদ্যতে 'কং' ইত্যেতৎ পাদপূরণং তদুভয়ার্থং 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' 'বিতর্ত্তুরং' পরস্পরব্যতিহারেণ তরণং পুনঃপুনর্গমনং যথাভবতি তথা 'চরতঃ' বর্ত্তেতে। ত্বমেব তদ্রূপঃ সন্ বর্ত্তস ইত্যর্থঃ ॥

২। গঙ্গাদি সপ্ত নদী এই ইন্দ্রের যশ ধারণ করে এবং স্বর্গ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ এই ইন্দ্রের দর্শনীয় রূপ ধারণ করে। হে ইন্দ্র ! দ্রষ্টব্য বিষয়ের প্রকাশের নিমিত্তে ও তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার নিমিত্তে সূর্য্য ও চন্দ্র রূপে তুমি বিচরণ কর ॥

১১৮১

৩। তং স্মা রথং মঘবন্ প্রাব সাতয়ে জৈত্রং যং তে অনুমদাম সঙ্গমে। আজা নইন্দ্র মনসা পুরুষ্টুত ত্বায়দ্ভ্যো মঘবন্ শর্ম্ম যচ্ছ নঃ।

৩। হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র 'সাতয়ে' অস্মাকং ধনলাভায় 'তং স্ম' তমেব 'রথং' 'প্রাব' প্রেরয় বর্ত্তয়। 'নঃ' অস্মাকং 'মনসা' বুদ্ধ্যা 'পুরুষ্টুত' বহুশঃ স্তুত 'ইন্দ্র' 'তে' তব স্বভূতং 'জৈত্রং' জয়শীলং 'যং' রথং 'সঙ্গমে' শত্রুভিঃ সহ সঙ্গমনে 'আজা' আজৌ সতি 'অনুমদাম' বয়মনুক্রমেণ স্তুমঃ। অপিচ হে 'মঘবন্' 'ত্বায়দ্ভ্যঃ' ত্বাং কামযমানেভ্যঃ 'নঃ' অস্মভ্যং 'শর্ম্ম' সুখং 'যচ্ছ' দেহি ॥

৩। হে ইন্দ্র ! ধন লাভের নিমিত্তে সেই রথ প্রেরণ কর, আমারদিগের বুদ্ধি দ্বারা বহু প্রকারে স্তুত যে তুমি, তোমার জয়যুক্ত যে রথকে শত্রুদিগের যুদ্ধে আমরা ক্রমে ক্রমে স্তব করি। হে মঘবন্ ! তোমার প্রার্থী যে আমরা, আমারদিগকে সুখ প্রদান কর ॥

১১৮২

৪। বয়ং জয়েম ত্বয়া যুজা বৃতমস্মাকমংশমুদবা ভরেভরে। অস্মভ্যমিন্দ্র বরিবঃ সুগং কৃধি প্র শত্রূণাং মঘবন্ বৃষ্ণ্যা রুজ।

৪। হে 'ইন্দ্র' 'যুজা' অস্মাভির্যুক্তেন সহায়ভূতেন 'ত্বয়া' 'বৃতং' আবৃণ্বন্তং শত্রুং 'বয়ং' স্তোতারঃ 'জয়েম' অভিভবেম। অপিচ 'ভরেভরে' সংগ্রামে সংগ্রামে 'অস্মাকং' অস্মদীয়ং 'অংশং' ভাগং 'উদবা' উদব শত্রুকৃতপীড়াপরিহারেণোৎকৃষ্টং রক্ষ। তথা হে 'মঘবন্' 'শত্রূণাং' অস্মদুপদ্রবকারিণাং 'বৃষ্ণ্যা' বৃষ্ণ্যানি বীর্য্যাণি 'প্ররুজ' প্রভঙ্গ্‌ধি বাধস্বেত্যর্থঃ

৪। হে ইন্দ্র ! আমরা তোমার সহায়তায় আবরণকারী শত্রুকে পরাভব করি। তুমি প্রতিযুদ্ধে আমারদিগের প্রাপ্য অংশ রক্ষা কর। হে মঘবন্ ! শত্রুদিগের বীর্য্যকে বাধা দাও ॥

১১৮৩

৫। নানা হি ত্বা হবমানা জনা ইমে ধনানাং ধর্ত্তরবসা বিপন্যবঃ। অস্মাকং স্মা রথমা তিষ্ঠ সাতয়ে জৈত্রং হীন্দ্র নিভৃতং মনস্তব। ১। ৭। ১৪।

৫। হে 'ধনানাং ধর্ত্তঃ' গোহিরণ্যাদিরূপাণাং দ্রব্যানাং ধারয়িতরিন্দ্র 'বিপন্যবঃ' স্তোতৃনামৈতৎ স্তোতারঃ 'ইমে' 'জনাঃ' 'অবসা' রক্ষণেন হেতুনা 'ত্বা' ত্বাং 'হবমানাঃ' আহ্বয়ন্তঃ 'নানা হি' বিভিন্নাঃ খলু। তেষাং মধ্যে 'অস্মাকংস্ম' অস্মাকমেব 'সাতয়ে' ধনদানায় 'রথমাতিষ্ঠ' আরোহ। হে 'ইন্দ্র' 'নিভৃতং' অব্যাকুলং 'তব' 'মনঃ' চিত্তং 'জৈত্রং হি' জয়শীলং খলু। শত্রূঞ্জিত্বাস্মভ্যং ধনং দাতুং সমর্থমিত্যর্থঃ॥ ১। ৭। ১৪।

৫। হে ধনের ধারয়িতা ইন্দ্র! এই নানা স্তোতৃ জন সকল রক্ষার নিমিত্তে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে আমারদিগকেই ধন দান করিবার নিমিত্তে তুমি রথে আরোহণ কর। হে ইন্দ্র! তোমার অব্যাকুল মন জয়শীল হউক॥ ১। ৭। ১৪॥

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ।

৪৯

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ। কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ॥ ১

'স্বীয়ং' আত্মীয়ং 'যশঃ' 'পৌরুষং চ' পুরুষকারশ্চ 'গুপ্তয়ে' গোপনায় 'চ' 'যৎ' 'কথিতং'। 'কৃতং যৎ' 'উপকারায়' ;উপকারার্থং পরেষাং। তৎ সর্ব্বং 'ধর্ম্মজ্ঞঃ ন প্রকাশয়েৎ'। ১

আপনার যশ ও পৌরুষ, আর গোপন রাখিবার নিমিত্তে যে কথা কথিত হয়, এবং পরের উপকারের নিমিত্তে আপানার দ্বারা যে কার্য্য কৃত হয়, তাহা ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না॥ ১

কেবল যশোলাভ লক্ষ্য করিয়া চলা কর্ত্তব্য নহে। যশঃস্পৃহাকে সংযত করিয়া ধর্ম্মেক লক্ষ্য করিয়া চলিবেক। তাহাতে লোকে যদি যশোগান করে, স্ফীত ও গর্ব্বিত না হইয়া বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করিবেক। কদাপি আপনার মুখ্যাতি আপনি করিবেক না। যদি আপনাকে মুখ্যাতির পাত্র বোধ হয়, অথচ লোকে মুখ্যাতি না করে, তাহাতে বিস্মিত হইবেক না ও চঞ্চল হইয়া আপনার যশোগান করিতে উদ্যত হইবেক না; সকল কার্য্যে আপনার ধর্ম্মজ্ঞান পরিতৃপ্ত হইলেই স্বয়ং পরিতৃপ্ত থাকিবেক। যেখানে আপনার কথা আপনাকে ব্যক্ত করা আবশ্যক হইবেক, সেখানে যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহার অতিরিক্ত কহিবেক না।

পরমেশ্বর যাঁহাকে যে প্রকার শক্তি দিয়াছেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণে তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কিন্তু সেই শক্তি লইয়া আত্মশ্লাঘা করিবেক না। মূঢ়েরা পৌরুষের কার্য্য অপেক্ষা আত্মশ্লাঘা করিতেই অধিক ভাল বাসে; ধীরেরা মৌনী থাকিয়া আপনার সমস্ত প্রভাব ঈশ্বরের কার্য্যে উৎসর্গ করেন।

গোপন রাখিবার নিমিত্ত যাহা কথিত হইবে, তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবেক না; করিলে বিশ্বাস-ঘাতক হইবেক। কেহ যদি বন্ধুতা কালে গোপনে রাখিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহিয়া থাকে, পশ্চাৎ তাহার সহিত বন্ধুতার বিচ্ছেদ হয়, তথাপি সেই গুপ্ত কথা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবেক।

আত্মকৃত পরোপকার ক্রিয়া আপনার মুখে ব্যক্ত করিবেক না; তাহা হইলে তাহার গৌরব ও মহত্ত্ব বিলুপ্ত হয় ও তাহা ধর্ম্মের রূপ পরিত্যাগ করে। ১

৫০

সত্যং মৃদু প্রিয়ং বাক্যং ধীরোহিতকরং বদেৎ। আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ ২

'সত্যং' যথাদৃষ্টশ্রুতং 'মৃদু' কোমলং 'প্রিয়ং' প্রীতিদং 'হিতকরং' 'বাক্যং' 'ধীরঃ' ধীমান্ 'বদেৎ' সর্ব্বেভ্যঃ। 'আত্মোৎকর্ষং' আত্মস্তুতিং 'তথা' 'পরেষাং 'নিন্দাং' পরিবর্জ্জয়েৎ'॥ ২

ধীর ব্যক্তি সত্য, মৃদু, প্রিয়, ও হিতকর বাক্য বলিবেন, এবং আত্ম-প্রশংসা ও পর-নিন্দা পরিত্যাগ করিবেন। ২

মন যাহা জানিতেছে, বাক্যে তাহার অন্যথা করিবেক না; যাহাতে লোকে তাঁহার মনোগত অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া সংশয়যুক্ত হয়, এরূপ জটিল বাক্য কহিবেক না; এবং আমার মনোগত অর্থ না বুঝিয়া লোকে অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ করুক, এরূপ অভিপ্রায়ে কোন বাক্য উচ্চারণ করিবেক না; যাহা সত্য বলিয়া জানিবে, বলিবার সময়ে তাহা অবিকল ব্যক্ত করিয়া বলিবেক। লোকের হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিয়া কঠোর বাক্যেও সম্ভাষণ করা যাইতে পারে, হৃদয়গ্রাহী কোমল ভাবেও তাহা সম্পন্ন হইতে পারে; যাহাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, তাহারা কঠোর বাক্য ব্যবহার করে; তাহা কর্ত্তব্য নহে। ক্ষুদ্রতা ও কঠোর বাক্য পরিত্যাগ করিয়া সহৃদয় হইয়া কোমল বাক্যে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিবে। কাহারও হৃদয়ে আঘাত দিবার নিমিত্ত অপ্রিয় বাক্য কহিবেক না। সকলের হিত লক্ষ্য করিয়া হিত বাক্য কহিবেক। আত্মশ্লাঘা করিবেক না এবং আত্মশ্লাঘা লক্ষ্য করিয়া আপনার কথা অধিক করিয়া কহিবেক না। পরনিন্দা করিবেক না; অন্যায় করিয়া পরের ধনসম্পত্তি গ্রহণ ও অন্যায় করিয়া পরের খ্যাতি সম্পত্তি হরণ উভয়ই সমান। কাহাকেও সংশোধনের জন্য অথবা জগতের হিত সাধনের জন্য যদি কাহারও দোষ উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা সদয় হৃদয়ে উচ্চারণ করিবেক। ২

৫১

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং॥ ৩

'সত্যং এব ব্রতং যস্য' তথা 'দীনেষু সর্ব্বদা' 'দয়া'। 'কামক্রোধৌ' কামশ্চ ক্রোধশ্চ তৌ 'যস্য' 'বশে' অধীনতায়াং বর্ত্তেতে 'তেন' বশিনা 'লোকত্রয়ং' 'জিতং' বশীকৃতং॥৩

সত্যই যাঁহার ব্রত, এবং সর্ব্বদা দীনেতে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে। ৩

সর্ব্বদা সত্যব্রত থাকিবেক, মনকে সত্যের অনুগত করিবেক, বাক্যকে সত্যের অনুগত করিবেক এবং আচরণকে সত্যের অনুগত করিবেক। দীনের প্রতি সর্ব্বদা দয়াবান্ থাকিবেক; যে ব্যক্তি ধর্ম্মেতে দীন, তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেক; যে ব্যক্তি জ্ঞানেতে দীন, তাহাকে জ্ঞান দান করিবেক; যে ব্যক্তি ধনেতে দীন, তাহাকে ধন দান করিবেক। কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিবেক; এই দুই রিপু প্রবল হইলে মনুষ্য অনেকবিধ পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়। কামকে জয় করিবার নিমিত্ত তাহার বিষয় হইতে চিন্তাকে পৃথক্ করিবেক এবং ক্রোধকে জয় করিবার নিমিত্ত ক্ষমা অভ্যাস করিবেক। ৩

৫২

বিরক্তঃ পরদারেষু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু। দম্ভমাৎসর্য্যহীনোযস্তেন লোকত্রয়ং জিতং॥৪॥

'যঃ' 'পরদারেষু' পরপত্নীবিষয়েষু 'বিরক্তঃ' বিগতানুরাগঃ তথা 'পরবস্তুষু' 'নিস্পৃহঃ' স্পৃহারহিতঃ। 'দম্ভমাৎসর্য্যহীনঃ' দম্ভঃ কৈতবেন ধর্ম্মাচরণং মাৎসর্য্যমন্যশুভদ্বেষঃ তাভ্যাং রহিতঃ'তেন' তাদৃশেন প্রাজ্ঞেন 'লোকত্রয়ং জিতং'॥৪

যিনি পর স্ত্রীতে বিরত, যিনি পর দ্রব্যে নিস্পৃহ, যিনি দম্ভমাৎসর্য্য বিহীন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে। ৪

আসক্তচিত্তে পরস্ত্রীকে দর্শন করিবেক না, চিন্তা করিবেক না, স্পর্শ করিবেক না। সমুদায় পরকীয় বস্তুতে স্পৃহাশূন্য হইয়া আপনার ন্যায়োপার্জ্জিত বিষয়ে পরিতৃপ্ত থাকিবেক। দম্ভ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিবেক। ছলনা পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণের নাম দম্ভ ও অন্যের মঙ্গলে দ্বেষ করা মাৎসর্য্য। লোককে ভুলাইবার কামনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক হইবেক। ঈশ্বরের ন্যায় সকলকে প্রীতি করিতে অভ্যাস করিবেক, তাহাতে মানসিক ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন মাৎসর্য্য অন্তর্হিত হইবেক। ৪

৫৩

ন বিভেতি রণাদ্যোবৈ সংগ্রামেঽপ্য-

পরাঙ্মুখঃ। ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥ ৫

'যঃ বৈ' 'রণাৎ' যুদ্ধাৎ 'ন বিভেতি' ন ভীতোভবতি 'সংগ্রামে অপি' যুদ্ধে চ 'অপরাঙ্মুখঃ' নপলায়নপরায়ণঃ। 'ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতঃ বা অপি' 'তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥ ৫

যুদ্ধে যিনি ভীত হয়েন না, সংগ্রামে যিনি পরাঙ্মুখ হয়েন না, ধর্ম্ম-যুদ্ধে যিনি মৃতই বা হয়েন; তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে ॥ ৫

যুদ্ধ দুই প্রকার। যাহাতে স্বত্ব নাই, তাহা অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দুরাত্মারা যুদ্ধ করিয়া থাকে; ইহাতে ন্যায়স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত বিরোধাচরণ হয়; ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ নহে। অন্যায়াচরণ নিবারণ করিয়া ন্যায়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে প্রতিকারযুদ্ধ ও ধর্ম্মযুদ্ধ কহে; ইহা দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার ও ন্যায়কে রক্ষা করা হয়। কিন্তু ইহাও প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে সামান্য শোচনীয় নহে; যে মনুষ্য পরস্পর প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিবেন, যাঁহারা সকলেই এক মঙ্গলস্বরূপ পিতার সমান স্নেহে প্রতিপালিত হইতেছেন, তাঁহারা আপনাদের হস্ত পরস্পরের রক্তে দূষিত করিবেন—এক ভ্রাতা আর এক ভ্রাতার শরীরে সাংঘাতিক আঘাত প্রদান করিবেন, ইহা মনে করিলেও হৃদয় শোক-দুঃখে আচ্ছন্ন হয়; অতএব শান্তি ও ক্ষমা দ্বারা ন্যায় রক্ষা হইলে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেক না এবং ধর্ম্মযুদ্ধের ভান করিয়া আত্মম্ভরিতাকে তৃপ্ত করিতে যাইবেক না। কিন্তু অকল্যাণ নিবারণের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভীত ও পরাঙ্মুখ হইবেক না। ৫

৫৪

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৬

'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ' 'সত্যং অপ্রিয়ং' 'ন ব্রূয়াৎ'। 'প্রিয়ং চ ন' 'অনৃতং' মিথ্যা 'ব্রূয়াৎ' 'এষঃ' 'সনাতনঃ' নিত্যঃ 'ধর্ম্মঃ' ।৬

সত্য কহিবেক ও প্রিয় কহিবেক; কিন্তু অপ্রিয় সত্য কহিবেক না, এবং প্রিয় মিথ্যাও কহিবেক না; ইহা সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৬

যাহাতে সত্যের অপলাপ হয় না, অথচ লোকের প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাদৃশ বাক্য কহিবেক এবং যত্নপূর্ব্বক তাদৃশ বাক্যই কহিতে শিক্ষা করিবেক। যাহা সত্য, কিন্তু কহিলে কাহারও হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হয়, তাহা সংযত করিয়া রাখিবেক; ধর্ম্মের অনুরোধে আবশ্যক না হইলে কহিবেক না; যদি একান্ত আবশ্যক হয়, দয়ার সহিত তাহা উচ্চারণ করিবেক; তাহা লইয়া কদাপি আমোদ আহ্লাদ করিবেক না এবং মনকেও আনন্দিত হইতে দিবেক না। প্রিয় অথচ মিথ্যা একবারে পরিত্যাগ করিবেক। এইরূপ বাক্‌সংযম নিত্যকর্ম্ম জানিবেক। ৬

৫৫

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি। বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥ ৭

'গাত্রাণি' অঙ্গানি স্বেদাদ্যুপহতানি 'অদ্ভিঃ' জলেন ক্ষালিতানি 'শুধ্যন্তি'। 'মনঃ' নিষিদ্ধচিন্তনাদিনা দূষিতং 'সত্যেন' সত্যাভিধানেন 'শুধ্যতি' 'ভূতাত্মা' জীবাত্মা 'বিদ্যাতপোভ্যাং' ব্রহ্মবিদ্যাতপোভ্যাং শুধ্যতি। 'বুদ্ধিঃ' বিপর্য্যয়জ্ঞানোপহতা 'জ্ঞানেন' যথার্থেন 'শুধ্যতি' ॥ ৭

জল দ্বারা গাত্র-শুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মনঃ-শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্ম-শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় ॥ ৭

বাক্যে সত্যবাদী ও ব্যবহারে সত্যপরায়ণ হইবেক, তাহাতে অন্তরিন্দ্রিয় প্রসাদ লাভ করিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক। ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সমুজ্জ্বল করিবেক ও ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ তপশ্চর্য্যাতে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহাতে আত্মা মোহ ও পাপতাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া পরিশুদ্ধ হইবেক এবং জ্ঞানের অনুশীলনপূর্ব্বক বুদ্ধিকে ভ্রমপ্রমাদ হইতে মুক্ত করিয়া পরিশুদ্ধ রাখিবেক। আপনাকে সর্ব্ব-প্রকারে শুদ্ধসত্ত্ব করিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের সন্নিহিত হইতে থাকিবেক। ৭

৫৬

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে। কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা ॥ ৮

'যঃ' কশ্চিৎ 'অন্যথা' অন্যপ্রকারেণ 'সন্তং' বিদ্যমানং 'আত্মানং' স্বং 'অন্যথা' প্রকারভেদেন 'প্রতিপদ্যতে' প্রতিপাদয়তি। 'তেন' 'আত্মাপহারিণা' 'চৌরেণ' 'কিং পাপং ন কৃতং' অপি তু সর্ব্বমেব কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৮

যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকারে জানায়, সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয় ॥ ৮

সর্ব্বদা অকপট আচরণ করিবেক। এক প্রকার হইয়া লোকের নিকট আপনাকে অন্য প্রকার প্রদর্শন করিবেক না। যাহা অসাধু বলিয়া জানিবেক, লজ্জিত হইয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক; যাহা সাধু বলিয়া জানিবেক, তাহা বাক্য ও কার্য্যে প্রদর্শন করিবেক। ৮

৫৭

নাস্তি সত্যসমোধর্ম্মো ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং। ন হি তীব্রতরং কিঞ্চিদনৃতাদিহ বিদ্যতে ॥ ৯

'সত্যসমঃ' সত্যেন তুল্যঃ 'ধর্ম্মঃ' 'নাস্তি' 'ন' অপি 'সত্যাৎ' সত্যমপেক্ষ্য 'পরং' প্রকৃষ্টং 'বিদ্যতে'। কিঞ্চ 'অনৃতাৎ' অসত্যাৎ 'তীব্রতরং' তীক্ষ্ণতরং 'কিঞ্চিৎ' কিঞ্চনমাত্রং ন হি 'ইহ বিদ্যতে' ॥ ৯

সত্যের সমান আর ধর্ম্ম নাই, এবং সত্য হইতে প্রকৃষ্ট বস্তুও আর কিছু নাই; ইহ লোকে মিথ্যার পর তীব্র পদার্থও আর নাই ॥ ৯

সত্যই ঈশ্বরের ভাব, তাহাতেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব জ্ঞানদ্বারা সত্য উপার্জ্জন করিবেক, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবেক এবং আচরণে সত্যপরায়ণ হইবেক। মিথ্যা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেক—মিথ্যা অপেক্ষা অসহ্য কঠোর ও ঘৃণাকর বস্তু আর কিছুই নাই। মিথ্যা দ্বারা জ্ঞান মোহাচ্ছন্ন হয় এবং বাক্য ও আচরণ অপবিত্র হয়। ৯

৫৮

প্রিয়োভবতি দানেন প্রিয়বাদেন চাপরঃ। অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥ ১০

'প্রিয়ঃ ভবতি দানেন' 'অপরঃ' কশ্চিৎ 'প্রিয়বাদেন চ' প্রিয়োভবতি। কিং 'চ' 'অপ্রিয়স্য' 'পথ্যস্য' হিতস্য 'বক্তা শ্রোতা চ' 'দুর্লভঃ' কৃচ্ছ্রেণ লভ্যতেঽসৌ ॥ ১০

কেহ দানের দ্বারা প্রিয় হয়, কেহ প্রিয় বাক্যের দ্বারা প্রিয় হয়; কিন্তু অপ্রিয় হিত বচনের বক্তা এবং শ্রোতাও দুর্ল্লভ ॥ ১০

হিতকর বাক্য সর্ব্বদা প্রীতিকর হয় না এবং প্রিয় বাক্যও অনেক সময়ে অহিতকর হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি শ্রোতার অসন্তোষ-ভয়ে হিত বাক্য না বলেন, তিনি যথার্থ হিতৈষী নহেন এবং যিনি অপ্রিয় বলিয়া হিত বাক্য না শুনেন, তাঁহাকে দুঃখ পাইতে হয়। অতএব সকলের হিতৈষী হইয়া হিত বাক্য কহিবেক এবং কেহ হিতোপদেশ প্রদান করিলে অপ্রিয় হইলেও শান্ত হইয়া গ্রহণ করিবেক। ১০

আদি ব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপদেশ।

৭ অগ্রহায়ন রবিবার ১৭৯১ শক।

হৃদয়জ্বালা যতই প্রজ্বলিত হউক, হৃদয়বেদনা যতই গভীর হউক, ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিলেই আরাম বোধ হয়। হৃদয় যখন শোকতাপে অধীর হয়, সংসারের চিন্তাতে আকুল হয়, বিপদের অন্ধকারে অভিভূত হয় এবং পাপবিকারে ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে, তখন সেই পিতার শরণাপন্ন হইলেই সমুদায় জ্বালা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যিনি পুত্রশোকে আকুল হইয়া আছেন, যিনি সংসারসমুদ্রের দ্বীপস্বরূপ পিতা মাতার বিয়োগে অনাথ হইয়া পড়িয়াছেন, যিনি বন্ধুবিয়োগ-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন, যিনি দারিদ্য-দুঃখে নিপীড়িত হইতেছেন, যিনি পাপতাপে জর্জ্জর হইয়া যাইতেছেন, সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখুন, সেই স্নেহময় পিতার শরণাপন্ন হইলে হৃদয়ে কেমন শান্তি

ও আরাম উপস্থিত হয়! এই পৃথিবীতে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা সকলেই আপনার আপনার জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু সকলকেই এই অনুরোধ করিতেছি যে, এক বার ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া দেখুন, ঘোরতর ক্লেশের সময়েও কেমন শান্তি ও আরাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যখন জানিতে পারি, কোন মনুষ্য আমাকে মনের সহিত স্নেহ করিতেছেন, আমার দুঃখের অন্ধকারে সুখের প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া আছেন, আমার বিপদের সময়ে সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন এবং আমার মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিতেছেন, তখন হৃদয়ে কেমন সুখ, কেমন আশা, কেমন ভরসা সঞ্চরণ করে! ইহা সকলেই জানিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। সন্তানের পক্ষে পিতামাতা কেমন নির্ভয় থাকিবার হেতু! যিনি বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি হইবার পর পিতামাতার পদচ্ছায়া ভোগ করিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দান করুন। পতিব্রতার পক্ষে স্বামী কেমন ভরসাস্থল! পিতামাতা আমার সহায় আছেন, বন্ধু আমার শুভানুধ্যান করিতেছেন, ইহা মনে হইলে কেমন অভয় লাভ হয়! কিন্তু এই সমুদায় মর্ত্ত্য মনুষ্যের স্নেহ সেই স্নেহ সাগরের এক কণামাত্র; সেই অনন্ত স্নেহের আকর পরমেশ্বর পিতামাতা প্রভৃতি বন্ধুগণের মনে স্নেহ ও প্রীতি প্রদান করিতেছেন এবং স্বয়ং সকলের মস্তকে আশীর্ব্বাদ অবিশ্রান্ত বর্ষণ করিতেছেন। ইহা দেখিতে পাইলে হৃদয় কি সুস্থতা লাভ করে, সকলে পরীক্ষা করিয়া দেখুন। মনুষ্যের স্নেহ ও প্রীতি পরিমিত, তাহাতে আবার তাহা নানা পাত্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পিতা মাতার স্নেহ ভোগ করিবার জন্য সন্তানগণ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন। সকল সন্তানই দেখিতে পান, সেই বিভক্ত স্নেহে প্রতিজনের আশা পরিপূর্ণ হয় না। আমি একাকী কাহারও বন্ধু থাকিতে পারি না, আমা ভিন্ন তাঁহার আরও অনেক বন্ধু আছে; তাঁহার ক্ষুদ্র প্রীতির প্রার্থী আমার ন্যায় অনেক; তাঁহার প্রীতি করিবার ক্ষমতাও অসীম নহে; তাঁহার প্রীতি বিভক্ত হইয়া যাহা আমার অংশে পড়ে, তাহা অত্যন্ত অল্প বোধ হয়। তথাপি সেই পরিমিত স্নেহ, সেই পরিমিত প্রীতি আমাদিগকে কেমন সুখ ও স্বস্তি প্রদান করে! ঈশ্বরের স্নেহ অনন্ত, তাঁহার স্নেহ করিবার শক্তি অসীম। আমাদের এই পৃথিবীর ও "অযুত অগণ্য" লোকমণ্ডলের সমস্ত জীব প্রচুর পরিমাণে তাঁহার স্নেহ ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারে না। তিনি আমাদের প্রত্যেককেই প্রচুর পরিমাণে প্রীতি করিতেছেন, তথাপি তাঁহার প্রীতি করিবার শক্তি অবসন্ন হয় না; সুতরাং তাঁহার প্রেম ভোগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। তিনি সেই অসীম স্নেহের সহিত আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। ইহা জানিতে পারিলে আর আমার কি অশান্তি থাকে?

আবার যখন দেখি, তিনি কেবল স্নেহ-রাশি নহেন। কোন কোন বিবেকহীন মনুষ্য যেমন কেবল স্নেহ-গুণের বশম্বদ হইয়া প্রশ্রয় দিয়া সন্তানগণের চরিত্র বিনষ্ট করিয়া দেন, তাঁহার স্নেহ সেরূপ অন্ধ ভাব নহে। তিনি যেমন অনন্ত স্নেহের আকর, সেই রূপ পূর্ণ-জ্ঞান ও পূর্ণ-শক্তি। তাঁহার উদ্দেশ্য মঙ্গলময়, তিনি যে উদ্দেশে আমাদিগকে জীবন দিয়াছেন, যে উদ্দেশে পৃথিবীতে রক্ষা করিতেছেন, যে উদ্দেশে এখানকার সমুদায় ব্যবস্থা ব্যবস্থিত করিয়াছেন এবং যে উদ্দেশে লোকান্তরে লইয়া যাইবেন, সমুদায়ই মঙ্গল-

ময়; সেই রূপ তিনি পূর্ণ-জ্ঞান-প্রভাবে, যাহা ঠিক, তাহাই দর্শন করিতেছেন। কি প্রকারে আমাদের মঙ্গল হইবে, তাহা তিনিই যথার্থ জানেন। আমাদের ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বাবধি জানিতেছেন। আবার তিনি পূর্ণ-শক্তি প্রভাবে আমাদের কল্যাণজনক যে সমুদায় ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না যে আমরা অমুক পথে চলিব আমাদের কার্য্য দেখিয়া পশ্চাৎ জানিলেন এমন নহে; তিনি সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমুদায় জানিতেছেন। তাঁহার মঙ্গলময় উদ্দেশ্য কি প্রণালীতে সংসিদ্ধ হইবে, তাহা তিনি অভ্রান্তরূপে জানেন, এবং অব্যর্থ-রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ণ-জ্ঞান হইতে সমুদায় উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাঁহার পূর্ণ-শক্তি তাহা কার্য্যেতে বিনিযোগ করিতেছে, এবং তাঁহার মঙ্গল কামনা হইতে তৎসমুদায় সমুদ্ভূত আছে; এই বিশ্বাস হৃদয়ে জাগ্রৎ হইলে আর কি ভয়, কি অশান্তি কি উদ্বেগ থাকে? অতএব সেই পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-শক্তি পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সকলে আপনার জীবনের ফল পরীক্ষা করুন।

জ্ঞান শক্তিতে পূর্ণ সেই স্নেহময় পিতা সকলের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, সকলের মঙ্গলের জন্য—সাধু ও অসাধু, সকলেরই মঙ্গল সাধনে ব্যাপৃত হইয়া আছেন। লোকে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতেছে, নানাবিধ উৎপাতে উৎপীড়িত হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি দেশকে উৎসন্ন করিতেছে, এ সমুদায়ের অর্থ যদিও বুঝাইয়া দিতে না পারি, তথাপি যখন জানিতে পারি, জ্ঞান শক্তি মঙ্গল ভাবে পরিপূর্ণ ঈশ্বর পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায়, বন্ধুর ন্যায়, আ। আপনার ন্যায় প্রতি জনের সুখ, স্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও মুক্তির জন্য ব্রতী, তখন আত্মা বিপৎকণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইলেও শেষ গতি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে।

এস, সকলে মিলিয়া তাঁহার সন্নিধানে যাই; যাঁহার চিত্তে যত ক্লেশ থাকুক, সেই এক স্থানে সমুদায়ই তিরোহিত হইবে। যদি কেহ শোকাতুর থাক, তাঁহার নিকট সান্ত্বনা লাভ করিবে; যদি কেহ সংসার চিন্তায় আকুল হইয়া থাক, তাঁহার নিকট শান্তি লাভ করিবে; যদি কেহ বিপৎসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাক, তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনি কর্ণধার হইয়া উদ্ধার করিবেন; যদি কেহ পাপরোগে জীর্ণ ও মৃতপ্রায় হইয়া থাক, এস ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, তাঁহার পবিত্র জ্যোতিতে সমুদায় পাপ ভস্মীভূত হইবে। ইনি ঈশ্বর, ইনি স্রষ্টা, পাতা ও সমুদায় সুখ সৌভাগ্যের বিধাতা, ইনি পতিতপাবন ও মুক্তি দাতা; ইনি আমাদের কল্যাণ সাধনে অবিশ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আছেন। এস সকলে মিলিয়া ইঁহার নিকট হৃদয় দ্বার উন্মুক্ত করিয়া শান্তি লাভ করি।

হে মঙ্গলময়! আমরা তোমার কার্য্য বুঝিতে পারি না, তোমার হস্ত দেখিতে পাই না; সেই জন্য ভয় পাইয়া থাকি। তুমি সকল ঘটনার অন্তরালে থাকিয়া পূর্ণ-জ্ঞান, পূর্ণ-শক্তি ও পূর্ণ-প্রেমের সহিত আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেছ। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া উদ্যত বজ্রে, সমুদায় বিপদ্ চূর্ণ করিতেছ। আমরা আর তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব? তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক; কেবল আমাদিগকে তোমার হস্ত দেখিতে দেও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কর্ম্ম-ক্ষেত্রর দুরবস্থা ও ব্রাহ্মগণ।

সংসারের কর্ম্ম-ক্ষেত্র অদ্যাপি যে অবস্থায় চলিতেছে, তাহাতে ঐহিক জীবনের সমুদয় কর্ম্ম সাধুতা সহকারে সম্পন্ন করা যে কি রূপ কষ্টসাধ্য, বোধ হয় তাহা কোন ব্যক্তিরই অগোচর নাই। অধিকাংশ স্থলে দৃষ্ট হইবে যে, যে স্থলে সাংসারিক কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের বিরোধ নাই, সেই স্থলেই ধর্ম্মের নিয়ম রক্ষিত হইতেছে; যেখানে ধর্ম্ম-নিয়ম রক্ষা করিতে গেলে স্বার্থ সাধনের হানি হইয়া পড়ে, সেখানে ধর্ম্মের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন, এমন লোক অতীব দুর্লভ। ধর্ম্মোপদেষ্টারা অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির অভাব অপেক্ষা ধর্ম্মের অভাবকে গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করেন, বাস্তবিকও ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কেন না যে ধর্ম্ম অনন্ত জীবনের এক মাত্র উপজীবিকা, আর যে অন্ন বস্ত্র কেবল বর্ত্তমান অভাব পরিপূর্ণ করিবার উপায়, সে উভয়ের পরস্পর তুলনাই হইতে পারে না। বালকেরা বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া কেবল ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত হইয়া থাকিলে যে কারণে হিতৈষী শিক্ষকের তিরস্কারভাজন হয়, মনুষ্যেরা ধর্ম্মোপার্জ্জনে অবহেলা করিয়া যথেচ্ছাচার সহকারে সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে ধার্ম্মিকগণের নিকট তিরস্কৃত হইবার তদপেক্ষা অনন্ত গুণ প্রবল কারণ বিদ্যমান আছে। কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে, মনুষ্যের যে অভাব যত ক্ষুদ্র, তজ্জনিত ক্লেশ তত অধিক রূপে অসহ্য হইয়া উঠে—ধর্ম্মের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও কোন কোন ব্যক্তি এখানে যাবজ্জীবন অনুদ্বেগে অবস্থান করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ধন হানি, মান হানি ও বন্ধুজনের বিয়োগ প্রভৃতি যে সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা ধর্ম্মহানি অপেক্ষা অনেকাংশে লঘুতর হইলেও তজ্জনিত শোক ও দুঃখ যেন দ্বিগুণ বলে মনকে দগ্ধ করিতে থাকে; আবার সেই সমস্ত শোক ও দুঃখ কালক্রমে সহ্য করিয়াও মনুষ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করে; কিন্তু ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সময় অন্ন জল না পাইলে যে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহা মানসিক শোক দুঃখ অপেক্ষা অতিমাত্র প্রবল, মনুষ্য কিছুতেই তাহা সহ্য করিতে পারে না। ইহা দ্বারা শরীর অপেক্ষা মনের ও মন অপেক্ষা আত্মার দৃঢ়তা অধিক ইহা সপ্রমাণ হইতেছে বটে, কিন্তু এই দৃঢ়তা নিবন্ধনই আত্মা অপেক্ষা মনের ও মন অপেক্ষা শরীরের ক্লেশ যে অধিকাধিক অসহ্য হইয়া উঠে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব সংসারের যখন এই রূপ অবস্থা এবং মনুষ্যের যখন এই রূপ প্রকৃতি, তখন বিনা ক্লেশে যে ধর্ম্ম সাধনে কৃতকৃত্য হওয়া যাইবে, এরূপ প্রত্যাশা নাই ইহা যেন কেহই বিস্মৃত না হন।

অধিকাংশ মনুষ্য যদিও অন্যান্য বিষয়ের নিমিত্ত অনেক কষ্ট সহ্য করিতেছেন, তথাপি ধর্ম্মসাধনের নিমিত্ত কিছুই ক্লেশ স্বীকারে প্রস্তুত নহেন; এই জন্য ধর্ম্ম রক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে স্বার্থ রক্ষার ন্যায় নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া অনুভূত হয় না; অথবা এই রূপ বলিলেই সুস্পষ্ট হইবে যে, ধর্ম্ম হানি অপেক্ষা কেবল এই পৃথিবীতে ভোগ্য স্বার্থ সমূহের হানিতে অধিকতর ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন। এই রূপ ধর্ম্মবিরাগ ও বিষয়ানুরাগ কেবল যে বিষয়ী লোকদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হইবে এরূপ নহে, এই দোষ আর এক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্যকেও কলঙ্কিত করিতেছে। ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য অসূয়া ও ঈর্ষা প্রভৃতি যে সকল রিপু সাংসারিক কার্য্যকে ভয়ানক ক-

রিয়া রাখিয়াছে—ধর্ম্মাধিকরণ বাণিজ্যাগার, শিল্পশালা, আমোদগৃহ ও শ্রমজীবিদিগের সমাজ প্রভৃতি সমুদায় অধিকারেই যেমন উক্ত রিপুগণের প্রবলতা দৃষ্ট হয়; সেই রূপ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ করিয়া দেখ, যে খানে ধর্ম্ম ব্যতিরেকে আর কোন কথা নাই, সেখানেও উহাদিগের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। যে মন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া পাপানলে আহুতি দান করিতেছে, সেই মনই ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে যে ধর্ম্মপরায়ণ লোক এক বারে নাই এ কথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; আমরা কেবল এই বলিতেছি যে, তীর্থ স্থান ও কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে স্বর্গ ও নরকের ন্যায় পরস্পর যে প্রভেদ করা হয়, তাহা বাস্তবিক নহে। উভয় স্থানেই এমন লোকের সংখ্যা অল্প, যাঁহারা সকল অপেক্ষা ধর্ম্মকে অধিক ভাল বাসেন; এবং উভয় স্থানেই এমন লোকের সংখ্যা অধিক, যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক সামান্য অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কিছু ক্লেশানুভব করেন না। সাংসারিক কার্য্যের বর্ত্তমান অবস্থা এই রূপে ধর্ম্মবিরাগ ও পাপানুরাগে বিলক্ষণ পোষকতা করিতেছে।

ব্রাহ্মেরা নূতন আশা ও নূতন উৎসাহে ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র প্রদর্শনের নিমিত্ত সংসারের অবস্থা প্রতিমূর্ত্তিত হইল। এ পর্য্যন্ত যে সকল সম্প্রদায় ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ও অদ্যাপি প্রবৃত্ত হইয়া আছেন, তাঁহাদিগের কার্য্যের ফলও সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। সর্ব্ব প্রথমে বৌদ্ধেরা ব্যাপক রূপে ধর্ম্ম-প্রচার-প্রণালীর সৃষ্টি করেন; তৎপরে খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচার-প্রণালী প্রবিষ্ট হয়। ঐ তিনটি ধর্ম্মের বাহ্য আকার বহু স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম নিয়ম প্রকৃতরূপে প্রতিপালন করেন, এমন লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। আমরা কর্ম্মক্ষেত্রের ধার্ম্মিকগণকেই সমধিক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। সেই শ্রেষ্ঠতা জনসমাজে পরিব্যাপ্ত করাই প্রকৃত ধর্ম্ম প্রচার।

কেবল মতের পরিবর্ত্তনকে ধর্ম্ম-সংস্কার বলা যাইতে পারে না। যে যে সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য লোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাদের অধিকাংশ প্রচারকই কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়বদ্ধ মত লইয়া লোককে গিলাইবার নিমিত্তই সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাতে ধর্ম্ম-সংস্কার যত দূর হয়, তাহার দৃষ্টান্তও দুর্লভ নহে। পূর্ব্বে যে সকল হিন্দু পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমরা তদীয় সন্তানগণের আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া কেবল মতের পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাই না। ধর্ম্মনীতি বিষয়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মও মুসলমান ধর্ম্ম অপেক্ষা এ দেশে সমধিক সাফল্য প্রদর্শন করিতেছে না। আমাদের ঢাকানিবাসী কোন বন্ধু আমাদিগকে যথার্থই লিখিয়াছেন যে, (মনুষ্য পূজা ও পুস্তক পূজা সত্ত্বেও যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে অপৌত্তলিক বলা সংগত হয়, তাহা হইলে) "ইংলণ্ড পৌত্তলিকতার নিগড় ভগ্ন করিয়াছে। কিন্তু পাপ কি এখনও ওখানে বিকট মূর্ত্তিতে আধিপত্য করে না?" বস্তুতঃ কেবল মতের পরিবর্ত্তনই ধর্ম্ম-সংস্কার বলা যাইতে পারে না। ইহাতে আবার অনেক স্থলে মতের পরিবর্ত্তনও কেবল নাম মাত্র হইয়া থাকে। উপরে সংসারের অবস্থা যেরূপ প্রতিমূর্ত্তিত হইল, যে পরিমাণে তাহার পরিবর্ত্তন সম্পাদিত

হইবে, প্রচারকের পরিশ্রম সেই পরিমাণে সার্থক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

অজ্ঞানতা নিরাস করিয়া মতের পরিবর্ত্তন করাকে অকিঞ্চিৎকর বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, প্রত্যুত আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি যে, তাহাই ধর্ম্ম-সংস্কারের প্রথম সোপান; বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমানেরা স্ব স্ব ধর্ম্ম-প্রচারে যত্ন ও চেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও আপনাদের কেবল মতগত রাশি রাশি ভ্রান্তি দোষ নিবন্ধনই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন; আমাদের এই বলা উদ্দেশ্য যে, কেবল মতের পরিবর্ত্তনকে ধর্ম্ম-সংস্কারের শেষ সীমা বলিয়া গণ্য করা কর্ত্তব্য নহে। সম্প্রদায়বদ্ধ লোকদিগের অন্য প্রকার মত, কিন্তু ব্রাহ্মগণের মধ্যে ইহা কে না স্বীকার করিবেন যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্ম মত অঙ্গীকার করিয়াও চরিত্রের সাধুতা সম্পাদন না করিলেন, তাঁহা অপেক্ষা, ন্যায়পরায়ণ জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী পৌত্তলিক মতগত নানাবিধ ভ্রম সত্ত্বেও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ?

কেবল উপাসনা স্থান নহে, সংসারের সমুদায় কর্ম্মক্ষেত্র—ধর্ম্মাধিকরণ অবধি কৃষকদিগের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত সমুদায় কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্ম প্রচারের, তাহা অপেক্ষাও অধিক—উপাসনার—ঈশ্বরসেবার ক্ষেত্র করিতে হইবে এবং কেবল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নয়, সংসারের সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া উপদেশ অপেক্ষা সহস্র গুণে প্রবল এই দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে যে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া কি রূপে সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। অনেকে বলিয়া গিয়াছেন সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলে ধর্ম্ম সাধন হয় না, কিন্তু আমাদের প্রত্যাশা এই, ব্রাহ্মেরা দেখাইবেন, সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত না থাকিলে ধর্ম্ম সাধন হয় না। যাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, অগ্রে ধর্ম্মপরায়ণ হও, পশ্চাতে সংসারের কার্য্য কর, তাঁহাদের বাক্যের অর্থ এই—অগ্রে স্থলে থাকিয়া সন্তরণ শিক্ষা কর, পশ্চাৎ জলে অবগাহন করিও! বস্তুতঃ সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রই ধর্ম্ম সাধন, শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রচার করিবার প্রকৃত স্থান। যিনি তথায় ধর্ম্ম প্রচার, ধর্ম্ম উপার্জ্জন ও ধর্ম্মের শিক্ষকতা করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মের সংস্কারক।

উপদেষ্টা ও উপদেশ।

নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; অনেক ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি তাহাতে উপদেশ দান করিতেছেন; অনেকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া নানা স্থানে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে ব্যাপৃত হইয়াছেন; যে সকল ব্রাহ্ম কার্য্যান্তরে ব্যস্ত হইয়া আছেন, তাঁহারাও অবসর ক্রমে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান, ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন, ব্রাহ্মধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেছেন, কিন্তু কি বাচনিক বক্তৃতা, কি কথোপকথন, কি পুস্তক প্রণয়ন যে কোন প্রকারেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদত্ত হউক বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলে সচরাচর তাহাতে কএকটি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। অতএব অনেকে যখন নানা উপায়ে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন সেই সকল সম্ভাব্য দোষ প্রদর্শন করিয়া উপদেষ্টৃগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক হইতেছে না। ইহাতে কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা যেন অন্য প্রকার না ভাবেন; যাহাতে সাধারণের সবিশেষ উপকার লাভ হইবে, কেবল তাহারই উদ্দেশে আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি।

প্রথম—ধর্ম্মতত্ত্ব মনুষ্যের অতি সহজ বিষয়; বোধ হয় ইহা অপেক্ষা সহজ বিষয়

আর কিছুতেই নাই। বালক যেমন ক্রমে ইন্দ্রিয়বৃত্তির স্ফূর্ত্তি সহকারে বহির্ব্বিষয় সকল সহজে গ্রহণ করে, মনুষ্যের মন সেই রূপ ক্রমপ্রাপ্ত উন্নতি সহকারে সহজেই আপনার উপভোগ্য আধ্যাত্মিক বিষয় সকল প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যেমন চক্ষু উন্মীলিত করিলেই বাহ্য বস্তুর রূপ গ্রহণ করা যায়, সেই রূপ মনুষ্যের মনশ্চক্ষু আপনা হইতেই ধর্ম্ম-তত্ত্বকে আলিঙ্গন করে। যেমন রূপ প্রভৃতি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়ের আনন্দ জনক, সেই রূপ ঈশ্বর ও তাঁহার সেবা আত্মার একান্ত প্রীতিকর। কিন্তু উপদেষ্টারা এমন সহজ ও আনন্দকর বিষয়কেও ঘোরতর জটিল ও বিভীষিকার আকর করিয়া তুলেন। মনুষ্য যেন কি ভয়ানক অভিশাপে পতিত হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে ঈশ্বরানুগ্রহ ও ধর্ম্ম লাভ যেন অসম্ভাবিত হইয়া আছে; মনুষ্য জাতি যেন চলাতে পাপ, বলাতে পাপ, শয়নে পাপ, স্বপনে পাপ, ভোজনে পাপ—কেবলই পাপ করিতেছে; ধর্ম্ম যেন কত দূরে পলায়ন করিয়াছে; এ জন্মে তাহা প্রাপ্ত হওয়া কঠিন। তাঁহারা মনে মনে এমন একটি আধ্যাত্মিক অবস্থা কল্পনা করিয়া তাহাতেই সমুদায় ধর্ম্মকে প্রবিষ্ট করিয়া রাখেন; যাহা তাঁহারা নিজে চক্ষেও দেখেন নাই, কর্ণেও শুনেন নাই, বুদ্ধিতেও ধরেন নাই, হৃদয়েও পান নাই, এবং পরীক্ষাতেও জানেন না; অথচ সেই অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে পরিত্রাণ নাই বলিয়া লোকদিগকে তিরস্কার করিতে থাকেন; লোকে প্রাণান্ত করিয়াও সে অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না; সুতরাং চির জীবনই কেবল ভয়েতে কম্পিত ও নৈরাশ্যে আকুল হইয়া বেড়ায়। যাঁহারা খৃষ্টীয় সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মোপদেশ-প্রণালী অবগত আছেন, তাঁহারা ইহা বিলক্ষণ জানেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টারা যেন এরূপ বিকৃতাকার ধর্ম্মোপদেশ মুখেও না আনেন। মাতার অমায়িক স্নেহ সকলেই অনুভব করিয়াছেন, সেই স্নেহ ঈশ্বরপ্রেমের প্রতিরূপ; তাঁহার আদেশ পালনরূপ ধর্ম্মসাধন সেই সুকোমল স্নেহেরই অনুযায়ী; কিছুই কঠোর নহে, কিছুই বিকটাকার নহে; ধর্ম্ম-সাধনে যে কঠোরতা দৃষ্ট হয়, তাহা তাঁহার ব্যবস্থা জনিত নহে, সংসারের দুরবস্থা নিবন্ধন। মনুষ্য যতই বিকৃত হউক, কখনই ঈশ্বরের স্নেহের অভাজন হয় না। মনুষ্য আনন্দের সহিত ধর্ম্ম সাধন করিবে এই তাঁহার ব্যবস্থা। মনুষ্যেরা মানুষকে যত দূর প্রকৃতি-ভ্রষ্ট বলিয়া গালি দেয়, সর্ব্ব শক্তিমান্ সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের সুকোমল হস্তে নির্ম্মিত মানবীয় প্রকৃতি বাস্তবিক তত দূর বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। মনুষ্যেরা স্বভাবত ধর্ম্মের প্রতি আদর করিয়া থাকে এবং তাহাদের আহ্নিক কার্য্যে—শরীর রক্ষা, পরিবার পালন, কৃষি বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতির অনুষ্ঠান, পিতৃ মাতৃ সেবা প্রভৃতি স্বাভাবিক কার্য্যেই ধর্ম্ম ধন উপার্জ্জিত হইয়া পর লোকের সম্বলে সঞ্চিত হইতে পারে; এই সমুদায় ঈশ্বরেরই প্রিয়কার্য্য, ন্যায় পথে থাকিয় সহৃদয়তা সহকারে তাহা সম্পাদন করিতে পারিলেই মনুষ্য ধর্ম্মপরায়ণ হইবে। ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত যেমন কোন অঙ্গকেই বলিদান করিতে হয় না, সেই রূপ আত্মাকেও বলিদান করিবার প্রয়োজন নাই—কি ধর্ম্মবৃত্তি, কি নীতি বৃত্তি, কি প্রীতি বৃত্তি, কি বুদ্ধি বৃত্তি ইহার একটিও বলিদান করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, প্রত্যুত এই সমুদায় বৃত্তি, এমন কি, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শারীরিক প্রকৃতি সকলও তাঁহাকেই পূজা করিবার উপকরণ। যে বালক নূতন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ক্ষণে ক্ষণে উত্থান ও

পতন যেরূপ, মনুষ্যের পাপ পুণ্যও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সেই রূপ। পাপ করিলে পতন-জনিত যন্ত্রণা অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু সে পাপ কি? ঈশ্বর মনুষ্যের প্রতি যে সকল আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা উলঙ্ঘন করা। কি জন্য তিনি আমাদিগকে আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিতেছেন? আমাদিগেরই মঙ্গলের জন্য। ব্রাহ্মগণ! আপনারা কি বিশ্বাস করিতে পারেন, সেই আদেশ কেবল দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ, ঘোরতর যন্ত্রণা-স্বরূপ, অথবা স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্তদিগের ক্রীড়াস্বরূপ? ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম, মনুষ্যের স্বাভাবিক কার্য্যে ইহা রক্ষিত নয়; অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টা এই স্বাভাবিক ধর্ম্মকে অস্বাভাবিক করিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন না।

দ্বিতীয়—ঈশ্বরের উপাসনা জীবনের সার কর্ম্ম; কিন্তু আত্মার উৎকর্ষ অনুসারে উপাসনাও ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট হইতে থাকে। আত্মোন্নতির এমন একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই যে, তথায় পহুছিতে না পারিলে ঈশ্বরের উপাসক হওয়া যায় না। যাহার আত্মা যে পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে সেই পরিমাণে ঈশ্বরের উপাসক হইতে পারে। অতএব উপাসনা এমন কোন অদ্ভুত পদার্থ নহে যে, পৃথিবীর মধ্যে কএক জন মনুষ্য ব্যতিরেকে আর কেহই তাহার অনুষ্ঠানে সমর্থ হইতে পারে না। যে যেমন উন্নতিতে আরোহণ করিয়াছে, সে সেই স্থান হইতেই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিবে। ঈশ্বরেরও এই নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, তিনি সকল প্রকার উপাসককেই তৃপ্তি ও শান্তি প্রদান করেন। এমন কি, পৌত্তলিক তাহার পুত্তলিকার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। পৃথিবীতে মনুষ্যের উন্নতি ও অবনতি উভয়ই অপেক্ষাকৃত; কোন ব্যক্তিই উন্নতির পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হন নাই; এবং কোন ব্যক্তিই এক বারে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই; সুতরাং সকল ব্যক্তিরই উপাসনা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট; ইহা মনে করিয়া রাখিতে না পারিলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উপদেষ্টা হইয়া পড়িবেন। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি ঈশ্বরের বিষয় যে রূপ বুঝিয়াছেন, তিনি সেই রূপ ভাবেই তাঁহার উপাসনা করুন, বুঝিবার অপেক্ষাতে উপাসনা স্থগিত না থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টা তাঁহার সেই রূপ উপাসনার মধ্য দিয়া তাঁহার আত্মাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করিবেন, তাঁহার উপাসনার উৎকর্ষ আপনা হইতে হইবে। কখন কখন এরূপ হয় যে, উপদেষ্টা স্বয়ং যে অবস্থা পান নাই অথবা যাহা উপস্থিত হওয়া এক বারেই অসম্ভব, লোককে চিত্তের সেই অবস্থা আনয়ন করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়া থাকেন। পৌত্তলিক পূজাপদ্ধতিতে ভূতশুদ্ধি বলিয়া একটি প্রকরণ আছে; তাহাতে এই রূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, পৃথিবী জলেতে, জল তেজেতে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে ও আকাশ আর এক পদার্থে বিলীন হইয়া গেল এই রূপ ধ্যান করিতে হইবে; তন্ত্রধারক কেবল বলেন পূজক কেবল হুঁ দিয়াই সারেন, এই মাত্র ইহার ফল। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টা উপাসনার কোন অংশে এরূপ অলীক কল্পনা-জাল বিস্তার করিয়া শান্তি-লাভার্থী সাধকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিবেন না। তাঁহার ধ্যানও ধারণায় এবং তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির, বিশেষতঃ পবিত্রতা, প্রেম ও করুণার অতুচ্চ কল্পনায়

পাষাণবৎ কঠোর হৃদয়ও আনন্দ রসে আর্দ্র হইয়া পড়ে; সেই আনন্দই সংসারভারে নিপীড়িত কাতর হৃদয়ের শান্তি ও আরাম। প্রেমময় ঈশ্বর সে আনন্দের দ্বার কখনই দুষ্প্রবেশ করিয়া রাখেন নাই। সংসারে নানাবিধ দুর্বিষহ আঘাতে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া মনুষ্যের সুকোমল হৃদয় শান্তির জন্য স্বভাবতই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়; করুণাসিন্ধু ঈশ্বর কখনই তাহাকে দূরীকৃত করিবেন না। অতএব তিনি তাহার আরামের জন্য সহজ উপায়ই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। মাতৃস্নেহ যদি তাঁহার প্রেমের প্রতিরূপ হয়, তবে ইহা অপেক্ষা নিঃসংশয় বাক্য আর কিছুই নাই। কিন্তু হায়! এ দেশীয় অত্যুক্তি-প্রিয় মধ্য কালের আচার্য্যগণ কঠোর শাসনে লোকদিগের মনে এরূপ সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন যে, গিরিরাজের তুষারাবৃত শিখরে আরোহণ করা অপেক্ষাও ঈশ্বরের প্রকৃত আরাধনা যে মনুষ্যের পক্ষে অধিকতর দুষ্কর। সহজেই তাঁহার প্রসাদ লাভ করা যায়, এ কথা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট উপহাস্যাস্পদ হইয়া আছে। অন্য দেশীয়দিগের কথা এ স্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল এ দেশের সহিত সবিশেষ সংস্রবে খৃষ্টীয়ানদিগের ভয়ানক ভ্রমজাল সংক্রামিত হওয়াতেই প্রসঙ্গক্রমে কহিতেছি যে, ইহা অপেক্ষা অধিক ভ্রান্তি আর কিছুই নাই যে, মনুষ্যের আচরণে ঈশ্বরের ক্রোধানল এমন প্রজ্বলিত হইয়া আছে যে, অনন্ত কালেও তাহা নির্ব্বাণ হইবার নহে, তাহার জন্য আবার এক মধ্যবর্ত্তীর আবশ্যকতা হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টা লোকদিগের এই সকল সংস্কার অপনীত করিবেন। উপাসনা মনুষ্যের স্বাভাবিক ভাবেরই কার্য্য, অতএব অত্যুৎকট পরিশ্রম নহে, প্রত্যুত পিতামাতার চরণ-ছায়ায় উপবেশন ও বন্ধুগণের আলিঙ্গন অপেক্ষাও তাহা মধুরতর প্রীতিকর ও সহজ।

তৃতীয়—উপদেষ্টা স্বয়ং যে বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছেন, তিনি সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন। এরূপ হইতে পারে যে, অনেক বিষয় তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই; সে বিষয়ে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে তাঁহার নিজের উপদিষ্ট হওয়া আবশ্যক, ইহা ব্রাহ্মসমাজের অথবা সকলের মত বলিয়া তাঁহারও মত হওয়া উচিত নয়। সে বিষয়টি সত্য হইতে পারে অথবা মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু যত ক্ষণ তাহা না বুঝিতেছেন, তত ক্ষণ তাহা সত্য বা মিথ্যা বলিতে তাঁহার অধিকার নাই। কিন্তু যে যে ধর্ম্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মতের উপর নির্ভর করে, তাহার মতে আর সকল বিষয়ে ধার্ম্মিক হইলেও সেই সমস্ত নির্দ্দিষ্ট মতের একটি সামান্য অংশ অস্বীকার করিলেই এক বারে অবিশ্বাসী ও নিরয়গামী বলিয়া গণ্য হইতে হয়। এই জন্য সেই সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উপদেষ্টারা স্বভাবতঃ স্বাধীনচিন্তা ও ধর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাবান্ না হইলে অসরলতা দোষে পতিত হন। এরূপ সামান্য বিষয়ের কেন উল্লেখ করিতেছি বলিয়া অনেকে অভিযোগ করিতে পারেন। অতএব ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় হইতেই এবম্বিধ অসরলতার রাশীকৃত উদাহরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার নাই। কেবল এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, নির্দ্দিষ্ট মত কিছুই থাকে না এরূপ নহে; কিন্তু যদি সত্যের জন্য কোন সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উপদেষ্টারা তাহাতে প্রস্তুত নহেন। যদি সাহস প্রদর্শনে

অগ্রসর হন, তাহা হইলে ইউনিটেরিয়ান্‌দিগের নিকট চ্যানিং ও পার্কর এবং ট্রিনিটারিয়ানদিগের নিকট কোলেঞ্জোর ন্যায় স্বকীয় সম্প্রদায়ের নিকট উৎপীড়িত হইবার ভয় তাঁহাদিগকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখে। এক বার পল্লীগ্রামের কোন মিসনরীকে, "পুনরুত্থানের পর খৃষ্টের সহিত প্রথম কাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল এই বিষয়ে গস্পেলে যে মতভেদ আছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন কি না, এবং এরূপ মত ভেদ সত্ত্বে সমুদায় বাইবলকে আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করা অসঙ্গত হয় কি না" এই বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে কিয়ৎক্ষণ বাদানুবাদের পর তিনি সরল ভাবে কহিলেন, ইহা লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বাদানুবাদ করিলে আমাদের পক্ষে বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টাদিগকে ইহা স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে যে, যাহা তিনি নিজের মত বলিয়া প্রচার করিতে পারেন, তাহারই উপদেশ দিবেন, নতুবা জগতের মঙ্গলের জন্য আরও কিছু কাল স্বয়ং শিক্ষা করিবেন।

চতুর্থ—ধর্ম্মোপদেশের মধ্যে রহস্য [১] ভাগ শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিড়ম্বনাস্বরূপ। ভৌতিক জগতের অনেক তত্ত্ব এখনও মনুষ্যের অগোচর রহিয়াছে; কিন্তু কোন পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত তাহার কোনটি আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে সংবাদ প্রদান করিলেই —আমাদিগকে সাহায্য করিলেই আমরাও তাঁহার ন্যায় তাহা অবগত হইতে পারি; সেই রূপ ধর্ম্ম-রাজ্যের অনেক তত্ত্ব অদ্যাপি আমাদের অগোচর রহিয়াছে; কিন্তু কোন উন্নত মনুষ্য তাহা অবগত হইয়া আমাদিগকে সাহায্য করিলে আমরাও তাঁহার ন্যায় সেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারি। কিন্তু জগতে এমন কোন সত্য নাই যে, তাহা কোন মনুষ্য জানিতে পারিলে অন্ততঃ তাঁহার সাহায্যেও অন্য লোকে অবগত হইতে পারে না। কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্মের এমন অনেক বিষয় আছে যে, বুঝিতে না পারিলেও তাহা রহস্য বলিয়া মান্য করিতে হইবে; ধর্ম্মে এমন অনেক বিষয় আছে যে, তাহা না বুঝিয়াও রহস্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত যত রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়াছি, তাহাতে রহস্যনির্ম্মাতাদিগের কুসংস্কার বা গূঢ় অভিসন্ধি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেষ্টারা যেন উপদেশের মধ্যে কোন রহস্য প্রবেশ করিয়া না দেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম; শিক্ষার্থীরা সহজ চেষ্টাতেই ইহা শিক্ষা করিতে পারিবেন; ইহাতে এমন কিছুই গূঢ়তা নাই যে, তাহা কতকগুলি লোক ব্যতিরেকে আর কেহ বুঝিতে অধিকারী নহে এবং না বুঝিয়াও বিশ্বাস করিতে হইবে।

পঞ্চম—ব্রহ্মদর্শন, ঈশ্বর লাভ, ঈশ্বর সহবাস, সমাধি, বৈরাগ্য, মুক্তি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আমরা পরীক্ষা করিয়া বলিতেছি, এই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ তাদৃশ প্রচারিত হয় নাই। অধিকাংশ শব্দ যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মদিগের যে আধ্যাত্মিক ভাবের ও অভিপ্রেত অর্থের অনুবাদস্বরূপ হইয়াছে; তাহা আরও অনেক দিন সাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে তীব্রতর বাদানুবাদও শ্রুত হইয়া থাকে। অতএব উপদেষ্টারা স্থান বিশেষে ঐ সকল শব্দের পরিষ্কার ভাব লোকের হৃদয়ঙ্গম করিতে

[১] যাহা জ্ঞানে, হৃদয়ে বা কোন প্রামাণিক পরীক্ষাতে না পাইলেও সত্য বলিয়া প্রকাশ করা হয়, তাহাই এখানে রহস্য বলিয়া উল্লিখিত হইল।

চেষ্টা করিবেন; ভবিষ্যতে ঐ সকল শব্দ দ্বারা যেন আবার নূতন রহস্য ও নূতন কুসংস্কার উৎপন্ন না হয়।

ষষ্ঠ—ধর্ম্মভাবের অপব্যবহার নিবন্ধন যেমন কুসংস্কার ও মত্ততা উৎপন্ন হয়, সেই রূপ অকর্ম্মক ভাব উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যের যথার্থ প্রাপ্য অনেক উন্নতির দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। অনেকে দেশের জল বায়ুকে ভারতবর্ষীয়দিগের অকর্ম্মকতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমরা তাহা অপেক্ষাও আর একটি প্রবল কারণ দেখিতে পাই—ইহাঁদিগের ধর্ম্মভাবের স্রোতঃ সংসাররূপ মরুভূমিতে প্রবাহিত না হইয়া কেবল আত্মাকেই যারপর নাই শীতল করিতে ছিল। বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা যখন সমুদায় লোক হইতে জাতিতে ও কর্ম্মেতে আপনাদিগকে পৃথক্‌ করিয়া কেবল অনন্যজাতিসাধারণ আড়ম্বরপূর্ণ ধর্ম্মপদ্ধতিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং আর সকলের ভাবকে আপনাদের ভাবের ও ব্যবস্থার বশীভূত করিয়া ফেলিলেন ও সুতরাং শান্তি স্থাপন রাজ্য রক্ষা ও কৃষি বাণিজ্য শিল্পাদি হইতেও পৃথক্‌ হইয়া পড়িলেন, সেই সময়েই অকর্ম্মক ভাবই প্রধান বলিয়া গণ্য হইবার সূত্রপাত হইল। পরে বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগের আড়ম্বরপূর্ণ যাগ যজ্ঞের বিপরীত দিকে চলিতে গিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মের সূত্রপাত করিলেন। শঙ্করাচার্য্য অধিকাংশ ভাবেই এমন কি, মস্তক মুণ্ডন ও গৈরিক বসন পরিধান পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া অকর্ম্মকতার পরা কাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। সেই ভাবই সমস্ত হিন্দু জাতির অপূর্ব্ব ভক্তি আকর্ষণ করে। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাস ব্রতে কতকগুলি কঠোর নিয়ম থাকাতে যে সে ব্যক্তি তাহা অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে চৈতন্য হইতে যে সম্প্রদায় উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে অকর্ম্মক ভাব অতি বিকৃত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এক্ষণে তাহারাই বৈরাগী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে তাহাদিগকে ধর্ম্ম-সম্প্রদায় না বলিয়া ব্যবসায়ী ভিক্ষুকের দল বলিয়া অনেকে জানিতেছেন। ইহাদিগকে বসুমতীর গলগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অধিক কি, ধর্ম্মভাবের অপব্যবহার স্বভাবতঃ সকর্ম্মক ইউরোপীয়দিগেরও অনেক পুরুষ ও স্ত্রীকে অকর্ম্মক করিয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মগণকে ভারতবর্ষীয়দিগের এই অকর্ম্মক অভ্যাসের পরিবর্ত্তন করিয়া সকর্ম্মকতা উৎপাদন করিতে হইবে। ঈশ্বর জাগ্রৎ ও কর্ম্মশালী, তাঁহার নিদ্রা নাই ও বিশ্রাম নাই, তিনি অনবরত অধিভূত জগতে ও আধ্যাত্ম জগতে নিস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করিতেছেন, তবে মনুষ্যদিগের কি রূপ হওয়া উচিত?

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। আমরা বারংবার বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, হৃদয়ের ভাবই ধর্ম্মের নিবাসভূমি, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু আর সমুদায় আধ্যাত্মিক অত্যুচ্চ বৃত্তির সমধিক উন্মেষ না হইলে তাহা হইতে নানাবিধ অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রশংসনীয়, বোধ হয় এরূপ আর কোন জাতির মধ্যে নাই; কিন্তু সেই ভাবকে পরিমার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত যাহাতে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক প্রভৃতির পরিচালনা হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে আর অধিক বলিতে চাই না, পূর্ব্ব প্রদেশ হইতে আমাদের কোন সহৃদয় বন্ধু এই বিষয়ে আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি; তাহাতে স্পষ্ট

বোধ হইবে যে, কেবল আমাদের নয়, অনেকের বিবেচনাতেই উহা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। "ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির স্রোত আজ কাল যে রূপে প্রবাহিত হই-তেছে, তাহাতে এক বার অন্তঃকরণ আশায় উল্লম্ফিত হয়, আবার ঘোর নিরাশার অন্ধকার আসিয়া চিত্তকে আচ্ছাদন করে। এই রূপ নৈরাশ্যকে অনেকে অবিশ্বাসের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু আমা-দের তাহা বোধ হয় না। ইতিহাস সমালোচ-নায় ইহা অখণ্ডিতরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, যে ধর্ম্ম কেবল হৃদয়ের ভাবকেই আশ্রয় করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতে চায়, কিছু কালের জন্য তাহার ভয়ানক এবং বিস্ময়কর উন্নতি হয়। কিন্তু শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই তাহা আবার নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আজ চল্লিশ বৎ-সর হইল, ফ্রান্স রাজ্যে সেণ্টসাইমোনি-য়ম্ ধর্ম্ম নামে একটী নূতন ধর্ম্ম, উদ্ভাবিত এবং প্রচারিত হইয়া, বৎসর কতিপয়ে সমুদায় ফ্রান্স অধিকার করিল; বড় বড় ডাক্তার, রাজপুরুষ, এঞ্জিনিয়ার এবং বিষ-য়ীরা বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উহার প্র-চারকের চরণে আশ্রয় লইল। কিন্তু পরিণামে এমন দুঃখ-জনক হইল যে ভাবি-তেও চিত্ত ব্যথিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের আজ কাল যে অবস্থা, তাহাতেও পরিণাম বিষয়ে অন্তঃকরণে সেই রূপ নানা ভয় উপস্থিত হয়। ইহার সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই সহৃদয় যুবা। কিন্তু আবার অধিকাংশই স্বচিন্তা এবং স্বাবলম্বন হীন। নিজের জন্য চিন্তা, বোধ হয় ব্রাহ্মসমা-জকে একেবারে পরিত্যাগই করিয়াছে। আজ যদি ব্রাহ্মসমাজের এক জন প্রধান ব্যক্তি এই রূপ উপদেশ করেন যে, স-র্ব্বাঙ্গে * * * ধূলি লেপন করা এবং করে জপ মালা লওয়া ব্রাহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন; এখনই শত শত ব্রাহ্ম সেই উপদেশ শিরো-ধার্য্য করে। এই রূপ আচরণে হৃদয়ের অবশ্যই প্রশংসা আছে। কিন্তু বুদ্ধি বিবেক ইহাতে নিশ্চয়ই অবমানিত হয়।"

ব্রাহ্ম সাহিত্যের আবশ্যকতা।

ব্রাহ্মধর্ম্মসংক্রান্ত যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমাদের সংস্কার এই যে, ধর্ম্মসংক্রান্ত সাহিত্য সকল ধর্ম্ম-প্র-চারের স্থায়িতর ও কার্য্যকর উপায়, অভি-মান শূন্য প্রচারক এবং হৃদয়গামী আচার্য্য। কিন্তু অদ্যাপি আমাদিগের মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট উপকরণের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। আমরা অনেক উপযুক্ত ব্রাহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু এই অভাব পূর্ণ করিতে কাহাকেও সমুৎসুক দেখিতে পাই না। সকল ব্রাহ্মই একপ্রকারে ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আনুকূল্য করিবেন, এরূপ নিয়ম নাই; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই কোন না কোন প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায়তা ক-রিতে হইবে। যাঁহারা উন্নত চিন্তাশক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি আর কিছুই না করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মসংক্রান্ত কতকগুলি সারবান্ সাহিত্য প্রণয়ন করিয়া যান, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের যথেষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

এক্ষণে বিদ্যা শিক্ষা দিন দিন বিস্তৃত হইতে চলিল, লোকের পাঠানুরাগ পরিব-র্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই অধ্যয়ন ও চিন্তা করিতে সামর্থ্য লাভ করিতেছে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের গভীর বিষয়ে তাহাদিগের জিজ্ঞাসা উপস্থিত হই-

তেছে। ব্রাহ্মেরা যদি সেই জ্ঞানেচ্ছা পূর্ণ করিবার উপায় না করিয়া দেন, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে। কেবল ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন ও প্রচারকের পর্য্যটন বর্ত্তমান অবস্থায় পর্য্যাপ্ত উপায় বলিয়া বোধ হয় না। সময়ে সময়ে প্রকাশ্য উপদেশে স্থায়ী ফল অতি অল্পই হয়। বিশেষতঃ তাহা শ্রবণ করা সকলের পক্ষে সম্ভাবিত নহে। কিন্তু পুস্তকের আধিপত্য স্ত্রী ও পুরুষ সকলের নিকটেই সমান। বাচনিক উপদেশ যেমন "এক কান দিয়া প্রবেশ করে, আর এক কান দিয়া বাহির হইয়া যায়" ধর্ম্মবিষয়ক সাহিত্য সে প্রকার নহে; প্রত্যুত উহা ওত-প্রোত রূপে লোকের হৃদয়কে অধিকার করে। ব্রাহ্মগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, যাহা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত সাহিত্য প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কি রূপ বলে লোকের চিত্তের পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে। বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজ সকল ও প্রচারকগণ অদ্যাপি তাহার অর্দ্ধেক কার্য্য করিতে পারেন নাই।

এ বিষয়ে অধিক লিখিতে ইচ্ছা নাই, কেবল উপযুক্ত ব্রাহ্মগণকে এই অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করা ইহার উদ্দেশ্য। যিনি জ্ঞানের পরিবর্দ্ধক, ভাবের উদ্দীপক ও সাধু ইচ্ছার উত্তেজক সাহিত্য সকল প্রণয়ন করিয়া যাইবেন; এ দেশ তাঁহার নিকটে চির কালের জন্য কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে।

নূতন পুস্তক।

নারী-জাতির বিষয়ক প্রস্তাব।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত, কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত; ইহাতে প্রথমে মুখবন্ধ তৎপরে চারিটি পরিচ্ছেদ আছে। স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার সংশোধন ইহার উদ্দেশ্য। মুখবন্ধে স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির উপরে সামাজিক উন্নতি কি রূপ নির্ভর করে, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পুরুষ যেমন বীরত্বে ও বুদ্ধি সামর্থ্যে প্রধান, স্ত্রীলোক সেই রূপ হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে এবং প্রীতি দয়া ও ঈশ্বর ভক্তি প্রভৃতিতে প্রধান, এইটি প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শিক্ষার আবশ্যকতা, হৃদয়ানুকূল শিক্ষা ও জ্ঞানানুকূল শিক্ষা—যাহাতে হৃদয় মার্জ্জিত ও জ্ঞান উন্নত হয়, এইরূপ দ্বিবিধ শিক্ষা, নারীজাতির জ্ঞান বিরহে বিষময় ফল ও বঙ্গীয় কুলনারীদিগের শিক্ষা এই কএক বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে নারী জাতির স্বাধীনতা, স্বাধীনতার যথার্থ আদর্শ কি এবং তাহা এ দেশীয় স্ত্রীলোকেরা কি রূপে লাভ করিতে পারেন, এই বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে সকল দেশে এক্ষণে নারী জাতির সামাজিক অবস্থা কি-রূপ এবং কি রূপ হওয়া উচিত, তাহা বিবেচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ খানিতে যাহা যাহা আছে, অতি সংক্ষেপে কেবল তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু কিছুই বলা হইল না। ঐ সমস্ত মূল বিষয়ের আনুষঙ্গিক রূপে যে কি কি গুরুতর বিষয় সকল আন্দোলিত হইয়াছে, কি রূপ যুক্তি, কি রূপ উদাহরণ, কি রূপ অভিজ্ঞতা, কি রূপ সহৃদয়তা, কি রূপ অপক্ষপাতিতা, কি রূপ ন্যায়পরতা, ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, কেবল সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতে গেলে গ্রন্থের অবমাননা হইবে এবং পাঠকগণও ইহার যথার্থ মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না এই জন্য তাহাতে পরাঙ্মুখ হইলাম। দুই শত বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তক খানি পাঠ করিতে আমাদের অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু একটি পলও বৃথায় গেল এরূপ বোধ হয় নাই। ঐতিহাসিক উদাহরণ, প্রমাণ প্রদর্শন, যুক্তি আহরণ, সিদ্ধান্ত স্থাপনও যথাযথ বর্ণনা অতি সুন্দর ও মনোহর হইয়াছে। নারী জাতির অবস্থার সংশোধন গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, তাঁহার আদর্শ অতি মহৎ, অথচ বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে যে

রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা সিদ্ধ হইবে, তাহা চিন্তামাত্রপরায়ণদিগের উদ্ভাবিত উপায়ের ন্যায় কেবল চিন্তাগত নহে। ইহা পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই পাঠ্য; পাঠ করিতে করিতে উভয়কেই কখন ধিক্কৃত, কখন উৎসাহিত, কখন আনন্দিত হইতে হইবে এবং কখন অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ইহা পাঠ করিলে স্ত্রীলোকদিগের ও তাহাদের প্রতি আমাদের কি রূপ কর্ত্তব্য, কেবল যে সেই বিষয়ে স্পষ্ট ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তাহা নহে; যাঁহারা ইংরাজীতে বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহারা ইহাতে পরমোপকৃত হইবেন এবং স্ত্রীলোকেরা বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা কি রূপ সৌভাগ্যের অধিকারী, কিন্তু কি রূপ দুর্ভাগ্যে অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহা এক খানি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পুস্তক।

গ্রন্থকার স্ত্রী পুরুষে যে বুদ্ধিগত ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, কেবল সেই বিষয়ে আমরা তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমরা পরীক্ষা দ্বারা যত দূর জানিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি, সমান রূপ শিক্ষা ও বুদ্ধি সামর্থ্য প্রকাশের সমান রূপ অবসর ও সমান রূপ উপকরণ প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যে স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা একটুও হীন হয় না। গ্রন্থকার স্বয়ংই দেখাইয়াছেন যে, আমেরিকাতে স্ত্রী ও পুরুষ এক বিদ্যালয়ে এক রূপ শিক্ষা পাওয়াতে বুদ্ধিবৃত্তিবিষয়ক কার্য্যে এক রূপই ক্ষমতা প্রদর্শন করিতেছে। তথায় এখনও যাহা কিছু প্রভেদ আছে, তাহা কেবল এই জন্য, স্ত্রী ও পুরুষ চির কালই বুদ্ধি চালনা বিষয়ে ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসাতে যে প্রভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অপনয়ন করিতে বহু শতাব্দী আবশ্যক। বুদ্ধিগত বৈষম্য না থাকিলেও আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, উভয়ের প্রকৃতিগত যথেষ্ট প্রভেদ আছে।

ইহার ভাষাও অতি সুন্দর হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে দুই একটি স্থান ভিন্ন ভাষার গাঢ়তা অথচ প্রাঞ্জলতা প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়।

MIRACLES;
OR
THE WEAK POINTS OF REVEALED RELIGION,

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র দেব দাস জানবাজার "টেবল-টক" সভার সাংবৎসরিকে যে একটী বক্তৃতা করেন, তাহাই এই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

ইহাতে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত অলৌকিক কার্য্য সকলের সত্যাসত্য বিবেচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার অতি পরিষ্কৃত রূপে দেখাইয়াছেন, যে এই সকল অলৌকিক ক্রিয়া অসভ্য কালেই হইত। যে সময়ে লোক তর্ক করে না, চিন্তা করে না, বিজ্ঞানের প্রচার হয় না, সেই অজ্ঞান অবস্থা ব্যতীত ঐ সকল অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে পারে নাই।

উদাহরণ স্বরূপে তিনি খৃষ্টের অদ্ভুত কার্য্য সকলের বিষয় সবিস্তরে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যাহারা তর্ক করিত বা পরীক্ষা করিতে চাহিত, খৃষ্ট তাহাদিগকে অবিশ্বাসী ও কপট বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেন। যাহারা নির্ব্বোধ ও মেষবৎ তাহাদের সম্মুখেই অদ্ভুত ক্রিয়ার আবির্ভাব হইত। তিনি আরো বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যাহারা খৃষ্টের ঐ সকল অদ্ভুত ক্রিয়ার বিষয় প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই তদ্বিষয়ে স্বার্থহীন ও অপক্ষপাতী ছিলেন না এবং তাঁহাদেবর কথারও পরস্পর ঐক্য নাই। অতএব তাহাদের বাক্য কখনই প্রমাণস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে না।

তৎপরে তিনি দেখাইয়াছেন যে ঐ রূপ কোন অদ্ভুত ক্রিয়া দ্বারা জনসমাজের চালিত হইবার কখন প্রয়োজন হয় নাই। এস্থলে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের অবতার সকলের কথা উল্লেখ করিয়া খৃষ্টের জন্ম মৃত্যু ও পুনরুত্থান প্রভৃতি ঘটনা সকলের বিষয় সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, খৃষ্টীয়দিগের মতে খৃষ্টের আবির্ভাবের মূল কারণ মনুষ্য সাধারণের পতন! এই পতন সংক্রান্ত মত অসম্ভব, যুক্তিবিরুদ্ধ ও ঈশ্বরবিদ্বিষ্ট। যদি মনুষ্য জাতির পতন হইত, যদি

মনুষ্যের মন এই রূপ হইত যে সে ভাল চায় না, মন্দই চায়, পুণ্য চায় না পাপই চায়, তাহা হইলে মনুষ্যের এ পর্য্যন্ত যে সকল উন্নতি হইয়া আসিয়াছে, তাহার কিছুই হইত না। এই হাস্য-বতী বসুন্ধরা, এই সাক্ষাত "ইদন্ উদ্যান" অন্য আকার ধারণ করিত।

তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে অদ্ভুত ক্রিয়া দ্বারা জনসমাজের কোন মঙ্গল ফল সাধন হয় নাই। অদ্ভুত ক্রিয়া দ্বারা কোন্ সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে! ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ আবির্ভূত হই-তেছে? ঈশ্বরের সহিত আমাদের কোন্ সম্বন্ধ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে? তৎপরে তিনি আমাদের ধর্ম্ম প্রিয়তা এবং অদ্ভুত ক্রিয়া বিষয়ক মতের ভ্রম বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া খৃষ্টীয় মিশনরীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রস্তাবের উপসংহার করিয়াছেন

উৎকল পত্রিকা।

এই মাসিক পত্রিকা খানি উৎকল ভাষায় কটক হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, উড়্ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ইহার উদ্দেশ্য। কটকে একটী বাঙ্গালীদিগের ব্রাহ্মসমাজ আছে. তদ্ভিন্ন উড়্দিগের নিমিত্ত একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এই পত্রিকা খানি তাহারই মুখ স্বরূপ। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার সম্পাদক। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ ও উৎকল ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা প্রভৃতি প্রকাশিত হইতেছে।

THE ADI BRAHMA SOMAJ.

The Adi Brahma Samaj maintains that Brahmoism is both universal religion as well as a form of Hindooism. The principal ground of its maintaining this opinion is that Theism is true Hindooism according to a right interpretation of the Hindoo shastras. There are also other strong grounds for this opinion. All these grounds are detailed below.

First. That Theism is true Hindooism according to a right interpretation of the Hindoo Shastras.

Seconaly. That Brrhmoism has been developed out of Hindooism like many forms of heterodox Hindooism.

Thirdly. The very name of Brahmoism reveals its Hindoo origin.

Fourthly. That the Brahmas are worshipers of the very same Brahma whom the Hindoos worship as their Supreme Deity.

Fifthly. That the Brahmas have got a form of divine service containing selections from the Hindoo Shastras only.

Sixthly. That the Brahmas have got a book of Theistic Texts containing selections form the Hindoo Shastras only.

Seventhly. That the Brahmas have got a ritual containing as much of the ancient form as could be kept consistently with the dictates of conscience.

Eighthly. That the Brahmas follow many Hindoo usages and customs.

Ninthly. That the orthodox Hindoos the oponent of the Brahmas, admit Brahma Dharma to be the *Sar Dhurma* or the purest form of their own religion.

The great first recommendation of the doctrines of the Adi Samaj is their extreme liberality and catholic chracter. Ram mohun Roy in the trust deed of the Samaj says.

"The said messuage or building, land, tenements hereditaments and premises with their appurtenances to be used, occupied, enjoyed, applied, and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the

One Eternal, Unsearchable and Immutable Being who is The Author and Preserver of the Universe but not under or by any other name, designation or title peculiarly used for and applied to any particular being or beings by any man or set of men whatsoever and that no graven image, statue or sculpture, carving, printing, pictures, portrait or the likeness of anything shall be admitted within the said messuage, building, land, tenements, hereditaments, and premises and that no sacrifice, offering or oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein and that no animal or living creature shall within or on the said messuage, building, land, tenements and hereditaments and premises be deprived of life either for religious purposes or for food and that no eating or drinking (except such as shall be necessary by any accident for the preservation of life,) feasting or rioting be permitted therein or thereon and that in conducting the said worship and adoration no objects animate or inanimate that has been or is or shall hereafter become or be recognized as an object of worship by any man or set of men shall be reviled or slightingly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching and praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered or used in the said messuage or building and that no sermon, preaching, prayer or hymns be delivered made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation, worship and adoration of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, and virtue and strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds and that such worship be performed daily or at least as often as once in seven days and also for the delivery of discourses or public lectures having a tendency to promote the worship and adoration of The One Eternal Unsearchable and Immutable Being who is the Author and Preserver of the Universe."

In the above sentences, the illustrious founder of the Samaj lays down the fundamental principles of Brahmoism. He therein inculcates the spiritual worship of The One Infinite and Incomprehensible Being, the Author of the Universe, enjoins the renunciation of every form of idolatry, shuts the door at once against Avatarism, preaches love to God and love to man and as one of the great means of promoting the latter kind of love, recommends that the lectures and the sermons delivered at the Samaj should have a tendency to promote union among all nations by setting forth the religious unity of man. The present venerable Pradhan Acharya of the Brahma Samaj gave a definte shape to the sublime doctrines mentioned above and embodied them in the *Brahma Dharma Vijàn* of which an English translation is given below.

"First. The one Supreme before this was; nothing else whatever was. He it is that has created all this.

Second. He is eternal, intelligent, infinite, all-good, all-free, formless, one only without a second, all-pervading, all-governing, all-sheltering, all-knowing, all powerful, absolute, perfect and without a parallel.

Third. Worship of Him is the sole cause of temporal and spiritual welfare.

Fourth. Love towards Him and performing the works He loveth, constituteth His worship."

Any one who believes in these articles of faith is reckoned a Brahmo by the Adi Samaj. The Samaj gives the wid-

est latitude to its members in their religious opinions consistently with the above fundamental principles of belief. It only recommends that each nation should work out its religious and social reformation in its own national way as the great law of such reformatio is, as has been shown by an advocate of the Samaj, that it should be achieved in a national shape to ensure its success. *

The next great characteristic of the doctrines of the Samaj is their extreme purity.

The Samaj has zealously guarded its sacred charge, the truths of Brahmoism, from the contaminating influence of error of every description. It renounced a belief in the revelation of the Vedas when it perceived their true character. It lately deprecated in the columns of its organ "the Tattwa bodhini Pattrica," certain practices prevailing among some of the Brahmos which strongly smell of Avatarism and hero worship.

As the water of a spring partakes of the qualities of the soil from which it issues, so Brahmoism, although it is universal religion, must partake of the nature of the religion from which it originated among the class of men who adopt it, affecting more or less its chracter of universal religion according to the nature of its source. It was the glorious characteristic of the ancient Rishees who composed the Upanishads to have held communion with God, the Soul of the soul, face to face without the intervention of a Savior or Mediator. The Theism of the Adi Samaj being the legitimate result of the bigher teachings of the Vedas as contained in the Upanishads inculcates such communion and recognizes God as the *Bibhoo* or the Omnipresent filling all in all instead of being especially manifest in a particular place such as Swarga or heaven and not manifest in other places.

The next great characteristic of the doctrines and practices of the Adi Samaj is their harmonious nature and free-dom from extravagance. It teaches its members to pay due respect to a religious teacher, but it does not instruct them to consider him as an Incarnation of God in any sense of the term whatever, to roll before his feet as Hindu idolators do before their idols, to supplicate him to save them through the merits of the dust of his feet and to address him as the Merciful Lord "the sinner's Resort" the Savior of the "lowly," titles which are applied by Theists to God and to God alone.

It denounces a spirit of worldliness but it does not set down prudence at once to be the arithmetic of fools, showing as it does that, that quality given by God to man has its proper function and use and that the same God who has made the soul of man has also made the world. It teaches us that the world is transitory and that we should not set our hearts upon it, but it does not deem it scepticism to lay up provisions for the future, knowing as it does that the world is governed by immutable laws of God's own making, that there are laws about providing for future trouble and that faith in God's action through those laws is a part of "true faith." It condemns a soul bewitched by the fascination of the world and forgetful of God but its teachings do not lead a man to quit his worldly occupation in a fit of spiritual despair imagining himself to be unable to reconcile God and the world. It enjoins the purifica-

* See Brahmic Questions of the day answered by

tion of the soul by the fire of repentance but it does not teach us to make a parade of repentance by sending forth piercing cries at the time of divine service so as to prevent ourselves and other listeners to hear the preacher as well as by roaming in a forlorn mood uttering loud lamentations on field and on shore and in cemeteries as if at once forsaken by the all merciful God for sin. It enjoins a severe course of spiritual discipline, *Sadhana,* for the government of the passions but it does not proceed to the ridiculous extent of recommending vigils, fasts and other bodily austerities for the purpose. It allows indulgence in spiritual joy but does not recommend uproarious singing and dancing in circles to the sound of the *Khōle* and other acts of frantic ecstacy. It allows gladness on occasions of religious festivity but it does not recommend puerile processions in the public streets with banners waving in the air and the like. It does not allow any kind of religious extravagance and considers true religion to consist in a harmonious operation of all our faculties and the harmonious discharge of all our duties.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ পুস্তক সকল নিম্ন লিখিত অর্দ্ধ মূল্যে ও শত করা ২৫ টাকা কমিসন বাদে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডির দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক মাশুল পাঠাইলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

অর্দ্ধ মূল্যে

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও তাৎপর্য্য সহিত) .. .. ..
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ... ।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড .. ৵০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত .. ॥০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .. ॥০
মাঘোৎসব ১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ।৵
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. ।৵
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা ⁄০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ .. .. ১॥০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা—প্রথম ভাগ .. ১
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ .. ১
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি .. .. .. ⁄০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে ৵০
ধর্ম্ম চর্চ্চা .. .. .. ।০
প্রবচন সংগ্রহ .. .. .. ⁄১০
সংগীত মুক্তাবলী .. ... ।০
প্রশ্নমঞ্জরী .. .. ॥০
প্রভাত-কুসুম .. .. ।⁄০
উদ্বোধনাঞ্জলি .. .. ⁄০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান ৸০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৬।৮৭ শকের ১॥০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৮ শকের .. ৸০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক .. ... ।১০
ব্রাহ্মব্যবহার .. .. .. ⁄০
দুর্গোৎসব ... ... ⁄০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা .. ।১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা ... ⁄০
Selections from Vaidanta 2
Hindoo Theism. 1

২৫ টাকা কমিসন বাদে

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ডের তাৎপর্য্য ও দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ২
ঐ ঐ ঐ ভাল বাঁধা .. .. ২॥০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম .. .. .. ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ... .. ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ ॥০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ .. ॥০
ভবানীপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের উপদেশ ।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. .. ।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা
আত্মোৎকর্ষ বিধান .. . ১৵০
তত্ত্বপ্রকাশ ৶০
প্রাতাহিক ব্রহ্মোপাসনা ৶০
হিতোপাখ্যান মালা .. .. ।৵০

ব্রহ্মোপাসনা	৵১০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	৵১০
আত্মতত্ত্ববিদ্যা	৶০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৷৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ .. .	।০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৷৶০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	৵০
ব্রহ্ম সঙ্গীত	।০
সুভাব সঙ্গীত	।০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	৵০
ব্রহ্মসাধন	৵১০

	Rs.	As.	P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Somaj		4	
Brahmic Questions of the Day		6	
Brahmic Advice Caution and Help		8	
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible		5	6
Theists Prayer Book	1		
Signs of the Times	1		
Vaidantic Doctrines Vindicated ..	2		
Doctrine of Christian Ressurrection	2		
Physiology of Idolatry	3		
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion		8	
Lectures on Patholgy of Fever	1	4	

প্রথমাবধি ১৭৮৮ শক পর্য্যন্তের যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায় অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক।

উক্ত পুস্তক তাৎপর্য্য সহিত প্রথম ও তাৎপর্য্য সহিত দ্বিতীয় খণ্ড লাল কাল অক্ষরে তৃতীয় বার মুদ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বে দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য ছিল না, এ বার সমুদায়ই তাৎপর্য্য সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ২ দুই টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ রবিবার বলহাটী ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রীসূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ রবিবার ৭॥ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

A discourse on "The Prison Darkness of the Church or the free atmosphere and the broad day light of God's own Kingdom," will be delivered by Baboo Mohendro Nath Mookerjea at the Adi Brahma Samaj Library Hall on the 25th Decr, 11th Poush, at 7½ P. M.

আগামী চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রতি দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠের পর, কেবল ৭ মাঘ বুধবার ব্রাহ্মধর্ম্মপাঠান্তে নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনার পর, ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিবেন—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১ মাঘ বৃহস্পতিবার

শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী
২ মাঘ শুক্রবার

পাথুরে ঘাটা নিবাসী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ মাঘ শনিবার

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪ মাঘ রবিবার

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৫ মাঘ সোমবার

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী
৬ মাঘ মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
৭ মাঘ বুধবার

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
৮ মাঘ বৃহস্পতিবার

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়
৯ মাঘ শুক্রবার

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
১০ মাঘ শনিবার

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সপ্তম কল্প
তৃতীয় ভাগ
৩১৭ সংখ্যা
মাঘ ১৭৯১ শক
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪০

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ রবিবার চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন প্রতিদিবস ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে।

১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ
কলিকাতা ১৭৯১ শক।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে নবমং সূক্তং।

কুৎসঃ ঋষিঃ জগতীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৮৪

৬। ন্যোজিতা বাহূ অমিতক্রতুঃ সিমঃ কর্ম্মন্ কর্ম্মন্ শতমূতিঃ খজঙ্করঃ। অকল্প ইন্দ্রঃ প্রতিমানমোজসাথা জনা বি হ্বয়ন্তে সিষাসবঃ।

৬। হে ইন্দ্র! তব বাহূ হস্তৌ ন্যোজিতা ন্যক্‌ যেন গবাং লম্ভয়িতারৌ, ত্বঞ্চ 'অমিতক্রতুঃ' অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানঃ, 'সিমঃ' শ্রেষ্ঠঃ তথাচ শাট্যায়নকং সিম ইতি বৈ শ্রেষ্ঠমাচক্ষত ইতি, যদ্বা সিমঃ শত্রূণাং বন্ধকঃ, 'কর্ম্মন্ কর্ম্মন্' সর্ব্বেষু কর্ম্মণি কর্ম্মণি উপস্থিতে 'শতমূতিঃ' বহুবিধরক্ষণোপেতঃ 'খজঙ্করঃ' খজতি মথ্নাতি পুরুষানিতি খজঃ সংগ্রামঃ তস্য

কর্ত্তা 'অকম্পঃ' কম্পেনান্যেন রহিতঃ স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ, 'ওজসঃ' সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং যদোজঃ বলমস্তি তেন সর্ব্বেণ 'প্রতিমানং' প্রতিনিধিস্তেন মীয়মানঃ, যস্মাদেবং গুণবিশিষ্টঃ 'ইন্দ্রঃ', 'অধ' অতঃ কারণাৎ 'সিষাসবঃ' ধনং লব্ধুকামাঃ 'জনাঃ' 'বিহ্বয়ন্তে' বিবিধমাহ্বয়ন্তি।

৬। হে ইন্দ্র ! তোমার বাহুদ্বয় জয়যুক্ত হইয়া গো লাভ করিয়াছে, তুমিও অপরিমিত জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ, স্তোতৃদিগের কর্ম্মেতে বহু প্রকার রক্ষা কর্ত্তা, সংগ্রাম কর্ত্তা, স্বতন্ত্র, ও সমুদায় বলের প্রতিনিধি। যেহেতু ইন্দ্র এই রূপ গুণ বিশিষ্ট, অতএব ধনকামী জনেরা তাঁহাকে আহ্বান করে।

১১৮৫

৭। উত্তে শতান্ মঘবন্নুচ্চ ভূয়স উৎসহস্রাদ্রিরিচে কৃষ্টিষু শ্রবঃ। অমাত্রং ত্বা ধিষণা তিত্বিষে মহ্যধা বৃত্রাণি জিঘ্নসে পুরন্দর।

৭। হে 'মঘবন্' ধনবন্নিন্দ্র 'কৃষ্টিষু' মনুষ্যেষু 'তে' ত্বয়া দীয়মানং 'শ্রবঃ' যদন্নমস্তি তৎ 'শতাৎ' শতসংখ্যাকাদন্নাৎ 'উদ্রিরিচে' উদ্রেকমধিকং ভবতি, অপিচ 'ভূয়সঃ' শতসংখ্যাকাদপি বহুতরাৎ ধনাৎ 'উৎ' রিরিচে অধিকং ভবতি, কিং বহুনা 'সহস্রাৎ' সহস্রসংখ্যাকাদপি 'উৎ' রিরিচে ত্বয়া দত্তং তদন্নমক্ষয়মিত্যর্থঃ। অপিচ 'অমাত্রং' মাত্রয়া ইয়ত্তয়া রহিতং পরিগণিতুমশক্যৈঃ সর্ব্বৈঃ গুণৈঃ অধিকং 'ত্বা' ত্বাং 'মহী' মহতী 'ধিষণা' অস্মদীয়া স্তুতিলক্ষণা বাক্ 'তিত্বিষে' দীপয়তি ত্বৎসম্বন্ধিনো গুণান্ প্রকাশয়তি। হে 'পুরন্দর' শত্রূণাং পুরং দারয়িতরিন্দ্র 'অধ' অথ স্তুত্যনন্তরং 'বৃত্রাণি' আবরকান্ শত্রূন্ 'জিঘ্নসে' হংসি বিনাশয়সি।

৭। হে মঘবন্ ইন্দ্র ! মনুষ্যদিগের প্রতি তোমার দত্ত অন্ন শত সংখ্যা হইতে অতিরিক্ত, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যা হইতে অতিরিক্ত এবং সহস্র সংখ্যা হইতেও অতিরিক্ত। অগণনীয় গুণ বিশিষ্ট যে তুমি, স্তুতি লক্ষণ বাক্য তোমার গুণ প্রকাশ করে। হে পুরন্দর ! স্তুতির পর তুমি শত্রু বিনাশ কর।

১১৮৬

৮। ত্রিবিষ্টিধাতু প্রতিমানমোজসস্তিস্রো ভূমীর্নৃপতে ত্রীণি রোচনা। অতীদং বিশ্বং ভুবনং ববক্ষিথাশত্রুরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।

৮। হে 'নৃপতে' নৃণাং পালয়িতরিন্দ্র ত্বং 'ওজসঃ' সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং বলস্য 'প্রতিমানং' প্রতিনিধিরসি কীদৃশং প্রতিমানং 'ত্রিবিষ্টি ধাতু' ধাতুশব্দো রজ্জুভাগবচনঃ, যথা ত্রিধাতু পঞ্চধাতু বা শুল্বং করোতীতি, যথা ত্রিবিষ্টিস্ত্রিগুণিতা রজ্জুর্দৃঢ়তমা এবমিন্দ্রোপি দৃঢ় ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বং 'তিস্রঃ ভূমীঃ' ত্রীন্ লোকান্ 'ত্রীণি রোচনা' ত্রীণি তেজাংসি দিবি আদিত্যাখ্যং অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতরূপমগ্নিং পৃথিব্যামাহবনীয়াদিরূপেণ বর্ত্তমানং পার্থিবমগ্নিং, এবং ত্রীন্ লোকান্ ত্রীণি তেজাংসি চ 'অতি ববক্ষিথ' অতিশয়েন বোঢুমিচ্ছসি, অপিচ 'ইদং বিশ্বং' সর্ব্বং 'ভুবনং' ভূতজাতং চ 'অতি' বোঢুমিচ্ছসি সর্ব্বস্য জগতঃ পালনেন ত্বমেব সর্ব্বেষাং নির্ব্বাহকো ভবসীত্যর্থঃ। যস্মাৎ হে 'ইন্দ্র' ত্বং 'সনাৎ' চিরকালাদারভ্য 'জনুষা' জন্মনা জন্ম প্রভৃতি 'অশত্রুঃ' সপত্নরহিতঃ 'অসি'।

৮। হে নৃপতি ইন্দ্র ! তুমি ত্রিগুণিত রজ্জুর ন্যায় দৃঢ়তর রূপে বলের প্রতিনিধি। তুমি তিন লোক ও সূর্য্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি তিন তেজকে অতি বহন কর, তুমি এই ভূতজাতকে প্রতিপালন কর। হে ইন্দ্র ! যে হেতু জন্ম অবধি চিরকাল তুমি শত্রু রহিত।

১১৮৭

৯। ত্বাং দেবেষু প্রথমং হবামহে ত্বং বভূথ পৃতনাসু সাসহিঃ। সেমং নঃ কারুমুপমন্যুমুদ্ভিদমিন্দ্রঃ কৃণোতু প্রসবে রথং পুরঃ।

৯। হে ইন্দ্র 'দেবেষু' 'প্রথমং' শ্রেষ্ঠং 'ত্বাং' 'হবামহে' যাগার্থমাহ্বয়ামহে, তথা 'ত্বং' 'পৃতনাসু' সংগ্রামেষু 'সাসহিঃ' শত্রূণামভিভবিতা 'বভূথ' ভবসি। উত্তরার্দ্ধঃ পরোক্ষকৃতঃ 'সঃ' 'ইন্দ্রঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'কারুং' স্তুতীনাং কর্ত্তারং 'উপমন্যুং' উপমন্তারং সর্ব্বজ্ঞং 'উদ্ভিদং' শত্রূণামুদ্ভেত্তারং 'ইমং' এবং গুণবিশিষ্টং পুত্রং 'কৃণোতু' করোতু, অপিচ 'প্রসবে' যুদ্ধোপক্রমে অস্মদীয়ং 'রথং' 'পুরঃ' অন্যেভ্যো রথেভ্যঃ পুরতঃ বর্ত্তমানং করোতু। যদ্বা কার্বিত্যাদীনি রথবিশেষণানি, কারুং যুদ্ধস্য কর্ত্তারং

উপমন্যুং উপগতেন প্রাপ্তেন মন্যুনা ক্রোধেন যুক্তং উদ্ভিদং মার্গেঽবস্থিতানাং বৃক্ষাদীনামুচ্ছেত্তারং অতিশয়েন ভংক্তারং।

৯। হে ইন্দ্র! দেবতাদিগের মধ্যে প্রথম তোমাকেই আহ্বান করে, তুমি সংগ্রামে শত্রুদিগের পরাভব কর্ত্তা হও। সেই ইন্দ্র আমারদিগকে স্তুতিকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, শত্রু নিবারক ও এই রূপ অন্য গুণ বিশিষ্ট পুত্র প্রদান করুন, এবং যুদ্ধকালে রথকে অন্য রথের পুরোভাগে বর্ত্তমান করুন।

১১৮৮

১০। ত্বং জিগেথ ন ধনা রুরোধিথার্ভেষ্বাজা মঘবন্ মহৎসু চ। ত্বামুগ্রমবসে সং শিশীমস্যথা ন ইন্দ্র হবনেষু চোদয়।

১০। হে 'ইন্দ্র' 'ত্বং' 'জিগেথ' শত্রূন্ জয়সি, তথা 'ধনা' শত্রুভ্যোপহৃতানি ধনানি 'ন রুরোধিথ' নাবরুণৎসি স্তোতৃভ্যঃ প্রযচ্ছসীত্যর্থঃ। হে 'মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র 'অর্ভেষু' অল্পেষু 'আজা' আজিষু সংগ্রামেষু 'মহৎসু চ' প্রৌঢেষু সংগ্রামেষু চ 'অবসে' অস্মাকং রক্ষণায় 'উগ্রং' উদ্গূর্ণং অধিকবলং 'ত্বাং' 'সংশিশীমসি' স্তোত্রৈস্তীক্ষ্ণীকুর্ম্মঃ, 'অথ' অনন্তরং হে ইন্দ্র ত্বং 'হবনেষু' যুদ্ধাগমনাহ্বানেষু সৎসু আগত্য 'নঃ' অস্মান্ চোদয় সংগ্রামেষু প্রেরয় জয়ং প্রাপয়েত্যর্থঃ।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুদিগকে জয় কর, স্তোতৃদিগকে ধন দান কর। হে মঘবন্! অল্প সংগ্রামে ও অধিক সংগ্রামে আমরা তোমাকে উগ্ররূপে উত্তেজনা করি, অনন্তর তুমি যুদ্ধাহ্বানে আমারদিগকে প্রেরণ কর।

১১৮৯

ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ

১১। বিশ্বাহেন্দ্রো অধিবক্তা নো অস্ত্বপরিহ্বৃতাঃ সনুয়াম বাজং। তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ। ১। ৭। ১৫।

১১। ব্যাখ্যাতেয়ং রোহিণ্যামেতি সর্গে। 'ইন্দ্রঃ' 'বিশ্বাহা' সর্ব্বেষু অহঃসু 'নঃ' অস্মাকং 'অধি' পক্ষপাতেন 'বক্তা' ভবতু। বয়ঞ্চ অকুটিলগতয়ঃ সন্তঃ হবির্লক্ষণং দত্তমন্নং লভামহে। যদস্মাভিঃ প্রার্থিতং অস্মদীয়ং তন্মিত্রাদয়ঃ পূজিতং কুর্ব্বন্তু॥ ১। ৭। ১৫।

১১। ইন্দ্র সর্ব্বকাল আমারদিগের পক্ষ হইয়া বাক্য বলুন, আমরাও অকুটিল ভাবে তাঁহাকে হবি লক্ষণ অন্ন দান করি। আমারদিগের যাহা প্রার্থিত, তাহা মিত্র, বরুণ, আদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও স্বর্গ সম্পন্ন করুন। ১। ৭। ১৫

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

সপ্তম অধ্যায়।

৫৭

সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি। তত্র সত্যং ব্রুবন সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে॥ ১

'সমক্ষদর্শনাৎ' সাক্ষাৎ দর্শনাৎ 'শ্রবণাৎ চ এব' 'সাক্ষ্যং' সাক্ষিত্বং 'সিধ্যতি'। 'তত্র' সাক্ষ্যে 'সাক্ষী' 'সত্যং' যথাদৃষ্টশ্রুতার্থং 'ব্রুবন্' 'ধর্ম্মার্থাভ্যাং' 'ন হীয়তে' ন বিযুজ্যতে। ১

সাক্ষাৎ দর্শন ও শ্রবণে সাক্ষিত্ব হয়। সাক্ষী হইয়া সত্য বলিলে ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না॥ ১

ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়, ন্যায় ও সত্য জয়যুক্ত হউক; সাধুগণেরও এই কামনা, ন্যায় ও সত্যের জয় হউক। কিন্তু অসাধু মনুষ্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় লঙ্ঘন করিয়া অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করে। তাহার নিবারণ না করিলে লোকস্থিতির অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। এই জন্য বিচারপতি ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া ন্যায়ের জয় দান করেন, ইহাতে ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয়। সাক্ষী যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত বিবাদাস্পদ বিষয় বিচারপতিকে অবগত করিয়া ধর্ম্ম রক্ষার সহকারিতা করেন। অতএব ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষ্যদান ধর্ম্মার্থের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিবেক না॥ ১

৬০

যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং সর্ব্বমেবাঞ্জসা বদ। সত্যেন পূযতে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন রক্ষ্যতে ২

'যথাশ্রুতং যথাদৃষ্টং' দৃষ্টশ্রুতানতিক্রমেণ 'সর্ব্বং' 'অঞ্জসা' তত্ত্বতঃ 'এব' 'বদ' ব্রূহি। যস্মাৎ 'সত্যেন' কথনেন 'সাক্ষী' 'পূযতে' পাপাৎ প্রমুচ্যতে 'ধর্ম্মঃ' চ অস্য 'সত্যেন' 'বর্দ্ধতে' বৃদ্ধিমেতি। ২

যথা-দৃষ্ট যথা-শ্রুত সমুদায়ই যথার্থ বলিবে। সত্য কথন দ্বারা সাক্ষী শুচি হয় এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হয়॥ ২

সাক্ষী যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত সমুদায় যথার্থ কহিবেক অর্থাৎ যথাজ্ঞাত অবিকল প্রকাশ করিবেক। যিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সাক্ষী, যাহা অন্যের নিকট শ্রবণ করা হইয়াছে, তাহা সত্য না হইতেও পারে; অতএব সাক্ষ্যদান স্থলে শ্রুত বিষয় হইতে দৃষ্ট বিষয় পৃথক্ করিয়া বলিবেক। সত্য সাক্ষ্য দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, কেন না তাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা পায়। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে পাপ উৎপন্ন হয়॥ ২

৬১

যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞোনাভিশঙ্কতে। তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ॥ ৩

'যস্য' 'হি' 'বদতঃ' কথয়তঃ সাক্ষিণঃ 'বিদ্বান্' চেতনাবান্ 'ক্ষেত্রজ্ঞঃ' জীবাত্মা কিমযং সত্যং বদত্যুতানৃতমিতি 'ন অভিশঙ্কতে' নাশঙ্কতে কিন্তু সত্যমেবায়ং বদতীতি নির্ব্বিশঙ্কঃ সম্পদ্যতে। 'তস্মাৎ' পুরুষাৎ 'অন্যং' 'লোকে' 'শ্রেয়াংসং' প্রশস্ততরং 'পুরুষং' 'দেবাঃ' 'ন' 'বিদুঃ' ন জানন্তি। ৩

যে স্বাক্ষীর সচেতন আত্মা মিথ্যা কহিয়াছি এমত সন্দেহও করেন না, দেবতারা এই লোকে তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না॥ ৩

মনের অগোচর পাপ নাই; অতএব যে সাক্ষী সাক্ষ্যদান কালে মনে মনে এরূপ বিশ্বাস করিতে পারেন যে, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা মিথ্যা নহে; তিনিই সত্যবাদী সাক্ষী, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন॥ ৩

৬২

একোহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে। নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥ ৪

কিঞ্চ হে 'কল্যাণ' হে ভদ্র 'একঃ' এব 'অহং অস্মি' জীবাত্মকঃ 'ইতি' 'যৎ ত্বং' 'আত্মানং' 'মন্যসে' জানীসে নৈবং মংস্থাঃ। যস্মাৎ 'এষঃ' 'পুণ্যপাপেক্ষিতা' 'পুণ্যানাং পাপানাঞ্চ দ্রষ্টা 'মুনিঃ' সর্ব্বজ্ঞঃ পরমাত্মা 'তে' তব 'হৃদি' হৃদয়ে 'নিত্যং স্থিতঃ'। ৪

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না; এই পুণ্য-পাপ-দর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন॥ ৪

হে সাক্ষী, তুমি বাহিরেও যেমন একাকী নও, অন্তরেও সেই রূপ একাকী নও, পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন; তিনি পুণ্যের পুরস্কারক ও পাপের দণ্ডদাতা। হে ভদ্র! ইহা বুঝিয়া সাক্ষ্যদান কর। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আপনার মস্তকের উপরে পরমেশ্বরের বজ্র আকর্ষণ করিও না॥ ৪

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

দিনে নিশীথে ভজ রে ভজ রে তাঁর সুধা নাম।
আজীবন তাঁর মহিমা প্রচারো তাঁরি কাজে দেও হে প্রাণ।

ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর।

এই অসার ও ক্ষণস্থায়ী মর্ত্ত্য জীবন ধারণ করিয়া মনুষ্য যদি কেবল আপনাকে ও সংসারকে দর্শন করিয়া পৃথিবী মধ্যে বিচরণ করে, তাহার আত্মার ভয় ও শোক কোন মতেই অন্তর্হিত হয় না। এই জন্য পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্যাত্মাগণ বিশ্ব সংসা-

রের মূলস্বরূপ মঙ্গলময় ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ ও তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

জন্মের পূর্ব্বে এই পৃথিবীর সহিত আমার কোন সম্বন্ধই ছিল না। আমি আইলাম, পৃথিবীও আমার চক্ষে প্রকাশিত হইল। কিছু দিন পরে অবগত হইলাম, পৃথিবী আজিকার নহে। যেমন আমি দেখিতেছি, সেই রূপ আমার মত কত লোক ইহা দেখিয়া গিয়াছেন। কত কাল পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, আমার মত কত লোক ইহার গর্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়া কত সুখের দিন ও দুঃখের দিন যাপন করিয়া পুনর্ব্বার ইহার গর্ভে বিলীন হইয়াছেন। পৃথিবীতে আমাদের কি দেখিতে হইবে, কি করিতে হইবে, প্রথমতঃ তাহার জ্ঞান আমাদের কিছুই ছিল না। যাহা দেখিয়াছি এবং স্বভাব বশতঃ যাহা করিয়াছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তখন অন্যথা ভাবিবার শক্তি নাই। একার্য্য কেন করিব, একথা কেন শুনিব, এরূপ চিন্তা করিবার অবকাশ নাই। আমার জন্য এই সকল বস্তু এরূপ কে করিয়াছিল, এ কথাই বা তখন কে জিজ্ঞাশা করে? তখন যদি কোন বিষয়ের অভাব বোধ হইয়াছে, অমনি তাহার অন্বেষণ করিয়াছি, আর তাহা পাইলেই সুখী হইয়াছি। কেন অভাব বোধ হয়, কেনই বা সেই প্রার্থিত বস্তু লাভ হইলে সন্তুষ্ট হই, তখন এ সকল কথা কে জানে? ক্রমে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। সকল বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এখন চিন্তা করি, আমার দুই চক্ষু না হইয়া তিন চক্ষু হইল না কেন? আকাশের নক্ষত্রগণ চন্দ্রের ন্যায় বিষদ হইল না কেন? একটি সঙ্গীতস্বর কেন আমাকে মুগ্ধ করে? একটি প্রণয়সূচক বাক্য কেন আমাকে প্রীত করে? তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া প্রকৃতিকে এই রূপ কত জিজ্ঞাসা করি এবং কখন কখন প্রকৃতির উপর কত দোষের আরোপ করি। কিন্তু পরিশেষে আপনার আত্মা হইতে এই রূপ উত্তর পাই, তুমি যেমন আছ তেমনি থাক। তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা তোমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা উপভোগ কর; এই সকলের মধ্যে তোমার তৃপ্তির হেতু কত সার সত্য নিহিত রহিয়াছে, অন্বেষণ করিয়া তাহা গ্রহণ কর। এতদ্ভিন্ন তোমার অন্য কথায় প্রয়োজন নাই। ক্রমে ক্রমে আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের সুখ আসিতেছে, দুঃখ আসিতেছে, সম্পদ বিপদ যাতায়াত করিতেছে। স্ত্রী লাভ, সন্তান লাভ, খ্যাতি লাভ ও সম্পদ্ লাভ আমাদের সাংসারিক অবস্থার বিবিধ অঙ্গ পূর্ণ করিতেছে। ক্রমে আমরা কতক গুলি কর্ত্তব্য কর্ম্মের জন্য দায়ী হইয়া পড়িয়াছি। বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা, পুত্র কন্যার ভরণ পোষণ, ও আপনার ও জগতের উন্নতি সাধন আমাদের কর্ত্তব্য-ক্ষেত্রে উপনীত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আত্মার কত গভীর অভাব! কত আশা আত্মার মধ্যে প্রদীপ্ত হইতেছে, কত ক্ষোভে আত্মা ব্যথিত হইতেছে, কত সময়ে জ্ঞান ও ভাবের গতি প্রতিহত হইতেছে, সমস্ত সংসারের মধ্যে কোথাও ইহার প্রতীকার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমি একাকী এই মুক্ত ও শূন্য হস্তে দণ্ডায়মান, অথচ আমার আত্মার এত অভাব এবং আত্মার উপর এত কর্ত্তব্যের ভার রহিয়াছে। কি রূপে সে সকল অভাব পূর্ণ হইবে ও সে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে, আমি এ ক্ষণে তাহার কিছুই জানিতে সমর্থ হইতেছি না।

আমি দুর্ব্বল, নিঃসম্বল এবং উপায় বিহীন। আমি কি করি, কোথায় যাই! অথচ স্থির হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। পশ্চাতে কে আমাকে অনুজ্ঞা করিতেছে "অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পাইবে না।" আমি ভবিষ্যতের আবরণ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং আশ্চর্য্যযুক্ত হইয়া এই রূপ দেখিতে লাগিলাম, কে যেন আমাদের জন্য পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ঘটনার শ্রেণী আসিতেছে, কখন সুখে পড়িতেছি, কখন দুঃখে পড়িতেছি, কিন্তু তাহারই মধ্যে আপনার কর্ত্তব্য ও জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবার উপায় পাইতেছি। সুকার্য্য করি, সুফল পাইতেছি, দুষ্কার্য্য করি আঘাত প্রাপ্ত হই। কে আমাদের গতি ক্রিয়ার এই রূপ বিধান করিয়া দিতেছেন, সচেতন আত্মা এই কথা ভূয়োভূয়ঃ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। আমি এক মুষ্টি অন্নের জন্য কাতর কিন্তু এখন সে অন্নমুষ্টি আমার হস্তে নাই। এই রূপ আমার জীবনে কত রাশি রাশি বস্তুর প্রয়োজন হইবে, তাহার কিছুরই আমার সংস্থান নাই। অথচ আমি কৃতনিশ্চয় হইয়া আছি, আমার যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই পূর্ণ হইবে। কালি একটি গুরুতর বিষয়ের প্রয়োজন সম্মুখে দেখিতেছি, আজি তাহার কোন উদ্যোগই করিতে পারিলাম না। প্রয়োজনের গুরু ভাবে আক্রান্ত, অথচ তাহার কোন উপায় দেখিতে পাই না। এমন সময়ে নৈরাশ্যরূপ অন্ধকারে বসিয়া কাতর মনে কতই চিন্তা করি, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে এমনি এক উপায় উপস্থিত হয়, অথবা সে সময় বঞ্চিত হইয়া অপর এক সময়ে এমনি এক অভাবনীয় ফল লাভ হয় যে আনন্দে মন নৃত্য করিতে থাকে। কে সেই উপায়ের প্রযোজয়িতা, মনুষ্যের মন তাহা না জানিতে পারিলে সুস্থ হইতে পারে না। দুষ্কর্ম্ম করিতে করিতে মন যখন নিতান্ত অসাড় হয়, অধঃপথে গমন করিতে করিতে যখন ঘোরতর অন্ধকারময় স্থলে উপনীত হই, তখন এক অঘটনীয় অথচ দুর্নিবার বিপৎপাত আমার মস্তকের উপর পতিত হয়! তদ্দ্বারা আমরা নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হই, আমাদের হৃদয়ের সর্ব্ব ভাগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। হয় তো সেই ঘটনায় প্রত্যাহত হইয়া আমরা ধর্ম্মের পথে, পবিত্রতার পথে উপনীত হই। কে আমাদিগকে তেমন জঘন্য পাপবিকার হইতে উদ্ধার করিয়া এই রূপ ধর্ম্মের আলোকে আনয়ন করেন? ক্ষীণপাপ আত্মা তাঁহাকে দেখিবার জন্য স্বভাবতঃ ব্যাকুল হইয়া থাকে। হৃদয়ের বিস্তর আশা। সমস্ত সংসার ভ্রমণ করিলাম, কত সুখ সন্তোষ লাভ করিলাম, তথাপি সে সকল আশা চরিতার্থ হইতেছে না। মনে মনে বুঝিতেছি, যদি এ সকল আশা বিফল হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের উৎপত্তি বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিতে চলিলাম, কৈ! সে সকল আশা তো পরিতৃপ্ত হইল না। অথচ নিরাশও হই না, এ জীবনকে বৃথা জ্ঞানও করিতেছি না। বয়স্ শেষ হইয়া আসিতেছে, তথাপি আত্মা এই রূপ আশায় পরিপূর্ণ। কোথায় আমাদের এই সকল আশা সফল হইবে, মনুষ্যের মন নিরন্তর তাহার অন্বেষণ করিয়া থাকে।

জ্ঞান প্রাণ পূর্ণ এই আত্মা কখনই জড়ের অধীন নহে। সে সেই জ্ঞানময় আনন্দময় স্বতন্ত্রস্বভাব মঙ্গলময় পুরুষের প্রসাদভোজী জীব। পিতা যেমন সন্তানের পোষণ করেন এবং সংসারের ভাবী বিষয় গুলি অবগত হইয়া কেবল মঙ্গলের উদ্দেশে

সন্তানকে স্থানবিশেষে ও কার্য্যবিশেষে নিয়োগ করেন, সেই রূপ সেই পরম পিতা আমাদের আত্মাকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে পোষণ করিতেছেন এবং আমাদের গতি ক্রিয়া বিধান করিতেছেন। সেই বিশ্ব বিধাতা নিরন্তর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়া আমাদের জীবনের ফল প্রদান করিতেছেন। তাঁহারই উপরে আমাদের সমুদায় নির্ভর। তিনিই আমাদের জন্য এই সুশোভন বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাদিগকে জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতেছেন। তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা ভবিষ্যতের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হই না, সুখ স্বচ্ছন্দতার সম্বন্ধে নিরাশ হই না। তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই রূপ বলিতে সমর্থ হই যে, আমাদের দুঃখদুর্দ্দিন সম্বন্ধ কিছুই নহে।

এই নির্ভরের ভাব হইতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা উৎপন্ন হয়। প্রার্থনা নির্ভর-ভাবের প্রসারণ মাত্র। মনুষ্যের জীবন আশাময়। আর ঈশ্বর সেই জীবনের সমগ্র ফলদাতা। আশাপূর্ণ হৃদয়ে যখন মনুষ্য চরিতার্থতার জন্য দণ্ডায়মান হইবে, তখন তাহার হৃদয়ের প্রার্থনা কে নিবারণ করিতে পারে? যখন আপনি অভীষ্টলাভের কোন উপায় দেখিতে পাই না, তখন যিনি অভাবনীয় ঘটনা দ্বারা সেই উপায় সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার প্রতি মনের কৃতজ্ঞতা কখনই অবরুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না; পুনরায় সে যখন তাহার অভিলষিত অর্থ সাধনে নিরুপায় হইবে, তখন সে সেই সর্ব্ব শুভ দাতা দয়ানিধান পরমেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিবে, কে তাহা নিবারণ করিতে পারে? যাঁহারা ঈশ্বরকে আপনার জীবনের মূলে, সকল সুখের মূলে দৃষ্টি করেন, তাঁহাদিগের কোন বিষয় প্রার্থনীয় হইলে সেই প্রার্থনার ভাবটি ঈশ্বরের অভিমুখে ধাবিত হয়। ধার্ম্মিক ব্যক্তি সেই প্রার্থনার ফল লাভে বঞ্চিত হন না। বিশ্বস্ত চিত্তে আজি তিনি ঈশ্বরের নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, কালি তিনি ঈশ্বরকে সেই প্রার্থিত বস্তু হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিতে দেখেন। তিনি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবেন, কৃতজ্ঞতার ভাবে পূর্ণ হইবেন, এবং দ্বিতীয় বার অভাব সংঘটন হইলে পুনরায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। মনুষ্যের পক্ষে তাহা নিবারণ করা নিতান্ত অনৈসর্গিক।

এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমার বলিতে কিছুই নাই। ইহার কোন নিয়ম আমার আয়ত্ত নহে। ইহার কোন ঘটনাই আমার জন্য অপেক্ষা করে না। এমন অবস্থায় আমার রাশি রশি অভাব। এ সকল অভাব যে পূর্ণ হইবে, তাহার আশা কি? তাহার ভরসা কোথায়? যদি আর কেহ ভরসা না দেয়, যদি আর কোন মনুষ্যাতীত শক্তিকে সহায় রূপে দেখিতে না পাই, তবে আমাদের জীবন যাপন অতীব সঙ্কট। এমন সঙ্কট স্থলে সেই স্নেহময় পরম পিতা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং সমুদায় প্রকৃতি মন্থন করিয়া আমাদের সকল আশার—সকল কামনার ফল বিধান করিতেছেন। হে মানব! সেই দেবতা তোমার পুরদ্বারে বিদ্যমান। তোমার কি চাই, কি অভাব, তাঁহার নিকট নিবেদন কর। তাঁহার প্রতি নির্ভর কর। সেই ধর্ম্মার্থকামবিতরিতা তোমার সকল অভাব মোচন করিবেন। তোমার আর কেহই নাই। তোমার যে কিছু কথা, তাহা তাঁহার নিকট নিবেদন কর। তিনি তোমার একমাত্র সহায় ও সুহৃৎ। অন্যের উপর নির্ভর করিও না। কেন না তাহাতে তোমার পদে পদে পতিত হইবার সম্ভাবনা। সকল অবস্থায় ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, কারণ তিনিই জানেন কোন ক-

রিয়া তোমার সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের মধ্যে তোমার মঙ্গলপ্রবাহ আনয়ন করিতে হয়। তোমার সকল রোগের প্রতীকার তুমি ঈশ্বরের দ্বারেই প্রার্থনা করিবে। তিনি যে ঔষধ প্রদান করিবেন, তাহাতেই তোমার নিশ্চয় কল্যাণ। দিবা নিশি তোমার হৃদয় হইতে কামনা উত্থিত হয়, দিবা নিশি তুমি ঈশ্বরের দ্বারে প্রার্থনা কর। সাধু ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। প্রার্থনা দ্বারা তোমার মনেতে জ্ঞান আসিবে, হস্ত কার্য্যতৎপর হইবে এবং তোমার পথের সকল বাধা চলিয়া যাইবে। প্রার্থনা দ্বারা তোমার আত্মাতে প্রীতি আসিবে, শ্রদ্ধা আসিবে, পবিত্রতা আসিবে। প্রার্থনা দ্বারা তোমার আত্মা স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইবে এবং পরিশেষে প্রার্থনা দ্বারা তুমি ঈশ্বরকে লাভ করিয়া চিরজীবী ও চিরসুখী হইবে।

সাংবৎসরিক উৎসবে ব্রাহ্মগণের আমন্ত্রণ।

আগামী ১১ মাঘ চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে। অদ্য ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত সেই সাংবৎসরিক উৎসবের আনুষঙ্গিক ব্রাহ্মধর্ম্মের পাঠ ও ব্যাখ্যান হইবে। এই জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ সমুদায় ব্রাহ্মকেই এই উৎসবে আহ্বান করিতেছেন। যদি ব্রাহ্মগণের মধ্যে শত সহস্র শাখা উৎপন্ন হয়, তথাপি আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসের সহিত সকলেরই সবিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে। সেই রূপ যেখানে যত প্রকার ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হউক, আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তৎসমুদায়ের স্বাভাবিক সম্বন্ধ কিছুতেই অন্যথা হইবে না এবং যিনি যে স্থানে থাকিয়া ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করুন, সকলেই আদি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইবেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গ বলিয়া কোন দল নাই এবং কোন কালেই থাকিবে না; নির্ব্বিশেষে সকল ব্রাহ্মই ইহার অঙ্গ। অধিক কি, যাঁহারা অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইয়াও প্রতি সপ্তাহে এক দিনের নিমিত্ত সাম্প্রদায়িক ভাব বিস্মৃত হইয়া এখানে এক মাত্র পরব্রহ্মের আরাধনা করিতে আসিবেন, তাঁহাদের জন্যও ইহার সমুদায় কার্য্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত আছে। সমাজসংস্কার প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ে মতভেদ নিবন্ধন ব্রাহ্মগণের মধ্যে অবশ্যই দলভেদ থাকিবে; এবং অবশ্যই তাঁহাদের কোন না কোন দলকে অথবা মিশ্রিত রূপে সকল দলকে নিয়মিত রূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ভার বহন করিতে হইবে; ইহা দেখিয়া কাহারও মনে যেন এ সংস্কার উৎপন্ন না হয় যে, কেবল তাঁহারাই আদি ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গ। যাঁহারা আসিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ভার বহন করুন, তাঁহাদের সকলকেই মূল উদ্দেশ্য রক্ষা করিতে হইবে। নতুবা আদি ব্রাহ্মসমাজ আর তাঁহাদিগকে কার্য্য ভার বহনে উপযুক্ত বিবেচনা করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ এগারই মাঘের সহিত ব্রাহ্মগণের যেমন নির্ব্বিশেষ সম্বন্ধ, আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিতও সেই রূপ নির্ব্বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ সকলকেই নির্ব্বিশেষে আগামী উৎসবে আমন্ত্রণ করিতেছেন।

১১ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই জন্য ১১ মাঘের উৎসব সমুদায় ব্রাহ্মগণেরই উৎসব হইয়া উঠিয়াছে—প্রায় সমুদায় স্থানের ব্রাহ্মসমাজেই আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসে ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎসব হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এই উৎসবের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মগণের গুণে ইহা একটি অত্যুৎকৃষ্ট পদার্থ হইতে

পারে এবং তাঁহাদিগের দোষে ইহার সমুদায় উপকারিতা বিনষ্ট হইতেও পারে। ব্রাহ্মগণের সংখ্যা যেমন দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, সেই রূপ নানাবিধ চরিত্রের লোক তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি সংসারের কর্ম্ম হইতে অবকাশ পাইলেই অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করেন এবং তাহারই জন্য অবসর লাভের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতিভ্রষ্ট লোকে যতই অবকাশ পায়, ততই জঘন্যতর আমোদের দ্বার সকল উদ্‌ঘাটন করিয়া পাপপ্রবাহ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ভারত বর্ষে ধর্ম্মের নামে অনেক উৎসব আবির্ভূত হইয়াছে; কিন্তু হায়! স্মরণ করিতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সমস্ত সংবৎসরে যে পাপ অনুষ্ঠিত না হয়, সেই সেই উৎসব দিবসে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। উৎসবের সার উবিয়া যায়, তাহার বাহ্য আকার মনুষ্যের পাপে পরিপূর্ণ হয়। ব্রাহ্মগণ সাবধান হইবেন। যেন অসার আমোদ তাঁহাদের মধ্য হইতে এক বারে উঠিয়া যায়। সাংবৎসরিক উৎসবের দিন যেন বিশেষরূপে কেবল ঈশ্বরোপাসনার দিন বলিয়া হৃদয়ে জাগরূক থাকে। এই মহোৎসবে কি কি স্থায়ী ফল উৎপন্ন হইতে পারে, ব্রাহ্মগণ যত্ন পূর্ব্বক তাহা লাভ করিতে পারিলেই উৎসব ভোগ চরিতার্থ হইবে। যদি কেবল উৎসবই এই উৎসবের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইহা কিছু কাল পরেই পুরাতন হইয়া যাইবে এবং অন্যান্য উৎবের ন্যায় কেবল একটি বাহ্য আড়ম্বর মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এখনও নানা বিষয়ে নানা অভাব রহিয়াছে, তৎসমুদায় বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মেরা এক এক বর্ষে এক একটি অভাব পরিহার করিতে থাকুন, উৎসবানন্দ বর্ষে বর্ষে দ্বিগুণিত হইতে থাকিবে। প্রতি ব্যক্তির আন্তরিক অভাব যথেষ্ট আছে, প্রতিপরিবারে কত প্রকার অভাব পূর্ণ করিতে অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং সামাজিক বিষয়ে শত শত অভাব উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিতেছে। বর্ষে বর্ষে ইহার কিছু না কিছু প্রতিকার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে নিদ্রিত হইয়া ব্রাহ্মেরা যেন সাংবৎসরিক উৎসব সম্পাদন না করেন। উহা যেন কেবল শূন্য উৎসব না হইয়া ব্রাহ্মগণের সাধারণ উন্নতির পরিচায়ক হয়।

ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক মহোৎসবের সময় মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম কেহই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শত শত ব্রাহ্ম তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথে গমন করিয়া অসামান্য উন্নতি লাভ করিতেছেন, কিন্তু অদ্যাপি কোন ব্রাহ্মই তাঁহার বিশুদ্ধরূপ জীবনচরিত সংকলন করিতে উদ্‌যোগী নহেন। ঊণচল্লিস বৎসর হইল, তিনি পর লোক গমন করিয়াছেন, এখনই নানা লোকে নানাপ্রকার করিয়া তাঁহার চরিত প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে; অতঃপর যতই দিন যাইবে, ততই তাঁহার চরিত্র লইয়া নানা মত উপস্থিত হইবে। এখনও তাঁহার বন্ধু ও সহচরগণের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত আছেন; তাঁহাদের নিকট অনেক বিষয় যথার্থরূপ অবগত হওয়া যাইতে পারে। অতএব আমরা ব্রাহ্মগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহার কোন উপযুক্ত লোকের প্রতি এই কার্য্যের ভারার্পণ করুন। রামমোহন রায় কি রূপ মহাত্মা ছিলেন এবং তাঁহার কি রূপ উদ্দেশ্য ছিল; সকলে স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আগামী উৎসব সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল লাভের কারণ হয়।

ব্রাহ্মগণ ও মতভেদ।

ঈশ্বরভক্তি, সত্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতা ও লোকহিতৈষণা ধর্ম্মের সার এবং উপাসনার প্রণালী, অনুষ্ঠানের পদ্ধতি, সঙ্গীত প্রভৃতি সমুদায় বাহ্য ব্যাপার ধর্ম্মের আকার বলিয়া পরিগণিত হয়। যেমন মনুষ্যের এক অংশ আত্মা, অন্য অংশ শরীর, মর্ত্ত্য লোকে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া আছে, সেই রূপ ধর্ম্মের সার ও আকার পরস্পর মিলিত হইয়া মনুষ্য জাতির কল্যাণ সাধন করিতেছে। ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণ, সত্য নির্ণয়, ন্যায়ান্যায় বিচার ও লোক হিতকর কার্য্যের অবধারণ এই সকল বিষয়ে মনুষ্য আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনাপূর্ব্বক এক এক প্রকার মত নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ঈশ্বরকে ভক্তি করা, সত্যনিষ্ঠ হওয়া, ন্যায়পথে থাকা ও পরোপকার সাধন এই সকল যে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা শিক্ষা দিতে হয় না এবং এই সমুদায় কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য লইয়াও আন্দোলন হয় না। ঈশ্বর কি রূপ, সত্য কি, কোন্‌টি ন্যায় কোন্‌টি অন্যায়, কি কার্য্য হিতকর কি কার্য্য অহিত কর, এই সকল বিষয় নিরূপণ করিতে গিয়াই মতভেদ উপস্থিত হয়; সেরূপ হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। মতভেদ হইতেই কার্য্যভেদ উপস্থিত হয়, কেন না মত হইতেই কার্য্য প্রণালী নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সেই সমুদায় মতভেদ ও কার্য্যভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় উৎপন্ন। আবার সেই রূপ মতভেদ ও কার্য্যভেদ লইয়া ভূরি ভূরি শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হইয়া কেবল নামে এক কিন্তু ফলে বিলক্ষণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। এক হিন্দু নামে শত শত সম্প্রদায় উৎপন্ন হইয়াছে, এক বৌদ্ধ নামে অনেক বিভিন্ন দল দৃষ্ট হইয়া থাকে; এক মুসলমান নামে ভিন্ন ভিন্ন শাখা সৃষ্ট হইয়াছে, এক খৃষ্টান্ নামে ভূরি ভূরি দল আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব এক ব্রাহ্ম নামে যে ভিন্ন শাখার সৃষ্টি না হইবে, তাহার কোন কারণ নাই এবং সে রূপ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে অনিষ্ট হইল ইহা বিবেচনা করাও যুক্তিযুক্ত নহে। অনিষ্টজনক এই যে, যাহা ধর্ম্মের সার বলিয়া উল্লিখিত হইল, সম্প্রদায় সকল অথবা শাখা সকল পরস্পর জিগীষামূলক বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা পদতলে দলিত করিয়া ফেলে; পুরাবৃত্ত ইহার হৃৎকম্পজনক সাক্ষ্য দান করিতেছে। মত ও কার্য্য লইয়া ব্রাহ্মগণের মধ্যে বহু বিচিত্রতা উৎপন্ন হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; যেখানে স্বাধীন চিন্তা সঞ্চরণ করিবে, সেখানে অবশ্যই মতভেদ ও কার্য্যভেদ হইবে। যে যে সম্প্রদায়ের মধ্যে এক এক খানি পুস্তক সমুদায় ব্যাপারের নিয়ামক হইয়া আছে, ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার গতিরোধ করাই যাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, তাঁহারাও যখন মুক্তপ্রকৃতি মনুষ্যগণকে একমত ও এককর্ম্মা করিতে পারেন নাই, তখন ব্রাহ্মদিগের পক্ষে আর কি কথা আছে। কিন্তু ইহাই যার পর নাই পরিতাপের বিষয় যে, ব্রাহ্মগণের মধ্যে মতভেদ ও কার্য্যভেদ লইয়া পরস্পর বিদ্বেষের চিহ্ন সকল প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পুত্র পিতার মত লইয়া দোষগুণ বিচার করিতে পারে; শিষ্য গুরুর মত লইয়া দোষগুণ বিচার করিতে পারে; অধিক কি। ব্রাহ্মেরাও যদি পরস্পরের মত লইয়া দোষগুণ বিচার করিতে থাকেন, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি তাহা ভীষণ বাত্যারূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্ম-তরুর উন্মূলনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ইহাই বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মেরাও অন্যান্য সম্প্রদায়ের

শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন কিন্তু জগতের মঙ্গলের জন্য অন্যান্য লোকের প্রয়োজন।

অন্যান্য ধর্ম্ম এরূপ সাম্প্রদায়িক যে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মতের বিরুদ্ধ আর কিছুই সহ্য করিতে পারে না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ উদার যে, ঈশ্বরের সহিষ্ণুতা আদর্শ করিয়া আপনার ও অন্যের ধর্ম্মোন্নতি সাধনে উপদেশ প্রদান করেন। কিন্তু ব্রাহ্মগণের অনুদারতা দোষে এরূপ উদার ধর্ম্মও যার পর নাই সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবে কলুষিত হইতে পারে। ব্রাহ্মদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সাম্প্রদায়িকতার অর্থ কি, অন্যান্য ধর্ম্মকে কেন সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত বলা হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেন অসাম্প্রদায়িক বলিয়া গৌরব করা হয়? যদি ব্রাহ্মেরা সেই গৌরব রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই ফল হইল যে, ভারত বর্ষে যে শতসংখ্যক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছে, ব্রাহ্মদল উৎপন্ন হইয়া তাঁহাদিগের একটি সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন মাত্র। অতএব অশিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বাক্‌কলহ পরিত্যাগ করিয়া গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হইবে; যাহার যে বিষয়ে যত টুকু শক্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহাতেই সমাদর করিতে হইবে এবং সেই রূপ শক্তির সমষ্টি একত্র করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধনে বিনিযোগ করিতে হইবে। এখনও অনেক বিষয় বিবেচনার অধীন হইয়া আছে,—কাহারও নিকটে অন্যায় ও কাহারও নিকটে ন্যায্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্রাহ্মগণ সে সকল বিষয়ে লোকের চিন্তা-শক্তিকে স্বাধীন ভাবে সঞ্চরণ করিতে দিন, তাহার কার্য্যানুষ্ঠানবিষয়ে মুক্তভাব অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিন; দোষকে দোষ বলিয়া ও গুণকে গুণ বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে অথচ সহৃদয়তা সহকারে প্রতিপন্ন করিতে থাকুন এবং এরূপ স্থলে অবশ্যম্ভাবী মতভেদ ও কার্য্যভেদে সহিষ্ণুতা ও উদারতা অবলম্বন করুন। আমি কে যে, আমি যে আদর্শ প্রদর্শন করিব, সমুদায় লোককে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে? এবং আমার কি অধিকার আছে যে, তাহার অনুসরণ না করিলে আমি তাহাকে ধার্ম্মিকশ্রেণি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব? প্রতিব্যক্তিই আপনার মঙ্গলের জন্য ব্যাকুল হইয়া আছে; প্রতি ব্যক্তিই ঈশ্বরের নিকট আপনার জন্য আপনি দায়ী এবং প্রতি ব্যক্তির শেষ গতির জন্য ঈশ্বর পৃথক রূপে ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা যতদূর জানিয়াছি ও যতদূর বুঝিয়াছি, তাহা পৃথিবীকে প্রদান করিয়া যাইব, লোকদিগের নিকট তাহা প্রদর্শন করিব, লোকে মুক্ত ভাবে তাহা লইয়া আলোচনা করুন এবং মুক্ত ভাবে তাহা অবলম্বন বা পরিত্যাগ করুন। পাপ কি ও পুণ্য কি উপদেষ্টা তাহার উপদেশ প্রদান করুন, কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতি আত্মার পাপ পুণ্য বিচার করিতে দাও; ব্রাহ্মেরা ভুলিবেন না, সে ভার মনুষ্যকে প্রদত্ত হয় নাই। ইহা অপেক্ষা অধিক হাস্যাস্পদ কি হইতে পারে যে, আমি স্বয়ং মহাপাপী বলিয়া প্রতিদিন অনুতপ্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আবার তোমার জীবন অপবিত্র এই বলিয়া হৃদয় হইতে তোমাকে দূর করিয়া দিতেছি। সকলে ক্ষমা করিবেন, আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, সকলেরই পদদ্বয় এই পৃথিবীতে লগ্ন হইয়া আছে, কেহই একেবারে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারেন নাই।

সমাজসংস্কার বিষয়ে সকল ব্রাহ্ম একমত হইবেন, ইহাও প্রত্যাশা করা যায় না। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া অনেকেই কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন যে, ক্ষিপ্রকারিতার প্রয়োজন নাই। এবং নানা জাতির

সামাজিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বহুকাল-ব্যাপিনী ভারতবর্ষীয় পদ্ধতির অধিকাংশ রক্ষা করাই শ্রেয়স্কর; ইহা কেবল ভারত-বর্ষীয়েরাই কহিতেছেন এরূপ নয়, বিদেশীয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরাও ইহা স্বীকার করিতে-ছেন। অনেক ব্রাহ্মই এক্ষণে এই সংকল্প করিতেছেন যে, ভারতবর্ষীয় মৃত্তিকা হইতেই ভারতবর্ষীয়দিগের জীবিকা উৎপন্ন করিবেন, এ মৃত্তিকা উৎখাত করিতে দিবেন না। ভারত বর্ষের আচার ব্যবহারকে পত্তন ভূমি করিয়াই ইহার কল্যাণ সাধন করিবেন। আমরা এক দিনের নিমিত্তও এরূপ বিশ্বাস করি না যে, এই সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাঁরা মুক্ত ভাবে আপনাদের সংকল্প অনুসারে কার্য্য করিতে থাকুন। নূতন প্রণালী শত শত প্রকার উদ্ভাবিত হইতে পারে, তাহার কিছুর মধ্যেই পাপ পুণ্যের বিচার আসিতে পারে না; কেবল কোন্‌টিতে অধিক ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা অনুমান করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিতে হয়; সুতরাং তদ্বিষয়ে যে মত ভেদ উপস্থিত হইবে, তাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই; এরূপ স্থলে লোককে আপ-নার বিবেচনা অনুসারে কার্য্য করিতে দেও-য়াই মঙ্গল।

অদ্যাপি অনেক ব্রাহ্ম পৌত্তলিকতা-মিশ্রিত আচার ব্যবহারের উপর জয় লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যে সমস্ত দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকে প্রতিহত হইতেছেন, সকলের কর্ত্তব্য, সেই সমস্ত প্রতিবন্ধক অ-তিক্রম বিষয়ে সহায়তা করেন। কিন্তু হায়! তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের উদ্দেশে অনেকের মুখ হইতে হৃদয়নিহিত ধার্ম্মিকাভিমানের উ-দ্গারস্বরূপ অন্তশ্চুল্লীপ্রজ্বলিত ঘৃণানলের ধূমস্বরূপ ভ্রাতৃভাবরূপ সুকোমল কুসুম কলিকার সাংঘাতিক কীটস্বরূপ পাপী কপট প্রভৃতি কত প্রকার বাক্যাবলি বিনি-র্গত হইতেও শ্রবণ করা গিয়াছে। এই রূপ ব্যবহারে মনুষ্যের মনে ধর্ম্মভাব প্রবল না হইয়া সচরাচর পশু ভাবেরই উত্তেজনা হইয়া থাকে এবং হৃদয় আঘাত প্রাপ্ত হয়। কি উপায়ে সৎকর্ম্মে মনুষ্যের সাহস উৎপন্ন হয়, কি উপায়ে ধর্ম্মভাব প্রবল হইতে পারে, কি উপায়ে ধর্ম্ম-পথের প্রতিবন্ধক সকল অপসারিত হয়, ধর্ম্ম-বন্ধু তাহারই জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। যাঁহার ভাবেতে ভঙ্গীতে বাক্যেতে কার্য্যেতে হিতৈষণার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর না হয়, তাঁহার উপদেশে শ্রদ্ধা করিতে হৃদয় ভীত হইয়া থাকে। সকল-দলের ব্রাহ্মগণকেই অনুরোধ করিতেছি যে, ধর্ম্ম-পথে অগ্রসর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করুন। নতুবা কেবল বিদ্বে-ষানল প্রজ্বলিত হইয়া সকলকেই দগ্ধ ক-রিতে থাকিবে। মানুষ কেবল স্বার্থের দাস নহে, কেবল স্বার্থ হানির ভয়েই যে মনুষ্য সৎকর্ম্ম-সাধনে অগ্রসর হইতে পারে না এমন নহে। মানুষের হৃদয় আছে. আত্মীয় স্বজন, ভ্রাতা ভগিনী, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্রকে মানুষের হৃদয় স্বভাবতঃ প্রার্থনা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অন্ততঃ অনেকের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত সেই প্রার্থনার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে যে সকল প্রতিবন্ধক এই বিরোধ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে, তাহা কি তিরস্কার দ্বারা অপসারিত হইবে?

ইহাও বিশেষ রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সকল শ্রেণির মধ্যেই প্রবেশ করিতে চলিল, তখন ইহার বাহ্য আকার দেশ কাল পাত্র অনুসারে আপনা হইতেই বিভিন্ন হইয়া উঠিবে। সুশিক্ষিত-

দিগের হস্তে এক প্রকার, অশিক্ষিতদিগের নিকট অন্য প্রকার, স্ত্রীলোকদিগের জন্য আর এক প্রকার, এই রূপ বাহ্য আকারগত বিচিত্রতা অবশ্যই উপস্থিত হইবে। যদি ইহা লইয়া অনর্থক কলহ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে অপকারের কথা দূরে থাকুক, ইহা দ্বারা সহজ রূপেই এক উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইবে। ইহাতেও পরস্পর বিদ্বেষ-বুদ্ধি উৎপন্ন হইবার কোন কারণ নাই।

ব্রাহ্মগণ স্বধর্ম্মোচিত উদারতা অবলম্বন করুন; আপনার ও অন্যের মধ্যে ধর্ম্মের সার—ঈশ্বর-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা ও লোক হিতৈষণা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করুন এবং উদ্দেশ্য বিষয়ে একতা সংস্থাপন করুন; অবশ্যই শুভ ফল উৎপন্ন হইবে।

সামবেদি-কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

বিবাহ—পাণিগ্রহণ।

৩১৫ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৫ পৃষ্ঠার পর।

২৩। তৎপরে জামাতা অধোনিহিত বাম হস্তে বধূর অঞ্জলি (বধূ বাম করতলের উপর দক্ষিণ হস্ত উত্তান ভাবে রাখিয়া অঞ্জলি করিবেক) ও দক্ষিণ হস্তে বধূর দক্ষিণ হস্ত অঙ্গুষ্ঠের সহিত গ্রহণ করিয়া ছয়টী মন্ত্র জপ করিবেক।

প্রজাপতি ঋষি স্ত্রুষ্টুপ্ ছন্দো ভগাদয়ো দেবতা গৃহীতকন্যাপাণেঃ পত্যু র্জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি র্যথাসঃ। ভগোঽর্য্যমা সবিতা পুরন্ধি, র্মহ্যং ত্বাদু র্গার্হপত্যায় দেবাঃ। ১।

হে কন্যকে 'গৃভ্ণামি' গৃহ্ণামি 'তে' তব 'হস্তং' 'সৌভগত্বায়' সৌভাগ্যোৎপাদনায় 'ময়া পত্যা' সহ 'জরদষ্টিঃ' জরান্তং যাবৎ 'যথা ত্বং আসঃ' যথা ভবসি। যস্মাৎ ভগঃ অর্য্যমা সবিতা' 'পুরন্ধিঃ' অগ্নিঃ এতে 'দেবাঃ' 'মহ্যং' 'ত্বা' ত্বাং 'অদুঃ' দত্তবন্তঃ।

আমি তোমার স্বামী, আমার সহিত তুমি যাবজ্জীবন অবস্থান কর, এই রূপে সৌভাগ্যের নিমিত্ত আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতেছি। ভগ অর্য্যমা সবিতা ও পুরন্ধি, এই দেবতারা গৃহস্থোচিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য আমায় তোমাকে দান করিলেন।

কন্যা দেবতা।

ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ। বীরসূ র্জীবসূ র্দেবকামা স্যোনা শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ২।

হে কন্যকে 'অঘোর চক্ষুঃ' অক্রূরদৃষ্টিঃ 'অপতিঘ্নী' অপতিঘাতিনী চ 'এধি' ভব। তথা 'শিবা পশুভ্যঃ' গোমহিষাদীনাং সুখাবহা 'সুমনাঃ' প্রশস্তমানসা 'সুবর্চ্চাঃ' তেজস্বিনী 'বীরসূঃ' বীরপুত্রপ্রসবা 'জীবসূঃ' জীবদপত্যা 'দেবকামা' 'নঃ' অস্মাকং 'দ্বিপদে' তথা চতুষ্পদে শং ভব'।

তোমার চক্ষু প্রসন্ন থাকুক, তুমি পতির হিতকারিণী হও ও পশুগণের প্রতি শুভকারিণী হও, তোমার মন প্রশস্ত হউক, তোমার তেজ উজ্জ্বল হউক, তুমি বীর সন্তান ও জীবিত সন্তানের জননী হও, ও সুখদায়িনী হও, এবং আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদের প্রতি কল্যাণবতী থাক।

জগতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতি র্দেবতা।

ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতি-রাজরসায় সমনক্ত্বর্য্যমা। অদুর্মঙ্গলীঃ পতিলোকমাবিশ শন্নোভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে। ৩।

'প্রজাপতিঃ' স্রষ্টা 'নঃ' অস্মাকং 'প্রজাং' পুত্রপৌত্রাদিরূপাং 'আজনয়তু' উৎপাদয়তু 'আ জরসায়' জরাপর্য্যন্তং তাং 'প্রজাং' 'সমনক্তু' প্রকটগুণাং করোতু 'অর্য্যমা' দেবঃ। হে কন্যকে 'মঙ্গলীঃ' মঙ্গলবত্যো দেবতাঃ 'ত্বা' ত্বাং 'মহ্যং' 'অদুঃ' দত্তবত্যঃ। অতঃ 'পতিলোকং' পতিকুলং 'আবিশ' শিষ্টং পূর্ব্ববৎ।

প্রজাপতি আমাদিগকে সন্তান দিউন, এবং অর্য্যমা তাহাদিগকে যাবজ্জীবন সদ্গুণ-সম্পন্ন রাখুন, সুমঙ্গল দেবতারা তোমাকে আমায় দান করিয়াছেন, তুমি পতিকুলে প্রবেশ কর; আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদের প্রতি কল্যাণবতী থাক।

অনুষ্টুপ্ ছন্দ ইন্দ্রোদেবতা

ওঁ ইমাং ত্বমিন্দ্র মীঢ়ুঃ সুপুত্রাং সুভগাং কুধি। দশাস্যাং পুত্রানাধেহি পতিমেকাদশং কুরু। ৪।

হে 'ইন্দ্র' হে 'মীঢ়ুঃ' সেচক 'ত্বং' 'ইমাং' কন্যাং 'সুপুত্রীং' শ্রেষ্ঠসুতাং 'সুভগাং' ভাগ্যবতীং 'কৃধি' কুরু কিঞ্চ 'অস্যাং' 'দশ পুত্রান্' 'আধেহি' 'পতিং একাদশং কুরু।

হে ইন্দ্র! হে সেচক! তুমি ইহাঁকে সৎ-পুত্রশালিনী ও ভাগ্যবতী কর এবং ইহাঁর গর্ভে দশ পুত্র প্রদান করিয়া স্বামীকে একাদশ কর।

কন্যাদেবতা।

ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্রবাং ভব। ননান্দরি চ সাম্রাজ্ঞী ভব সাম্রাজ্ঞ্যধি দেবৃষু ॥ ৫ ॥

'সম্রাজ্ঞী' সম্যক্ শোভমানা 'শ্বশুরে ভব' তথা 'শ্বশ্রবাং' 'ননান্দরি চ' ভর্ত্তুর্ভগিন্যাং 'অধি' উপ 'দেবৃষু' দেবরেষু।

তুমি শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননান্দা ও দেবরের নিকটে সম্যক প্রকারে শোভমানা হও।

ভুষ্টুপ্ছন্দঃ প্রার্থ্যমানো বৃহস্পতির্দেবতা।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্ত-মনুচিত্তং তে অস্তু। মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিষ্ট্বা নিযুনক্তু মহ্যং ॥ ৬ ॥

'মম' 'ব্রতে' কর্ম্মণি 'হৃদয়ং' 'দধাতু' পুরুষব্যত্যয়েন নিধেহি। 'মম চিত্তং অনু' মচ্চিত্তেন সমং 'তব চিত্তং অস্তু' আবয়োর্দ্দৈবৈক্যং ভবতু। 'মম বাচং' 'একমনাঃ' সতী 'জুষস্ব' সেবস্ব 'বৃহস্পতিঃ' 'ত্বা' ত্বাং মহ্যং মদর্থং 'নিযুনক্তু' নিতরাং যোজয়তু।

আমার ব্রতে তুমি তোমার হৃদয় অর্পণ কর; আমার মনের সহিত তোমার মন সমান হউক; অনন্যমনা হইয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর; বৃহস্পতি আমার প্রতি তোমারে নিয়োগ করুন।

২২। তৎপরে জামাতা বধূর সহিত অগ্নি সমীপে আগমন ও উপবেশন পূর্ব্বক ব্যস্ত ও সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক।

২৩। পরে অগ্নিতে অমন্ত্রক সমিৎ প্রদান ও শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গান পর্য্যন্ত সর্ব্ব-কর্ম্ম-সাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম-কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিবেক।

ইতি পাণি গ্রহণ কর্ম্ম সমাপ্ত।

নূতন পুস্তক।

ON THE
DESIRABILITY
OF A
NATIONAL INSTITUTION
FOR THE
CULTIVATION OF THE SCIENCES
BY THE NATIVES OF INDIA.

ভারতবর্ষীয়েরা একটি পদার্থবিদ্যার শিক্ষালয় সংস্থাপন করেন; এই প্রস্তাব করিয়া শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম. ডি. এই পুস্তিকা খানি প্রচার করিয়াছেন। কলিকাতা এংলো-সংস্কৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার বলেন, যে অবস্থায় মনুষ্যেরা সকল বিষয়ে পরস্পরের মুক্ত ভাব সম্পূর্ণ রূপে সহ্য করিতে শিখিবে, তাহাই প্রকৃত সভ্যতার অবস্থা। এক মাত্র বিদ্যাই কেবল এই সভ্যতা আনয়ন করিতে পারে; তন্মধ্যে পদার্থবিদ্যার আলোচনাই উৎকৃষ্টতর উপায়। পূর্ব্বকালীন অসভ্য অবস্থা হইতে প্রবাহিত কতকগুলি প্রবাদমূলক মত অদ্যাপি পৃথিবীতে একাধিপত্য করিতেছে, এবং মনুষ্যেরা উহা রক্ষা করিতে গিয়া ঈশ্বরের সত্য ও ঈশ্বরের অমূল্য দান স্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তির সহিত বিপক্ষতা করিতেছে। কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে নহে, ছয় হাজার বৎসর পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সকল পরিভ্রমণ করিতেছে, ইত্যাদি প্রকারে ভৌতিক পদার্থ বিষয়েও ঐ প্রবাদমূলক মত একাধিপত্য করিয়া মনুষ্য জাতির উন্নতি লাভের অন্তরায় হইয়াছে। ভারতবর্ষে ঐ রূপ মতের আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গ্রন্থকার অতঃপর পরাধীনতারূপ দুর্ভাগ্যের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অদ্যাপি আত্মনির্ভর শিক্ষা না করিয়া সকল বিষয়েই রাজার মুখ চাহিয়া থাকেন বলিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে ধিক্কার প্রদান করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান অবস্থাতে কেবল পদার্থ বিদ্যার আলোচনাকেই সমুদায় উন্নতির দ্বার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এদেশে কি ইংলণ্ডে

উভয় স্থানেই কেবল বিদ্যালয়ে উহা বাঞ্ছনীয়-রূপে শিক্ষা দেওয়া হয় না; কিন্তু ইংলণ্ডে বিদ্যালয় ভিন্ন এমন প্রকাশ্য স্থানও আছে যে, তথায় যন্ত্রাদি দ্বারা পরীক্ষা সহকারে পদার্থ-বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে; এ দেশেও সেই রূপ পদার্থবিদ্যার শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া সাধারণ লোককে তদ্বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। কিন্তু যন্ত্রাদি উপকরণ সকল আহরণ করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক: এই জন্য গ্রন্থকার স্বদেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই শিক্ষালয়ের কার্য্যভার এদেশীয়দিগের হস্তে সমর্পিত থাকিবে।

সংক্ষেপে এই পুস্তিকার বিষয় সকল উল্লিখিত হইল; ইহাতে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় অভিহিত হইয়াছে। আমরা সম্পূর্ণ হৃদয়ের সহিত গ্রন্থকারের প্রস্তাবে পোষকতা করিতেছি এবং যাঁহারা এদেশের মঙ্গল দেখিতে চান, তাঁহাদিগকে সাধ্যানুসারে এই বিষয়ে আনুকূল্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। পদার্থবিদ্যার আলোচনাতে কি অভীষ্ট লাভ হইবে এবং তাহার অভাবে যে কি দুরবস্থা ঘটিতেছে তাহা বর্ণনা করিতে গেলে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকটন করা আবশ্যক হয়; এই মাত্র বলিলেই সমুদায় বলা হইবে যে, পদার্থ-বিদ্যার অভাবে মনুষ্যের ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিকতা, সুখ, সচ্ছন্দতা ও জীবিকা প্রভৃতি সমুদায় আবশ্যক বিষয়ই যার পর নাই হীন দশায় অবস্থান করে, কিন্তু উহার সহকারিতা পাইলে মনুষ্যের প্রাপ্য সমুদায় উন্নতিই অনায়াসলভ্য হয়। কেবল মূল কারণ লইয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রবৃত্ত হয় এবং কেবল দ্বিতীয় কারণ লইয়া পদার্থবিদ্যা আলোচিত হইয়া থাকে। এই জন্য ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ পদার্থবিদ্যাতে ও পদার্থবিদ্যাবিৎ ধর্ম্মতত্ত্বে উদাসীন হইয়া পড়িতে পারেন। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মবিদ্যার সহিত পদার্থবিদ্যার যে স্বাভাবিক সন্ধি আছে, এক্ষণে তাহা প্রকটিত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মেরা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, পদার্থ-বিদ্যার আলোচনা তাহাতে সমধিক সহকারিতা করিবে। ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন আমাদিগের ব্রহ্মোপাসনা। আমরা যাঁহার হস্ত সর্ব্বত্র দর্শন করিতে চাই, পদার্থ-বিদ্যা তাহা অভ্রান্তরূপে প্রদর্শন করিবে, তাঁহার জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গল ভাবের পরিচয় পদার্থ-বিদ্যা পদে পদে প্রদান করিয়া থাকে; ইহা অপেক্ষা ঈশ্বর-ভক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় আর কি আছে। যে নিরঙ্কুশ কল্পনা কুসংস্কার উৎপন্ন করে, কেবল পদার্থবিদ্যা তাহা প্রকৃতিস্থ করিতে পারে। বিশেষতঃ আর সকল ধর্ম্মই পদার্থবিদ্যার নামে কম্পিত হইয়া উঠে, কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহাকে মিত্রতা সহকারে আলিঙ্গন করে; অতএব ব্রাহ্মদিগের নিকটেই এ বিষয়ে আমরা সমধিক সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারি।

হিতাবলী।

অর্থাৎ সদুপদেশ পূর্ণ কবিতা কলাপ; প্রথম ভাগ; বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী নিবাসী শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুপ্ত বিরচিত, কলিকাতা পদ্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা এক খানি ক্ষুদ্র চম্পূ কাব্য। যদিও ইহাতে তাদৃশ কবিত্ব শক্তি প্রদর্শিত হয় নাই; কিন্তু অনেকগুলি সদুপদেশ অতি বিশদরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

THE FIVE FALSE IDEAS OF CHRISTIANITY.

I. Of the false idea of God.—The ecclesiastical idea of God represents him as deficient in all the great essentials of Deity except eternal self-existence. He is imperfect in power, in wisdom, in justice, in benevolence, and in holiness—fidelity to Himself.

1. Imperfect in power.—He cannot accomplish His purpose; the devil, His perpetual enemy, routs Him in every great battle, and at last will fill an immense hell with the damned, the pick and flower of all the world, who stream thither in vast crowds, overflowing the broad way to destruction, while the narrow road which leads the elect to

salvation is thinly dotted" with here and there a traveller."

2. Imperfect in wisdom.—He does not know how His own contrivance will work until set a-going; and then its wheels do not run in human history as in the divine head. Thus the "Fall" of Adam is as much a surprise to God as to man; only the serpent understood it beforehand. The wickedness of the human race, both before and after the "flood," is an astonishment to God, who repented that He had made man, the work proving so defective and even pernicious. God learns by experiments, whereof many turn out failures; so He must destroy his work and try again, not always succeeding the second or third time—nor even in the end.

3. Imperfect in justice.—He often violets the moral sense which he has put into human nature, is deceitful and intensely cruel · witness the command to Abraham for sacrificing Isaac, to Moses to butcher the Canaanites; witness the triumph of the "Lamb" in the book of Revelation, with his oriental army of two hundred million cavalry, destroying a third part of the human race in one quarter of the world, and the rest of his military servants in the western quarter, in one campaign making a spot of blood on the ground two hundred miles in its shortest diameter and thirty six inches deep. * All this is represented, not as an incident in the historical development of man, or as instrumental to some advantage for any one, but only as a voluntary purpose in the consciousness of God, an end in itself—the calculated achievement of his spontaneous providence.

4. Imperfect in His benevolence.—For while he loves some he hates more, and continually creates men foredoomed to eternal damnation. He is a jealous God, and gives "salvation" in the stingiest way. Nay, voluntarily and on purpose, He created the devil, who is now a being absolutely evil. Of course he created him out of the absolute evil which was in Himself—there could be no other source for his material, for God's nature is a terminality of beginning as well as his purpose a finality of ending—from evil motive, for an evil purpose, and as an appropriate means thereunto. The devil is not merely a mistake and a failure, but an intended marplot of the universe, a premeditated contradiction. This fly in the ointment of the apothecary does no good in heaven, earth, or hell, and is devised and intended for no good, helping neither any benevolent purpose of God, nor the development of man.

5 Imperfect in his holiness.—He does not keep the integrity of His concisousness but willfully violates His own better feelings. Thus He miraculously hardens Pharaoh's heart, bewilder ng his counsels; sends an evil sprit to Saul, and stealthily excites David to number the peole of Israel that he might take vengeance upon them, thus deceiving with inspiration.

It is plain that no christian sect conceives of God as infinitely perfect in power, wisdom, justice, benevolence, and holiness. In there general description they all claim absolute perfection for their notion of Deity; in their specific details of chracter and conduct they all deny it. The idea of the infinitely perfect God is foreign to the christian theology.

II. Of the false idea of man.—Man was created "in the image and likeness of God," but so badly made that he became an easy prey to the devil. His first step was a "fall," which so damaged his "nature" that ever since it has been "corrupt"—his

* See Rev. IX. 14-18 and XIV. 18-20.

action even his thoughts "only evil continually." His body is damaged and unnaturally mortal--at present not even living out a tithe of the original years of even fallen man; his mind—and he cannot distinguish between truth and error, unless a miracle intervene, nor always then; his conscience—he does not know good from evil; his heart—which is perverse and desperately wicked; his soul—that of itself would neither love nor even know God, or its own immortality. He is "depraved" if not "totally"—which is the instantial opinion of Christendom—at least "generally" and "effectually" so that he is substantially good for nothing; in his flesh and his spirit there is "no good thing!" He is immortal—so much the worse for him! What avails it to increase the quantity of human life while the quality is so bad and the ultimate ruin made sure of beforehand? Damnation alone waits for the souls of the mass of men. He can find out nothing certain about God; all the holy men who taught new religious truth to mankind did not actively learn the truth as men, but only passively received it from God, as bare pipes through which his "Revelation" flowed forth: they did not normally find out a truth, but God miraculously gave them a commandment.

All the rest of God's works are "perfect;" they turn out as He meant, and are adequate means for His purposes; but man is a failure—this wheel does not run well in the universal mill nor accomplish the purpose it was intended for! Nay, with all manner of watching and mending, lubricating with miracles, it works very ill, and God is sorry He made man on the earth, and it grieves Him at His heart! Man's hand is perfect, his eye his foot—the nervous system; is complete and perfect as the solar system but his "nature," his "heart," is evil, and only evil, and that continually!

III. Of the false idea of the relation between God and man.—There is an antagonism between the two total and eternal their "natures" irreconcilably conflicting; depraved man at variance with imperfect God! History is chiefly the record of this mutual hostility and conflict, the story of man's rebellion and God's vengeance therefor! Nay, the earth is a monument of the never-ending battle; the earthquakes and whirlwinds of its great elements the thorns and thistles of vegitation, the strife of beasts of prey, and the "minor note" of the birds, all are alike the consequence and the memorial of this primeval but perpetual falling out between man and God. Eternity will repeat the antagonism—for as God once swept off procreant mankind by a transient flood of water, sparing but eight from a world of men, so at last he will ruin the majority of the whole human race in a permanant deluge of fire wherin the million generations of men, each millions of millions strong, shall perish "everlastingly," in never-ending fiery rot, while He and the Devil alone shall take delight in this flaming massacre, this funeral pile of humanity, where the worm of agony dieth not in the fire of his wrath, which is not quenched for ever and ever. So perishable earth and ever-enduring hell are alike mementoes of this antagonistic relation; and God and His enemy, the Creator and the destroyer, are made one in there delight over the torment of the human race,—the devil gladdend that they fall and are "lost" from heaven, God rejoicing that they are damned and "found" in hell!

All the rest of man's history is but a

exception ; sin, misery, damnation are instantial—the general rule. A golden thread of divine grace runs through the human web, whereon are strung a few pearls of great price—patriarchs and prophets, saints and the elect—a fleck of white in a whole field of sack-cloth, which "poor human nature" continually weaves up, and dyes Egyptian black on the gall of inherited sin the colour fast set and bitten in by the necessitated guilt of the individual.

In the ecclesiastical conception of God there is a deep back-ground of evil. Now and then the mysterious cloud is miraculously lifted and lets men see the mountain summits of anger, vengeance, and jealousy, and hate and imagin the whole chain of malignity, Andes and Himmalayas of wrath, hid underneath the veil. There is not a book in the Bible which justifies the inference that God loves his children who die in wickedness, or that His hell is for the welfare of its melancholy inmates, only for the vengeance of their Creator.

Out of this dark mass of evil in Himself He created the devil—absolutely evil—and hell ; both to last for ever, each a finality. The devil is also a child of God, but not acknowldged—turned off, an out—lying member of the Divine family, the Ishmael of the universe, his hand against God, God's against him. But after this mass of evil is subtracted and embodied in the devil, it is plain that evil still preponderates in the theological conception of God : for he does not bring the human race to a close, but still goes on creating new children of wrath, bowed down with the "sin" of "Adam's fall," before there birth doomed to eternal wretchedness. He might pardon, but He will not : stop creation, but He keeps the world going on, spawning whole shoals of people wherewith to fatten in hell! He might at least annihilate the damned ; but even that were too merciful for His vindictive wrath ; they must writhe in their agony for ever and ever !

Yet, though evil so far preponderates in the ecclesiastical idea of God, as shown in His conduct, some humane mercy is also ascribed to Him, with corresponding acts. He wishes to save a few brands from the burning of the world, to give some other men glimpses of a prospect of escape from ruin. So he prepares a scheme of "redemption" for a few—exceptions to the ruin of the rest.

IV. OF THE FALSE IDEA OF INSPIRATION. God communicated certain doctrines to various men, doctrines of revelation. They were not found out by the normal action of the various human faculties—intelectual, moral, affectional, and religious—for then they would be of human origin, and, like other opinions, amenable to mankind ; but they were miraculously given by God himself to men in an abnormal passivity of their various human faculties ; and are accordingly, of Divine orign, not at all amenable to mankind. They are foreign plants miraculously brought from heaven and set out in our niggardly human soil. Inspiration takes place in this manner : the Spirit of God takes transient or continuous possession of a special person and acts through him ; so the action is God's and not man's—God the artist, man the tool. The doctrines thus miraculously communicated are infallible and authoritative—the standard measure of religion and morality. They are also a finality—when the revelation is once ended, nothing is ever to be added thereto ; nougt taken away. Revelation to one man is binding on all : thus words uttered by a half civilized Hebrew many centuries ago, in a state of ecs-

tacy, or dream, or fit of wrath, must now be taken for the infallible oracles of God by a man born with the highest genius and furnished with the most ample culture which the human race can bestow. He must accept every doctrine of revelation, though in direct variance with the noblest instincts of human nature and the demonstrations of human science. These doctrines of revelation thus actively communicated by God and passively received by some man, are to be accounted as the primitive source of theological ideas—the fountain of all our knowledge of God and what pertains to religion; human reflection and imagination may only develope, but must not transcend what lies latent in these seeds of knowledge.

V. Of the false idea of salvation.—In consequence of the misstep and "fall" of Adam, God is permanently angry with the human race and inclined to damn all men to eternal torment. But his wrath has been somewhat mitigated, appeased and diverted from certain persons in this manner: the Divine Being is composed of three undivided personalities, who are equal in all respects. The second person—called the Son, though eternal and self-subsistent, as much as the first person, the Father—by his own will and consent becomes a man, "incarnated" in Jesus of Nazareth, "the only begotten Son of God," "born of a virgin" with no other human parent. He takes on himself all the wrath which God the Father felt for mankind, is crucified, and thus one undivided third part of the unchangeable and eternal God dies—yet the sum toal of Godhead is not diminished by this temporary subtraction—but comes to life again and rises from the dead The "sufferings" of the Son are an "infinite expiation" and "satisfactions" to God for the sins of men who may thus escape from hell by his "vicarious atonement." His "merits" are transferred to their account, and they may advance to heaven through his "imputed righteousness" the "Divine condition" of salvation. But men receive this Divine salvation—deliverance from hell by vicarous atonement, and admission to heaven by imputed rightousness—on certain terms, the 'human condition of' salvation. And the terms are such that of all who have hitherto lived, the "saved" are a most pitful fraction compared to the "lost!" Hell is roomy and crowded while heaven is narrow, but with many mansions all unoccupied! The great mass of men, before their birth are doomed to eternal torment, whence no act of theirs can set them free. The whole scheme of redemption with the doctrines of revelation, the incarnation crucifixion, and resurection of one undivided third part of the Godhead, salvation of Christ, has no other result but to save a handful gleaned miraculously from the earthly field, while the great bulk of the human harvest grown in so many centuries and reapen down by death, is shocked up by the devil for the threshing floor of hell, where he and his angles shall flail at them for ever and ever, and winno them with a fiery tempest of wrath, which lasts throughout all eternity.

These five false ideas are common to the three great parties into which the Christian sect is divided—to the Greek church, the Latin church, and the German church They all share the idea of an imperfect God—of a depraved and almost worthless human nature—of a relation of perpetual antagonism between God the Creator and man His work—of a miraculous inspiration, imited to a few persons—of a vicarious salvation, which helps only

a few, while it leaves the great majority of mankind to perish for ever. These five false ideas are the chief thing in these Ecclesiastical Institutions, which take thence their peculiar form and especial activity.

Theodore Parker.

আয় ব্যয়।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৭৯১ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩৬০ ।০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	২৭৭ ।/০
সমষ্টি	৬৩৭ ॥/০
ব্যয়	৩৪৯ ৵ ৫
স্থিত	২৮৮ ।৵১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৮০ ॥১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৪৭ ৶০
পুস্তকালয়	২৫ (১৫
যন্ত্রালয়	৮৬ ॥৵১৫
গচ্ছিত ...	২০ ৸/০
সমষ্টি ...	৩৬০ ।০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১২১ ।৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৪১ (৫
পুস্তকালয়	২২ ॥/১০
যন্ত্রালয়	৫২ ।৶৫
গচ্ছিত	১১ ॥৵৫
সমষ্টি	৩৪৯ ৵৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬
" শিবচন্দ্র দেব	১২
" জানকীনাথ ঘোষাল ...	১০
রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্তিম দানের উপস্বত্ব ...	৪০
দানাধারে প্রাপ্ত	২ ॥১০
সমষ্টি	৮০ ॥১০

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৪ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালে ৭॥ ঘন্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ১১ মাঘের মধ্যে ব্রাহ্মগণ অনুগ্রহ করিয়া প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে প্রতি দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠের পর, কেবল ৭ মাঘ বুধবার ব্রাহ্মধর্ম্মপাঠান্ত নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনার পর, ইহাঁরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানপূর্ব্বক উপদেশ প্রদান করিবেন—

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১ মাঘ বৃহস্পতিবার

শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী
২ মাঘ শুক্রবার

পাথুরে ঘাটা নিবাসী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩ মাঘ শনিবার

শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪ মাঘ রবিবার

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৫ মাঘ সোমবার

শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী
৬ মাঘ মঙ্গলবার

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
৭ মাঘ বুধবার

শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
৮ মাঘ বৃহস্পতিবার

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়
৯ মাঘ শুক্রবার

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
১০ মাঘ শনিবার

বিজ্ঞাপন।

বৈদান্তিক মত কি এই বিষয়ে

আগামী ১৭ মাঘ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় উপদেশ প্রদান করিবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাসুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৬। কলিগতাব্দ ৪৯৭১। ১ মাঘ বৃহস্পতি বার।
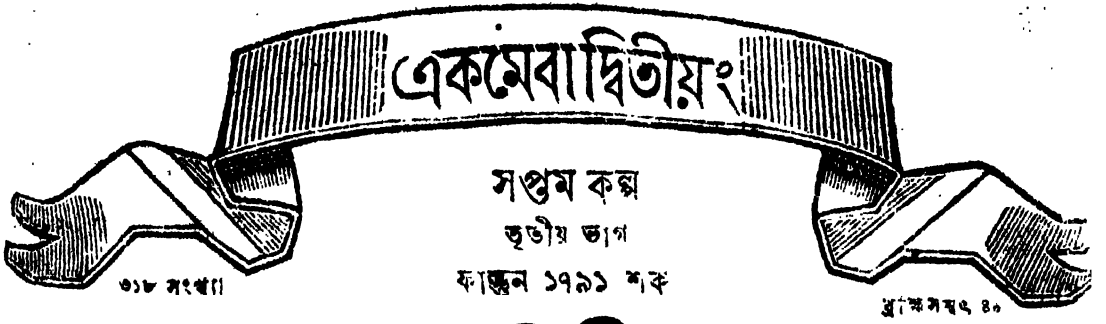
ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ। ১৭৯১ শক।

মাঘ মাসের প্রথম দিবস অবধি দশম দিবস পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর ঈশ্বরের উপাসনা এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের পাঠ ও ব্যাখ্যান যথাযথ রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সেই সমস্ত ব্যাখ্যান অবিলম্বেই পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে। ১১ মাঘ পূর্ব্বাহ্নে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রথমে একটি ব্রহ্মসংগীত হইলে পর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু বেদির সম্মুকে দণ্ডায়মান হইয়া উৎসব বিষয়ে এই বক্তৃতা করিলেন—

"উৎসব মনুষ্যের এক উচ্চতর অধিকার। ক্ষুদ্রতায় তাহার স্ফূর্ত্তি নাই। সেই অনাদি অনন্ত অবিনাশী পুরুষের মহীয়ান্ ভাব তাহার আত্মাতে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। কেবল সংখ্যাগণনায়—যোগবিয়োগে তাহার সার্থকতা নাই, পরস্পরের মধ্যে তারতম্যের তুলনা করিয়া গৌরবানুভব করাতে তাহার উৎকর্ষ নাই, স্বার্থ সাধনের স্বরজ মেলার বিস্তারে তাহার মহত্ত্ব নাই। মনুষ্যের প্রকৃতি ও নিয়তি এক স্বতন্ত্রপ্রকার। তাহার আত্মা এরূপ পদার্থে সংরচিত যে, যাহা নিতান্ত পার্থিব ও ক্ষণিক তাহা লইয়া সে কখনই সুখী হইতে পারে না। এই জন্য ঈশ্বর এই মর্ত্ত্য লোকেই কতকগুলি স্বর্গের উপাদান রাখিয়া দিয়াছেন। তাহাতেই সে এখানে আনন্দের সহিত জীবন যাপন করিতে সমর্থ হয়। সে সকল উপাদান—ঔদার্য্য, সরলতা ও স্বাধীনতা—ভক্তি, প্রীতি ও সৌহার্দ্দ—শান্তি, স্বচ্ছন্দতা ও আনন্দ। মনুষ্য যে কোন অবস্থায় অবস্থাপিত হউক, এই সকল মহোন্নত ভাব সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে সজীবতা প্রদান করে। সংসার মনুষ্যকে কত অগণ্য অমূল্য সুখসম্পত্তি প্রদান করে, তথাপি তাহাকে অন্যবিধ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায় কেন? বিদ্যা বুদ্ধি, যশঃ কীর্ত্তি, প্রভুত্ব শূরত্ব প্রভৃতি গুণনিচয় এত প্রকারে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব সংসাধন করে, কিন্তু যেখানে প্রীতির সহিত বা ভক্তির সহিত সম্বন্ধ, সেখানে ঐ উন্নত জ্ঞান-বিশিষ্ট খ্যাত্যাপন্ন লোক অথবা মহাপ্রতাপশালী শূর সকল কি কারণে অবনত হইয়া প্রসাদ প্রার্থনা করেন? পৃথিবীতে মনুষ্যের সুখ ভোগের নিমিত্ত বিবিধ রস-পূরিত দ্রব্য সামগ্রীর

অভাব নাই, কিন্তু তানলয়যুক্ত সুস্বর সঙ্গীত মাধুর্য্যে অথবা বিষয়াতীত উন্নত ভাব সমন্বিত রসাত্মক বাক্যে কেন তাহার মন এরূপ প্রমোদিত হয়? যে সকল বস্তু মনুষ্যের আয়াসোপার্জ্জিত এবং যাহাতে তাহার বুদ্ধিশক্তি বা কার্য্য-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়, তাহাতেই মনুষ্যের প্রীতি ও প্রশংসা আকর্ষিত হওয়া সুসঙ্গত, কিন্তু যে সকল বস্তু মনুষ্যের অঙ্গুলি রচিত নয়—যাহা মনুষ্য সম্বন্ধে এক প্রকার দেব-প্রসাদ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাই মনুষ্যের কি জন্য এত দূর আনন্দ বর্দ্ধন করে? তাহার কারণ এই যে, লাভালাভ—যশঃ কীর্ত্তির সহিত আমাদের পার্থিব সম্বন্ধ, আর প্রীতি ভক্তি ও সহৃদয় ভাবের সহিত আমাদের স্বর্গীয় সম্বন্ধ। পার্থিব সম্বন্ধ দুর্ব্বল ও নশ্বর, স্বর্গীয় সম্বন্ধ প্রবল ও অনন্ত-কাল-স্থায়ী। এই জন্যই ঐ সকল স্বর্গীয় ভাব সকল বিষয় হইতে মনুষ্যকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে।

যেখানে প্রীতি সৌহার্দ্দ ও স্বাধীনতা সেই স্থানেই উৎসব। উৎসবপ্রবৃত্তি আমাদের প্রকৃতিগত। উৎসবে দেবভাব প্রকাশ পায়। উৎসবালয় দেবলোকের অনুকৃতি। উৎসবালয়ে দ্বেষ হিংসার গন্ধ নাই, লাভালাভের সংস্রব নাই, হৃদয়গ্রন্থির চিহ্ন নাই। তথায় ক্ষুদ্রতা দৃষ্ট হয় না,—স্বার্থপরতা তাহার দ্বারে প্রবেশ করিতে পারে না। ঔদার্য্য সেখানকার মুখ্য শোভা, স্বচ্ছন্দতা তথাকার প্রধান ভোগ্য, সৌহার্দ্দ সেখানকার প্রকৃষ্ট দর্শন এবং শান্তি সেখানকার প্রধান বিলাস। সেখানে প্রধান ও নিকৃষ্টের ভাব—মান ও অপমানের ভাব কিছুই নাই; সেখানে দাতা ভোক্তা বা বাধ্য বাধক এরূপ সম্বন্ধ নাই: কোন বিষয়ে জিগীষার সংস্পর্শও নাই। উৎসবালয়ে কেবল প্রেমের ব্যাপার আনন্দের ব্যাপার চারি দিকে লক্ষিত হয়। এরূপ স্থান দেবলোকের অনুকৃতি—এ স্থানের ভাব সকল স্বর্গীয় ভাব, তাহার আর সন্দেহ কি?

কিন্তু হায়! পৃথিবীর ধূলি কোন্ বস্তুকে মলিন করিয়া না তুলে? পর্ব্বতনিঃসৃতা বিমল-সলিলা স্রোতস্বতী যখন জনসমাজে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাহার সেরূপ নির্ম্মলতা কোথায় থাকে? আমি এত ক্ষণ যে সকল স্বর্গীয় উপাদানের কথা বলিলাম, সংসারের দিকে চাহিয়া দেখিলে তাহার কি পর্য্যন্ত না বিকৃতাবস্থা দেখিতে পাই? হায়! কোথায় সেই জ্বলন্ত প্রীতি, যাহার তেজস্বিতা দেখিয়া বোধ হয় যে অনন্তকালেও ইহা কখন নির্ব্বাণ পাইবে না? কোথায় সেই অটল নিষ্ঠা ও অচল উদারতা, যাহার মহত্ত্ব ও সারবত্তা দর্শন করিলে অনুভব হয় যে, ইহা আকাশ অপেক্ষাও প্রশস্ত এবং পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর? কোথায় সেই অমূল্য স্বাধীনতা, যে আমাদিগকে উচ্ছৃঙ্খলতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া, সেই অকৃত অমৃত মঙ্গলময় পুরুষের অভয় পদে নিরন্তর সংযোজিত করিয়া রাখে? কোথায় সেই মহোচ্চ আশা, যাহার চরিতার্থতার নিমিত্ত অনন্ত লোকে অনন্ত প্রকার সুখসামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে? আর কোথায় বা সেই পবিত্র উৎসব, যাহার গীতশব্দে দেবতারাও উল্লসিত হইয়া করতালী প্রদান করেন? হায়! পৃথিবীর কি বিপর্য্যয় ভাব! এখানে এমন সকল আনন্দ-ধ্বনি শ্রবণ করা যায়, যাহার অন্তরে কেবল বিষাদেরই কারণ সকল লক্ষিত হইতে থাকে। এখানে এমন সকল উৎসবকোলাহল শ্রুতিগোচর হয়, নিদারুণ শোকই যাহার পরিণাম। প্রীতি ও সৌহার্দ্দ মনুষ্যের জীবন তুল্য, কিন্তু এখানে তাহা কত মারাত্মক রূপ ধারণ করে। স্বাধীনতা মনুষ্যের সকল সৌভাগ্যের প্রসূতি-স্বরূপ, কিন্তু সেই অমৃতপ্রসবিনী এখানে

কত রাশি রাশি বিষময় ফল উৎপাদন করে। হায়! পৃথিবীর এ কি শোচনীয় অবস্থা! এ অবস্থায় আর কোথায় গিয়া উৎসব-সুখ সম্ভোগ করিব, তাহার স্থান তো দেখিতে পাই না।

উৎসব স্বর্গরাজ্যেরই প্রধান দর্শন। উৎসবের মধ্যে যে সকল সুনির্ম্মল ভাব ব্যক্ত হইতেছে, সেই ঊর্দ্ধতন লোকেই সেই সকল ভাব সর্ব্বতোভাবে দৃষ্ট হয়। সেখানে দুঃখ ক্লেশ শোক তাপ কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে কোন প্রকার মলিনতা স্থান প্রাপ্ত হয় না। সুঘটিত বীণা যন্ত্রের তন্ত্রী সকল যেমন পরস্পরের সহিত সুন্দর সামঞ্জস্যে সুমধুর স্বর-সুধা বর্ষণ করে, সেই রূপ দেবতাদিগের সংযত প্রবৃত্তি সকল সর্ব্ব-সামঞ্জস্যে সেই দেবাদিদেবের গুণগান ও সেবা করিয়া চারি দিকে শোভা ও মাধুর্য্য বিস্তার করিতে থাকে। সেখানকার প্রীতি ও সৌহার্দ্দ উদারাশয়তায় পরিপূরিত। সেখানকার উৎসবমন্দির পবিত্রতার আলোকে আলোকিত। প্রাণ-মনঃ-স্নিগ্ধকারী শান্তি-সমীরণ সেই খানেই নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে; আত্মার তৃপ্তিকর আনন্দের প্রস্রবণ সকল সেই খানেই নিরন্তর প্রসৃত হইতেছে। ঈশ্বরই দেবতাদিগের সকল উৎসবের অধিদেবতা; তিনিই তাঁহাদের উপজীব্য। তাঁহাদিগের উৎসব-সঙ্গীতে কেবল সেই বিশ্বাধিপের অতুল করুণা কীর্ত্তিত হয় এবং সমস্ত জগতের কল্যাণ-বার্ত্তা ঘোষিত হয়।

কিন্তু স্বর্গেই কি কেবল সেই আনন্দের উৎস বদ্ধ রহিয়াছে। মনুষ্য যত দিন পরলোকে গমন না করিবে, তত দিন কি সে সেই অমৃতের স্বাদগ্রহ করিতে পাইবে না? না, এরূপ নহে। সেই করুণাময় পিতা এই মর্ত্ত্য লোকেই সেই দেব-ভোগ্য সুধার আধার প্রস্তুত রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি তাহার অনুসন্ধান করে, সেই তাহার স্বাদ-গ্রহ করিয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মই সেই স্বর্গীয় সুধার আধার-স্বরূপ।

যে ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ঈশ্বরের হস্তে আপনার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন, ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে গ্রহণ করিয়া মধুরালিঙ্গন প্রদান করেন। সেই প্রেমের আকর সৌন্দর্য্যের সাগর করুণা-নিধান সকল উৎসবের নিদান। যে উৎসব তাঁহার দ্বারে সম্ভোগ করা যায়, তাহার আর কোন কালে ক্ষয় নাই। তাহাতে কিছুমাত্র মালিন্য নাই; তাহা চির দিন নূতন। মানব আত্মার উন্নত প্রকৃতির ইহাই যথার্থ উৎসব। ইহাতেই তাহার সম্যক্ চরিতার্থতা লাভ হয়।

হে মানব! তুমি তোমার আত্মার গতি ও পৃথিবীর অবস্থা পর্য্যালোচনা কর, তাহা হইলেই সকল তথ্য অবগত হইতে পারিবে। সত্য বটে, তোমার প্রীতিবৃত্তি ও উৎসব-বাসনা নিতান্তই প্রবল, কিন্তু পৃথিবীতে তোমার সকল অভিলাষ কি রূপে পূর্ণ হইতে পারে? তুমি যদি নীচপথগামী হও--যদি নিকৃষ্ট বিষয় লইয়া উৎসব সম্ভোগ কর, তাহা হইলে তোমাকে শীঘ্রই পতিত হইতে হইবে; কারণ, সে সকল উৎসব তোমার দেবসংসর্গী আত্মার জীবন-শোষক। আর যদি উচ্চতর বিষয় লইয়া উৎসব করিতে যাও, তাহা হইলেও তোমাকে ক্ষোভ পাইতে হইবে; পৃথিবী তোমার তৃপ্তিকর দ্রব্য কখনই আয়োজন করিতে পারিবে না। তুমি ভাবিয়া দেখ, এখানকার ঘটনা-সূত্র তোমার ক্ষমতা অক্ষমতা ও সময় অসময়ের দিকে দৃক্‌পাত করে না। এখানকার বান্ধবেরা স্বার্থ-রক্ষাকেই তাহাদের প্রথম কর্ম্ম জ্ঞান করে। এখানকার সঙ্কীর্ণ জ্ঞান আর কাহারো সহিত তোমাকে মিলিতে দেয় না। এখানকার ধর্ম্মচিন্তা তোমাকে নির্জ্জন গৃ-

হেই প্রেরণ করে। এ সকলই তোমার উৎসববাসনার প্রতিকূল। তবে তুমি কেমন করিয়া তোমার এই উৎকৃষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিবে?

অতএব শান্ত হও। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থিরচিত্তে তোমার কল্যাণ অকল্যাণ বিবেচনা কর। তোমার জীবনের গতি ও উদ্দেশ্য চিন্তা কর এবং তোমার মত্ত মাতঙ্গ তুল্য বিবদমান প্রবৃত্তি সকলকে স্ববশে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত পথে চালিত কর। এই রূপে তোমার মনুষ্যত্ব স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে তোমার সুখ সৌভাগ্যের আর কিছুই অভাব থাকিবে না। ঈশ্বর তোমার সকল কামনা পূর্ণ করিবেন। সেই অচিন্ত্য অনন্ত অবিনাশী পরম দেবতা আমাদের সকল আনন্দের আকরস্বরূপ। কি স্বর্গ লোকে কি মর্ত্ত্য লোকে ঈশ্বরের অধিক আর আমাদের কিছুই নাই। তিনিই আমাদের সকল সুখ ও সর্ব্ব সম্পৎ। হায়! শুনিলে আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এই ক্ষুদ্র আত্মা সেই সকল-ভুবনাধিপতি দেবাদিদেবের সহিত সহবাসের অধিকারী! ধন্য ধন্য সেই পতিতপাবন মহেশ্বর! যিনি আমাদিগের ন্যায় অধম লোক সকলকেও উন্নত ও পবিত্র করিয়া লইবেন! ধন্য তোমার করুণা, হে জগদীশ্বর, ধন্য তোমার মহিমা!—হে ভ্রাতঃ! আর কি আমার কিছু বলিবার অবশিষ্ট আছে? তোমার উৎসবের কোন অভাব নাই; তোমার উৎসবের জন্য আর কোন প্রয়াস করিতে হইবে না; তোমার জন্য সকল সুখ সকল সম্পদ্ প্রস্তুত রহিয়াছে, এখনই তাহা সম্ভোগ কর। ঈশ্বর প্রেমের আকর—আনন্দের নিলয়। তিনি তোমার দ্বার দেশে দণ্ডায়মান। হৃদয় উদ্ঘাটন কর, উৎসবামৃতে তোমার হৃদয়-কন্দর পূর্ণ হইবে। ক্ষুদ্রতা পরিহার কর, হৃদয়গ্রন্থি উচ্ছেদ কর, প্রীতিকে প্রসারিত কর, ঈশ্বরে চিত্ত বিনিবেশিত কর, হে অমৃতপ্রয়াসী, এখনি ঈশ্বর তোমার আত্মার মধ্যে উদিত হইয়া সেখানে আনন্দ মহোৎসবের অক্ষয় প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিবেন। তখন সংসারের শোক তাপ দুঃখ ক্লেশ কিছুই তোমাকে আক্রমণ করিবে না। বিপদের প্রবল ঝটিকা তোমার অঙ্গকে সুমন্দ সমীরণ হইয়া স্পর্শ করিবে। তখন অন্তরে ও বাহিরে সকলেই তোমার আনন্দ ও মঙ্গল বিধান করিবে। তুমি এই মর্ত্ত্য লোকে থাকিয়াই স্বর্গের সুখ—স্বর্গের শান্তি—সম্ভোগ করিতে পারিবে। সেই আনন্দময়ের মঙ্গল হস্তে জীবন সমর্পণ করিলে তোমার সমুদায় আত্মা আলোকময় হইবে এবং সেই আলোকে আলোকিত হইয়া সমস্ত বিশ্ব তোমার নিকট নূতন বেশ ধারণ করিবে। তখন তুমি অগ্র পশ্চাৎ চারি দিক কেবল উৎসবময় দর্শন করিবে। এখন তুমি যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছ, তখন তাহাকে মহান্ বলিয়া বোধ করিবে। এখন যাহা দূরে দেখিতেছ, তখন তাহাকে অতি নিকটে সন্দর্শন করিবে। এখন যাহাকে সামান্যবৎ প্রতীতি করিতেছ, তখন তাহাকে আশ্চর্য্যময় বলিয়া প্রত্যক্ষ করিবে। এখন যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ দেখিতেছ না, তখন তাহার সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবে। তখন তোমার নিকটে এই সূর্য্য চন্দ্রের গতায়াত—এই মেঘ দলের সঞ্চরণ—এই বায়ুর হিল্লোল, সকলই জীবন্ত লোকের ন্যায়, ঈশ্বরের মহিমা গান করিয়া যাইতে থাকিবে। তুমি মানবসমাজ দর্শন করিয়া কখন ঈশ্বরের অপার মহিমা অবলোকন করিবে, কখন তাঁহার অতুল করুণা উপলব্ধি করিবে, কখন তাঁহার পতিতপাবন নাম কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইবে,—এবং সকল সময়ে তাঁহার মহীয়ান্

ভাব হৃদ্গত করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে থাকিবে। ইহাই আমাদের মর্ত্ত্য লোকের উৎসব।

এই রূপে এখানকার উৎসব সমাপন করিয়া যখন তুমি দেবলোকে উত্থিত হইবে, তখন যে তুমি কি অনুপম সুখসৌভাগ্যের অধিকারী হইবে, মানবমনে তাহা অনুধাবন করিবার শক্তি নাই। যে প্রেমময় বিশ্ববিধাতা এই মর্ত্ত্য লোককেই এরূপ বিচিত্র শোভায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে কি অপূর্ব্ব রঞ্জনে স্বর্গ রাজ্যকে রঞ্জিত করিয়াছেন, হায়! মানবচক্ষু কি রূপে তাহার দর্শনসুখ অনুভব করিবে? যে আনন্দময়ী অখিলমাতা সংসারের এই সকল তরঙ্গমালার মধ্যেও আমাদের জন্য সুখের ভাণ্ডার সঞ্চীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে সুধার ধাম আনন্দের আলয় স্বর্গ লোককে কি অমূল্য অতুল্য সুখে পূর্ণ করিয়াছেন, মানবরসনা কি রূপে তাহার স্বাদগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে?

হে উৎসব প্রয়াসী! সেই সকল অবিনশ্বর সুখসৌভাগ্য তোমারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি ক্ষুদ্র নহ। তুমি মহৎ। তুমি সকল প্রকার দীনতা ও মলিনতা পরিহারপূর্ব্বক সেই "মহতো মহীয়ান" পরম পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং তাঁহার অপার প্রেমের অনুকরণ করিয়া চিত্তক্ষেত্রকে উন্নত ও প্রসারিত কর। তুমি সেই আনন্দ-নিলয় মঙ্গলময়ের হস্তে তোমার জীবন সমর্পণ কর; স্বর্গ হইতে স্বর্গে—নবতর কল্যাণতর পথে বিচরণ করিয়া অনন্ত কাল উৎসবামৃত-রস সম্ভোগ করিতে পারিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত হইলে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এই উদ্বোধন করিলেন—

'সকলে উত্থান কর, জাগ্রৎ হও। আজ মাঘের একাদশ দিবস—আজ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন—আজ বঙ্গের মহোৎসব। আজ আনন্দের উৎস, অমৃতের প্রস্রবণ এখানে প্রমুক্ত হইয়াছে। চক্ষু উন্মীলন করিয়া এই মহোৎসবক্ষেত্র সন্দর্শন কর, এখানে সেই ত্রিভুবন-নাথ বিরাজমান, সেই পাতকি-জন-তারণ বর্ত্তমান, হৃদয়াধার প্রশস্ত করিয়া এই সুপ্রশস্ত উৎসবক্ষেত্রে ব্রহ্ম-পূজার জন্য অবতরণ কর। যে আদিসমাজ—আমারদের যে জননী সর্ব্ব প্রথম হইতে বিশুদ্ধ ব্রহ্মামৃত প্রদান করিয়া পিপাসিত আত্মাকে পরিপোষণ করিয়া আসিতেছেন, যিনি মাতার ন্যায় নিরপেক্ষ ভাবে সকল সন্তানকেই আপন ক্রোড়ে করিয়া নানা বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিতেছেন, তিনি আজ এখানে বিশুদ্ধ উপাদানে এই উৎসব-ক্ষেত্র সংরচিত করিয়াছেন। তিনি আমারদিগকে সেই পিতার হস্তে—তাঁহার স্নেহ-নয়নের সম্মুখে সমর্পণ করিবার জন্য আজ এখানে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। সন্তানের মাতৃ-ভক্তি থাকুক বা না থাকুক, মাতৃ-স্নেহ অনুভব করিতে পারুক বা না পারুক, মাতা যেমন অকাতরে পুত্রের প্রতি স্নেহ বর্ষণ ও প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, তেমনি ব্রহ্ম-জ্ঞান-বিধায়ী এই আদি ব্রাহ্মসমাজ আমাদের যত্ন অনুরাগ আদর আস্থার মুখাপেক্ষা না হইয়া উদার-ভাবে সকলকে ব্রহ্ম-দর্শনের জন্য একত্রিত করিয়াছেন। দেবতারা দেবলোকে—স্বর্গ-লোকে যে অনন্ত অরূপী পরমেশ্বরের আরাধনা করেন, মর্ত্ত্যে সেই ব্রহ্ম-পূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মানন্দে সকল হৃদয়কে প্লাবিত করিবেন, ব্রহ্ম নামের মঙ্গল-ধ্বনিতে আজ অধোলোক প্রতিধ্বনিত করিবেন, এই উদ্দেশেই আজ সকল সন্তানকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঈশ্বর-সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, এস আজ সকলে ভ্রাতৃভাবে

মিলিত হইয়া—এক হৃদয়ে এক তানে পবিত্র ব্রহ্ম-নাম উচ্চারণ করিয়া মাতার হৃদয়ে আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত করি। পবিত্র ব্রহ্ম-পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতার দুঃখ বিদূরিত করি, মাতার অশ্রুজল মোচন করি। মাতৃ-লক্ষ্য, মাতার আদেশ প্রতিপালন করিয়া জীবনকে সার্থক করি। তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত হইবার জন্য আজ আর উদ্বোধনের প্রয়োজন নাই। মেঘমুক্ত সূর্য্য-কিরণে তাঁরই মঙ্গল-কিরণ বিকশিত হইতেছে, এখানে এই সাধক-দলের প্রশান্ত মুখশ্রীতে তাঁরই স্নিগ্ধ-মূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে। অন্তরে—হৃদয়-দ্বারে তিনি স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া আমারদিগকে আজ জাগ্রৎ করিতেছেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া সকলে তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি সন্দর্শন কর। সেই জগতের প্রাণ, আত্মার জীবন পরমেশ্বরই এই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনিই আমারদের প্রত্যেকজনের পূজ্য দেবতা, তাঁহার পূজার উপচার সংগ্রহের জন্য আমারদিগকে অন্য কোন কুসুম-উদ্যানে যাইতে হইবে না। হৃদয়-ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখি, দেখিবে সেখানে ব্রহ্ম পূজার বিশুদ্ধ উপচার সকল স্বতই প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। সেই প্রীতি-কুসুমে আনন্দ মনে এস সকলে তাঁর পূজায় প্রবৃত্ত হই।

তৎপরে সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা ও আর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত হইলে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কএকটি শ্লোক পাঠ করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই মর্ম্মে একটি বক্তৃতা করিলেন—

"মনুষ্য যখন সংসারের উপর কোন প্রত্যাশা না রাখিয়া কেবল ঈশ্বরের হস্তেই সমুদায় আশা ভরসা সমর্পণ করেন, তখনই তিনি অটলভাবে ধর্ম্মপথে গমন করিতে পারেন। ধর্ম্ম উপার্জ্জনের সময় এই রূপ প্রতিজ্ঞা চাই যে, যদি সমুদায় লোক, এমন কি যদি পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র পর্য্যন্ত আমাকে পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। ধর্ম্মপথে যদি একটি বন্ধুও না পাই, তথাপি সে পথ পরিত্যাগ করিব না; ঈশ্বর যা করেন, তাহাতেই মস্তক অবনত করিয়া দিব, এই রূপ ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, যে পথ অতি সংকীর্ণ ছিল, যেখানে পরস্পর স্কন্ধ ধরিয়া গমন করা অসম্ভব ছিল, সেখানেও চতুর্দ্দিক হইতে বন্ধুগণ সমাগত হইতেছেন। যে ব্রাহ্মসমাজ কেবল এই প্রাচীরের মধ্যে পরিবেষ্টিত ছিল, এক্ষণে তাহা দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, মহাসমুদ্র পারেও আপনার আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এক্ষণে ঈশ্বর সেই শুভ দিন আনয়ন করুন যে, প্রতিদিন যেন চন্দ্র সূর্য্য পশুপক্ষী প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্টির সহিত একতান হইয়া নিয়ত তাঁহার জয় গান করি এবং নিয়ত এই উৎসবানন্দ ভোগ করিতে পারি।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এই উপদেশ প্রদান করিলেন—

"সেই সত্যকাম সত্য-সঙ্কল্প পরমেশ্বর জগতের মঙ্গল উদ্দেশে জীবের কল্যাণ কামনায় এই অসীম চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখের হ্রাস ও সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হউক, দুর্গতির পরিহার ও চির উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হউক, অধর্মের পরাজয় ও ধর্মের জয়-পাতাকা উড্ডীন হউক, এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি অচেতন জড়রাশি, কি সচেতন প্রাণিপুঞ্জ, কি অশরীর-বিজ্ঞানময় আত্মা, সকলই সংরচন করিয়াছেন। সকলকেই যথাযথরূপে তাঁহার মঙ্গল-সঙ্কল্প সংসাধন-উপযোগী শক্তি সামর্থ্যে বিভূষিত করিয়া উন্নতি-মুখে বিনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা-স্রোত

প্রবাহিত করিবার জন্য—তাঁহার সেই অমোঘ লক্ষ্য সংসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত স্থাবর জঙ্গম সকলেই শশব্যস্ত রহিয়াছে। প্রাণ-হীন অচেতন জল-স্থল সকল বদ্ধ ভাবে তাঁহারই আদেশ প্রতিপালন করিতেছে, বিজ্ঞানময় আত্মা স্বাধীন রূপে তাঁহারই লক্ষ্য সংসাধন করিতেছে।

সেই অত্যুষ্ণ-দ্রব-ধাতুময় আদিম সমুদ্র না জানিয়া শুনিয়া কাল-ক্রমে শীতল হইয়া উদ্ভিদ্ প্রাণীর বসতি-যোগ্য হইয়াছে, জড়-রাজ্য প্লাবনের উপর প্লাবন, বিপ্লবের উপর বিপ্লব সহ্য করিয়া কালেতে জ্ঞান-ধর্ম্ম সমন্বিত উৎকৃষ্টতর মানব-কুলের আবাস-গৃহ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই যে এই জড় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির এক শেষ হইয়াছে এমন নহে—বর্ত্তমান ভূগর্ভ যেমন ক্ষুদ্রতম কীটাণু হইতে বৃহত্তর পশু-পঞ্জর দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে, নর-কঙ্কাল-গ্রথিত এই পৃথিবীর কোন উচ্চতর-স্তরে মনুষ্য অপেক্ষা কোন উন্নততম বুদ্ধিজীবী জীব আসিয়া যে বসতি করিতে পারে তাহারই বা অসম্ভাবনা কি? আমারদের অজ্ঞাতসারে অবনীপৃষ্ঠে যে কি মনোহর পরিবর্ত্তন হইতেছে, বর্ত্তমানের আপাতদৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈব দ্বারা যে পরিণামের কি কল্যাণপথ প্রমুক্ত হইতেছে, তাহা কে নির্দ্দেশ করিবে? অচেতন জল-বায়ু, মৃৎপাষাণস্তূপ তাহার কিছুই জানে না, তাহারা সেই পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-শক্তি পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের মহীয়সী ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া কেবল চালিত ও ঘূর্ণিত হইতেছে। কি ভৌতিক বিপ্লব, কি রাজবিদ্রোহ, কি ধর্ম্মযুদ্ধ যাহাই কেন উপস্থিত হউক না, সর্ব্বদর্শী মঙ্গলকাম পরমেশ্বর এখানকার তাবৎ ঘটনাকেই কেবল তাঁহার মঙ্গল সঙ্কল্প সুসিদ্ধ করণ বিষয়েই নিয়মিত করিতেছেন।

জড় রাজ্যের ন্যায় উদ্ভিদ্-রাজ্যও সেই বিশ্বাধিপের মহান্ আদেশ প্রতিপালনে তৎপর রহিয়াছে। সর্ষপকণিকা-সদৃশ বীজকণা হইতে মহাদ্রুম সকল সমুৎপন্ন হইয়া অসংখ্য অগণ্য লোককে ছায়া দান করিতেছে। সামান্য কীট-ভোগ্য ধান্য-হইতে বৃহত্তর জনপদ পরি[illegible]যোগ্য তণ্ডুল-স্তূপ সমুৎপাদিত হইতেছে। শাখা-ভ্রষ্ট পুরাতন পত্র সকল ভূমিসাৎ হইয়া নবীন-পল্লব সমুদ্গমের সহায়তা করিতেছে। প্রাচীন বৃক্ষ সকল পতিত হইয়া অভিনব কুসুম-কানন বিনির্ম্মাণ জন্য বসুধার উর্ব্বর-শক্তি প্রবর্দ্ধন করিতেছে। বৃন্তবিগলিত পরিণত ফল-রাজি ধরা-পৃষ্ঠে বিলীন হইয়া সহস্র পাদপকুলের সৃষ্টি করিতেছে, ঈশ্বরের প্রবর্দ্ধনশীল পরিবারের অপরিমেয় অন্ন-পান সংগ্রহের প্রশস্ত দ্বার প্রমুক্ত করিয়া দিতেছে। আপনারা পৃথিবীর দূষিত দুর্গন্ধ-ময় পদার্থে পরিপোষিত হইয়া প্রজা-পতি পরমেশ্বরের জীব-শ্রেণীর জন্য পরম উপাদেয় পুষ্টিকর ফলমূল প্রসব করিতেছে। আপনারা বিষবায়ু সেবন করত বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার পুত্র কন্যার জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ জীবনপ্রদ বায়ু-রাশি উদ্গীরণ করিতেছে। হে মানব! মঙ্গল-সঙ্কল্প পরমেশ্বরের ইহা অপেক্ষা জাগ্রৎ জীবন্ত মঙ্গল ভাবের প্রত্যক্ষ নিদর্শন আর কি সন্দর্শন করিতে চাও? উদ্ভিদ্-রাজ্যে ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কারী উন্নতি-প্রণালী আর কি কল্পনা করিতে পার? উদ্ভিদ্কুলের জন্ম মৃত্যু বিকার পরিবর্দ্ধন সকলেতেই ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হইতেছে! ঈশ্বরেরই মঙ্গল সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইতেছে।

জড়-জগতে উদ্ভিদ-রাজ্যে যেমন তাঁহার মঙ্গল লক্ষ্য সুসিদ্ধ হইতেছে—তাঁহার অভিপ্রেত উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, এই ক্ষুদ্র নরদেহেতেও তেমনি তাঁহার সেই

মহান্ অভিপ্রায় সফল হইতেছে, নরদেহের সঞ্চার ও সম্বর্দ্ধন, পরিবর্ত্তন ও উন্নতি-সাধন, সকল অবস্থা, সকল ঘটনাতেই তাঁহার করুণা-কৌশল, তাঁহার অভিপ্রায় ও ইচ্ছা-বল প্রকাশ পাইতেছে। প্রাণিজঙ্গমের আবাস-যোগ্য হইবার জন্য ঈশ্বরের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম-প্রভাবে যেমন জ্বলন্ত দ্রব-ধাতুময়-সাগর ক্রমে শীতল ও কঠিন-ভাব ধারণ করিয়াছে, তেমনি সেই ত্রিভুবন-অধিপতি পরমেশ্বরের মঙ্গল সঙ্কল্প পরিপূরণের জন্য—তাঁহার স্নেহনিধি জীবাত্মার আবাস ও উন্নতি সাধন নিমিত্ত জননী-গর্ভে নিহিত শোণিত-সরোবর ঘণীভূত হইয়া অদ্ভুত অনুপম কৌশল-সম্পন্ন এই নরদেহের প্রথম সূত্রপাত করিতেছে। জীব জন্তুর অভাব অনটনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বসুন্ধরা ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, তেমনি দেহ-নিহিত জীবাত্মার উৎকর্ষ ও উন্নতি-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুরম্য শরীর-প্রাসাদ বল-বীর্য্যে, শ্রীসৌন্দর্য্যে শোভমান হইয়া আদিম অন্ধকার-মুক্ত পৃথিবীর ন্যায়, গর্ভ-মুক্ত হইয়া এই সূর্য্যালোকে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। আত্মাও যেমন প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র লাভ করিয়াছে, শরীরও তেমনি তাহার মনোমত অঙ্গ-সৌষ্ঠব প্রাপ্ত হইয়া আত্মার তুষ্টি-সাধন করিতেছে। আত্মা যাহা আদেশ করে, শরীর তাহাই পালন করে, আত্মার যেখানে যাইবার ইচ্ছা হয়, শরীর সেই খানেই তাহাকে লইয়া যায়। আত্মার যখনি বহির্বিষয় দর্শন করিবার ইচ্ছা হয়, তখনই নেত্র-কবাট উন্মুক্ত হইয়া যায়। আত্মার গ্রহণ ইচ্ছা হইলে, অমনি হস্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের আদেশে চেতন অচেতন সকলই উন্নতি-পথে ধাবিত হইতেছে! সকলই পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায় সংসিদ্ধ করত দুঃখ হ্রাস ও সুখোন্নতি সাধন করিতেছে। এই পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়া অন্ন-উপকরণের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে যেমন দুঃখ দুর্গতির আর পরিসীমা থাকিত না, তেমনি আত্মাকে দেহ-রাজ্যে আবির্ভূত হইয়া দৈহিক বলাধান ও উন্নতি-লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইলে আর তাহার ক্লেশ অধোগতির ইয়ত্তা থাকিত না। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা! আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য তাঁহার দয়া! একটি পার্থিব উপকরণে বিরচিত, একটি স্বর্গীয় উপাদানে বিনির্ম্মিত। শরীরের উন্নতিস্থল এই পৃথিবী, শরীরের বর্দ্ধনকাল এই জীবনকাল; আত্মার উন্নতি-ক্ষেত্র অনন্ত লোক-মণ্ডল, আত্মার পরিপোষণসময় অনন্ত কাল। দুইটি বিপরীত প্রকৃতি-সম্পন্ন বস্তুকে সেই বিশ্ব-শিল্পী মহান্ পুরুষ কি অভাবনীয় কৌশলেই উন্নত করিতেছেন। এই অসাধ্য-ব্যাপার, কেবল তাঁহারই সুসাধ্য, আলোক অন্ধকার—চেতন অচেতনকে কেবল তিনিই একত্র সম্মিলিত করিতে পারেন, তাঁহার সেই মঙ্গল সঙ্কল্প, কল্যাণ ইচ্ছাই কেবল সকলকে কল্যাণ পথে—উন্নতির সোপানে সঞ্চালন করিতে পারে।

যে মঙ্গলময় পুরুষ জড়-রাজ্যকে কল্যাণ উদ্দেশেই অখণ্ড নিয়মে বদ্ধ করিয়া উন্নত করিতেছেন, সেই করুণা-পূর্ণ পরপরমেশ্বরই মঙ্গল-কামনায় অচির অস্থায়ী দেহে অমর উন্নতিশীল আত্মাকে নিহিত করিয়া দিয়া স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। তিনিই তাহাকে পাপ তাপ ও স্বেচ্ছাচার হইতে রক্ষণ করিবার জন্য প্রতিক্ষণই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। যখন আত্মা মোহ-বশতঃ জীবনের লক্ষ্য বিস্মৃত হওত উন্নতি-পথ-ভ্রষ্ট হইয়া সংসারসুখে অতিমাত্র আসক্ত হইতেছে, তখনই অসন্তোষ অতৃপ্তি প্রেরণ

করত তিনি তাহাকে জাগ্রৎ করিতেছেন। যখনই ধর্ম্ম-জনিত আত্ম-প্রসাদ ও ভূমানন্দ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবায় প্রবৃত্ত হওত স্বাস্থ্য-নাশ ও বীর্য্য-হানি করিতেছে, তখনি তিনি রোগ-গ্লানি, বিষাদ যন্ত্রণা প্রেরণ করিয়া তাহাকে কল্যাণ-পথে আকর্ষণ করিতেছেন। যখনই জন-সমাজ পাপ-তাপে, অজ্ঞান অধর্ম্মে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে, তখনই তিনি উজ্জ্বল জ্ঞান, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রেরণ করত তাহাকে উদ্ধৃত ও সংস্কৃত করিতেছেন। যাঁর রাজ্যে দৃশ্যমান বজ্র বিদ্যুৎ, সিন্ধু সাগর, অনল অনিল মহাকোলাহলের সহিত ভৌতিক রাজ্যের কল্যাণ সাধন করিতেছে, তাঁহারই আদেশে নিভৃত-ভাবে দুঃখ গ্লানি বিষাদ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া আত্মাকে শোধিত করত উন্নতি-পথে সঞ্চালন করিতেছে। অতি গ্রীষ্মই যেমন অতিবৃষ্টিকে আহ্বান করে, তেমনি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার অপব্যবহার নিবন্ধন মলিনতা স্বেচ্ছাচারিতাই আবার পবিত্রতা ও স্বাধীনতাকে আকর্ষণ করে। যে অজ্ঞানতা অন্ধতাই এই জগতীতলে কুসংস্কার ও উপধর্ম্মকে আনয়ন করিয়াছে, তাহাই কালেতে নেত্র-শূল ও সমাজ-কণ্টক হইয়া সমুদায় মানব-জাতিকে তাহার সংহার ও সমুন্মূলনে উত্তেজিত করিয়াছে—তাহাই এই নিরীহ বঙ্গ-বাসীগণকে ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপনে—পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বনে অগ্রপদ করিয়া দিয়াছে। ঈশ্বরের রাজ্যে যেমন অতি গ্রীষ্মের পর বারি-ধারা বর্ষিত হয়, যেমন অমানিশার পর শুক্লপক্ষ সমুদিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া থাকে, তেমনি তাঁহারই শুভ-সঙ্কল্প মঙ্গল-ইচ্ছা-বলে এই পৌত্তলিক-রাজ্যে চির প্রার্থনীয় ব্রহ্ম পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পরম-পবিত্র ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রচার উদ্দেশে উদয়াচল-সদৃশ এই আদি ব্রাহ্ম-সমাজ আজ চত্বারিংশ বৎসর পূর্ণ হইল মাঘের এই পবিত্র একাদশ দিবসে এই বঙ্গ-দেশে এই মহানগরীতে সংস্থাপিত হইয়াছে। হে মানব সকল! ইহা অপেক্ষা তাঁহার মঙ্গল-সঙ্কল্প সংসিদ্ধ হইবার আর প্রত্যক্ষ জীবন্ত নিদর্শন কি সন্দর্শন করিতে চাও? ভীরুতা নির্জীবতা যে বঙ্গ-বাসীদিগের প্রকৃতি-সিদ্ধ অসদ্‌গুণ বলিয়া সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইতেছে এবং যাহা কার্য্য-কুশল সুসভ্য জাতীয় জনগণ দ্বারা দুরপনেয় অঙ্গার-অঙ্কে গ্রন্থ-গর্ভে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, সেই বঙ্গ-দেশে সেই বঙ্গ-বাসীদিগের প্রতিষ্ঠিত এই ব্রাহ্ম-সমাজ আজ চত্বারিংশ বৎসর নানা বিঘ্ন বিপত্তি, আক্রমণ অত্যাচার সহ্য করিয়া হিমাচলের ন্যায় উন্নত-মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সর্ব্ব-প্রথমে সেই বঙ্গ-বাসীদিগের দ্বারাই জীবন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যদিও কোন বঙ্গবাসী বিষয়-বিত্ত লাভের জন্য সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই, যদিও কেহ স্বদেশ রক্ষার জন্য শত্রুর সম্মুখে বীরত্ব প্রদর্শনে দণ্ডায়মান হন নাই, কিন্তু এই অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন বঙ্গ-রাজ্যে ঈশ্বর-প্রসাদ-বলে সহস্র বৈরনিপাত করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়া বঙ্গ-বাসীগণ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বর প্রেমের—আধ্যাত্মিক বলবীর্য্যের মহত্তর নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন উৎকম্প-প্রভাবে ভূগর্ভ-স্থিত নিম্নস্তর সকল ঊর্দ্ধে বহু রত্ন-রাজি লইয়া উত্থিত হইয়াছে, তেমনি কল্যাণময় পরমেশ্বরের সেই মঙ্গল-সঙ্কল্প, কল্যাণ ইচ্ছা-বলে বঙ্গ-বাসীগণ অক্ষয় অমূল্য বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-রত্ন লইয়া সর্ব্ব-সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইহাতে কি ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হইতেছে না? ইহাতে কি তাঁহার করুণা-রাশি জ্বলন্ত অনলের ন্যায়

দীপ্তি পাইতেছে না? হে বঙ্গবাসী—জগদ্বাসীগণ সকলে জাগ্রৎ হও। প্রীতি-সদ্ভাবে সকলে মিলিত হইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই অমূল্য রত্ন গ্রহণ কর। হে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু অমৃত-পিপাসু মানবকুল! তাঁহার এই কল্যাণ স্রোতে—অমৃত-স্রোতে দেহ মন আত্মাকে নিমগ্ন করিয়া সুশীতল হও। এক তানে এক হৃদয়ে এই মহোৎসব-ক্ষেত্রে মহেশের মহদ্‌যশ ঘোষণা করিয়া আজ্ এই পৃথিবীকে পুণ্যবতী কর—জীবনকে সার্থক কর।

পরমাত্মন্! তোমার করুণা স্মরণ হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তোমার স্নেহের কথা বলিব কি, স্মরণ হইলেই নয়ন-যুগল বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে থাকে, কণ্ঠ নিরোধ হইয়া যায়। তোমার নিকটে প্রার্থনা করিব কি, তুমি প্রার্থনার পূর্ব্বেই সকল অভাব বিমোচন করিতেছ, সকল দুঃখ নিবারণ করিতেছ। তোমার মহিমা মহীয়ান্ হউক, সমুদায় মানবকুল তোমার পূজায় প্রবৃত্ত হউক। বঙ্গের ভূষণ—জগতের অলঙ্কার পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বত্র জয়-লাভ করুক। সমুদায় পৃথিবী এক গৃহ ও সমগ্র মানবজাতি এক পরিবারে আবদ্ধ হইয়া মর্ত্ত্যে স্বর্গের আনন্দ উপভোগ করুক। কায়মনোবাক্যে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

সায়ং কালে আমাদের প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের আলয়ে আচার্য্যগণ বেদীতে আসীন হইলেন। পরে একটি ব্রহ্ম-সংগীত হইলে পর শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিলেন—

"অদ্যকার এই মহোৎসব উপলক্ষে এরূপ সমারোহ এবং এপ্রকার জনাকীর্ণ সভা দৃষ্টে কাহার মন না আনন্দে পরিপূরিত হয়? এখানে এমন কয় জন আছেন যাঁহার মনে আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত না হইতেছে? এই সভায় সমাগত হইবার পরেও যদি কাহারও মনে কোন প্রকার গ্লানি বা সন্তাপ স্থান পাইয়া থাকে, তাহা যে আমাদের স্বভাববলে সত্বরেই দূরীকৃত হইবে, অন্য সকলের মুখশ্রী নির্ম্মল আনন্দে সমুজ্জ্বলিত দেখিয়া আপনার শোকসন্তপ্ত আত্মাকে অচিরেই যে আনন্দালোকে প্রজ্বলিত করিবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ আনন্দের কারণ কি? কি জন্যেই বা এই দিবসকে আমাদের আনন্দের দিন বলিয়া থাকি? যদি বাহ্য শোভা এবং সমারোহকেই আমাদের অদ্যকার আনন্দের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব যে, এই আনন্দের মধ্যে আমরা কিছুমাত্র প্রবেশ করি নাই, তাহার অন্তর্ভূত কারণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আমরা প্রকৃত আনন্দ কিছুই অনুভব করি নাই। যাঁহারা কেবল বহির্ব্বিষয়েই মুগ্ধ হইতেছেন, কেবল বাহ্য শোভা মাত্র যাঁহাদিগের মনকে অধিকার করিয়াছে, তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের আনন্দ ক্ষণভঙ্গুর, অতি অল্পকাল মধ্যে তাহার চিহ্নমাত্রও থাকিবে না, বহিরালোকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনের আমোদও ক্রমে ম্রিয়মাণ এবং অনতিবিলম্বে এক কালে নির্ব্বাপিত হইবে। তাঁহারা পরমাত্মা অপেক্ষা বহির্জ্জগৎকে ও তাহার শোভাকে প্রিয় করিয়া জানিতেছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রিয়ও "বিনাশ পাইবে।"

কিন্তু যাঁহারদিগের আনন্দ বহির্জ্জগতে আবদ্ধ নহে, যাঁহারা এই সমারোহের অন্তর্ভূত কারণের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, যাঁহারা আপন আপন আনন্দকে পরমানন্দে নিহিত রাখিতেছেন, তাঁহারাই এই মহোৎসবের গূঢ়

ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা যে জন্য সকলেই এই সাম্বৎসরিক উৎসবকে আমাদের মহোৎসব মনে করি, যে জন্য এই ১১ই মাঘকে আমাদের আনন্দের দিন বলিয়া থাকি, তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই জানিতে পারিব যে তাহার সহিত বাহ্যিক কোন পদার্থের যোগ নাই, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায়ই আধ্যাত্মিক।

কোন দেশ যদ্যপি চিরকাল অন্য কোন জাতির অধীনস্থ থাকিয়া অনেক কষ্টে আপনাদিগকে পরাধীনতা হইতে মুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা যেমন সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিনকে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিবার উপায় অবলম্বন করে, তাহারা যেমন সেই দিনকে এক সাধারণ আনন্দের দিন মনে করিয়া তাহাকে অতি যত্নের সহিত প্রতিপালন করে, এই ১১ মাঘকে তদপেক্ষা অসংখ্যগুণে আমাদের প্রিয় মনে করা কর্ত্তব্য। শরীর অপেক্ষা আত্মা যত অধিক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়, শারীরিক বল লাভ অপেক্ষা আন্তরিক বল লাভ যে পরিমাণে অধিক প্রার্থনীয়, রাজ্যের স্বাধীনতা অপেক্ষা দেশীয় সকলের আত্মার স্বাধীনতা সেই পরিমাণে উচ্চ। যদি কেবল দেহের স্বাধীনতা লাভ করিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হই, তাহা হইলে আত্মার স্বাতন্ত্র্য লাভে আমাদিগের যে তদপেক্ষা কত গুণে অধিকতর আনন্দিত হওয়া উচিত তাহা মুখে প্রকাশ করা যায় না। আমরা আজীবন পরাধীনতাপাশে বদ্ধ থাকিলে তত ক্ষতি নাই, তখনও আমাদের মন যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে; আমাদের দেহকে যাবজ্জীবন কেহ কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেও আত্মাকে কারাগারস্থায়ী করিতে সমর্থ হয় না। আত্মা স্বাধীন থাকাতে ক্ষণভঙ্গুর দেহের দাসত্ব শৃঙ্খলকে কোন রূপে বহন করা যাইতে পারে; অথবা আত্মার স্বাধীনতা প্রযুক্ত দেহের বন্ধনদশা মোচনের অনেক পথ উদ্ভাবিত হইতে পারে। কিন্তু যখন আমাদের আত্মা পরবশ হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য বিবর্জ্জিত হয়, তখন দেহ যতই স্বাধীন থাকুক না কেন আত্মাকে কোন মতেই মুক্ত করিতে কেহ ক্ষম হয় না, প্রত্যুত তাদৃশ স্বাধীনতা কেবল আত্মার অধোগতিরই কারণ হয়। আত্মার পরাধীনতা প্রযুক্ত আমরা শোকের এক শেষ প্রাপ্ত হই, অথচ আমাদের অবস্থা যে নিতান্ত শোচনীয় তাহা বুঝিবারও ক্ষমতা থাকে না। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।" "যাহা কিছু পরাধীন তাহা দুঃখের কারণ, আত্মবশ সকলই সুখের কারণ।" অতএব ইহ জীবনের সকল সামগ্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যে আত্মা, তাহা পরাধীন হইলে যে কত মহদ্দুঃখের কারণ হয়, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। দেশীয় সকলের আত্মাকে স্বাধীনতাশূন্য দেখিয়া দেশানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই যত দূর দুঃখভাগী হয়েন, তত দুঃখ আর তাঁহারা কিছুতেই উপভোগ করেন না। সকলেরই আত্মাকে মলিন দেখিয়া তাঁহারা শোকে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হয়েন। কাজেই যদ্দ্বারা আত্মাকে বিশুদ্ধ এবং তাহাকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারে, তাহা প্রাপ্ত হইলে তাহারা যতদূর আনন্দ লাভ করেন এত অধিক আনন্দ আর কিছুতেই লাভ করেন না। অদ্যকার মহোৎসবের সহিত আমাদের সেই রূপ স্বাধীনতার যোগ, এই ১১ মাঘের সহিত আত্মার স্বাতন্ত্র্য অতীব বিশুদ্ধ গ্রন্থি দ্বারা সংশ্লিষ্ট, এই নিমিত্তেই আমরা এই দিবসকে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য এত অধিক যত্ন করিয়া থাকি; এই নিমিত্তই ইহাকে আমাদের আনন্দের দিন বলি।

জড়ময় কোন প্রকার শৃঙ্খলে দেহকে

যতই যন্ত্রণা দিউক না কেন, তদ্দারা আত্মাকে বন্দী করিতে পারে না। ইহ লোকে যতই কঠিন ও সুদৃঢ় কারাগার থাকুক না কেন, শরীরকে কারাবৃত করিতে পারে কিন্তু আত্মাকে পিঞ্জরবদ্ধ করা তাহার সাধ্যাতীত। কেবল কাম্পনিক ধর্ম্মই আত্মার একমাত্র কারাগার, পৌত্তলিকতাই তাহার সুদৃঢ় শৃঙ্খল, আত্মাকে সেই শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য, তাহাকে কাম্পনিক ধর্ম্মের বন্ধন হইতে মোচন করিবার জন্য, বঙ্গ ভূমিকে প্রকৃত স্বাধীনতা দানের জন্য, পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। পৌত্তলিকতা জন-সমাজকে যে প্রকার নিবিড় তমসাচ্ছন্ন করে, কাম্পনিক ধর্ম্ম প্রভাবে আত্মা পাপতাপে যে প্রকার জর্জ্জরিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় আলোক দ্বারা সেই ঘোর তিমির নাশ করা এবং পরমাত্মার অপার করুণাকে অনুভব করিবার শক্তি প্রদান দ্বারা আত্মার বেদনা সমুদায় দূরীকৃত করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

বহুকালাবধি বঙ্গ দেশ কাম্পনিক ধর্ম্মের শাসনে থাকিয়া অন্তর্ব্বাহ্য উভয় প্রকারেই নিতান্ত বীর্য্যহীন হইয়া পড়িয়াছিল; বিশেষতঃ আত্মার দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার কোন উপায়ই ছিল না। আত্মাকে সেই প্রকার রুগ্নাবস্থা হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এতৎপ্রদেশে উদ্দীপিত হয়; এবং যে দিবস তাহার সূত্রপাতস্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়, সেই দিবসকে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য আমরা সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের সমারোহ উপলক্ষে প্রতিবৎসর এই ১১ মাঘ দিবসে আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত একত্রিত হই। এই কারণেই এই দিবস স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি-মাত্রেরই নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে, এবং ইহা যে প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ-হিতৈষী মহানুভব ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দের দিন, এই জনাকীর্ণ সভা এবং ইহাতে উপস্থিত হইবার জন্য সকলের আগ্রহাতিশয়ই তাহার পরিচয় দিতেছে।

চত্বারিংশৎ বৎসর গত হইল বঙ্গ দেশবাসীদিগের আত্মাকে কাম্পনিক ধর্ম্মের দাসত্বশৃঙ্খল হইতে উদ্ধারের জন্য এখানে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। যে মহাত্মাদিগের অধ্যবসায়ে ও যত্নে এই সমাজ স্থাপিত হয়, তাঁহাদের অধিকাংশই ইহ লোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের রোপিত বৃক্ষটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, এবং ক্রমে ফলে ফুলে সুশোভিত হইতেছে, এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কত কত প্রবল বাত্যা ইহার উপর দিয়া গমন করিয়াছে; ইহাকে কত প্রকার বিপ্লব ও বিপত্তি সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহাতে যদিও দুই একটী পল্লব উৎপাটিত করিয়া থাকে কিন্তু ইহাকে ভূশায়ী করিতে পারে নাই। এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরভাবে আবির্ভূত, চরাচরব্যাপী সর্ব্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ইহার এক মাত্র নেতা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই নিমিত্ত চতুর্দ্দিক হইতে প্রবল বন্যা এবং ঝঞ্ঝাবায়ু আসিয়াও ইহাকে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে নাই; করুণাময় জগৎপিতার অনন্ত করুণা প্রভাবে ইহা সমুদায় বাধা এবং বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া অদ্যাপি স্থির ভাবে উন্নতিশিরে দণ্ডায়মান আছে। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মদিগের মনে কি এক নির্ম্মল প্রবল আশার উদয় হয়। কে যেন অন্তরে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলে যে "ব্রাহ্মসমাজ যেমন এতাবৎ কাল স্থির ভাবে দণ্ডায়মান আছে, ব্রাহ্মদিগের যত্নের ক্রটি না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কিছুতেই বিঘ্ন নাই।" যেমন আমরা এক দিকে দে-

খিতে পাই যে, ব্রাহ্মদিগের যত্নের কিছুমাত্র শৈথিল্য হইলে ব্রাহ্মসমাজকে এত দিন স্থায়ী দেখিতে পাইতাম না, সেই রূপ যদ্যপি আমাদের যত্নের হ্রাস হয়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মসমাজ স্থায়ী হইবে না। কিন্তু যেমন ব্রাহ্মদিগের অধ্যবসায়ে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া কেবল তাঁহাদেরই যত্নে এত দিন দণ্ডায়মান আছে, সেই রূপ আমাদিগেরও যত্ন ও অধ্যবসায়ের লাঘব না হইলে ব্রাহ্মসমাজেরও হ্রাস নাই; তাহা যেমন এত দিন স্থির ভাবে আছে, চিরকালই সেই রূপ থাকিবে এবং ক্রমে ব্রাহ্মদিগের আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজও উন্নতি ও স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। যেমন ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক মহাত্মাদিগের পরলোক গমনান্তেও ব্রাহ্মসমাজের নাশ হয় নাই, সেই রূপ আমরা সকলে এ ভূমণ্ডল হইতে ক্রমে অবসৃত হইলেও ব্রাহ্মসমাজের বিনাশ হইবে না। যেমন পরাৎপর পরমেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবন, সেই রূপ ব্রাহ্মেরাই ব্রাহ্মসমাজের জীবন; অতএব যদি আমরা আপন আপন আত্মাকে ঈশ্বরভাবে পরিপূরিত রাখিয়া এবং সকল বিষয়ে পরমাত্মার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া প্রকৃত ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে পারি, যদি কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি এবং ঈশ্বরপ্রণীত নিয়মানুসারে ঈশ্বরের উদ্দেশে সমুদায় কার্য্য করত আমাদের আত্মাকে সর্ব্ব কালে ধর্ম্মভাবে বলীয়ান্ রাখিতে পারি, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের কখনই বিনাশ হইবে না। অদ্যকার এই সমাজে এই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী সকলেরই আত্মাতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; আমরা সকলেই ইহা নিশ্চয় রূপে অনুভব করিতে পারিতেছি যে, আমাদের অধ্যবসায় এবং ঈশ্বর-পরায়ণতা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মসমাজের স্থায়িত্ব পক্ষে কিছুই স্থিরতা নাই এবং আমাদের প্রকৃত যত্ন এবং দৃঢ়তা থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের কিছুতেই ধ্বংস নাই।

আর একটি বিশেষ কারণে ইহা ব্রাহ্মদিগের পক্ষে চিরস্মরণীয় এবং অতি যত্নের সামগ্রী।

আমাদিগের প্রকৃতি এবং ঐহিক জীবনের সহিত আমাদের পারত্রিক জীবনের যে সম্বন্ধ, তাহার প্রতি বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, ইহ জীবন আমাদের শিক্ষার স্থান; পর জীবনের যে কিছু সম্বল, তাহা আমরা এই খান হইতেই সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি; যাহাতে আত্মা মুক্তভাব প্রাপ্ত হইতে পারে এবং আমরা সম্যক্ রূপে ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত হইতে পারি, তাহার পথ এই খান হইতে অবলম্বন করি। ইহ জীবনের সহিত আমাদের পর জীবনের এ প্রকার গূঢ় সংযোগ যে, এই সমস্ত বিষয়ে ইহ লোকেই শিক্ষা না পাইলে পর লোকের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি না। যেমন বাল্যকাল বৃথা অতিবাহিত করিলে আমরা যৌবন কালের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি না, বাল্যোচিত শিক্ষা সকল সম্পাদন না করিলে যৌবনাবস্থার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারি না; সেই রূপ ইহ জীবন বৃথা অতিবহন করিলে আমরা পর লোকের জন্য প্রস্তুত হইতে সমর্থ হই না। যেখানে ইহ লোকের শেষ হয় সেই খান হইতেই পরলোক আরম্ভ হয়, মধ্যে বিশ্রামের বা প্রস্তুত হইবার স্থান কিছু মাত্র নাই; এই নিমিত্ত যদ্যপি আমরা এই খান হইতেই পরলোকের সম্বল সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পরলোকে প্রবেশ না করি, তাহা হইলে আমাদিগকে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইতে হইবে, তথাকার সম্বল কিছুমাত্র না থাকায় সেই অপরিচিত অপরিজ্ঞাত পথে আমাদিগকে

নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব ইহ জীবনে যে কিছু জ্ঞান লাভ করা আমাদিগের আবশ্যক—ধর্ম্ম বিষয়ে, ঈশ্বর বিষয়ে যে কিছু শিক্ষা প্রয়োজনীয়, তাহা এই খান হইতেই শিক্ষা করিতে হইবে।

এই শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াই আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা হইতেছে কি না ইহার নিমিত্ত সর্ব্বদা পরীক্ষা আবশ্যক। পরীক্ষা ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না, এই নিমিত্ত প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক কার্য্যে আমাদের পরীক্ষা আবশ্যক। যেমন দস্যুপরিবৃত গৃহের রক্ষক যদ্যপি সর্ব্বদা গৃহের প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, দস্যু প্রবেশ করিল কি না প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার অনুসন্ধান না করেন, তাহা হইলে তাঁহার অজ্ঞাতসারে দস্যু আসিয়া সহজেই গৃহে প্রবেশ করত সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারে। সেই রূপ মানবাত্মা সর্ব্বদা পাপে এবং সংসার প্রলোভনে এপ্রকার পরিবেষ্টিত আছে যে, আমরা সর্ব্বদা অতীব সতর্কতার সহিত প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মপরীক্ষায় প্রবৃত্ত না হইলে নিঃশব্দ-পদচারণে পাপ আসিয়া কখন আত্মাতে প্রবেশ করিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এ নিমিত্ত সর্ব্ব কালেই আত্মপরীক্ষা আবশ্যক; কিন্তু আমাদের অবস্থানুসারে সকলে সর্ব্বকাল আত্মপরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এবং যাঁহারা প্রতিমুহূর্ত্ত বা প্রতিদিন আত্মপরীক্ষা সম্পাদন করিতে ক্ষম হয়েন, তাঁহাদেরও এমন এক এক সময় আবশ্যক যখন তাঁহারা সমুদায় জীবনের বা জীবনের কোন এক বিশেষ ভাগের অবস্থার সমালোচনা দ্বারা আত্ম-পরীক্ষায় সফলকাম হইতে পারেন। অদ্যকার এই মহোৎসব আমাদের সেই প্রকার এক অবসর। যেমন ব্যবসায়ীরা প্রতিবৎসরের প্রথম দিবসকে আপনাদিগের এক প্রধান উৎসব মনে করেন এবং সেই দিবসে পূর্ব্ব বৎসরের আয় ব্যয় স্থিতির সমুদায় গণনা করেন, এবং তাহাতে ক্ষতি দেখিলে নিতান্ত দুঃখিত এবং লভ্য দৃষ্টি করিলে আনন্দিত হয়েন; এবং তাহার ফলাফল অনুসারে নব বর্ষের কার্য্যের প্রণালী ধার্য্য করেন, ব্রাহ্মদিগের পক্ষে অদ্যকার দিনও সেই রূপ। আমাদিগের জীবনের যত দিবস অস্ত হইয়াছে, তাহার সমুদায় এক যোগে পরীক্ষা করিবার এই এক প্রধান সময়।

এ ক্ষণে আসুন আমরা সকলে সরল হৃদয়ে আমাদের জীবনপুস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করি। তাহাতে কি ঈশ্বরপ্রদত্ত সময় এবং সমুদায় সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া বোধ হয়; না অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আত্মার অল্পমাত্র পরীক্ষাতেই তাহার সমুদায় কৃত্রিমতা দৃষ্ট হয়; কোন সামগ্রীরই যে আমরা সদ্ব্যবহার করিয়াছি এমন বোধ হয় না। আরও কিঞ্চিৎ গূঢ়ভাবে দৃষ্টি করিলে হৃদয় একবারে স্পন্দরহিত হইয়া যায়। সময়ে সময়ে যে প্রকার ঘৃণিত কার্য্যে কালক্ষেপ করিয়াছি, যে পরিমাণে জঘন্য রূপে ঈশ্বরপ্রদত্ত সামগ্রী সমুদায়ের অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, আপনার নিকট আপনি তাহা স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ হয়; পাছে পুস্তকে তাহা লিখিত থাকিলে প্রবল আত্মগ্লানি আমাদিগের আত্মাকে জর্জ্জরিত করে বা ঈশ্বরের নিকট মহাপরাধী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, এই নিমিত্ত তাহার সমুদায় নিদর্শন লোপ করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা ঘোরতর ভ্রম আর কি হইতে পারে, যিনি আত্মার অন্তরতম প্রদেশ সমুদায় অতি সূক্ষ্ম রূপে দৃষ্টি করিতেছেন, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও যাঁহার প্রখর দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে

পারি না, তাঁহা হইতে কিছু গোপন করিতে চেষ্টা করা কেবল আরও দুরবগাহ পাপপঙ্কে পতিত হইবার হেতু। ঈশ্বরের নিকট হইতে পলায়নও নাই গোপনও নাই। পরমাত্মা হইতে—আত্মার অন্তরাত্মা হইতে কিছু গোপন করিবার চেষ্টা যার পর নাই নির্ব্বোধের কর্ম্ম। আমরা প্রথমত দুষ্কর্ম্ম-জনিত মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি; পুনরায় তাহা ঈশ্বর হইতে গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া আরও অধিকতর পাপে লিপ্ত হই-তেছি এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার বিষয়ে আপনাদিগকে হতাশ করিতেছি।

আপনার প্রতি আমাদের যে সকল কর্ত্তব্য আছে, যেমন তাহাতে অবহেলা করি-য়াছি,সেই রূপ অন্যের প্রতি,স্বদেশের প্রতি সমাজের প্রতি আমাদের যাবতীয় কর্ত্তব্য শিথিল হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ আমরা আর একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের প্রতি অদ্যাপি তাদৃশ মনোযোগ করিতেছি না। ব্রহ্মজ্ঞান এ পর্য্যন্ত আমাদের অন্তঃপুর মধ্যে রীতিমত প্রবেশ লাভ করে নাই। যাঁহাদিগকে আমাদিগের সহধর্ম্মিণী বলিয়া থাকি, ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদিগকে সঙ্গিনী করিতে কি চেষ্টা করিতেছি? যাঁহাদিগের সমুদায় ভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, যাঁহারা আ-মাদের বশতাপন্ন হইয়া আমাদিগকে প্রা-ধান্য দান করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সমু-চিত সদ্ব্যবহার না করিলে কি মনুষ্যনামের যোগ্য হইতে পারি? আমাদের অর্দ্ধাংশ তমসাবৃত এবং ব্রহ্মালোকশূন্য রাখিয়া আ-মরা কি ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে পারি?

ব্রাহ্মগণ! আমাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা আর কত কাল থাকিবে? আর কত কাল এ প্রকার দুরবস্থার অন্তর্ভূত ক্লেশ অনুভব করিতে থাকিব, আমরা অন্ধ হই-য়াও সূক্ষ্ম দৃষ্টির ভান করিতেছি, বধির হই-য়াও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভিমান করিতেছি! একবার সরল চিত্তে আপনার প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদের অন্তর বাহিরে সর্ব্বত্রই অভাব। ইহাতে কি আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন বলিতে পারি। এবং তা-হাতেও যে আমরা নিশ্চিন্ত থাকি এবং আপনাদের কোন প্রকার অভাব আছে মনে করি না ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে; যদি এরূপ হইত যে, এই সমস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই, কোন প্রকারেই আমরা সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব লাভ করিতে পারি না; তাহা হইলেও প্রত্যুত্তর দিবার পথ থাকিত, তাহা হইলেও এক দিনের জন্য নিশ্চিন্ত থাকিলে শোভা পাইতে পারিত। কিন্তু যখন পরাৎপর পরমেশ্বর আমাদিগকে স্বাধীনতা এবং হি-তাহিত জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, যখন এই সমস্ত দুরবস্থা হইতে উদ্ধারের পথ আমা-দিগের হস্তে রাখিয়াছেন, তখন মুহূ-র্ত্তের আলস্যপরবশ হইলে বা নিশ্চেষ্ট থাকিলে আমরা যে কত ঘৃণিত ও মহাপা-পলিপ্ত হই, তাহা বর্ণন করা যায় না। সময় বা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছি বলিয়া মনকে মিথ্যা স্তোভ দিবেন না এবং বিগত জীবন বৃথা নষ্ট হইয়াছে এই ভাবিতে ভাবিতে যেন বর্ত্তমান সময়ও সেই রূপে অতিবাহিত হয় না। যেন আমাদের পূর্ব্বকার শোচনীয় অবস্থা হইতে আমরা সম-য়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি। যেমন অদ্য আমরা দেখিলাম যে, সমুদায় সময়েরই অসদ্ব্যবহার করিতেছি; আত্মাকে দুরবগাহ পাপে লিপ্ত করিয়া ঈশ্বরের নি-কট অতীব জঘন্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, সেই রূপ যেন কঠোর অনুতাপ সহকারে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক-

রিতে আরম্ভ করি, আসুন অদ্যকার এই দিবস হইতে আমরা নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়া সন্তাপিত চিত্তে পরাৎপর পরমাত্মাকে এক মাত্র সহায় করিয়া আত্মার সংস্করণে প্রবৃত্ত হই। অদ্য হইতেই আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া অধ্যবসায়ের সহিত আমাদের সময়ের এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত সমুদায় সামগ্রীর সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি এবং সংসারের সমুদায় প্রলোভন হইতে মনকে একবারে বিচ্ছিন্ন করত মন্ত্রের সাধন বা শরীর পতন এই প্রতিজ্ঞাতে আত্মাকে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সমুদায় নিয়ম অতি যত্নের সহিত পালন করি। করুণাময় পরমেশ্বরকে আমাদের একমাত্র আশ্রয় জানিয়া শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে এরূপ অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করি যাহাতে আগামী সাম্বৎসরিক মহোৎসবে আমরা সকলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতে পারি যে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসর আমাদের বৃথা অতিবাহিত হয় নাই।”

তৎপরে তিনি শ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরের নিকট একটি প্রার্থনা করিলে পর এই ব্রহ্ম-সংগীত হইল।

রাগিণী মিয়া মল্লার—তাল চৌতাল।

গাও রে অন্তরীক্ষে মহিমা তাঁর চন্দ্র তপন; গাও তাঁরে ভীমবলপ্রভঞ্জন।

গরজ গরজ, ঘোষ রে বারিদ, ব্যোমে ব্যোমে তাঁর নাম, যত জীব আর তান ধর।

পরে উদ্বোধনাদি স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা হইলে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তাৎপর্য্য সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের কএকটি শ্লোক পাঠ করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী এই বক্তৃতা করিলেন—

“প্রভাত কালের জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য কি রমণীয়! উষা কাল ও সায়ং কালের কি মধুময় স্নিগ্ধ-মূর্ত্তী! স্পৃহণীয় চন্দ্রমা জগৎকে কেমন সুধারসে আপ্লাবিত করে! নিশা কালে নক্ষত্র সকল নীলাকাশে কি উজ্জ্বল বেশ ধারণ করে! বসন্তের সৌন্দর্য্য কি হৃদয়গ্রাহী! শস্যপরিপূর্ণ হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র—বিবিধ বর্ণের কুসুমকলাপ কাহার চিত্তকে না প্রফুল্ল করে! অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও গাম্ভীর্য্যশালী সাগর প্রভৃতি বস্তু সকল কেমন বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ উৎপাদন করে! আর কত স্থানে কত শোভা বিরাজ করিতেছে কে তাহার গণনা করে। এই শোভার ভাণ্ডার বিশাল বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবা মাত্রেই এই সমস্ত শোভার মূল পরমেশ্বরকে সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া কাহার না প্রতীতি জন্মে? তাঁহার সৃষ্টিতে কি শোভা কি মাধুর্য্য তাহা আমি কি প্রকারে বর্ণনা করিব। দেখিবামাত্র বোধ হয় প্রতি বস্তুতে তাঁহার প্রীতি রঞ্জিত ও মুদ্রিত রহিয়াছে। কেন তিনি জগৎকে এমন উজ্জ্বল মনোহর বেশে সজ্জিত করিলেন? ইহারি জন্য যে মনুষ্য সেই সকল শোভা দেখিয়া অনবরত প্রফুল্ল-চিত্ত থাকিবেক। তিনি নিজে যেমন আনন্দময়, তাঁহার পুত্রগণও সেই আনন্দের অংশভাগী হইবে। তিনি কি কেবল বাহিরের বস্তু আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন? না, তাহা হইতেও আনন্দের প্রকৃত ও উচ্চতর ভূমির সৃষ্টি করিয়াছেন? ব্রাহ্মগণ—প্রিয়তম ব্রাহ্মগণ! নিজ নিজ আত্মার প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত কর—ইহার এক একটী বৃত্তি এক একটী আনন্দের প্রস্রবণ। এই মনোবৃত্তি সকল যথাযথ রূপে পরিমার্জ্জিত ও পরিচালিত হইলে হৃদয়ে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি লাভ হয়, তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন যিনি ইহার পরীক্ষা করিয়াছেন। এই মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে প্রীতি কেমন উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট। এই প্রীতিতেই জীবন সার্থক

হয়—এই প্রীতিতেই সুখ হয়—এই প্রীতি দ্বারাই জীবনের সার ধনকে হৃদয়ে বাঁধিতে পারা যায়। প্রীতি আমাদের বাহিরের ধন নহে, ইহা আমাদের অন্তর-নিহিত। আমরা যে দিন হইতে সংসারে প্রেরিত হইয়াছি, সেই দিন হইতে ইহার স্বর্গীয় সুমধুর রস পান করিতেছি। প্রীতিপূর্ণ মনে মাতা প্রথমেই প্রসবের যন্ত্রণা ভুলিয়া আমাদিগকে ক্রোড়ে করিলেন। সন্তান প্রতিপালনে কত কষ্ট! কিন্তু এক প্রীতির বলে সকল যাতনাই মাতার নিকটে কেমন তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। পরে প্রীতির বিনিময় হইতে আরম্ভ হয়। মাতা যেমন আমাদিগকে স্নেহ করেন, আমরাও তেমনি তাঁহাকে ভক্তি করিতে থাকি। প্রীতির ভাব ব্যাপক, ইহাকে প্রথমে বীজাকারে দৃষ্ট হয়—পরে বৃহদাকার বৃক্ষরূপে পরিণত হইতেও দেখা যায়। এই প্রীতির স্রোত মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পতিব্রতা, বন্ধুবান্ধব ও জগতীস্থ সমুদায় লোকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বর্গাভিমুখে সেই প্রেমের সাগরাভিমুখে যাইতে থাকে। এই অবস্থাই প্রেমের পরিপক্কাবস্থা। যাহার প্রেম এই প্রকার পরিপক্ক হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছেন। তিনিই বুঝিতে পারেন—প্রীতি একই পদার্থ, কেবল ইহার অবস্থা সকল ভিন্ন ভিন্ন। পরমেশ্বরকে প্রেম দান করিতে হইলে জগৎকে পরিত্যাগ করিতে হয় না। কি সুখী সেই সাধক—সেই ব্রহ্মোপাসক, যাঁহার হৃদয়ে এই প্রকার নির্ম্মল প্রীতির উৎস উৎসারিত হইতেছে। মোহ সে স্থানে তিষ্ঠিতে পারে না। সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় তিনি মঙ্গল দর্শন করেন। অনবরত তাঁহার হৃদয়ে এক প্রকার গভীর আনন্দ উপস্থিত থাকে। তিনি সকল বস্তু হইতে নূতন প্রকার সুখ প্রাপ্ত হন। একই বস্তু অন্যকে যে পরিমাণে সুখ প্রদান করিতেছে, তাঁহার হৃদয়ে তাহা অপেক্ষা সহস্রধারে আনন্দ বর্ষণ করে। কে না চন্দ্র দেখিয়া আনন্দিত হন—এই চন্দ্রমা কবিগণের হৃদয়ে কত অসামান্য ভাব ও আনন্দ উৎপন্ন করিয়াছে—কবিগণ ইহাকে নীলসাগরস্থ স্বর্ণ-তরণী বলিয়াই ক্ষান্ত হন,—কিন্তু বিমল-ঈশ্বর-প্রেমী ইহার মধ্যে তাহার নাবিকের হস্তটী দেখিয়া যার পর নাই মহানন্দে নিমগ্ন হইতে থাকেন। সকলেই আহার পান করিয়া পরিতৃপ্ত ও সুখিত হন—কিন্তু তিনি প্রতি গ্রাসে তাঁহার স্রষ্টা ও পাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করেন। তিনি মাতার স্নেহে পিতার যত্নে পতিব্রতার প্রীতিতে বন্ধুগণের প্রণয়ে পুত্রের ভক্তিতে ও সাধকের অনুরাগরঞ্জিত বদনে অনবরত তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে থাকেন; এমন কি, সর্ব্ব বস্তুতে তিনি সেই মাধুর্য্যরসের আস্পদ সেই প্রেমময়কে দেখিয়া এক নবতর ও উৎকৃষ্টতর আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। আবার যখন তিনি ধ্যানযুক্ত হইয়া অনন্যমনে তাঁহাকে চিন্তা করেন; তাঁহার সে অবস্থার আনন্দ কোন অবস্থার আনন্দের সহিত তুলিত হইতে পারে না। তিনি তখন কি এক উদাস ভাব প্রাপ্ত হন—কি অনির্ব্বচনীয় সুখ হৃদয়ে অনুভব করেন। ধারাবাহী প্রেমাশ্রুতে কেমন শীতল হন—প্রেমের জ্যোতিঃ দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল কেমন উজ্জ্বল প্রভা ও অতুল শোভা ধারণ করে—আমার কি সাধ্য যে আমি সেই অমৃতময় আনন্দের কণা মাত্র প্রকাশ করি। এই আনন্দই আমাদের ঈশ্বরোপাসনার প্রত্যক্ষ ফল—এই আনন্দই আমাদের প্রার্থনীয় পুরস্কার; এই সংসারে কত হৃদয়-বিদারক ব্যাপার—কত বিঘোরতর বিপদ্

আছে—তাহা কি তাঁহার আনন্দ অপহরণ করিতে ক্ষম ? কখনই নহে—ভীষণ বিপদের মধ্যেও তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন। সকল প্রকার হৃদয়বেদনার মধ্যে—নৈরাশ্যের মধ্যে এক মাত্র ঈশ্বর-প্রীতি তাঁহাকে শান্ত রাখে। এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্তও তাঁহাকে চঞ্চল ও ভীত করিতে সমর্থ নয়। উচ্চতর উৎকৃষ্টতর লোকে যাইয়া তিনি তাঁহার প্রেমাস্পদকে আরো স্পষ্ট রূপে দেখিবেন, তাঁহাকে আরো অধিকতর রূপে প্রীতি করিতে পাইবেন—দেবগণের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার প্রেম গান করিবেন, এই আশাতে তখন তাঁহার আত্মা নৃত্য করিতে থাকে। হা ! কি মনোহর দৃশ্য—যখন তাঁহার আত্মা পাপমুক্ত হইয়া অমৃতধামে যাত্রা করে, দেবতারাও সে মনোহর দৃশ্য দেখিতে অভিলাষ করেন।

হে প্রীতি-পূর্ণ করুণা-সাগর পরমেশ্বর ! তোমার প্রীতির জন্য লালায়িত হইয়া—তোমার প্রেম-মুখ দেখিবার জন্য আমরা তোমার পবিত্র বরণীয় চরণের সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। হে দেব ! এক বার অনুকূল হইয়া তোমার প্রেম-পূর্ণ আনন দেখিতে দেও—কোথায় হৃদয়বেদনা—কোথায় পাপতাপ—কোথায় বিষাদ-অন্ধকার; সকলি তোমার দর্শনে বিদূরিত হইবে। তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে —চক্ষু অশ্রু জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে—এই উপযুক্ত সময়, একবার এই জলে তোমার পবিত্র চরণ ধৌত করিতে দেও—তুমি হৃদয়ের অধিপতি, হৃদয়ের রাজা, আজি তোমাকে এই হৃদয়সিংহাসনে বসাইয়া প্রীতির কুসুমে মনের অনুরাগে তোমার পূজা করিব। তুমি প্রসন্ন হও, আমরা তোমাকে পূজা করিয়া চরিতার্থ হই। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহে বাস করিয়া এই মর্ত্য লোকে অবস্থিতি করিয়া একবার দেব-দুর্লভ আনন্দ সম্ভোগ করি। হে দেব ! আমরা আর তোমাকে কি বলিব—তুমি অন্তরের অন্তর—অন্তরে থাকিয়া সকলি দেখিতেছ, প্রীতি-উপহার লইয়া বিনীত ভাবে তোমার বরণীয় চরণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

অনন্তর শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই বক্তৃতা করিলেন—

"সত্যমেব জয়তে নানৃতং"

সৃষ্টি কাল অবধি সেই মহান্ পুরুষের পবিত্র সংকল্পই সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। এই পৃথিবী অগ্নি বায়ু মেঘ ও অসীম আকাশে দীপ্যমান "অযুত অগণ্য" লোক একতান হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে অবিশ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতি যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহাকে পুনরায় সুস্থ করিবার নিমিত্ত ঝঞ্ঝাবাত, বজ্রপাত ও জলপ্লাবন প্রভৃতি নৈমিত্তিক ঘটনা সকল উপস্থিত হয় এবং নিজ নিজ উদ্দেশ্য পরিসমাপ্ত করিয়া তিরোহিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত জড় প্রকৃতি যে সত্যসংকল্প সুনিপুণ বিশ্বকর্ম্মার হস্তে রচিত হইয়া যথানিয়মে তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ করিতেছে, এই মনুষ্য জাতি তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত হইয়া তাঁহারই হস্তে সৃষ্ট হইয়াছে এবং সৃষ্টি কাল অবধি তাঁহারই সংকল্প সিদ্ধ করিয়া আসিতেছে। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য জাতিকে নিরীক্ষণ কর, আপনার ক্ষুদ্র সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া সেই মহান্ সংকল্পে চিত্তকে বিলীন হইতে দাও, দেশ ভেদে বৈর ভাব, জাতি ভেদে বৈর ভাব, সম্প্রদায় ভেদে বৈর ভাব, কুল ভেদে বৈর ভাব

অন্তর হইতে দূর করিয়া দিয়া মনে কর সমুদায় মনুষ্য জাতি একটি মাত্র মনুষ্য, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই এক একটি অঙ্গ; আমাদের প্রত্যেকের বাল্য যৌবন প্রভৃতি অবস্থার ন্যায় এই অবিনাশী মনুষ্য জাতি কাল অবধি এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উপনীত হইতেছে ;—যদি ইহা হৃদয়ে ধারণ করিতে পার, এখনই আনন্দের সহিত বলিতে থাকিবে, সত্যেরই জয় হইতেছে, ঈশ্বরেরই জয় হইতেছে, তাঁহারই মহান্ সংকল্প সৃষ্টি কাল অবধি সিদ্ধ হইয়া আসিতেছে। যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া আপনার ক্ষুদ্র কামনা লইয়াই বিব্রত হইয়া থাক, যদি আপনার দেশ, আপনার জাতি, আপনার সম্প্রদায় আপনার দল, আপনার পরিবার অথবা কেবল আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া থাক, তবে দেখিবে চতুর্দ্দিকেই হাহাকার, চতুর্দ্দিকেই বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে; তখন দেখিবে তোমার বিরুদ্ধে, তোমার পরিবারের বিরুদ্ধে, তোমার দলের বিরুদ্ধে, তোমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, তোমার জাতির বিরুদ্ধে, তোমার দেশের বিরুদ্ধে কি ভয়ানক কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে ; তখন দেখিবে তোমার উদ্দেশ্য, তোমার সংকল্প, তোমার কামনা পদে পদেই বিফল হইয়া যাইতেছে; কেন না, ঈশ্বরেরই সংকল্প সিদ্ধ হইতে থাকিবে, তোমার সংকল্প নহে। যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে আপনার উদ্দেশ্য করিতে পার, যদি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনুষ্য জাতিকে দৃষ্টি করিতে পার, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আপনার সমুদায় ইচ্ছা বিলীন করিতে পার, তবে দেখিবে, প্রতি দিনই জয়, প্রতি মুহূর্ত্তেই উৎসাহ, প্রতিক্ষণেই আনন্দ।

কেহই সেই সংকল্পের ব্যাঘাত দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে না। মনুষ্য কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তাঁহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কেবল আপনাকেই বিপত্তিসাগরে নিক্ষিপ্ত করে। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, মদমত্ত ঐরাবত গঙ্গাকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিল কিন্তু যে কার্য্যে তাহার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, তাহা সম্পন্ন হইবামাত্র গঙ্গার প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, তাহার সমুদায় গর্ব্ব চূর্ণ হইয়া গেল, পরিশেষে প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত হাহাকার করিতে লাগিল। সেই রূপ মনুষ্য ভ্রম প্রমাদ ও মোহ বশতঃ ঈশ্বরের অপ্রতিহত ইচ্ছাস্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে গিয়া আপনারই সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর কি দুর্লক্ষ্য কৌশলে আপনার মঙ্গল উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত মনুষ্যকে অনেক শক্তি ও অনেক অবসর প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্য সেই জন্য সেই সত্যসংকল্প মহান্ পুরুষের সহিত বিরোধ করিতে পারে, তাঁহার অভিপ্রায়ের প্রতিকূল হইতে পারে, তাঁহার পবিত্র সংকল্পের উপর কিয়ৎ ক্ষণ আঘাত দিতে পারে। হে মনুষ্য! তুমি ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করিয়া কিছু দিন যথেচ্ছাচারী হইতে পার, তুমি সত্যের অপলাপ করিয়া মিথ্যা ব্যবহারে আপনাকে কলুষিত করিতে পার; তুমি পতিব্রতার পবিত্র প্রেমে পদাঘাত করিয়া স্বেচ্ছাচারে মত্ত হইতে পার; তুমি ন্যায়পথে কণ্টক রোপণ করিয়া প্রতারণা ও ধূর্ত্ততা সহকারে অন্যের সর্ব্বস্ব শোষণ করিতে পার; তুমি রাজাসনে আসীন হইয়া অবিচারে প্রজাগণকে নিপীড়িত করিতে পার, তুমি দুর্দ্দান্ত রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যের রক্তস্রোতে ধরাতল উচ্ছলিত করিতে পার—এক বার স্বীকার করিলাম যে, যথেচ্ছাচার করিবার নিমিত্ত তোমার এত দূর সামর্থ্য জন্মিয়াছে, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সহিত বিরোধ

করিবার নিমিত্ত তুমি এত দূর শক্তি উপার্জ্জন করিয়াছ ; কিন্তু কত দিন—এক বার স্বীয় জীবনের অনন্ত দীর্ঘতা স্মরণ করিয়া বল, কত দিন এই রূপ স্বেচ্ছাচার করিয়া নির্ব্বিঘ্নে পার পাইতে পারিবে? পরলোকের কথা দূরে যাউক, এক্ষণে তাহা বিস্মৃত হইয়া রহিলাম, এই পৃথিবীর ইতিহাস ও প্রতি দিনের ঘটনা সকল পর্য্যালোচনা কর—আপনার শরীরের কোন বিন্দুমাত্র স্থানে আঘাত করিয়া দেখ, সমুদায় শরীর ক্ষুব্ধ ও অস্থির হইয়া উঠিবে ; যত ক্ষণ তাহার প্রতিবিধান না হইতেছে, তত ক্ষণ সমুদায় অঙ্গ অবসন্ন হইয়া থাকিবে ; সেই রূপ এক বিশ্বব্যাপী বন্ধনে সমুদায় মনুষ্য বদ্ধ হইয়া আছে, তুমি তাহার যে কোন স্থানে আঘাত করিবে, তাহাতে সমুদায় বন্ধন কম্পিত হইয়া উঠিবে এবং সেই বিশ্বনিয়ন্তার আশ্চর্য্য কৌশলগুণে চতুর্দ্দিক হইতে ভয়ানক ক্ষোভ সমুত্থিত হইয়া তোমাকে ক্ষত বিক্ষত করিবে। পুষ্করিণীর মধ্য স্থলে একটি সামান্য লোষ্ট্র নিক্ষেপ কর, তাহার জল আন্দোলিত হইবে, যত ক্ষণ তাহার পূর্ব্বাবস্থা না হইতেছে, ততক্ষণ সেই আন্দোলন চলিতে থাকিবে। স্থূলদর্শী মনুষ্য হয়তো তাহা দেখিয়াও দেখে না, অথবা সকল সময়ে দেখিবার অবসরও পায় না। অজ্ঞান মনুষ্য ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে, এক শত বৎসর গেল চৈতন্য হইল না, দুই শত বৎসর গেল চৈতন্য হইল না, তৃতীয় শতাব্দী উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনের সাক্ষাৎ প্রতিফল মহামারী ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেশকে গ্রাস করিতে লাগিল, গৃহে গৃহে শোকধ্বনি, গৃহে গৃহে আর্ত্তনাদ, গৃহে গৃহে হাহাকার উত্থিত হইয়া হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতে লাগিল ; যেমন শরীর বিষয়ে হাতে হাতে ফল ফলিতেছে, ধর্ম্মবিষয়েও অবিকল এই রূপ। ভারত বর্ষ রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য কশাঘাত পদাঘাত সহ্য করিয়া কোন্ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে? মুসমলমান্‌দিগের অভ্যুদয়,পাপাচার ও পতন চক্ষুর সমক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে। দেশ দেশান্তরেও দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, ভয়ানক রাজবিপ্লব ঘোরতর যুদ্ধব্যাপার সময়ে সময়ে কোন্ পাপের প্রতিফলস্বরূপ উপস্থিত হইতেছে? সাধারণ পাপ পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তি বিশেষের দুরাচরিত পর্য্যালোচনা কর—এক মাস পূর্ব্বে এক ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা করিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা ধূর্ত্ততা ও চাতুরী সহকারে দুর্ব্বলের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে, আজি গিয়া দেখ তাহার আলয়ে আর সে শ্রী নাই, অপরাধী দ্বীপান্তরিত, তাহার স্ত্রী পুত্র পথের ভিখারী। কালি যে ব্যক্তি অতুল সম্পদে মত্ত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আজি তাহাকে দেখ, উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া আছে। কোন স্থানে দেখ, পতিব্রতার পবিত্র হৃদয়ের শোকানল দুর্বৃত্ত স্বামীর সমুদায় সৌভাগ্য ভস্মসাৎ করিতেছে ; কোন স্থানে দেখ, গৃহস্বামীর পাপাচার সংক্রামক রোগের ন্যায় সমুদায় পরিবারে সংক্রামিত হইয়া তাঁহারই হৃদয়ে সাংঘাতিক যন্ত্রণা উৎপন্ন করিয়া দিতেছে, তিনি স্বয়ং সেই মহাপাপের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, আর সহস্র নিবারণেও তাহা নিবারিত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। এই সমস্ত দেখিয়া কি এ রূপ বোধ হয় না যে, ঈশ্বরের সহিত বিরোধাচরণ করিলে কি মহাসংকট উপস্থিত হয় এবং এই রূপ সংকট কি উদ্দেশ্য সংসাধন করিতেছে?

ঈশ্বরের পবিত্র সংকল্পে আঘাত প্রদান করিলে কি ভয়ানক কোলাহল সমুত্থিত হয়, কেবল তাহার বাহ্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম;

কিন্তু ইহাতে অনেক ব্যতিক্রম আছে; মর্ত্ত্য লোকের অপূর্ণতা নিবন্ধন সেই ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়। এখানে এক অসত্য বিনাশ করিতে গিয়া লোকে আর এক অসত্য প্রতিষ্ঠিত করে; এক অন্যায় নিবারণ করিতে গিয়া আর এক অন্যায় অনুষ্ঠান করে; এখনও নরহত্যারূপ মহাপাপের দণ্ড দান করিতে গিয়া রাজপুরুষেরা স্বহস্তে নরহত্যারূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াও নিরপরাধ গণ্য হইয়া থাকেন; দুষ্টদিগের চক্রান্তে নিপতিত হইয়া সাধুগণ অসাধু বলিয়া পরিগণিত হন। অতএব মনুষ্যের অন্তরে পাপের কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহার অনুসন্ধান কর—ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার বিরুদ্ধে গমন করিলে মনুষ্যের অন্তরে যে ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত হয়, সর্ব্বপ্রকার বাহ্য বিপদ্ তাহার তুলনায় অল্প বোধ হইবে। স্বাস্থ্য-সুখে বঞ্চিত হওয়াই কুপথ্য সেবার প্রথম দণ্ড; দ্বিতীয় দণ্ড—রোগজনিত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা; ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলিলে যে শান্তি যে আরাম যে প্রসাদ উপস্থিত হয়, যে ব্যক্তি অধিকারী হইয়াও তাহা অধিকার করিতে না পারিল, কে আর তাহার তুল্য হতভাগ্য আছে? কিন্তু তাহাই তাহার শেষ দণ্ড নহে; অপথে পদার্পণ করাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পাপাচারী অতি বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। সেই পাপজনিত অন্তর্জ্বালা যে কি তীব্র বেগে মনুষ্যের গতি পরিবর্ত্তন করে, তাহা সেই পাপাচারীই জানে। তখন বিষয় বিভব মান সম্ভ্রম ও অন্যান্য সুখসামগ্রী কিছুই তাহাকে সুস্থ করিতে পারে না, তখন সমুদায় সংসার যথার্থই যেন তাহাকে দংশন করিতে থাকে। এই পৃথিবীতে ইহার রাশি রাশি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

ইহাতেও তাঁহার পবিত্র সংকল্প সিদ্ধ হইবার যে সকল বিঘ্ন দূরীকৃত না হইবে, বাহিরের বিপজ্জাল ও অন্তরের মহাদাহে যে সকল দুরাচার তাঁহার বিরোধাচরণ হইতে নিবৃত্ত না হইবে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কখনই এরূপ মনে করিও না যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মহান্ পুরুষের উদ্দেশ্য তাহাতেই একবারে বিঘ্ন প্রাপ্ত হইল; মনে করিও না, সেই রাজরাজের বিদ্রোহী প্রজা কুটিল চাতুরীর বলে মনুষ্যের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া এক বারে পলায়ন করিল, অথবা ক্রীড়া কৌতুক, আমোদ প্রমোদ ও হাস্য কোলাহলে অন্তরের জঘন্য মূর্ত্তি সংগোপন করিয়া চিরকাল তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে লাগিল। এক বার মৃত্যুর পরপার চিন্তা করিয়া দেখ; সমুদায় আচ্ছাদন মৃত্যুর স্পর্শ মাত্রে তিরোহিত হইবে; তোমার সর্ব্বাঙ্গব্যাপী দুর্গন্ধ ক্ষত রোগ অনাবৃত হইবে; এত ক্ষণ অন্ধকারগৃহে যাহা দেখিতে পাও নাই, তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া হাহাকার করিবে; নিদ্রায় অচেতন হইয়া যে রোগ অনুভব করিতে পার নাই, তখন তাহার যন্ত্রণার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে; তখন দেখিবে, সেই পুরাতন চিকিৎসক,—রোগের আরম্ভ সময়ে তুমি যাঁহার ঔষধে পদাঘাত করিয়াছিলে, তিনি তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে লইয়া তোমার ক্ষত স্থান কর্ত্তন করিতেছেন; সেই মহামহিমান্বিত রাজা,—তুমি এত কাল যাঁহার পবিত্র সিংহাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিলে,—তিনি ধর্ম্মদণ্ড হস্তে লইয়া তোমাকে শিক্ষা দিতে উপস্থিত; সেই পিতা—সেই মাতা,—কুপথ্য ভোজনের সময় তোমার হস্ত ধরিয়া যিনি বারংবার বারণ করিয়াছিলেন, তুমি যাঁহাকে পাপ ভোগের বিঘ্নস্বরূপ জানিয়া আপনার বিলাসগৃহ হইতে দূর করিয়াছিলে, তখন দেখিবে সান্ত্বনার জন্য, আশ্রয়ের জন্য, আরামের জন্য

তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই। হে ঈশ্বরের অবাধ্য সন্তান, এক বার এই দৃশ্য অন্তরে ধ্যান করিয়া দেখ, তাঁহার সেই মহান্ উদ্দেশ্য তুমি কত ক্ষণ বাধা দিয়া রাখিবে? তাহাতে কেবল তোমারই বিপদ্—তোমারই যন্ত্রণা।

এক নিমেষের নিমিত্তও বিশ্বাস করি না যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অসম্পন্ন থাকিবে, অসত্য জয়যুক্ত হইবে, পাপ জয়যুক্ত হইবে। আনন্দের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছি, সৃষ্টি-কাল অবধি তাঁহারই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, মনুষ্য জাতির ইতিহাস অবিচ্ছেদে তাঁহারই জয় কীর্ত্তন করিতেছে; ধার্ম্মিকগণের হৃদয় কেবল তাঁহারই জয় গান করিতেছে। প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয়াস্ত অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলাম; কেহই তাহার ব্যাঘাত দিতে পারিল না। মেঘ ও কুজ্ঝটিকা ক্ষণ কালের জন্য কেবল আমাদের চক্ষু আচ্ছাদিত করিল, সূর্য্যের জ্যোতি ও গতি কিছুই বিঘ্ন পায় নাই। পুরাবৃত্তে কত হৃৎকম্পজনক ঘটনা পাঠ করিতেছি, বর্ত্তমানে তাহা চতুর্দ্দিকেই নিরীক্ষণ করিতেছি, সে সমুদায়ই তাঁহার পবিত্র সংকল্প সাধনে আনুকূল্য করিতেছে। যদিও বজ্রাঘাতে কত কত মনুষ্য প্রাণত্যাগ করিতেছে; ভীষণ বাত্যা উপস্থিত হইয়া সহস্র সহস্র মনুষ্যকে মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট করিতেছে; তথাপি হৃদয়ের সহিত বলিতেছি, এই ভৌতিক জগতে সেই বজ্রপাত ও বাত্যা নিতান্ত আবশ্যক। যত দিন মনুষ্যের অন্তর বাহিরে সত্যের জ্যোতিঃ বিরাজমান না হইবে, যত দিন ন্যায়ের সিংহাসন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, যত দিন ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য মনুষ্যের সমুদায় প্রীতি আকর্ষণ না করিবে, তত দিন মনুষ্যসমাজেও সেই রূপ আর এক প্রকার বজ্রপাত ও ঝঞ্ঝাবাত মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইবে—কত জলপ্লাবন, কত ভূমিকম্প, কত অগ্ন্যুৎপাত সহ্য করিয়া এই পৃথিবী মনুষ্যের বাসযোগ্য হইয়াছে।

সেই সত্যকাম সত্যসংকল্প মহান্ পুরুষের এই আশাপ্রদ উৎসাহকর আনন্দজনন ভাব মনে হইলেই নির্ভয় হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার যথাযোগ্য বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া সঞ্চরণ করি। যে নিমিত্ত সম্পদ্, সেই নিমিত্ত বিপদ, যে নিমিত্ত সুখ সেই নিমিত্ত দুঃখ, যে নিমিত্ত হাস্য সেই নিমিত্ত ক্রন্দন, সমুদায়ই তাঁহার পবিত্র সংকল্প সিদ্ধ করিয়া দেয়। সম্পদে উঠিয়া তাঁহারই জয় ঘোষণা করিব, বিপদে পড়িয়া তাঁহারই জয় প্রচার করিব; হাসিতে হাসিতে তাঁহারই জয় কীর্ত্তন করিব, কান্দিতে কান্দিতে তাঁহারই জয় গান করিব; নব কুমারের মুখচন্দ্র চুম্বন করিতে করিতে তাঁহাকেই ধন্যবাদ প্রদান করিব, মৃত পুত্রের বক্ষঃস্থলে অশ্রুপাত করিতে করিতে তাঁহারই জয়ধ্বনি করিব। স্ফূর্ত্তিকর আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহাকেই নমস্কার করিব; বিষাদ-কর আত্ম-গ্লানি ভোগ করিয়া তাঁহাকেই ধন্যবাদ দিব। এই রূপেই তাঁহার পবিত্র সংকল্প সুসম্পন্ন হইতেছে। ঘটনায় ঘটনায় তাঁহারই জয় সংঘটিত হইতেছে।

হে অনন্ত পুরুষ! তুমি এখন যেমন অনন্ত রূপে আমাদের সম্মুখে উদিত হইয়াছ; সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত ছেদরহিত অসীম আকাশে এই রূপে একাকী বর্ত্তমান ছিলে। তোমার পবিত্র সংকল্প অনুসারে এই জগৎ প্রথমে কি রূপ ধরিয়া অসৎ হইতে সত্তাতে উপনীত হইল, তাহা কেহই জানে না এবং ভবিষ্যতে তোমার কি অদ্ভুত মহিমা ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাপৃত হইয়া আছে, তাহাই বা কে জানিতে পারে? কেবল তুমিই সকলের আদি অন্ত মধ্য এক কটাক্ষে স্থির করিয়া আনন্দে

বিরাজমান আছ। মনুষ্য জাতি তোমারই পবিত্র সংকল্প অনুসারে প্রস্তুত হইতেছে। কেহই তোমার উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত করিতে পারে না। প্রতিদিন তোমারই জয় হইতেছে, চিরদিন তোমারই জয় হইবে। "জয় জয় ব্রহ্মন্ ব্রহ্মন্ মহাদেব মহাদেব ভূমা ভূমা" তোমারই জয় তোমারই জয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর চারিটি ব্রহ্মসঙ্গীত হইলে সভা ভঙ্গ হইল।

সামবেদি-কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

বিবাহ—উত্তর বিবাহ।

১। পাণিগ্রহণ কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে পুনরায় যোজক নামক অগ্নিকে সংস্থাপন ও বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া, যদি দিবাভাগে বিবাহ হয় তবে নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত অবস্থান করিবেক। নক্ষত্র উদিত হইলে লোহিত বর্ণ শুষ্ক বৃষচর্ম্ম পূর্ব্বগ্রীব করিয়া (চর্ম্মের যে অংশ বৃষের গ্রীবা দেশে ছিল, তাহা পূর্ব্ব দিকে রাখিয়া) পাতিবেক এবং যে পৃষ্ঠে লোম আছে, সেই পৃষ্ঠে সংযতবাক্ বধূকে উপবিষ্ট করিয়া স্বয়ং উপবিষ্ট হইয়া জামাতা পুনরায় পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া ছয় মন্ত্র দ্বারা ছয় বার আহুতি দিবেক এবং স্রুবলগ্ন আহুতিশেষ বধূর মস্তকে প্রদান করিবেক। ছয় মন্ত্রের ঋষি ছন্দঃ দেবতা ও বিনিয়োগ সমান।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা উত্তরবিবাহে পাণিগ্রহণস্যাজ্যহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা।১[১]

তোমার রেখাসন্ধিতে রোমে ও আবর্ত্তে যে সকল অলক্ষণ আছে, তৎসমুদায় পূর্ণাহুতি দ্বারা প্রশমিত করি। ১

ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা। ২

তোমার কেশ দর্শন ও রোদনে যে অলক্ষণ আছে, তৎসমুদায় পূর্ণাহুতি দ্বারা প্রশমিত করি। ২

ওঁ শীলেষু যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা। ৩

তোমার স্বভাবে আলাপে ও হাস্যে যে অলক্ষণ আছে, তৎসমুদায় পূর্ণাহুতি দ্বারা প্রশমিত করি। ৩

ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তযোঃ পাদযোশ্চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং স্বাহা। ৪

তোমার আরোক (উভয় দন্তের মধ্য স্থল) দন্ত হস্ত ও পদে যে সকল অলক্ষণ আছে, তৎসমুদায় পূর্ণাহুতি দ্বারা প্রশমিত করি। ৪

ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘযোঃ সন্ধানেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং। ৫

তোমার দুই উরুতে উপস্থে দুই জঙ্ঘাতে ও সমুদায় সন্ধিস্থানে যে অলক্ষণ আছে, তৎসমুদায় পূর্ণাহুতি দ্বারা প্রশমিত করি। ৫

ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্ব্বাণি তান্যশীশমং স্বাহা। ৬

তোমার সর্ব্বাঙ্গে যে কোন ঘোর অলক্ষণ আছে, তৎসমুদায় ঘৃতের পূর্ণাহুতি দ্বারা প্রশমিত করিলাম। ৬

২। তৎপরে জামাতা বধূ সহিত উত্থিত ও নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাকে এই মন্ত্র পাঠ করাইতে করাইতে ধ্রুব নক্ষত্র প্রদর্শন করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষি ধ্রুবো দেবতা ধ্রুব দর্শনে বিনিযোগঃ।

---

[১] এখানে বিবাহ শব্দে সম্প্রদান ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গ।

২। অত্যন্ত সহজ বলিয়া এই কএকটি মন্ত্রের সংস্কৃত টীকা প্রদত্ত হইল না।

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিলোকে ভূয়াসম্। শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণোঽমুকী দেবীতি।

হে নক্ষত্র! তুমি ধ্রুব, আমি ধ্রুবা হইয়া পতিকুলে বাস করি। আমি শ্রী অমুক দেবশর্ম্মার অমুকী দেবী।

৩। পরে জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করাইতে করাইতে বধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র প্রদর্শন করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষি র্বধূ র্দেবতা অরুন্ধতী দর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ রুদ্ধাহমস্মি।

হে অরুন্ধতী! আমি যেন স্বামীতে তোমার ন্যায় রুদ্ধ হইয়া থাকি।

৪। পরে জামাতা বধূকে দর্শন করত এই মন্ত্র পাঠ করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ কন্যা দেবতা কন্যানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং।

যেমন দ্যুলোক ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই সমুদায় জগৎ ধ্রুব ও এই সমস্ত পর্ব্বত ধ্রুব, সেই রূপ এই স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুব হইয়া থাকুন।

৫। পরে বধূ পিতৃগোত্র সহকারে আপনার নাম উল্লেখ করিয়া ভর্ত্তাকে অভিবাদন করিবেক যথা।—

অমুক গোত্রা শ্রীঅমুকাভিধানাহং ভোঃ অভিবাদয়ে।

অমুক গোত্রা অমুক নাম্নী আমি আপনাকে অভিবাদন করি।

৬। পরে ভর্ত্তা এই বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিবেক যথা।—

ওঁ আয়ুষ্মতীভব।

তুমি আয়ুষ্মতী হও।

৭। পরে পতিমতী স্ত্রীরা অক্রমোনা বধূর সহিত জামাতাকে আচার অনুসারে বেদীতে তুলিয়া আম্রপল্লবযুক্ত জল দ্বারা মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক স্নান করাইবেক।

৮। পরে জামাতা অগ্নি সমীপে আসিয়া ব্যস্ত-সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গান পর্য্যন্ত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কর্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিবেক।

ইতি উত্তর বিবাহ সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩ ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকালে ৭॥ ঘটিকার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

A discourse on "The Bengalee in the northwest," will be delivered by Baboo Ishwar Chandra Nandee at the Adi Brahma Samaj Library Hall on the 5th March, 23rd Falgoon at 7½ P. M.

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ডের তাৎপর্য্য ও দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য সহিত লালকাল অক্ষরে ২

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ডের তাৎপর্য্য ও দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য সহিত লালকাল অক্ষরে ভাল বাঁধা ... ২।০

ব্রাহ্মধর্ম্ম-ভাব ... .../১০

গৃহ কর্ম্ম (দ্বিতীয় বার মুদ্রিত) ... ।০

চরিতমালা ... ... ।০

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ... ... ১।০

মনুসংহিতা (কুল্লূক ভট্টের টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সমেত) ৫

Miracles or the Weak Points of Revealed Religion .. ... ।০

A discourse against Hero-making in religion ৵০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাক মাশুল বার্ষিক বার আনা। সম্বৎ ১৯২৭। কলিগতাব্দ ৪৯৭০। ১ ফাল্গুন শুক্রবার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
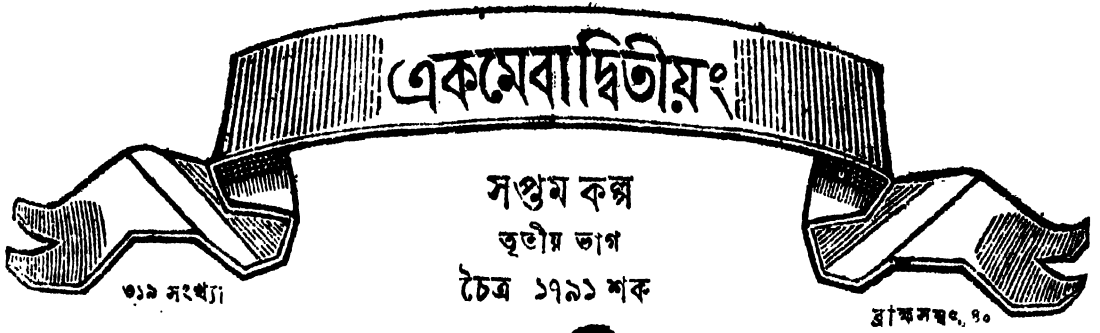
ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম মণ্ডলস্য পঞ্চদশানুবাকে দশমং সূক্তং।

কুৎস ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ ইন্দ্রোদেবতা।

১১৯০

১। তত্ত ইন্দ্রিয়ং পরমং প-রাচৈরধারয়ন্ত কবয়ঃ পুরেদং। ক্ষমেদমন্যদ্দিব্য১ ন্যদস্য সমী পৃচ্যতে সমনেব কেতুঃ।

১ হে ইন্দ্র! 'তে' ত্বদীয়ং 'পরমং' উৎকৃষ্টং 'তৎ' প্রসিদ্ধং 'ইদং' বর্ত্তমানং 'ইন্দ্রিয়ং' বলং 'পুরা' পূর্ব্বস্মিন্ কালে 'কবয়ঃ' ক্রান্তদর্শিনঃ স্তোতারঃ 'পরাচৈঃ' পরাচীনং পরাঙ্মুখং। যদ্বা পরাচৈঃ পরাঞ্চনৈঃ পরাগমনৈ যুক্তং। যদ্বা অভিমুখমেব। 'অধারয়ন্ত' ধৃতবন্তঃ। অপিচ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'অন্যৎ' একং 'ইদং' অগ্ন্যাখ্যং জ্যোতিঃ 'ক্ষমা' ক্ষমায়াং ভূমৌ বর্ত্ততে 'অন্যৎ' অপি একং সূর্য্যাখ্যং 'দিবি' দ্যুলোকে, 'ঈং' ঈং তদিদমুভয়বিধমিন্দ্রস্য জ্যোতিঃ 'সংপৃচ্যতে' পরস্পরং সংযুজ্যতে রাত্রাবাদিত্যোঽগ্নিনা সংযুক্তোভবতি, অগ্নিং বাবাদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতি তস্মাদগ্নির্দূরান্নক্তং দদৃশে ইতি শ্রুতেঃ, অহনি অগ্নিঃ সূর্য্যেণ সংগচ্ছতে, উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতি, তস্মাদ্ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশে ইতি শ্রুতেঃ। অনয়োঃ পরস্পর সঙ্গমনে দৃষ্টান্তঃ 'সমনেব কেতুঃ' সমনশব্দঃ সংগ্রামবাচী, যথা সমনে সংগ্রামে যুধ্যমানয়োরুভয়োঃ 'কেতুঃ' ধ্বজোপলক্ষিতাগ্রেণ সংযুজ্যতে তদ্বৎ।

১। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে কবিরা তোমার এই প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট বলকে অভিমুখে ধারণ করিতেন। এই ইন্দ্রের এক জ্যোতি পৃথিবীতে অন্য জ্যোতি স্বর্গে বর্ত্তমান, যেমন যুদ্ধেতে দুই ধ্বজ একত্র যুক্ত হয়, সেই রূপ এই উভয় জ্যোতি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া থাকে।

১১৯১

২। সধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হত্বা নিরপঃ সসর্জ্জ। অহন্নহিমভিনদ্রৌহিণং ব্যহন্ ব্যংসং মঘবা শচীভিঃ।

২। 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'পৃথিবীং' অসুরৈঃ পীড়িতাং ভূমিং 'ধারয়ৎ' ধৃতবান্ পীড়ারাহিত্যেন স্থিতাঙ্কারাদিত্যর্থঃ, তদনন্তরং 'পপ্রথচ্চ' ভূমিং বিস্তীর্ণামকরোৎ অপিচ 'বজ্রেণ' আয়ুধেন হতবান্ বৃত্রাদীন্ 'হত্বা' 'অপঃ' বৃষ্ট্যুদকানি 'নিঃসসর্জ্জ' মেঘান্নির্গময়ামাস, এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে 'অহিং' অন্তরিক্ষে বর্ত্তমানং মেঘং 'অহন্' বজ্রেণ সর্ষণার্থমতাড়য়ৎ, 'রৌহিণং' রৌহিণোনাম কশ্চিদসুরঃ তঞ্চ 'ব্যভিনৎ' বিদারয়ৎ, অপিচ 'মঘবা' মঘবান্ ইন্দ্রঃ 'শচীভিঃ' আত্মীয়ৈঃ যুদ্ধকর্ম্মভিঃ 'ব্যংসং' বিগতভুজং বৃত্রাসুরং 'অহন্' অবধীৎ।

২। সেই ইন্দ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, ও বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং বজ্র দ্বারা আহত মেঘ হইতে জল বাহির

করিয়াছিলেন। আর ইন্দ্র অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান মেঘকে তাড়না করিয়াছিলেন, রৌহিণ নামক অসুরকে বিদারণ করিয়াছিলেন, এবং স্বীয় বজ্র দ্বারা বিগতহস্ত বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

১১৯২

৩। সজাতূর্ভর্ম্মা শ্রদ্দধান ওজঃ পুরোবিভিন্দন্নচরদ্বি দাসীঃ। বিদ্বান্ বজ্রিন্ দস্যবে হেতিমস্যার্য্যং সহোবর্দ্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র।

৩। 'জাতূভর্ম্মা' জাতু ইত্যশনিনামচক্ষতে, ভর্ম্মা আয়ুধং অশনিরূপমায়ুধং যস্য সতথোক্তঃ, যদ্বা জাতানাং প্রজানাং ভর্ত্তা, 'ওজঃ' ওজসা বলেন নিষ্পাদ্যং কার্য্যং 'শ্রদ্দধানঃ' আদরাতিশয়েন কাময়মানঃ এবম্ভূতঃ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'দাসীঃ' দস্যুসম্বন্ধীনি 'পুরঃ' পুরাণি বিভিন্দন্ বিনাশয়ন 'ব্যচরৎ' বিবিধমগচ্ছৎ। হে 'বজ্রিন্' বজ্রবন্নিন্দ্র বিদ্বান্' স্তোতৃবিজ্ঞানন্ ত্বং 'অস্য' স্তোতুঃ 'দস্যবে' উপক্ষয়কারিণে শত্রবে 'হেতিং' আয়ুধং বিসৃজেতিশেষঃ, অপিচ হে 'ইন্দ্র' 'আর্য্যং সহঃ' আর্য্যা বিদ্বাংসঃ স্তোতারঃ তদীয়ং বলং 'বর্দ্ধয়' অতিবৃদ্ধং কুরু, তথা 'দ্যুম্নং' তদীয়ং যশশ্চ প্রবর্দ্ধয়।

৩। বজ্রায়ুধ ও বীর কার্য্যের অভিলাষী সেই ইন্দ্র দস্যুদিগের পুরীসকল ভগ্ন করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তুমি স্তুতি সকল জ্ঞাত হইয়া স্তোতাদিগের দস্যুর প্রতি অস্ত্র ত্যাগ কর। হে ইন্দ্র! তুমি আর্য্যদিগের বল ও যশ বৃদ্ধি কর।

১১৯৩

৪। তদূচুষে মানুষেমা যুগানি কীর্ত্তেন্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ। উপপ্রযন্ দস্যুহত্যায় বজ্রী যদ্ধ সূনুঃ শ্রবসে নাম দধে।

৪। 'নাম' শত্রূণাং নামকং 'তৎ' ইন্দ্রস্য বলং 'ঊচুষে' উক্তবতে স্তুবতে যজমানায় 'কীর্ত্তেন্যং' কীর্ত্তনীয়ং স্তুত্যং নামকং 'তৎ' বলং 'বিভ্রৎ' ধারয়ন্ 'মঘবা' ধনবান্ ইন্দ্রঃ 'মানুষা' মনুষ্যাণাং সম্বন্ধিনী 'ইমা' ইমানি দৃশ্যমানানি 'যুগানি' অহোরাত্রসংঘনিষ্পাদ্যানি কৃতত্রেতাদীনি সূর্য্যাত্মনা নিষ্পাদয়তীতিশেষঃ। কিং পুন স্তম্নাম 'দস্যু হত্যায়' দস্যূনাং বৃত্রাদীনাং হননায় 'উপপ্রয়ন্' গৃহসমীপাদ্বির্গচ্ছন্ 'বজ্রী' বজ্রবান্ 'সূনুঃ' শত্রূণাং প্রেরয়িতা ইন্দ্রঃ 'যৎহ' যৎখলু 'নাম' শত্রূণাং নামকং 'শ্রবসে' অন্নলক্ষণায় যশসে 'দধে' ধৃতবান্।

৪। শত্রু নতকারী ও যজমানের কীর্ত্তনীয় বলধারী ইন্দ্র মনুষ্যদিগের সত্যত্রেতাদি যুগ নিষ্পন্ন করেন এবং হননের জন্য দস্যু সমীপে গমন করত বজ্রবান্ শত্রুপ্রেরক ইন্দ্র জয়ের নিমিত্তে শত্রুনতকারী বল ধারণ করেন।

১১৯৪

৫। তদস্যেদং পশ্যতা ভূরি পুষ্টং শ্রদিন্দ্রস্য ধত্তন বীর্য্যায়। সগা অবিন্দৎ সো অবিন্দদশ্বান্ সওষধীঃ সো অপঃ স বনানি। ১।৭।১৬।

৫। হে ঋত্বিগ্‌যজমানলক্ষণাঃ জনাঃ 'অস্য' ইন্দ্রস্য 'তৎ' 'ইদং' বীর্য্যং 'পুষ্টং' প্রবৃদ্ধং অতএব 'ভূরি' বিস্তীর্ণং 'পশ্যত' পশ্যত আলোকয়ত, তস্মৈ 'বীর্য্যায়' 'শ্রৎধত্তন' বহুমানং কুরুত, কিং পুন স্তদ্বীর্য্যমিতিচেৎ উচ্যতে 'সঃ' ইন্দ্রঃ পণিভিরপহৃতাঃ 'গাঃ' যেন বীর্য্যেণ 'অবিন্দৎ' অলভত, তথা তৈরপহৃতান্ 'অশ্বান্' 'সঃ' ইন্দ্রঃ যেন 'অবিন্দৎ' অপিচ 'সঃ' ইন্দ্রঃ 'ওষধীঃ' ওষধ্যুপলক্ষিতাং সর্ব্বাং ভূমিং যেন বীর্য্যেণ অলভত, তথা বৃত্রেণ নিরুদ্ধাঃ 'অপঃ' বৃষ্ট্যুদকানি সইন্দ্রঃ যেনালভত তথা 'বনানি' বননীয়ানি সংভজনীয়ানি ধনানি সইন্দ্রঃ যেন বীর্য্যেণ প্রাপ্নোৎ। ১।৭।১৬

৫। হে ঋত্বিক্ যজমান প্রভৃতি লোক সকল! এই ইন্দ্রের সেই এই প্রবৃদ্ধ বিস্তীর্ণ বীর্য্য অবলোকন কর, এবং তাহাকে বহু সম্মান কর। সেই ইন্দ্র গো লাভ করিয়াছেন অশ্ব লাভ করিয়াছেন, পৃথিবী লাভ করিয়াছেন, জল লাভ করিয়াছেন, এবং ধন লাভ করিয়াছেন। ১।৭।১৬।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—দ্বিতীয় খণ্ড।

অষ্টম অধ্যায়।

৬৩

যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ। ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ ॥ ১

'যৎ' 'কল্যাণং' মঙ্গলং 'অভিধ্যায়েৎ' অনুভবেৎ 'তত্র আত্মানং নিযোজয়েৎ'। 'ন' 'পাপে' পাপিনি জনে 'প্রতিপাপঃ' পাপপ্রতীকারবান্ 'স্যাৎ'। কিন্তু 'সদা' 'সাধুঃএব' 'ভবেৎ' ॥ ১

যাহা আপনার কল্যাণ জানিবে,তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেক। পাপাচারী ব্যক্তির প্রতি পাপাচার করিবেক না, কিন্তু সর্ব্বদা সাধুই থাকিবেক। ১

যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেক। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য। যাহা এক জনের পক্ষে মঙ্গল ও আর এক জনের পক্ষে অমঙ্গল, তাহা বাস্তবিক মঙ্গল নহে; যাহা কেবল অদ্য মঙ্গল, পর দিনে অমঙ্গল, তাহাও বাস্তবিক মঙ্গল নহে; সমুদায় মনুষ্যের পক্ষে যাহা মঙ্গল ও অনন্ত কালের জন্য যাহা মঙ্গল, তাহাতেই আপনাকে নিয়োজিত করিবে। পাপকারীর প্রতি পাপচার করিবেক না; কেহ অন্যায় করিলে অন্যায় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবেক না। সর্ব্বদা সাধু থাকিবেক, সাধু উপায় অবলম্বন করিয়া অসাধুতার প্রতিবিধান করিবেক; ন্যায়পথে থাকিয়া অন্যায়াচারের প্রতিবিধান করিবেক। কেবল নিজ ক্রোধের শান্তি করা অসাধুগণের কার্য্য, কিন্তু অসাধুকে সাধুতা দ্বারা শিক্ষা দান করিয়া জগতে শান্তি বিস্তার করা সাধুগণের লক্ষ্য। ১

৬৪

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ। জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥ ২

'অক্রোধেন' ক্রোধসংবরণেন 'জয়েৎ ক্রোধম্' 'অসাধুং' ভাবং ব্যবহারং বা 'সাধুনা' ভাবেন ব্যবহারেণ বা 'জয়েৎ' 'জয়েৎ' 'কদর্য্যং' ক্রূরং অপকারিণমিতি যাবৎ 'দানেন' দানাদিনোপকারেণেতি যাবৎ 'জয়েৎ' 'সত্যেন চ' 'অনৃতং' মিথ্যা ॥ ২

ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবেক; সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবেক, উপকার দ্বারা অপকারীকে জয় করিবেক; এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবেক। ২

স্বয়ং অক্রোধ হইয়া ক্রুদ্ধকে জয় করিবেক. ক্রোধের বশীভূত হইবেক না, কিন্তু বিবিধ উপায়ে ক্রোধান্ধ ব্যক্তিকে প্রকৃতিস্থ করিবেক এবং যে সকল কারণে অনর্থক অন্যের ক্রোধ উদ্দীপন করা হয় তাহা দূরীকৃত করিবেক। অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবেক; কেহ অসদ্ব্যবহার করিলেও তাহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেক; কেহ অসদ্ভাব প্রদর্শন করিলেও তাহার প্রতি সদ্ভাব প্রদর্শন করিবেক। যে অহিতাচরণ করিবে, তাহারও হিত চিন্তা ও হিতানুষ্ঠান করিবেক। অসত্যকে সত্য দ্বারা পরাজয় করিবেক; প্রাণপণে সত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকিবেক: সত্যই জয়। ২

৬৫

কুশলঃ সুখদুঃখেষু সাধূংশ্চাপ্যুপসেবতে। সত্যসাধুসমারম্ভাৎ বুদ্ধির্ধর্ম্মেষু রাজতে ॥ ৩

'সুখদুঃখেষু' সুখেষু চ দুঃখেষু চ 'কুশলঃ' কুশলস্বভাবঃ 'সাধূন্ চ অপি উপসেবতে'। 'সত্যসাধুসমারম্ভাৎ' সত্যসাধুলক্ষণকর্ম্মণঃ তস্য 'বুদ্ধিঃ ধর্ম্মেষু' 'রাজতে' বিলসতি ॥ ৩

সুখ-দুঃখেতে যিনি অবিচলিত থাকেন, এবং সাধু-সেবা করেন, সত্য ও সাধু কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি ধর্ম্মপথে দীপ্তি পায় ॥ ৩

সুখ ও দুঃখ উভয়ই চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপন্ন করিতে পারে। দুঃখের সময়ে যেমন এক প্রকার চঞ্চলতা হয়, সুখের সময়েও সেইরূপ আর এক প্রকার চঞ্চলতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কখন কখন দুঃখ-ভোগের উৎকণ্ঠা অপেক্ষা সুখভোগের মত্ততা ধর্ম্মসাধনের অধিকতর বিঘ্ন উৎপাদন করে। অতএব চলচিত্ত না হইয়া সুখ দুঃখ উভয় অবস্থাতেই কুশল লাভ করিতে যত্নশীল থাকিবেক। যত্ন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবেক। সংসারে নানাবিধ অবস্থায় পতিত হইতে হয়, তাহাতে অন্তঃকরণ

নানাবিধ ভাবে আক্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, ধর্ম্মভাব ম্লান হইতে পারে, পবিত্র উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতে পারে, সাধু আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতে পারে, মোহ উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মলিন করিতে পারে; এরূপ অবস্থায় সাধুগণের সংসর্গ আত্মাকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করে। সাধুসঙ্গপ্রভাবে মুমূর্ষু আত্মা জীবন প্রাপ্ত হয়, হতাশ মনুষ্য আশা লাভ করে, নিরুৎসাহ চিত্ত উৎসাহিত হয়। যেমন সূর্য্যের আলোক রূপহীন বস্তু সকলকে রূপবান্ করে, সেইরূপ সাধুগণের সাধুতা অসাধু জীবনকেও পবিত্র ও পুণ্যশীল করে। সাধুসঙ্গের এই মহৎ গুণ যে, তাহাতে অসাধু ভাবের দমন হয় ও সাধু ভাবের উদ্দীপন হয়। অতএব ধর্ম্মার্থীগণ সাধুসঙ্গ সেবনে অবহেলা করিবেক না।

যাহার অনুষ্ঠানে জ্ঞান ও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়, তাহাই সৎকর্ম্ম ও সাধু কর্ম্ম জানিবে; তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই ধর্ম্মবুদ্ধি দীপ্তি লাভ করে। যাহারা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও হৃদয়বিরুদ্ধ কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠান করে, তাহাদের ধর্ম্ম-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে অসাড় হইয়া যায়; পরিশেষে তাহারা আর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ৩

৬৬

মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ। ৪

'মোহজালস্য' অবিবেকসমূহস্য 'যোনিঃ' 'কারণং' 'হি' প্রসিদ্ধৌ 'মূঢৈঃ এব' সহ 'সমাগমঃ' সংযোগঃ। 'অহনি অহনি' প্রতিদিনং 'সাধুসমাগমঃ' 'ধর্ম্মস্য যোনিঃ'। তস্মা মুমুক্ষিভিরসাধুসঙ্গতিং ধর্ম্মেপ্সুভির্নিত্যং সদ্ভিরেব সমাগমঃ কর্ত্তব্য ইতি বাক্যার্থঃ॥ ৪

মূঢ় ব্যক্তিদিগের সহবাসে সমূহ মোহের উৎপত্তি হয়, এবং প্রতিদিন সাধু-সংসর্গে নিশ্চিত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ৪

সাধুসঙ্গে ধর্ম্মলাভ হয়, অসাধুসঙ্গ কেবল মোহ উৎপন্ন করে; সাধুসঙ্গে উন্নতির হেতু, অসাধুসঙ্গ অধঃপাতের কারণ, সাধুসঙ্গে জীবন লাভ হয়, অসাধুসঙ্গ মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে; সাধুসঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি পায়, অসাধু সংসর্গে সংশয় ও অবিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত করে। অসাধুগণের আলাপ ও আচরণ সঙ্গীদিগের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল করিয়া দেয়। অসাধুসঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা মন্দীভূত হয়। অতএব ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি অসাধুসঙ্গ পরিহার পূর্ব্বক অহরহঃ সাধুসঙ্গ করিবেক। যাহার সঙ্গে অবস্থান করিলে নীচ কামনা ও নীচ ভাব উৎপন্ন হয়; তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেক। কিন্তু কদাপি কোন মনুষ্যকে ঘৃণা করিবেক না। সাধুতারূপ নির্ম্মল নদীর প্রস্রবণস্বরূপ সেই মঙ্গলময় পুরুষের সঙ্গে অবস্থান করিয়া তাঁহার শুভ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিবেক। ৪

৬৭

যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে। সদীর্ঘসূত্রোহীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে॥ ৫

'যঃ তু' নরঃ 'নিঃশ্রেয়সং' শ্রেয়োবিধায়কং 'বাক্যং' 'মোহাৎ' অবিবেকবশাৎ 'ন প্রতিপদ্যতে' ন গৃহ্ণাতি। 'সঃ' 'দীর্ঘসূত্রঃ' কর্ম্মজড়ঃ 'হীনার্থঃ' ত্যক্তপুরুষার্থঃ সন্ 'পশ্চাৎ' 'তাপেন' 'যুজ্যতে' যুক্তোভবতি॥ ৫

যে ব্যক্তি মোহ হেতু হিত বাক্য গ্রহণ না করে, সে দীর্ঘসূত্রী হইয়া পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয় এবং পশ্চাৎ সন্তাপে পতিত হয়। ৫

যাহার নিকটে হউক, কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিলেই গ্রহণ করিবেক, অভিমান-বশতঃ তাহা অগ্রাহ্য করিবেক না। যাহা কর্ত্তব্য, সত্বর হইয়া তাহা সম্পাদন করিবেক, দীর্ঘসূত্র হইয়া কাল বিলম্ব করিবেক না। হিত বাক্যে অবহেলা ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে দীর্ঘসূত্রতা কেবল অনুতাপের কারণ। ৫

৬৮

সতাং মতমতিক্রম্য যোহসতাং বর্ত্ততে মতে। শোচন্তে ব্যসনে তস্য সুহৃদোন চিরাদিব। ৬

'যঃ' 'সতাং' 'মতং' অভিপ্রেতং 'অতিক্রম্য' 'অসতাং' 'মতে' 'বর্ত্ততে'। 'তস্য' 'ব্যসনে' 'বিপদি' 'সুহৃদঃ' তন্মিত্রাণি 'ন চিরাদিব' অচিরেণৈব কালেন 'শোচন্তে'॥ ৬

যে ব্যক্তি সাধুদিগের অভিপ্রায় অতিক্রম করিয়া অসাধুদিগের মত অবলম্বন করে,

তাহার মিত্রেরা তাহাকে অচিরাৎ বিপদ্‌-গ্রস্ত দেখিয়া শোক করেন। ৬

সাধুগণের বাক্য গ্রহণ করিবে ও অসাধুগণের বাক্য পরিত্যাগ করিবে। যাঁহাদিগের বাক্য ও কার্য্যে অকপট ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশ পায়, তাঁহারাই সাধু। সাধুগণের উপদেশে অবহেলা করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সুহৃদ্‌গণকে শোকাকুল করিবেক না। যাঁহারা কেবল তোমার দুঃখ দেখিয়া দুঃখী হন না, কিন্তু তোমাকে সুখী দেখিলে সুখী হন, তাঁহারাই তোমার সুহৃৎ; তাঁহাদিগের শোককে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে না। ৬

৬৯

অবিসম্বাদকোদক্ষঃ কৃতজ্ঞোমতিমানৃজুঃ। কীর্ত্তিঞ্চ লভতে লোকে ন চানর্থেন যুজ্যতে ॥ ৭

যস্তু 'অবিসংবাদকঃ' অবিবাদী 'দক্ষঃ' কুশলঃ 'কৃতজ্ঞঃ' কৃতোপকারস্মরণধর্ম্মবান্‌ 'মতিমান্‌' জ্ঞানবান্‌ 'ঋজুঃ' শাঠ্যরহিতঃ। সঃ 'লোকে' 'কীর্ত্তিং চ লভতে' 'ন চ' 'অনর্থেন' অকার্য্যেণ' যুজ্যতে ॥ ৭

যিনি অবিবাদী, কর্ম্মক্ষম, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্‌ ও ঋজু; তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি লাভ করেন, এবং কোন অনর্থ-সাধন কর্ম্মে যুক্ত হয়েন না ॥ ৭

কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না; ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবকে আদর্শ করিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিবে এবং ক্ষমা ও প্রীতির সহিত সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া কর্ত্তব্য সকল সম্পাদন করিবে, মৈত্রীই যেন অন্যের সহিত ব্যবহারের নিয়ামক হয়। যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে, নৈপুণ্য সহকারে তাহা সম্পাদন করিবে এবং সকল কার্য্য হইতেই নৈপুণ্য শিক্ষা করিতে থাকিবে; তাহাতে কার্য্যের উৎকর্ষ ও আপনার উন্নতি উপার্জ্জিত হইবে। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে; কেহ সামান্য উপকার করিলেও তাহা বিস্মৃত হইবে না; ঈশ্বর কার্য্যের পরিমাণ করেন না, সাধু ইচ্ছার পরিমাণ অনুসারে পুরস্কার দেন, অতএব তোমার হিতসাধনের নিমিত্ত কাহারও ইচ্ছা দেখিলেই কৃতজ্ঞ হইবে। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবে এবং বাক্য ও ব্যবহারে সরল হইবে ॥ ৭

৭০

কুতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখং। অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নোহি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ৮

কৃতঘ্নং কুৎসয়ন্নাহ। 'কৃতঘ্নস্য' 'কুতঃ' কুত্র 'যশঃ' তথা 'কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখং'। 'কৃতঘ্নঃ' 'অশ্রদ্ধেয়ঃ' শ্রদ্ধানর্হঃ 'হি' প্রসিদ্ধৌ 'কৃতঘ্নে' নাস্তি 'নিষ্কৃতিঃ' ॥ ৮

কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়, স্থানই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়। কৃতঘ্ন ব্যক্তি শ্রদ্ধার পাত্র নহে, কৃতঘ্নে নিষ্কৃতি নাই ॥ ৮

কৃতজ্ঞতার বিপরীত ভাব কৃতঘ্নতা। যে ব্যক্তি অন্যাকৃত উপকার গ্রহণ করিয়াও তাহার নিমিত্ত নিজ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা অনুভব করে না; উপকৃত হইয়াও সেই উপকার মনের সহিত মান্য করে না, অন্যকৃত মহৎ উপকারও লঘু বলিয়া ভাবে, অথবা উপকারীর সমুদায় উপকার বিস্মৃত হইয়া তাহার অপকারের কামনা করে, সাধুগণ তাহাকে নরাধম ও পামর বলিয়া পরিগণিত করেন ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও বিঘ্ন।

সংসারের প্রচলিত অবস্থার উপযোগী করিয়া আপনাকে প্রস্তুত করা আর আপনার শুভ উদ্দেশ্য অনুসারে সংসারের অবস্থাকে প্রস্তুত করা এক পদার্থ নহে। এক ব্যক্তি গমন করিতে করিতে সম্মুখে নদীস্রোত প্রতিবন্ধক দেখিয়া স্থগিতগতি হন ও নিরুপায় ভাবিয়া অন্য পথ অবলম্বন করেন; কিন্তু আর এক ব্যক্তি প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া সেই প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন—কোন প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া পর পারে উত্তীর্ণ হন; এই উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। ভূমধ্য সাগরের সহিত লোহিত সাগরের সংযোগ করা আবশ্যক হইল; কিন্তু সুএজের বালুকাময় ভূমি ঘোরতর প্রতিবন্ধক। অনেকে তাহা খনন করিতে গিয়া পরাজয়

মানিয়াছে; পুনরায় তাহার কথা উল্লেখ করিতে গেলেই চতুর্দ্দিক হইতে নিরুৎসাহতার শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু এক্ষণে সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করুন যে, পুরুষকারের নিকট সমুদায় প্রতিবন্ধক চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ভূমধ্য সাগরের সহিত লোহিত সাগর সংযুক্ত হইয়াছে। এই স্থলেই দৃষ্ট হইবে গতানুগতিক প্রতিকারপরাঙ্মুখ লোকদিগের মুমূর্ষু ভাব ও উদ্যমশীল প্রতিবিধিৎসুদিগের সজীব অধ্যবসায় পরস্পর কি রূপ বিভিন্ন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা যত পরিবর্দ্ধিত হইবে, ততই পৃথিবীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ব্রাহ্মগণ ধর্ম্ম-বিষয়ে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, এ দেশের সামাজিক অবস্থা তাহার সর্ব্বাংশে অনুযায়িনী নহে; সুতরাং কাপুরুষের ন্যায় গতানুগতিক বৃত্তি আশ্রয় না করিয়া ব্রাহ্মদিগকে যে তাহার প্রতিবিধানে চেষ্টা করিতে হইবে, ইহা উল্লেখ করা পুনরুক্তি মাত্র। ব্রাহ্মেরা সেই চেষ্টা কত দূর করিতেছেন, এক্ষণে তাহাই জিজ্ঞাসা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে, অন্যান্য সামাজিক উন্নতি লাভের কথা দূরে থাকুক, কেবল ঈশ্বর বিষয়ে যে সত্য উপলব্ধ হইয়াছে, চতুর্দ্দিকের প্রতিবন্ধকে অনেক স্থলে তাহাও যেন নিষ্পিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কেবল দৃষ্টান্তের জন্য একটি বিষয় উল্লিখিত হইল; কেহ মনে করিবেন না যে, কেবল এটিতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই সমুদায় কার্য্য শেষ হইয়া গেল; ধর্ম্মের মূল নিয়ম অনুসারে সংসারের অবস্থা প্রস্তুত করিতে হইলে কত প্রকার প্রতিবন্ধক আসিবে, তাহার সংখ্যা করা যায় না।

এক্ষণে সর্ব্ব প্রকার সাংসারিক কার্য্যের এই রূপ রীতিই সর্ব্বিক প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন প্রকারে উপস্থিত কার্য্য উদ্ধার করাই প্রধান উদ্দেশ্য, ধর্ম্ম-নিয়ম প্রতিপালনে দৃষ্টিপাত করিবার যেন তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। সত্য দ্বারাই হউক, আর মিথ্যা দ্বারাই হউক, ন্যায়েই হউক আর অন্যায়েই হউক, সাধুতাতেই হউক, আর অসাধুতাতেই হউক, উপস্থিত কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিলেই তুমি সুনিপুণ নীতিজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। প্রায় সকল কার্য্যই কেবল বর্ত্তমান উপযোগিতা দেখিয়া অনুষ্ঠিত হয়, চিরস্থায়ী ধর্ম্ম-নিয়ম দেখিয়া নহে। অধিক কি, যে সকল কার্য্য কেবল ধর্ম্মসংক্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার মধ্যেও ঐ রূপ কুৎসিত লক্ষ্য প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ধর্ম্ম ও সংসার যেন পরস্পর ভয়ানক শত্রু হইয়া পরস্পরকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছে। ধর্ম্মের সহিত সংসারের বিচ্ছেদ এত ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে যে, কোন কালে উভয়ের সম্মেলন হইবে এ প্রত্যাশা দুরাশা বলিয়া পরিগণিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, সংসারীর ধর্ম্ম; ব্রাহ্মদিগকে ইহা সংসারে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থাতে ইহা কি রূপ দুষ্কর, তাহা অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহা কত সহস্র লোকের কত শতাব্দীর চেষ্টাতে সম্পন্ন হইবে, তাহার স্থিরতা নাই; ইহাতে কত ব্যক্তির ধন, মান ও প্রাণ পর্য্যন্ত শেষ করিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু ইহা ভাবিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে হইবে? ধর্ম্মের সহিত সংসারের সম্মেলন করিতে হইবে; ইহা ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে যেন নিরন্তর জাগ্রৎ হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইতেছে।

ইহার প্রথম উপায় এই যে, সর্ব্বত্র ধর্ম্মের-

মূল নিয়ম স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিতে হইবে; উন্নত ভাব সংসারের নিকট অক্লান্ত চিত্তে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। দ্বিতীয় এই যে, ব্রাহ্মেরা যত দূর পারেন, কার্য্যেতে সেই ভাব পরিণত করিয়া যাইবেন। যাহা এক বারে সিদ্ধ হইতে না পারে, তাহার সোপান অবলম্বন কর; কিন্তু সোপানকে সোপান বলিয়াই অবলম্বন করিতে হইবে; সোপানই যেন শেষ সীমা না হইয়া থাকে। হিন্দু-শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, এক মাত্র পর-ব্রহ্মের আরাধনাই কর্ত্তব্য; যাহারা তাহাতে অসমর্থ, তাহাদিগের জন্য সোপানস্বরূপ পৌত্তলিকতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রণালী অনু-মোদিত হইল; কিন্তু কোথা সেই সোপান অবলম্বন করিয়া হিন্দুসাধারণ চিত্ত উন্নত হইয়া পরব্রহ্মের আরাধনাতে অধিকারী হইবে, না তাহার পরিবর্ত্তে তাহাই আবার ব্রহ্মজ্ঞানের ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিল! এরূপ ভাবে কোন সোপান প্রতিষ্ঠিত না হয়।

মনুষ্যকে ধর্ম্মের দিকে উন্নত হইতে হইবে, ধর্ম্মকে ক্ষুদ্র হৃদয়ের সমভূমিতে আনিয়া কুণ্ঠিত করা হইবে না। এখনি এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, বলিবামাত্র সহস্র সহস্র লোকের নিকট হইতে সায় পাওয়া যাইবে; সচরাচর সেই রূপ লক্ষ্য করিয়াই কার্য্য করা হয়। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে এমন উন্নত ভাব নিবিষ্ট হইয়া আছে যে, তাহার স্বাদগ্রহ করিবার নিমিত্ত হয় তো দশ জন লোককেও প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। সাধারণ লোকের মনে যাহা জাগ্রৎ হইয়া আছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হয় তো তাহার ছায়াও স্পর্শ করে না; কিন্তু অদ্যাপি তাহাদিগের হৃদয়ের গভীরতর অভ্যন্তরেও অদ্যাপি যাহা অঙ্কুরিত হয় নাই, হয় তো ব্রাহ্মদিগকে তাহাই প্রচার করিতে হইবে। সাধারণ লোকে হয় তো ব্রাহ্মগণের মুখ হইতে এই রূপ বাক্য শুনিতে চায় এবং ব্রাহ্মগণের নিকট এই রূপ কার্য্যের প্রত্যাশা করে যে, তাহা দ্বারা তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার হৃদয় সন্তোষ লাভ করিবে; কিন্তু ব্রাহ্মদিগকে হয় তো অনেক সময় তাহাদের প্রত্যাশার বিপ-রীত হইতে হইবে। এরূপ স্থলে ধর্ম্ম প্রচারের পরিবর্ত্তে লোকের সন্তোষ সাধনই যেন লক্ষ্য হইয়া না পড়ে। ইহা শত বার স্বীকার করিতেছি যে, ধর্ম্মের মূল নিয়ম অনুসারে সংসারকে চালাইতে হইলে এখনি অনেক বিষয় বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়—অনেক সিংহা-সন শূন্য হইয়া পড়ে, অনেক বাণিজ্যা-গার রুদ্ধ করিতে হয়; অধিক কি ধর্ম্মা-বহ ঈশ্বরের পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত অনেক তীর্থ স্থান পর্য্যন্ত সমূলে উন্মূলিত করিতে হয়। কিন্তু কি করা উচিত? আর সকল বিষয়ে যাহাই ঘটুক, ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়াই মান্য করিতে হইবে এবং ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়াই প্রচার করিতে হইবে। বর্ত্ত-মান উপযোগিতা ও লোকানুরাগসংগ্রহ অপেক্ষা ধর্ম্মের মূল নিয়মের প্রতি সমধিক প্রণয়বন্ধন ব্যতীত বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম পালন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার উভয়ই দুষ্কর।

অতএব এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা এবং সাধ্যানুসারে—অকপট সাধ্য অনুসারে তদ্দারা আপনার চরিত্র ও সমাজের চরিত্র নির্ম্মাণ করা ব্যতীত ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে না। সহস্র প্রকার প্রতিবন্ধক বেষ্টন করিয়া আছে যথার্থ বটে, কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় পরাঙ্মুখ না হইয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে—তাহার প্রতিকার করিতে হইবে; যদি তন্নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহা-তেও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। পূর্ব্বপুরুষ-গণ দুরন্ত শীত প্রচণ্ড রৌদ্র ও দুর্ব্বিষহ বারি-

ধারা অপ্রতিবিধেয় ভাবিয়া চির জীবন তাহারই মধ্যে ম্রিয়মান না হইয়া, প্রকৃতির শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া নিরাপদ্ গৃহ নির্ম্মাণ ও তাহাতে অবস্থান পূর্ব্বক সহাস্য বদনে প্রকৃতির ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করিয়া গিয়াছেন; আমাদিগকে তাঁহাদিগেরই দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রতিকারপরায়ণতা অভ্যাস করিতে হইবে। এই রূপ হইলে মন এই খানে থাকিয়াই আশা আনন্দ ও উৎসাহে উল্লম্ফিত হইয়া স্বর্গদ্বার স্পর্শ করিতে থাকিবে; অন্যথা অবস্থাশ্রেণীর দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বীজ চূর্ণ হইয়া যাইবে, আত্মা দীনতা গ্লানি বিরক্তি ও ভয়ে অভিভূত ও ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকিবে।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩১৩ সংখ্যক পত্রিকার ১২৫ পৃষ্ঠার পর।

আর্য্যসমাজে প্রথমে জড়োপাসনা, ক্রমে ক্রমে নানা দেব-দেবীর কল্পনা এবং পরিশেষে একেশ্বরবাদ ও পরলোকের অনুশীলন, এই সকল বিষয়ের যে চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদিগের ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার ব্যবহারের কি রূপ পদ্ধতি ছিল, তাহার অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

আর্য্যদিগের সময়ে লিপিবদ্ধ শাস্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই; তাহার কথা দূরে থাকুক, তৎকালে লিপিরও সৃষ্টি হয় নাই; সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে, শাস্ত্রের বিধি বলিয়া অমুক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে এরূপ ব্যবস্থার নামগন্ধও ছিল না। আড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞ লইয়া উত্তর কালের আর্য্য সন্তানগণ যে প্রকার পদ্ধতি বন্ধন করেন, আর্য্যদিগের সময়ে কেবল তাহার অঙ্কুর মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, কোন কোনটির বা কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে গেলে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়, তাহাই ঈশ্বরাধনার সহিত মিশ্রিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইত, আর্য্যগণের রচিত স্তোত্র সকল অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। উত্তর কালে সাংসারিক কার্য্য হইতে পৃথককৃত কতকগুলি কার্য্য ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হয়, আর্য্যদিগের সময়ে ধর্ম্মকার্য্য সেরূপ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ঋগ্বেদসংহিতাতে দর্শ পৌর্ণমাস প্রভৃতি যজ্ঞ সকলের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে; কিন্তু উত্তর কালে ঐ সকল যজ্ঞ যে আকারে অনুষ্ঠিত হইত, আর্য্যদিগের সময়ে তাহার সে আকার ছিল না; পূর্ব্বে উহা যে উদ্দেশে ও যে আকারে অনুষ্ঠিত হইত, উত্তর কালে ঐ সকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও আকার বহু অংশে রূপান্তরিত হইয়া যায়, পুরাতন নাম মাত্র পরিগৃহীত হয়। বেদের মধ্যে পুরাণ ও ইতিহাস প্রভৃতি শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে দেখিয়া অনেকের এই রূপ ভ্রম হইতে পারে যে, অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতাদি ইতিহাসও বেদের সময়ে প্রচলিত ছিল; কিন্তু বেদেতে যে পুরাণ বা ইতিহাস প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা যেমন অন্যবিধ পদার্থ, এক্ষণকার পুরাণ বা ইতিহাস নহে, কেবল সেই সকল পুরাতন নাম মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই রূপ পুরাতন ঋকের মধ্যে যে সকল যজ্ঞাদির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, উত্তর কালের আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞ তাহার লক্ষ্য নহে। উত্তর কালে ঐ সকল যজ্ঞ ধর্ম্মের শাসন বলিয়া অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু আর্য্যদিগের সময়ে তৎসমস্ত কেবল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অঙ্গ বলিয়া আবশ্যকতার অনুরোধে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। যে সময়ে সর্ব্বদা অগ্নির প্রয়োজন হইত, অথচ এক্ষণকার ন্যায় তাহার উৎপাদনের রীতি অপরিজ্ঞাত ছিল; ঘটনা ক্রমে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেলে দাবানল হইতে অথবা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে হইত; এরূপ অবস্থায় নিয়মিত রূপে অগ্নিকে রক্ষা করিবার রীতি আপনা হইতেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। আর্য্যগণের সময়ে এই রূপ আবশ্যকতার অনুরোধেই অগ্নি-রক্ষার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল; কিন্তু উত্তরকালে দৃষ্ট হইবে যে, এরূপ উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতে অগ্নিরক্ষার নিয়ম প্রচলিত হয়। আর্য্যেরা সাধারণতঃ সর্ব্বদা অগ্নি রক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতেন না, কিন্তু সময়ে সময়ে তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন; সময়ে সময়ে কাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া যাইতেন; সচরাচর তাঁহারা চন্দ্রের ক্ষয় বৃদ্ধি অনুসারে সেই তত্ত্বাবধানের সময় অবধারণ করিতেন। যে ভিন্ন ভিন্ন দিবসে চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইত, তাঁহারা যদৃচ্ছাক্রমে সেই সেই দিবসে সবিশেষ রূপে অগ্নির আরাধনা করিতেন অথবা অগ্নিতে বিশেষ রূপে কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করিয়া যাইতেন। পুরাতন ঋকে যে দর্শ পৌর্ণমাস যজ্ঞের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই রূপ সামান্য ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু উত্তরকালে এই দর্শ পৌর্ণমাস যজ্ঞ একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই রূপ কল্প সূত্রে কত প্রকার শ্রৌত কর্ম্ম [১] দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যগণের সময়ে তাহা জীবনযাত্রার অঙ্গরূপে বিনা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত; কাল ক্রমে তাহাই শাসনের অধীন আড়ম্বরপূর্ণ ধর্ম্মকর্ম্ম রূপে প্রচলিত হয়। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যে বিস্তীর্ণ সময় আর্য্যযুগ বলিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে, তন্মধ্যে আর্য্যগণের আচারপদ্ধতি মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আর্য্যগণের প্রথমাবস্থায় যে সকল কর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছিল, শেষাবস্থায় তাহার সমুদায়ই যে অবিলুপ্ত ছিল ইহা বিশ্বাস করা যায় না এবং ইহাও দৃষ্ট হয় যে, প্রথমে যাহার নাম গন্ধও ছিল না, শেষাবস্থাতে তাহা প্রচলিত হইয়াছিল। যে সকল ঋক্ পুরাতন বলিয়া অনুমিত হয়, তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের বিশেষ চিহ্ন দৃষ্ট হয় না কিন্তু অপেক্ষাকৃত নূতন ঋকের মধ্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

আর্য্যগণ পদ্য রচিত স্তোত্র দ্বারা দেবতাদিগের আরাধনা করিতেন। স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উত্তম ঋক্ রচনার জন্য তাঁহারা দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সেই সকল স্তোত্র দুই প্রকার ছিল, এক প্রকার কেবল আবৃত্তি করিতে হইত; আর এক প্রকার গান করিতে হইত। যে সময়ের কথা উল্লিখিত হইতেছে, তখন সামবেদ বলিয়া একটি পৃথক্ বেদ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; যে সকল ঋক্ গান করা হইত, তাহারই নাম সাম। এই সকল সাম উত্তর কালে একত্র সংকলিত হইয়া সামবেদ নাম প্রাপ্ত হয়। ঋক্ দ্বারা দেবতাদিগের গুণ বর্ণনা ও তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করা হইত। তাহাঁদিগের সময়ে দেবতাদিগের যে সকল

[১] বেদেতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে সকল কর্ম্মের বিধি আছে, তাহার নাম শ্রৌত কর্ম্ম; যথা, দর্শ পৌর্ণমাস, অশ্বমেধ ইত্যাদি। আর বেদেতে যে সকল কর্ম্মের বিধি নাই, কেবল স্মৃতিতে যাহার বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম স্মার্ত্ত কর্ম্ম: বিবাহ উপনয়ন অন্নপ্রাশন প্রভৃতি সমুদায় গৃহ কর্ম্ম স্মার্ত্ত কর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হয়।

উপাখ্যান প্রচলিত ছিল, তাঁহারা স্তোত্রেতে সেই সমুদায় গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন এবং [illegible] বনে যাহা কিছু আবশ্যক হইত, নির্ব্বিচারে তৎসমুদায়ই দেবতাদিগের নিকট ছন্দঃ দ্বারা প্রার্থনা করিতেন।

তাঁহারা যে সমুদায় দ্রব্য দেবতাদিগকে প্রদান করিতেন, তৎসমুদায় অগ্নিতেই নিক্ষিপ্ত হইত। তাঁহাদের এই রূপ বিশ্বাস ছিল যে, অগ্নিই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ দেবতা এবং যে কোন দেবতার উদ্দেশেই হউক, অগ্নিতে যাহা কিছু প্রদান করা হইবে তাহা সকল দেবতাই গ্রহণ করিবেন। এই রূপ সংস্কার এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। সোমরসই হোমের প্রধান দ্রব্য ছিল। তাঁহারা বিবিধ দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সোমলতার রস প্রস্তুত করিতেন; উহাই অভিষুত সোম বলিয়া অভিহিত হইত। আর্য্যেরা স্বয়ং সোমরস পান করিয়া মত্ত হইতেন এবং দেবতারাও তাহা পান করিয়া মত্ত হইবেন বলিয়া তাহা তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হইত। তদ্ভিন্ন তাঁহারা স্বয়ং যে সমস্ত দ্রব্য আহার করিতেন, তৎসমুদায়ই দেবগণের উদ্দেশে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেন। এক্ষণকার ন্যায় পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবার কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উক্ত প্রকার স্তোত্র পাঠ ও স্তোত্র গান এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান তাঁহাদিগের উপাসনা ছিল। এক্ষণে যে রূপ করিয়া ছাগমেষাদির বলিদান করা হয়, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সময়ে তাহা যথেষ্ট রূপে প্রচলিত ছিল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পুরাতন ঋকের মধ্যে তাহার চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কেবল অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বকে বলিদান করা হইত, তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, কিন্তু সংহিতার সেই অংশটি যে অপেক্ষাকৃত নূতন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ষষ্ঠ অনুবাকে শুনঃশেফ ঋষির একটি সূক্ত আছে। ব্রাহ্মণভাগে সেই সকল সূক্ত অবলম্বন করিয়া এই রূপ একটি উপাখ্যান কথিত হইয়াছে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণ দেবের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পুত্র জন্মিলে তাহাকে তাঁহার নিকট উৎসর্গ করিবেন। পরে বরুণ দেবের বরে তাঁহার পুত্র জন্মিল। কিন্তু সেই পুত্র উপযুক্ত হইলে তাঁহার পরিবর্ত্তে অজীগর্ত্ত নামক কোন ঋষির শুনঃশেফ নামক পুত্রকে ক্রয় করিয়া বলিদান করিতে প্রবৃত্ত হইলে শুনঃশেফ ঐ সকল সূক্ত দ্বারা দেবতাদিগের স্তব করিয়াছিলেন। এই উপাখ্যানে আর্য্যগণের মধ্যে নরবলিদানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের উপাখ্যানে যে রূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, উক্ত সূক্ত সকল পাঠ করিলে সে রূপ স্পষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এমন অনেক ঋক্ আছে যে, ঋষিরা কি উদ্দেশে তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য কিন্তু ব্রাহ্মণে তদ্ঘটিত দীর্ঘ দীর্ঘ কল্পিত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোন কোন ঋকের মধ্যে একবিংশতিসংখ্যক যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎসমুদায় বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তাঁহারা সামান্য রূপে সেই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাহাই পরিপুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সময়ে আড়ম্বরে পরিপূর্ণ হয়।

যে সময়ের কথা উল্লিখিত হইতেছে, তখন জাতিভেদ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; অন্ততঃ ইহা প্রামাণিক রূপে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, উত্তর কালের নানা জাতির মধ্যে যে রূপ অপরিবর্ত্তনীয় ভিন্নতা দৃষ্টি-

গোচর হইবে, আর্য্যদিগের সময়ে সে রূপ ছিল না। আর্য্য ও দস্যু নামে যে দুইটি বিভিন্ন জাতি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, প্রথম প্রথম তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি যত বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল, শেষাবস্থায় তাহারও অনেক অংশ তিরোহিত হইয়া যায়। কবষ ঐলুষ নামক এক জন দস্যুপুত্র সর্ব্বপ্রকারে ঋষি-গণের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন; বেদ-দ্রষ্টা ঋষিগণের শ্রেণিতে তাঁহার নাম প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে ইহা স্পষ্ট রূপেই স্বীকার করা হইয়াছে মোক্ষমূলর যেরূপ অনুমান করেন, তদনু-সারে পূর্ব্বোক্ত অজীগর্ত্ত আর্য্যবংশীয় ছিলেন না; কিন্তু তাঁহার পুত্র শুনঃশেফ দেবরাত নাম লইয়া বিশ্বামিত্র ঋষির পরিবার মধ্যে প্রবিষ্ট হন। এই রূপ অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল উদাহরণঘটিত কিংবদন্তী অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণ সকলের মধ্যেও উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ আর্য্যদিগের সময়ে এ রূপ জাতিভেদ-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ও নানা বিধ আশ্রম ভেদের ব্যবস্থাও ছিল না। সুতরাং বর্ণ ও আশ্রম ঘটিত ধর্ম্ম ভেদের কোন চিহ্নও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তখন দুই বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়—আর্য্য ও দস্যু এবং এক মাত্র আশ্রম পাওয়া যায়—গার্হস্থ্য আশ্রম।

বিবাহাদি গৃহ্য কর্ম্ম সকল কিরূপ প্রণা-লীতে অনুষ্ঠিত হইত এবং সেই সকল কর্ম্মের কি রূপ নিয়ম ছিল, তাহা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। কল্প সূত্রে ঐ সকল কর্ম্মের যেরূপ ব্যবস্থা আছে, তাহা যে আর্য্যদিগের উদ্ভাবিত নহে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে ঐ সকল বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা ছিল; অথবা কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল কি না, তাহা করা যায় না। এই মাত্র বোধ হয় যে, আর্য্যগণ গৃহ্য কর্ম্ম বিষয়েও স্বাধীন ভাবে চলিতেন। সকল স্থানে ও সকল সময়ে তাহাঁদের গৃহ্য কর্ম্ম সকল এক রূপ ছিল না। গৃহ্য কর্ম্মের মধ্যে বিবাহ ভিন্ন আর কিছুরই সদ্ভাবের স্পষ্ট নিদর্শন পা-ওয়া যায় না। কিন্তু সেই বিবাহক্রিয়া কি রূপে সম্পন্ন হইত, তাহাও নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। এক্ষণে হিন্দু জাতির মধ্যে যে প্রণালীতে গৃহ্য কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হই-তেছে, তাহাতে ভূরি ভূরি বৈদিক মন্ত্র সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব সহসা এই রূপ বোধ হইতে পারে যে, যখন গৃহ্যকর্ম্মের উ-পযোগী পুরাতন মন্ত্র সকল প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তখন সেই সকল কর্ম্মও সেই পুরাতন কালে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইত. অতএব এই বিষয় বিশেষ করিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক।

বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি।

ইউরোপের প্রধান প্রধান ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, হিন্দু জাতির বীজ পুরুষ আর্য্যগণ ভারত বর্ষের আদিম নিবাসী ছিলেন না; হিমালয়ের উত্তর প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া অত্রত্য আদিম নিবাসীদিগকে পরাজয় ক-রিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। এই মতের প্রামাণ্য স্থাপনের নিমিত্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সংগৃহীত প্রমাণ সকলের উপর কত দূর নির্ভর করা যাইতে পারে, তৎসমুদায়ের অন্য প্রকার উপপত্তি হইতে পারে কি না, এবং ভারতবর্ষীয়েরা সেই সকল প্রমাণের উপর কোন বিপ্রতিপত্তি

উপস্থিত করিতে পারেন কি না এই সকল বিষয় বিশেষ রূপে আলোচনার নিমিত্ত এই বর্ষের বৈশাখ মাসের পত্রিকাতে হিন্দু-ধর্ম্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক পাঠকগণকে অনুরোধ করা হয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্ত লিখিত কাগজ সকলের মধ্য হইতে এক খানি অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। গত বৈশাখ মাসের পত্রিকা উক্ত মাসের পঞ্চবিংশ দিবসে বাহির হয়; বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা পাঠ করিয়া আর্য্য জাতির আদি নিবাস বিষয়ে একটি প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই; জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগেই তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করেন। এই পাণ্ডুলিপিতে তাঁহারই হস্ত লিখিত অসম্পূর্ণ প্রবন্ধটী দৃষ্ট হইল। এক্ষণে বহু মানের সহিত কিন্তু শোকদগ্ধ হৃদয়ে সেইটি প্রকাশ করা যাইতেছে।

"বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে হিন্দু ধর্ম্মের ইতিহাস প্রস্তাব লেখা হইয়াছে, তাহাতে এই প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষেই আর্য্যগণ একত্র থাকিতেন, এই স্থান হইতে নানা স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন এবং এই রূপ সিদ্ধান্তের পোষকতা জন্য যে সকল প্রমাণ দর্শিত হইয়াছে, তাহা যে নিতান্ত অমূলক ও যুক্তি বিরুদ্ধ ইহা বলাও যাইতে পারে না। ফলতঃ ইহাতে বরং সম্পাদকের বুদ্ধি-বল ও হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনাই প্রকাশিত করিতেছে। তিনি আপনার মতের পোষকতার জন্য যে সকল প্রমাণ ও যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাও এখানে বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

প্রথমতঃ। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বলেন যে "এক দেশের লোক অন্য দেশে গিয়া অবস্থান করিলে সেই বৃত্তান্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের স্মৃতি পথে সঞ্চিত হইয়া থাকে" এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ যাবা ও বালি দ্বীপের উপনিবেশের কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন, এবং যখন "বেদের মধ্যে সে রূপ ভাবে অন্য দেশের নামও দেখিতে পাওয়া যায় না" ও "হিন্দুদিগের মধ্যে সে রূপ কিম্বদন্তীও নাই" তখন আর্য্যগণের অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সম্যক প্রমাণ নাই, ইহা বলা বাহুল্য। দ্বিতীয়তঃ "বিদেশীয় ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিতেরা" ইউরোপের পুরাতন ভাষা, পারস্যের জেন্দ ভাষা ও ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষার পরস্পর তুলনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ঐ সকল দেশের লোক এক সময়ে এক স্থানে অবস্থান করিতেন" সম্পাদক এ বিষয়ে কোন সন্দেহই করেন না কিন্তু যে সকল প্রমাণ দ্বারা তাঁহারা "কোন দেশে" আর্য্যেরা "একত্রিত হইয়া বাস করিতেন" ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সকল প্রমাণের অন্য রূপ উপপত্তি হইলেও হইতে পারে এই রূপ তর্ক উপস্থিত করিতেছেন। তাঁহার বক্তব্য এই, প্রমাণ এত দূর নয় যে তদ্দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে আর্য্যেরা "ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোন স্থানে একত্র অবস্থান করিতেন," প্রত্যুতঃ যখন "বেদেতে অন্য দেশ হইতে আর্য্যদিগের এ দেশে আগমনের কোন কথা দেখিতে পাওয়া যায় না" এবং হিন্দুদিগের শাস্ত্রে ভারতবর্ষই হিন্দুদিগের আদিম স্থান ও পুরাণে ও পুরাতন গ্রন্থ সকলের আলোচনায় এ রূপ সপ্রমাণ হইতে পারে যে "ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে হিন্দু বসতি ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত ও ভারতবর্ষের বাহিরেও আর্য্যদিগের উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তখন উক্ত সকল প্রমাণের অন্য রূপ উপপত্তির কোন ব্যাঘাত দৃষ্ট হইতেছে না। তৃতীয়তঃ "ভাষার পরস্পর তুলনা" করিলে দেখা যায় যে "ইউরোপের পুরাতন ভাষা, কি জেন্দ ভাষা, সকলের মধ্যেই কিয়ৎ পরিমাণে আর্য্য ভাষা ও কিয়ৎ পরিমাণে সেই সেই দেশের ভাষা মিশ্রিত হইয়া আছে", কিন্তু ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি আ-

লোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে "ইহা কেবল একমাত্র ভাব, ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে এবং মোক্ষ মুলর এই রূপ ঘটনার কারণ ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের, ইউরোপীয় শাখার প্রস্থানের বহু কাল পরে "ভারতবর্ষে গমন" যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার অন্য সিদ্ধান্তও কেন না হইবে, অর্থাৎ উক্ত ঘটনা দ্বারা ভারতবর্ষ হইতেই আর্য্যগণের ক্রমশঃ প্রস্থান এই রূপ প্রমাণ হইবারই বা বাধা কি?

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক, যাবা ও বালি দ্বীপের কিম্বদন্তী দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন যে কোন জাতি হইতে কতকগুলি লোক অন্য দেশে গিয়া অবস্থিতি করিলে এ রূপ ঘটনার কিম্বদন্তী অবশ্যই উপনিবেশিত দেশের লোক মধ্যে প্রচলিত থাকে, এই প্রস্তাবকে আমরা কখনই অমূলক বলিতে পারি না। কিন্তু এখানে দেখা আবশ্যক যে কলিঙ্গ দেশের লোকেরা যখন ভয়ানক সমুদ্র পার হইয়া যাবা ও বালি দ্বীপে গমন করিয়া তথায় হিন্দু বসতি বিস্তার করিয়াছিল তখন হিন্দু জাতি কত দূর সভ্য ছিলেন, এবং বৈদিক সময়ের পূর্ব্বেই বা তাঁহাদের কি অবস্থা ছিল। প্রতি জাতির সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপন দেশের ও আপন জাতির পুরাবৃত্তের প্রতি দৃষ্টি পড়ে ও আলোচনা হয়। কিম্বদন্তী পুরাবৃত্তের অপক্ক ভাবমাত্র, দেখুন এখন ইংলণ্ড হইতে অন্যান্য দ্বীপ ও উপদ্বীপে উপনিবেশের পুরাবৃত্ত কেমন স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে! (An illiterate people, iguorant of life to Page 305 Section 7th chapter 2) যাহা শ্লেগল বলিয়াছেন তাহা যে কত দূর সত্য তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য। বৈদিক সময়ের পূর্ব্বে আর্য্যগণ যে লিখিতে অক্ষম ছিলেন তৎপ্রতি বোধ হয় কোন সন্দেহই উপস্থিত হইতে পারে না, বাস্তবিক কোন প্রাচীন জাতি মধ্যেই এ রূপ কিম্বদন্তী দৃষ্টিগোচর হয় না। গ্রীকগণও আপনাদিগকে ভূম্যুত্থিত বলিতেন, মিশর দেশের পণ্ডিতগণ মধ্যেও তাঁহাদের পুরাতন আবাসস্থানের কোন প্রবাদ প্রচলিত ছিল না, প্রত্যুতঃ সকল পুরাতন জাতি আপনাদিগকে অন্যান্য জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত পুরাতন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গর্ব্ব করেন। আমেরিকাস্থ লোহিত ইণ্ডিয়ান জাতি মধ্যেও তাহাদের পুরাতন আবাসস্থানের বিশেষ কোন কিম্বদন্তী পাওয়া যায় না। যাহা হউক এই সকল জাতি মধ্যে ঐ রূপ প্রবাদ ছিল না বলিয়াই যে হিন্দুগণ মধ্যে থাকিবে না ইহা প্রমাণ হইতে পারে না। মিওর নামক গ্রন্থকর্ত্তা এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, (Muir's Sanskrit Texts, Pagae 332, Chap 2 Section 8 Page 335 Ibid.) অতএব ঐরূপ কিম্বদন্তীর অভাব যে উক্ত ঘটনার সম্পূর্ণ সন্দেহোদ্দীপক তাহা হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ অসভ্য জাতি মধ্যে উক্ত বিষয়ের যে রূপ প্রমাণ থাকা আবশ্যক, তাহা আমাদের পুরাতন শাস্ত্রে বর্ত্তমান আছে।"

বাবু গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই অকালে লোকান্তরিত হন। তিনি এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াছিলেন: জীবিত থাকিলে অবশ্যই ইহা সুসম্পন্ন করিয়া লিখিতেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি আর কোন ইতিহাসজ্ঞ পাঠক এই প্রস্তাবটি সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে একটি মহোপকারী বিষয় সিদ্ধান্তিত হয়। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে বাস্তবিক বিষয় অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যদিও ইউরোপীয়েরা এ বিষয়ে বহু বহু অনুসন্ধান করিতেছেন, তথাপি কএকটি বিশেষ কারণে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র ঠিক না হইতে পারে; তন্মধ্যে দুইটি কারণ এই যে, তাঁহারা বিদেশী ও দূরস্থ এবং বাইবলের ইতিহাস অভ্রান্ত বলিয়া তাঁহাদের সংস্কার। অন্ততঃ ভারতবর্ষীয়দিগকে তাহার পরীক্ষা করা উচিত।

নূতন পুস্তক।

১। বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ।

ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজে যে ষোলটি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তথাকার বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত গুরুদাস সেন তৎসমুদায় এই পুস্তকের আকারে প্রচারিত করিতেছেন। ইহা কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। উপদেশ ভিন্ন আরও কএকটি বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে; প্রথম বিশ্বাস পত্র; বিজ্ঞাপনে দৃষ্ট হইল, বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে হইলে ঐ বিশ্বাস পত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়। দ্বিতীয় কএকটি উদ্বোধন, তৃতীয় দ্বাদশটি প্রার্থনা, চতুর্থ উক্ত ব্রাহ্মসমাজগৃহের ভিত্তি স্থাপন সময়ে পঠিত একটি স্তোত্র। পঞ্চম উক্ত গৃহের ভিত্তি স্থাপন কালীন প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

২। ব্রাহ্মদিগের প্রতি নিবেদন।

এই পুস্তিকা খানি শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত, ঢাকা বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত। ব্রাহ্মগণের জ্ঞান প্রেম ও ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধন করা ইহার উদ্দেশ্য।

৩। ধর্ম্ম সমন্বয়।

[illegible]র অন্তর্গত সাদিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible] বসু কর্ত্তৃক প্রণীত, শ্রীযুক্ত বিজয়[illegible] বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক খানি প্রথম ভাগ।

এই পুস্তক খানির ভাষাপ্রণালী বিশুদ্ধ নহে, এই জন্য ইহা পাঠ করিতে পাঠকগণের কিছু কষ্ট বোধ হইবে। স্থানে স্থানে অতি কষ্টে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় সংকলন করিতে হয়। আমরা এই পুস্তকের এই রূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি—গ্রন্থকার হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করিয়া তৎসমুদায়ের একতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন। কি অবতার, কি অলৌকিক ক্রিয়া, কি ধর্ম্মোপদেশ ইত্যাদি সকল বিষয়েই গ্রন্থকার যত দূর পারেন, ঐ তিন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র হইতে উদাহরণ সকল সংগ্রহ করিয়া এই রূপ প্রদর্শন করিতেছেন যে, সামান্য সামান্য বিষয়ে পরস্পর যতই প্রভেদ থাকুক, অবতার, লীলা, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে পরস্পর সৌসাদৃশ্য আছে এবং কহিতেছেন যে, ইহাদিগের এক সম্প্রদায়ের ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি অবিশ্বাস করিলে আর এক সম্প্রদায়ের ঐরূপ বিষয়ে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যদি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত অবতারের প্রতি অবিশ্বাস কর, তবে সেই রূপ কারণে মহম্মদকে প্রেরিত অথবা খৃষ্টকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। গ্রন্থকার তিন সম্প্রদায়ের শাস্ত্র হইতে এই রূপ দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে তিন সম্প্রদায় হইতেই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য এই যে, মত লইয়া পরস্পর বিদ্বেষ ও বিবাদ না করিয়া উক্ত তিন সম্প্রদায় কার্য্যেতে ধর্ম্মপরায়ণ হইতে থাকুন, তাহা হইলেই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হইবে।

গ্রন্থের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য সংক্ষেপে প্রকটিত হইল। আপাততঃ বোধ হয় গ্রন্থকার শান্ত ভাবে প্রচলিত ধর্ম্ম সকল অক্ষত রাখিয়া পরস্পরের ঐক্য বিধান করিতেছেন, কিন্তু ফলতঃ তিন ধর্ম্মকেই সংহার করিয়া একটি নূতন ব্যাপক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে। ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য অন্য কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, গ্রন্থকার যে রূপ বলেন, তদনুসারে হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান এই তিন সম্প্রদায়কে হয় বেদ কোরান ও বাইবল এই তিনকেই অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, নয়, কোনটিকেই সে রূপ ভাবে বিশ্বাস করা হইবে না; কিন্তু উভয়তঃই তিন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস রূপান্তরিত হইয়া যায়। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হওয়া দুর্ঘট।

গ্রন্থকার কহিয়াছেন, "বিশ্বাসই ধর্ম্ম" এটি যুক্তিযুক্ত হইতেছে না; কোন স্থানের লোকে

বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের নিকট নরবলি প্রদান করিতে হইবে এবং মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, যাহারা মুসলমান না হইবে তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে হইবে। এই রূপ নীতিবিরুদ্ধ বিশ্বাসের অনেক দৃষ্টান্ত আছে, তাহাও ধর্ম্ম বলিয়া সং-শোধন চেষ্টায় পরাঙ্মুখ হইলে বাস্তবিক ধর্ম্মা-ধর্ম্ম এক হইয়া যায়।

The Bengal christian Herald

এই পত্রিকাখানি বর্ত্তমান মার্চ্চ মাস অবধি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল; প্রতিপক্ষে এক বার করিয়া প্রকাশিত হইবে। সম্পাদকের নাম প্রকাশিত নাই। এখানি দেশীয় খৃষ্টানদিগের মুখস্বরূপ হইল। ইহাতে ধর্ম্ম, সামাজিকতা ও রাজনীতি প্রভৃতি সমুদায় আবশ্যক বিষয় লিখিত হইবে। কলিকাতা লাইট প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে। ইহার মুখবন্ধস্বরূপ প্রথম প্রস্তাবে একটি নূতন কথা পাঠ করিলাম, এত দিন দেশীয় খৃষ্টানদিগের মুখ হইতে উহা শ্রবণ করা যায় নাই। সম্পাদক আপনাদিগকে জাতিতে হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন। সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, "খৃষ্টান হওয়াতে আমাদিগের হিন্দুত্ব স্থগিত হয় নাই। আমরা হিন্দু খৃষ্টান।"

সামবেদি-কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

বিবাহ—ভোজনাদিধৃতি হোমান্ত কর্ম্ম।

১। উত্তর বিবাহ পরি সমাপ্ত হইলে জামাতা নিম্নলিখিত মন্ত্র সকল দ্বারা অভিমন্ত্রিত অক্ষার-লবণ হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষি রনুষ্টুপ্ছন্দঃ অন্নং দে-বতা অন্নভোজনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃ-শ্নিনা। বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়-ঞ্চতে॥

হে বধু 'তে' তব 'মনঃ চ' চিত্তং চকারাৎ বুদ্ধিং 'হৃদযং' অন্তর্গতং করণং অহং পরিণেতা 'বধ্নামি' 'অন্নপাশেন' অন্নবন্ধনেন 'মণিনা' ইত্যুপমা রত্নভূতেন কিঞ্চ 'পৃশ্নিনা' কিম্ভূতেন প্রাণসূত্রেণ প্রাণঃ সূত্রভূতোযস্য তৎপ্রাণসূত্রং তেন। অন্নং বৈ দেবাঃ পৃশ্নীতি বদন্তি। পুনরপি তদেব বিশিষ্যতে 'সত্যং' গ্রন্থিরিব যস্য তৎসত্যগ্রন্থি তেন।

অন্নরূপ পাশ দ্বারা, প্রাণই যাহার সূত্র ও সত্যই যাহার গ্রন্থি এমন মণিময় হারস্বরূপ অন্ন দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করি।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ প্রার্থ্যমানা দেবতা দম্পত্যো হৃর্দয়ৈক্যপ্রার্থনে বিনি-য়োগঃ।

ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥

আবযোর্হৃদৈক্যং ভবত্বিত্যর্থঃ।

তোমার যে এই হৃদয় তাহা আমার হউক, এবং আমার যে এই হৃদয় তাহা তোমার হউক।

প্রজাপতির্ঋষি দ্বিপাজ্জগতীছন্দঃ অগ্নি-র্দ্দেবতা অন্নস্তুতৌ বিনিয়োগঃ।

ওঁ অন্নং প্রাণস্য পড়্‌বিংশ স্তেন বধ্নামি ত্বাসৌ।

'অন্নং' অদনীয়ং 'প্রাণস্য' 'পড়্‌বিংশঃ' বন্ধনং যতঃ অতঃ তেন' 'ত্বা' ত্বাং 'অসৌ অহং ভর্ত্তা 'বধ্নামি'।

অন্ন প্রাণের বন্ধন, অতএব এই আমি সেই বন্ধন দ্বারা তোমাকে বন্ধন করিতেছি।

২। তৎপরে ভোজনোচ্ছিষ্ট অন্ন বধূকে প্রদান করিবেক।

৩। তদবধি দম্পতী হবিষ্যান্নভোজী ও ব্রহ্ম-চারী হইয়া ভূমিশয্যাতে একত্র শয়ন করিবেক।

৪। অন্য দিনে বধূকে এই মন্ত্র দ্বারা রথারূঢ় করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাইবেক

প্রজাপতির্ঋষি স্ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ কন্যা দে-বতা রথারোহণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সু-বর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রং মারোহ সূর্য্যোঽমৃতস্য নাভিং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব।

সূর্য্যস্য পত্নী সূর্য্যা সাইব উপচারাৎ প্রকৃতা বধূরুক্তা। হে 'সূর্য্যে' হে বধু 'বহতুং' আবাহ্যং রথং 'আরোহ' আ-দিত্যপত্নীবাদিত্যস্য কিম্ভূতং 'শাল্মলিং' শাল্মলিমিব 'সুকিংশুকং' শোভনপলাশং পুষ্পাঢ্যং বৃক্ষমিত্যর্থঃ। 'বিশ্বরূপং' নানারূপং সুবর্ণবর্ণং কান্তং সুকৃতং সুষ্ঠু ক-ল্পিতং 'সুচক্রং' প্রশস্তপাদং তথা 'অমৃতস্য' পানীয়স্য 'নাভিং' উৎপত্তিস্থানং এতদুক্তং ভবতি তত্রাপেয়ং প্রক্র

পৌত্র ধন ধান্যান্যৎপত্তি স্থানং ভবত্বিত্যর্থঃ। 'স্যোনং' সুখং 'পত্যে' 'কৃণুষ' কুরুষ।

হে বধূ! সূর্য্যপত্নী যেমন সূর্য্যের রথে আরোহণ করেন, সেই রূপ তুমি পুষ্পিত শাল্মলি বৃক্ষের সদৃশ, বিচিত্র, সুবর্ণবর্ণ, সুসজ্জিত, সুচক্র, রথে আরোহণ কর এবং স্বামীকে সুখী কর।

৫। তৎপরে পতি বধূ সহিত গমন করত পথে চতুষ্পথ প্রভৃতি ভয়জনক পথ সকল আমন্ত্রণ করিবেক

প্রজাপতির্ঋষি স্ত্রিষ্টুপছন্দঃ পন্থানো দেবতা শ্চতুষ্পথারোহণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তী দম্পতী। সুগেভি দুর্গ মতীতামপয়ান্ত্বরাতয়ঃ।

হে পন্থানঃ 'দম্পতী' 'পরিপন্থিনঃ' চৌরাদয়ঃ 'মা বিদন্' মা জানন্তু কিন্তু তাঃ 'যে' 'আসীদন্তি' আসন্নাঃ সন্তি কিঞ্চ 'সুগেভিঃ' সুগমৈঃ 'মার্গৈঃ' 'অতীতাং' অতিগচ্ছতাং। 'অরাতয়ঃ' 'অপযান্তু' অপগচ্ছন্তু।

আসন্ন শত্রু সকল যেন এই দম্পতীকে না জানিতে পারে। দম্পতী যেন অনায়াসে দুর্গম পথ সকল অতিক্রম করেন। শত্রুগণ অপসৃত হউক।

৬। পরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বামদেব্য মন্ত্র (বামদেব ঋষির স্বস্তি নঃ ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্র) গান করিয়া পতি বধূকে গৃহে প্রবেশিত করিবেক। পরে পতিপুত্রবতী ব্রাহ্মণীরা মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বগ্রীব লোহিতবর্ণ বৃষচর্ম্মে বধূকে উপবেশন করাইবেক এবং জামাতা এই মন্ত্র পাঠ করিবেক

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ গবাদয়ো দেবতা বধ্বা অনুডুচ্চর্ম্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষা ইহো সহস্রদক্ষিণোঽপি ইহ পূষা নিষীদতু।

'ইহ' গৃহে হে 'গাবঃ' যূয়ং 'প্রজায়ধ্বং' পুত্রপৌত্রাদি সন্ততি দ্বারেণ প্রবৃদ্ধাভবত তথা 'অশ্বাঃ' 'পুরুষাঃ' পুত্রাদয়ঃ তথা 'ইহ' 'উ' পাদপূরণে 'সহস্র দক্ষিণঃ' যস্য প্রসাদে সহস্রদক্ষিণাঃ ক্রতবঃ সম্পদ্যন্তে তাদৃশঃ 'পূষা' অপি নিষীদতু।

হে গোসকল! হে অশ্বগণ! হে পুরুষগণ! তোমরা এই গৃহে জন্ম গ্রহণ কর। যিনি সহস্র দক্ষিণা দানের উপায় করিয়া দিতে পারেন, সেই পূষা দেবও এই গৃহে অবস্থিতি করুন।

৭। তৎপরে ব্রাহ্মণীগণ বধূর ক্রোড়ে কোন ব্রাহ্মণ কুমারকে বসাইয়া তাহার হস্তে শালূক, কন্দ বা ফল প্রদান করিবেক এবং পতি কুশণ্ডিকোক্ত বিধান দ্বারা ধৃতি নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম ও সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আটটি ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেক। ঋষি ছন্দঃ ও দেবতা সকল মন্ত্রে সমান

প্রজাপতির্ঋষি র্বৃহতীছন্দঃ বধূর্দ্দেবতা ধৃতি হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা। ১

'ইহ' গৃহে 'ধৃতিঃ' মনসঃপ্রসাদঃ অস্তু।

এই গৃহে তোমার সন্তোষ হউক। ১

ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা। ২

'স্বধৃতিঃ' স্বস্য তব আত্মীয় জন্য ধৃতিঃ।

এই গৃহে তোমার আত্মীয়গণের সন্তোষ হউক। ২

ওঁ ইহ রতিঃ স্বাহা। ৩

'রতিঃ' ক্রীড়া।

এই গৃহে তোমার রতি হউক। ৩

ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা। ৪

'রমস্ব' ক্রীড়স্ব।

এই গৃহে তুমি রমণ কর। ৪

ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা। ৫

'ময়ি' ভর্ত্তরি।

আমাতে তোমার সন্তোষ হউক। ৫

ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা। ৬

'ময়ি' 'স্বধৃতিঃ' তব আত্মীয় জনস্য ধৃতিঃ।

আমাতে তোমার আত্মীয়গণের সন্তোষ হউক। ৬

ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা। ৭

'রমঃ' রমণং অস্তু।

আমাতে তোমার রতি হউক। ৭

ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা। ৮

'ময়ি' 'রমস্ব' ক্রীড়স্ব।

আমাতে তুমি রমণ কর। ৮

৮। তৎপরে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অমন্ত্রক অগ্নিতে দিয়া বধূর পিতৃগোত্র সহকারে তাহার শ্বশুর প্রভৃতিকে অভিবাদন করাইবেক।

৯। তৎপরে ব্যস্ত সমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গান পর্য্যন্ত সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক কর্ম্ম কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করিবেক।

ভোজনাদি ধৃতি হোমান্ত কর্ম্ম সমাপ্ত।

ব্রহ্মস্তোত্রং।

(প্রাপ্ত)

উদীণমোতৎসদিতি ত্রিধোক্তিভি-
র্মনীষিভিস্ত্বাং প্রণমামি শাশ্বতং।
নিদানমেকং জগতাং মহেশ্বরং
স্বসন্নিধিং ত্বং স্বসুতং নযস্ব মাম্। ১
জগৎপিতঃ স্নেহকৃপাময় প্রভো
সুশীতলানির্ব্বচনীয়শান্তয়ে।
সংসারদীপ্তানলদগ্ধশীর্ষকং
স্বসন্নিধিং ত্বং স্বসুতং নযস্ব মাম্। ২
যদস্তি তে প্রেম পিতঃ সুতান্ প্রতি
স্বসন্নিধিং তেন হি মাং নযেঃ স্বতঃ।
তথাপি যাচেহমসহ্যদুঃখিতঃ
স্বসন্নিধিং ত্বং স্বসুতং নযস্ব মাম্। ৩
সংসারকার্য্যাকুলিতং নরাধমং
হৃদাসনং ত্বামপি নেতুমেকশঃ।
হতাবকাশং হি কৃপার্থিনং তব
স্ব সন্নিধিং ত্বং স্বসুতং নযস্ব মাম্। ৪
সংকল্পবাংস্ত্বং হি শিবায দেহিনাং
জানেতি বিশ্বেশ্বর দূরদর্শিনঃ।
শান্তং শিবং ত্বামৃষযোজগুঃ পুরা
স্বসন্নিধিং ত্বং স্বসুতং নযস্ব মাম্
ত্বযা জগৎ স্নেহত এব পাল্যতে
সুখাযমানং হি বিচিত্রশক্তিনা।
তদস্তরদুহং শরণাগতং বিভো
স্বসন্নিধিং ত্বং স্বসুতং নযস্ব মাম্। ৬
নিরাশ্রয়াণাং ত্বমনুত্তমাশ্রয়ো
ভয়াকুলানামভয়প্রদঃ শিবঃ।
নিদানমেকঃ সুধিযাং সুধীমতাং
স্বসন্নিধিং ত্বং স্বসুতং নযস্ব মাম্। ৭
শরণ্য একঃ শরণার্থিনাং প্রভো
গতিস্ত্বমেকস্তু গতের্জগৎপতে।
ত্বমেক উদ্ধারক এব পাপিনাং
স্বসন্নিধিং ত্বং স্বসুতং নযস্ব মাম্। ৮
নমোস্তু তে নিত্যসুখ প্রদায়িনে
নমোস্তু তে জীবগণান্তরাত্মনে।
নমোস্তু তে ভক্তজনানুকম্পিনে
কুরুষ্ব মাং নিত্যসুখামৃতপ্লুতং। ৯
জগতি চ সুখভোগ্যং বস্তুজাতং বিধাত-
র্বহুবিধমপি সৃষ্টং প্রাণভৃৎসঞ্চযানাং।
অপিতু নহি সুখেস্মিন্নশ্বরে মে বুভুক্ষা
সততসুখদতাত ক্রোড়বাসোৎসুকস্য। ১০

আয় ব্যয়।

পৌষ ও মাঘ ১৭৯১ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৪৬৭ ৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	২৮৮ ।৵১৫
সমষ্টি	১৭৫৫ ॥৵৫
ব্যয়	১০৯৮ ५/০
স্থিত	৬৫৬ ५/৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৪৩ ॥ ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৮২ ५৵১০
পুস্তকালয়	৭৬৩ ।৶৫
যন্ত্রালয়	২০০ ।০
গচ্ছিত ...	১৭৭ /০
সমষ্টি	১৪৬৭ ৶১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৪৭ ५ ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২১৬ । ১৫
পুস্তকালয়	৫৫৮ ॥ ১৫
যন্ত্রালয়	১২১ (১৫
গচ্ছিত	৫৫ ৶০
সমষ্টি	১০৯৮ ५/০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	... ...	৫৭০/০
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	২৬৶১০
" কাশীশ্বর মিত্র	... ...	৫
" অযোধ্যানাথ পাকড়াশী	...	২
" গোপালচন্দ্র মল্লিক	...	২
" হরিমোহন রায়	...	২
" মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায়	...	২
" রাজনারায়ণ ধর	...	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	...	২
" নন্দলাল সেন	...	২
" হরকুমার সরকার	...	২
রাখালদাস বিশ্বাস	...	২
" ক্ষেত্রমোহন ধর		১
" রাখালরাজ রায়	...	১
" জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		১
" রামতারণ রায়		১
" বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত		১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস		১
" দীননাথ চট্টোপাধ্যায়		।০
" দানাধারে প্রাপ্ত	... ...	৫।৶৫

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪
সমষ্টি	... ...	৬১৩৷৶১৫

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য সহিত

লালকালি অক্ষরে	২
ভাল বাঁধা	২৷০
সোনাদিয়া বাঁধা	৩

ব্যাখ্যান ও মাসিক সমাজের উপদেশ

একত্র সোনাদিয়া বাঁধা	২৷০
সঙ্গীত মালা	।০

বিজ্ঞাপন

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ৩১ চৈত্র মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭৷০ ঘটিকার সময়ে হইবে

এবং

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১ বৈশাখ বুধবার প্রাতে ৭৷০ সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথা সময়ে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবেন

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

ও

A discourse on "Moral Elevation" will be delivered by Baboo Bhairab Chandra Bandyopadhya at the Adi Brahma Samaj Library Hall on the 2nd April, 22nd Chaitra at 7½ P. M.

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

বিজ্ঞাপন।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সপ্তম কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচী